তাফসীর
ইব্‌ন
কাসীর
চতুর্দশ খন্ড
মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

চতুর্দশ খন্ড

(সূরা ১৮ ঃ কাহফ থেকে সূরা ২২ ঃ হাজ্জ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৩০০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

Contents

Contents

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

Contents

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের

তাফসীর ইব্ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে

একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনূদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ ১০ আয়াতের মর্যাদা

সূরার ফাযীলাত বিশেষ করে প্রথম দশটি আয়াতের ফাযীলাতের বর্ণনা এবং সূরাটি যে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষাকারী উহার বর্ণনা ঃ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একজন সাহাবী এই সূরাটি পাঠ করতে শুরু করেন। তার বাড়ীতে একটি পশু ছিল, সে ভয়ে লাফাতে শুরু করে। সাহাবী গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে সামিয়ানার মত এক খন্ড মেঘ দেখতে পান যা তার উপর ছায়া দিচ্ছিল। তিনি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি এটি পাঠ করতে থাক। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে ঐ সাকীনা যা কুরআন পাঠের সময় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। (আহমাদ ৪/২৮১, ফাতহুল বারী ৬/৭১৯, মুসলিম ১/৫৪৮) এই সূরা পাঠকারী সাহাবী ছিলেন উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ), যেমনটি সূরা বাকারাহর তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি।

মুসনাদ আহমাদে আরও এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা করা হবে। (আহমাদ ৫/১৯৬) সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ এবং নাসাঈ গ্রন্থসমূহেও এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (হাদীস নং ১/৫৫৫, ৪/৪৯৭, ৬/২৩৬) জামে তিরমিযীতে প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (তিরমিযী ৮/১৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মুসতাদরাক হাকিমে মারফূ রূপে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্য দুই জুমু‘আর মধ্যবর্তী সময় আলোকিত হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩৬৮)

ইমাম বাইহাকীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফকে ঐভাবে পাঠ করবে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, তার জন্য কিয়ামাতের দিন জ্যোতি হবে। (বাইহাকী ৩/২৪৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি।	١. ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ
২। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার	٢. قَيِّمٗا لِّيُنذِرَ بَأۡسٗا شَدِيدٗا مِّن لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرًا حَسَنٗا
৩। যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী	٣. مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدٗا
৪। এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।	٤. وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗا
৫। এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিলনা; তাদের মুখ-নিঃসৃত	٥. مَّا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٖ وَلَا لِأٓبَآئِهِمۡۚ كَبُرَتۡ كَلِمَةٗ تَخۡرُجُ مِنۡ

বাক্য কি উদ্ভট! তারাতো শুধু মিথ্যাই বলে।	أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

পবিত্র কুরআনে রয়েছে সুখবর এবং সতর্ক বাণী

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বিষয়ের শুরুতে ও শেষে তাঁর প্রশংসা করে থাকেন। সর্বাবস্থায়ই তিনি প্রশংসার যোগ্য, প্রথমে ও শেষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি স্বীয় নাবীর উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন যা তাঁর একটি বড় নি‘আমাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর সমস্ত বান্দা অন্ধকার হতে বেরিয়ে আলোর দিকে আসে। এই কিতাবকে তিনি সরল-সোজা ও সঠিক রেখেছেন। এতে কোনই বক্রতা নেই এবং নেই কোন ত্রুটি। এটি সুস্পষ্ট, পরিস্কার ও প্রকাশমান। এই কিতাব অসৎ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে এবং সৎ লোকদেরকে সুসংবাদ দেয়।

لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا من لَّدُنْهُ এটি বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভয়াবহ শাস্তির খবর দেয়, যে শাস্তি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে দুনিয়ায়ও হবে এবং আখিরাতেও হবে, এমন শাস্তি যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ দিতে পারেনা।

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا যারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঈমান আনবে এবং আমল করবে, এই কিতাব তাদেরকে মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দিচ্ছে, যে পুরস্কার হচ্ছে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর যা তারা জান্নাতে প্রাপ্ত হবে, যা কখনও ধবংস হবেনা এবং যে নি‘আমাতরাশি চিরকাল বজায় থাকবে।

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا এই কিতাব ঐ লোকদেরকে ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে সর্তক করছে যারা বলছে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। যেমন মাক্কার মুশরিকরা বলত যে, মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। না জেনে শুনেই তারা এ কথা বলত। শুধু তারাই নয়, তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ কথা বলত।

তাদের কথা যে খুবই মন্দ ও জঘন্য তারই এখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا তারা শুধু মিথ্যা বলে।

সূরা কাহফ নাযিল হওয়ার কারণ

এই সূরার শানে নুযুল সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কুরাইশরা নাযার ইব্ন হারিস ও উকবাহ ইব্ন মুঈতকে মাদীনার ইয়াহুদী আলেমদের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং তাদেরকে বলে ঃ তোমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। তারাই প্রথম কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী নাবীগণ সম্পর্কে তাদের বেশি জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। এই দু'জন তখন মাদীনার ইয়াহুদী আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাক্যাবলী ও গুণাবলী বর্ণনা করে। তারা এদেরকে বলে ঃ দেখ, আমরা তোমাদেরকে একটা মীমাংসাযুক্ত কথা বলছি। তোমরা ফিরে গিয়ে তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন তাহলে তিনি যে সত্য নাবী এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে তাঁর মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবেনা। তখন তোমরা তাঁর ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পার। (১) তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে ঃ পূর্বযুগে যে যুবকগণ বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের ঘটনা বর্ণনা করুন। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। (২) তারপর তাঁকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন। (৩) আর তাঁকে তোমরা রুহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন তাহলে তোমরা তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করে তাঁর অনুসরণ করবে। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে জানবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী। সুতরাং যা ইচ্ছা তা'ই করবে।

এরা দু'জন মাক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বলল ঃ "চূড়ান্ত ফাইসালার কথা ইয়াহুদী আলেমগণ বলে দিয়েছেন। সুতরাং চল আমরা তাকে প্রশ্নগুলি করি।" অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে এবং তাঁকে ঐ তিনটি প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আগামীকাল এসো, আমি তোমাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) বলতে ভুলে যান। এরপর পনের দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর কাছে না কোন অহী আসে, আর না আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে মাক্কাবাসী সন্দেহ করতে থাকে এবং পরস্পর বলাবলি করে ঃ দেখ, এক দিনের ওয়াদা ছিল, অথচ আজ পনের দিন কেটে গেল, তবুও সে জবাব দিতে পারলনা। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিগুণ দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলেন। একতো কুরাইশদেরকে জবাব দিতে না পারায় তাদের কথা শুনতে হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ অহী আসা বন্ধ হয়েছে। এরপর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং সূরা কাহফ অবতীর্ণ হয়। এতেই ইনশাআল্লাহ না বলায় তাঁকে ধমকানো হয়, ঐ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, ঐ ভ্রমণকারীর বর্ণনা দেয়া হয় এবং রূহের ব্যাপারেও জবাব দেয়া হয়।

৬। তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।	٦. فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا
৭। পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভনীয় করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ?	٧. إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أَيُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلاً
৮। ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করব।	٨. وَإِنَّا لَجَـٰعِلُونَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيدًا جُرُزًا

কাফিরেরা ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হতে আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে নাবী! মুশরিকরা যে তোমার নিকট থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ঈমান আনছেনা এতে তুমি

মোটেই দুঃখ করনা। এভাবে মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্যত্র আছে ঃ

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

তাদের জন্য দুঃখ করনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৭) আর এক আয়াতে আছে ঃ

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৩) এখানেও তিনি বলেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ তারা এই বাণী বিশ্বাস করছেনা বলে তাদের পিছনে পড়ে থেকে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। দা'ওয়াতের কাজে অবহেলা করনা। যে সুপথ প্রাপ্ত হবে সে নিজেরই মঙ্গল সাধন করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে সেও নিজেরই ক্ষতি করবে। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই থাকবে।

পৃথিবী হল পরীক্ষা ক্ষেত্র

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ দুনিয়া ধ্বংসশীল। এর শোভা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর আখিরাত অবশিষ্ট থাকবে। এর নি'আমাত চিরস্থায়ী। তাই তিনি বলেন ঃ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا *পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভনীয় করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।*

আবূ সালামাহ (রহঃ) আবূ নাদরাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া হচ্ছে মিষ্ট, সবুজ রং বিশিষ্ট। আল্লাহ তাতে তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধি বানিয়ে দেখতে চান তোমরা কেমন আমল কর। তোমরা দুনিয়া হতে ও মহিলাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। বানী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারীদের থেকে। (তাবারী ৩/২২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا যমীন অনাবাদী পড়ে থাকবে। তাতে কোন প্রকার উদ্ভিদ থাকবেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, এর উপরিস্থিত সবকিছু ধ্বংস করে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে। (তাবারী ১৭/৫৯৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হবে শুস্ক, উদ্ভিদশূন্য এবং অনুর্বর। (তাবারী ১৭/৫৯৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা হবে বৃক্ষ-লতাহীন সমতল ভূমি। (তাবারী ১৭/৬০০)

৯। তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?	٩. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا
১০। যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।	١٠. إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
১১। অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম।	١١. فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
১২। পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম এটা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থিতি	١٢. ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ

ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدًا	কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

গুহাবাসীর ঘটনার বর্ণনা

আসহাবে কাহফের ঘটনা প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হচ্ছে, পরে এর বিস্ত ারিত বর্ণনা করা হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا আসহাবে কাহফের এই ঘটনাটি আমার ক্ষমতা প্রকাশের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা দৈনন্দিন তোমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, দিন ও রাতের পরিবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের আনুগত্য ইত্যাদি হচ্ছে মহাক্ষমতাবানের ক্ষমতার নির্দশন, যেগুলি এটাই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়। আসহাবে কাহফের চেয়েও বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনা তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলা হয়েছে ঃ হে নাবী! কিতাব ও সুন্নাহর যে জ্ঞান আমি তোমাকে দান করেছি তার গুরুত্ব আসহাবে কাহফের ঘটনা অপেক্ষা অনেক বেশী। (তাবারী ১৭/৬০১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অনেক সাক্ষী ও প্রমাণ আমি বান্দাদের উপর খুলে দিয়েছি যা আসহাবে কাহফের ঘটনা অপেক্ষা বেশি প্রকাশমান। (তাবারী ১৭/৬০১)

কাহফ বলা হয় ঐ পাহাড়ের গর্তকে যেখানে এই যুবকরা লুকিয়েছিলেন। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, রাকীম হল ঈলা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকার নাম। (তাবারী ১৭/৬০২) আতিয়্যিয়া (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, কাহফের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইহা হল একটি গুহা এবং 'রাকীম' হচ্ছে ওর উপত্যকার নাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'রাকীম' হচ্ছে ঐ জায়গার একটি অট্টালিকার নাম। অন্যান্যরা বলেন যে, 'রাকীম' হচ্ছে ঐ পাহাড়ের নাম। (তাবারী ১৭/৬০২)

আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) *'রাকীম'* সম্পর্কে বলেন ঃ কা'ব (রাঃ) বলতেন যে, উহা হল একটি শহর। ইব্ন যুরাইজ

(রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, *'রাকীম'* হল ঐ পাহাড়টি যার গুহায় আসহাবে কাহফের বাসিন্দাগণ অবস্থান করছিলেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ওটা পাথরের একটি ফলক ছিল যার উপর আসহাবে কাহফের ঘটনা লিখে ঐ গুহার দরজার উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।

এই যুবকরা তাদের দীনকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের কাওমের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, না জানি তারা তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তারা পালিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রাহমাত নাযিল করুন। আমাদেরকে আমাদের কাওম হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের পরিণতি ভাল করুন। হাদীসে একটি দু'আয় রয়েছে ঃ

وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَقِبَتَهُ رَشَدًا

হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে আপনি যে ফাইসালা করবেন তার পরিণাম আমাদের জন্য ভাল করুন। (আহমাদ ৬/১৪৭) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রার্থনায় আরয করতেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন! আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের শাস্তি হতে বাঁচান।

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ঐ গুহায় প্রবেশ করে তারা ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুমের মধ্যেই বহু বছর অতিবাহিত হয়। **ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ** অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। তাদের মধ্যে একজন দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) নিয়ে কিছু কেনার উদ্দেশে বাজারের দিকে রওয়ানা হন, এর বর্ণনা সামনে আসছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এটা জানানোর জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের গুহায় অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

১৩। আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি ঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।	١٣. نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًى
১৪। আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল ঃ আমাদের রাব্ব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মা'বূদকে আহ্বান করবনা; যদি করি তাহলে তা অতিশয় গর্হিত হবে।	١٤. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَـٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا
১৫। আমাদেরই এই স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক মা'বূদ গ্রহণ করেছে, তারা এই সব মা'বূদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করেনা কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমা লংঘনকারী আর কে?	١٥. هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَـٰنٍۭ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا
১৬। তোমরা যখন তাদের হতে বিচ্ছিন্ন হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের	١٦. وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا

يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا	**ইবাদাত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।**

আল্লাহর প্রতি গুহাবাসীদের ঈমান আনা এবং তাদের প্রতি লোকদের আচরণ

এখান থেকে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহফের বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করেছেন ঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা সত্য দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হিদায়াত লাভ করে। তাদের সময়ে বয়স্করা দীন থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে চলছিল এবং তারা (যুবকেরা) সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুরাইশদের মধ্যেও এ রূপ ঘটেছিল যে, যুবকরা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু বড়দের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাই ইসলাম কবূল করা থেকে সরে পড়েছিল।

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, গুহায় যারা অবস্থান করছিল তারা ছিল যুবক। মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমাকে জানানো হয়েছে যে, তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন যে, আল্লাহকে তাদের ভয় করা উচিত। সুতরাং তারা তাঁর একাত্মবাদকে স্বীকার করে নেয় এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তিনি ছাড়া আর কেহ ইবাদাত পাবার যোগ্য নেই। (ফাতহুল বারী ১/৬০) এখানে রয়েছে ঃ **وَزِدْنَاهُمْ هُدًى** আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। এ ধরনের আরও আয়াত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এর স্তরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। (ফাতহুল বারী ৬/৪২৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدًى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৭) অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَـٰنًا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ

অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪) অন্য এক স্থানে রয়েছে ঃ

لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَـٰنًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمۡ

যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ৪) কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ের উপর আরও বহু আয়াত রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, এই যুবকরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) দীনের উপর ছিলেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, ইহা ঈসার (আঃ) পূর্বযুগের ঘটনা। এর একটি দলীল এও যে, যদি ঐ যুবকরা খৃষ্টান হতেন তাহলে ইয়াহুদীরা এত মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে তাদের অবস্থাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখতনা এবং অন্যদেরকে অবহিত করারও চেষ্টা করতনা। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মাক্কার কুরাইশরা তাদের দু'জন প্রতিনিধিকে ইয়াহুদী আলেমদের কাছে পাঠিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহুদী আলেমরা যেন তাদেরকে এমন কতগুলি কথা বলে দেয় যা তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করবে। তখন ইয়াহুদী আলেমরা প্রতিনিধিদ্বয়কে বলেছিল ঃ তোমরা তাঁকে গুহাবাসীদের ঘটনা ও যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করবে এবং রূহ সম্পর্কেও প্রশ্ন করবে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়াহুদীদের কিতাবে এর বর্ণনা ছিল এবং এ ঘটনা তারা জানত। এটা যখন প্রমাণিত হল তখন এটা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ইয়াহুদীদের কিতাবতো খৃষ্টানদের কিতাবের পূর্বের। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(*আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল ঃ আমাদের রাব্ব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব*) আমি তাদেরকে তাদের কাওমের বিরোধিতার উপর ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেছিলাম। তারা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এবং আরাম ও শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর বর্ণনা রয়েছে যে, এই লোকগুলি রোম সম্রাটের সন্তান এবং রোমের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। একবার তারা তাদের কাওমের সাথে উৎসব উদযাপন করতে গিয়েছিলেন। বাদশাহর নাম ছিল দাকিয়ানুস। সে অত্যন্ত উদ্ধত ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে সকলকে শির্কের শিক্ষা দিত এবং মূর্তি পূজা করতে বাধ্য করাতো। এই যুবকগণও তাঁদের বাপ-দাদাদের সাথে এই উৎসব মেলায় গিয়েছিলেন। প্রতি বছর তারা একবার সেখানে যেত এবং তাদের মূর্তির পূজা করত ও তার নামে পশু কুরবানী করত। ঐ যুগের লোকদের তামাশা দেখে তাদের মনে ধারণা জন্মে যে, মূর্তি পূজা নিছক বাজে কাজ। ইবাদাত-বন্দেগী ও উৎসর্গ একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। সুতরাং এই লোকগুলি এক এক করে সেখান থেকে সরে পড়েন। তাদের একজন গিয়ে এক গাছের নীচে বসে পড়েন। পরে দ্বিতীয় জন, তৃতীয় জন, চতুর্থ জন সেখানে যান। মোট কথা, এক এক করে সবাই ঐ গাছের নীচে একত্রিত হন। তাদের একে অপরের সাথে কোন পরিচয় ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে যে ঈমানের নূর সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার ফলে তারা সবাই এক জায়গায় মিলিত হন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রূহসমূহও একটি নির্বাচিত সেনাবাহিনী। ইমাম বুখারী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মা হল নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্যদের মত। তাদের মধ্যে যারা একে অন্যকে চিনতে পারে তারা পরস্পর একত্রিত হয়, আর যারা একে অপরকে চিনতে পারেনা তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ১/৮৭) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) সুহাইল (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২০৩১)

গাছের নীচে উপবিষ্ট এ যুবকগণ নীরব ছিলেন। তাদের একের অপর হতে ভয় ছিল যে, যদি তিনি মনের কথা বলে ফেলেন তাহলে তার সঙ্গী তার শত্রু হয়ে

যাবেন। তারা একে অপর সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। তারা জানতেননা যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের কাওমের অজ্ঞতাপূর্ণ ও শিরকপূর্ণ কাজে অসন্তুষ্ট। অবশেষে তাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ভাইসব! আপনারা সবাই সাধারণ ব্যস্ততাপূর্ণ জন-সমাবেশ ছেড়ে এখানে এসে বসেছেন; আমি চাই যে, প্রত্যেকেই এর কারণ প্রকাশ করবেন যে কারণে স্বীয় কাওমকে ছেড়ে এসেছেন। তখন একজন বলেন ঃ আমার কাওমের প্রথা, চাল-চলন ও রীতি-নীতি মোটেই ভাল লাগেনা, আসমান ও যমীনের এবং আমাদের ও আপনাদের সৃষ্টিকর্তা যখন একমাত্র আল্লাহ তখন আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদাত কেন করব? তার এ কথা শুনে দ্বিতীয়জন বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! এই ঘৃণাই আমাকে এখানে এনেছে। তৃতীয়জনও এ কথাই বললেন। যখন সবাই একই কারণ বর্ণনা করলেন তখন সবার অন্তরেই প্রেমের এক ঢেউ খেলে গেল। একাত্মবাদের আলোকে আলোকিত এই যুবকবৃন্দ পরস্পর সত্য ও খাঁটি দীনী ভাইয়ে পরিণত হন। তারা তখন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন এবং সেখানে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তাদের কাওমের কাছেও তাদের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদেরকে ধরে ঐ অত্যাচারী বাদশাহর নিকট নিয়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বাদশাহ এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে নিজেদের একাত্মবাদ ও দর্শনের বর্ণনা দেন। এমন কি, স্বয়ং বাদশাহ, তার সভাষদবর্গ এবং সারা দুনিয়াকে এর দা'ওয়াত দেন। তারা মন শক্ত করে নেন এবং পরিস্কারভাবে বলেন ঃ

رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا আমাদের রাব্ব তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তাঁকে ছাড়া অন্য কেহকেও মা'বূদ বানিয়ে নেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের দ্বারা এটা কখনও হতে পারেনা যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কেহকে আহ্বান করব। কেননা এটা শির্ক। এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার, অনর্থক কাজ ও বক্র পথ। هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ আমাদের এই কাওম মুশরিক। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আহ্বান করছে

এবং তাদের ইবাদাতে মগ্ন রয়েছে। এর কোন দলীল প্রমাণ তারা পেশ করতে পারবেনা। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী।

বর্ণিত আছে যে, তাদের স্পষ্টবাদিতায় বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং তাদেরকে শাসন-গর্জন ও ভয় প্রদর্শন করে। সে নির্দেশ দেয় ঃ তাদের পোশাক খুলে নাও এবং তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করার সুযোগ দাও।

বাদশাহ মনে করেছিল যে, হয়তো তারা ভয় পেয়ে আবার বাতিল ধর্মে ফিরে আসবে। এটা ছিল আল্লাহ সুবহানাহুর তরফ থেকে বাদশাহর অবচেতন মনে তাদেরকে ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দান। কিন্তু যখন তারা এটা অবগত হন যে, ওখানে থেকে তারা দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেননা তখন তারা কাওম, দেশ এবং আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন। শারীয়াতে এই হুকুমও রয়েছে যে, মানুষ যখন দীনের আমল করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয় তখন যেন হিজরাত করে। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হবে তোমাদের ভেড়ার পাল। ওগুলি নিয়ে তোমরা পাহাড়ের উপর গিয়ে অবস্থান করবে যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত হয়। ইহাই হবে ধর্ম পালনের কারণে অত্যাচারিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার উপায়। (ফাতহুল বারী ৭/১১) তবে হ্যাঁ, যদি পরিস্থিতি এরূপ না হয় এবং দীন নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকে তাহলে লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া শারীয়াত সম্মত নয়। কেননা এমতাবস্থায় জুমু'আ ও জামাআতের ফাযীলাত হাতছাড়া হয়ে যাবে। যখন এই লোকগুলি দীন রক্ষার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ উৎসর্গে উদ্যত হন তখন তাদের উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ঠিক আছে, তোমরা যখন তাদের দীন থেকে পৃথক হয়ে গেছ তখন দেহ হতেও পৃথক হয়ে পড়। যাও তোমরা কোন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের উপর তোমাদের রবের করুণা বর্ষিত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের দৃষ্টির অগোচরে রাখবেন। তোমাদের কাজ তিনি সহজ করে দিবেন এবং তোমাদের শান্তির ব্যবস্থা করবেন।

সুতরাং এই লোকগুলি সুযোগ বুঝে ওখান থেকে পালিয়ে যান এবং পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাদের প্রতিবেশীরা এবং বাদশাহও লক্ষ্য করল যে,

তাদেরকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছেনা। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও যখন তাদের কোন হাদীস পাওয়া গেলনা তখন তারা ধরে নিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাদশাহর কাছ থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়েছেন, অতএব তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচর আবূ বাকরের (রাঃ) বেলায়ও আল্লাহ সুবহানাহু অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা যখন মাক্কা ত্যাগ করে মাদীনার পথে হিজরাত করেছিলেন তখন পথিমধ্যে *'সাওর'* গুহায় আশ্রয় নেন। মাক্কার কাফির কুরাইশরা তাদের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছিল। এমন কি ঐ সাওর গুহার পাশ দিয়েও যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁদের দু'জনকে তারা দেখতে পাচ্ছিলনা। আবূ বাকর (রাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায় তাহলেইতো তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ বাকর! আমাদের দু'জনের সাথে তৃতীয় জন রয়েছেন, অতএব ভয় পাবেননা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবূ বাকরকে) বলেছিল ঃ তুমি বিষণ্ন হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৪০)

সত্যতো এটাই যে, এই ঘটনাটি গুহাবাসীদের ঘটনা হতেও বেশি বিস্ময়কর ও অসাধারণ।

١٧. وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

১৭। তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে শায়িত। এসবই আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা।

কাহফের গুহার অবস্থান স্থল

এটা হচ্ছে ঐ বিষয়ের দলীল যে, ঐ গুহাটির মুখ ছিল উত্তর দিকে। বলা হয়েছে, সূর্য উদয়ের সময় ওর আলো গুহায় প্রবেশ করত। সুতরাং দুপুরের সময় সেখানে রোদ মোটেই থাকতনা। সূর্য উপরে উঠার সাথে সাথে এরূপ জায়গা হতে রোদের আলো কমে যায় এবং সূর্যাস্তের সময় তাদের গুহার দিকে ওর দরজার উপর দিক থেকে রোদ প্রবেশ করে থাকে। জ্যোর্তিবিদ্যায় পারদর্শী লোকেরা এটা খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন, যাদের সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির চলন গতি সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। যদি গুহার দরজাটি পূর্বমুখি হত তাহলে সূর্যাস্তের সময় সেখানে রোদ মোটেই প্রবেশ করতনা, আর যদি পশ্চিমমুখি হত তাহলে সূর্যোদয়ের সময় সেখানে সূর্যের আলো পৌছতনা। বরং সূর্য হেলে পড়ার পরে আলো ভিতরে প্রবেশ

করত। তারপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বরাবরই আলো থাকত। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করলাম সঠিক কথা ওটাই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) تَقْرِضُهُمْ এর অর্থ করেছেন ছেড়ে দেয়া ও পরিত্যাগ করা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাদেরকে এটা জানিয়ে দিলেন যাতে আমরা চিন্তা করি ও বুঝি। ঐ গুহাটি কোন্ শহরের কোন্ পাহাড়ে রয়েছে তা তিনি বলে দেননি। কারণ এটা জেনে আমাদের কোনই উপকার নেই। এর দ্বারা শারীয়াতের কোন উদ্দেশ্যই লাভ হয়না। ওটা যে কোথায় রয়েছে এর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। যদি এতে আমাদের কোন দীনী উপকার থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি তা আমাদেরকে তাঁর নাবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কাজ তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম হতে দূরে রাখে ওগুলির একটিও বলতে বাদ রাখিনি। সবই আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করেছি। (আবদুর রায্যাক ১১/১২৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ওর বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ওর জায়গার উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন যে, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ সূর্যোদয়ের সময় তাদের গুহা হতে ওটা ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ে এবং সূর্যাস্তের সময় তাদেরকে বাম দিকে ছেড়ে দেয়। তারা গুহার মাঝখানে রয়েছে। সুতরাং তাদের উপর সূর্যের তাপ পৌঁছেনা। অন্যথায় তাদের দেহ ও কাপড় পুড়ে যেত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৬২০) ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ এটা আল্লাহ তা'আলার একটি নিদর্শন যে, তিনি তাদেরকে ঐ গুহায় পৌঁছিয়েছেন, সেখানে তাদেরকে কয়েক শত বছর জীবিত রেখেছেন। সেখানে রোদও পৌঁছেছে, বাতাসও পৌঁছেছে এবং চন্দ্রালোকও প্রবেশ করেছে যাতে তাদের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটে এবং তাদের দেহেরও না কোন ক্ষতি হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটাও তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন। مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ঐ একাত্মবাদী যুবকদেরকে হিদায়াত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দান করেছিলেন। কারও ক্ষমতা ছিলনা যে, তাদেরকে

পথভ্রষ্ট করে। وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا পক্ষান্তরে তিনি যাদেরকে হিদায়াত দান করবেননা তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারও নেই।

١٨. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَـٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

১৮। তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে; তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

গুহার মধ্যে তাদের ঘুমের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ তারা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করে। কেননা তাদের চোখ খোলা রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, নেকড়ে বাঘ যখন ঘুমায় তখন সে একটি চোখ বন্ধ করে এবং অপর একটি চোখ খোলা রাখে। আবার ওটাকে বন্ধ করে এবং অন্যটিকে খোলা রাখে।

জীব-জন্তু ও পোকা-মাকড়ও শত্রু হতে রক্ষা পাবার জন্য নিদ্রিত অবস্থায়ও তাদের চোখ খোলা রাখে। وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ *আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মাটি যেন খেয়ে না ফেলে এ জন্য তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতে থাকেন। (তাবারী ১৭/৬২০) وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ তাদের কুকুরটিও তাদের পাহারাদার হিসাবে দরজার পাশের নিকটবর্তী জায়গায় মাটিতে তার সামনের পা দু'টি প্রসারিত করে শুইয়ে ছিল। অন্যান্য কুকুর যেমন তাদের অভ্যাস মত শুইয়ে

থাকে, ওদের মতই তাদের কুকুরটিও গুহার মুখে শুইয়ে ছিল। ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ দরজায় শোয়া অবস্থায় কুকুরটি তাদের পাহারা দিচ্ছিল। (তাবারী ১৭/৬২৫) যদিও কুকুরটি ওর স্বভাবগতভাবে দরজার কাছে শুইয়ে ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন ও পাহারা দিচ্ছে। কুকুরটির দরজার বাইরে থাকার কারণ এই যে, একটি হাসান হাদীসে এসেছে, যে ঘরে কুকুর, ছবি, অপবিত্র ব্যক্তি এবং কাফির ব্যক্তি থাকে সেই ঘরে মালাক/ফেরেশতা প্রবেশ করেননা। (আবূ দাঊদ ২/১৯২, ১৯৩) ঐ কুকুরটিও ঐ অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়ে। এটা সত্য কথা যে, ভাল লোকের সংস্পর্শে এলে ভাল হওয়া যায়। এরই প্রমাণ হিসাবে দেখা যায়, ঐ কুকরটি এমন মর্যাদা লাভ করে যার ফলে আল্লাহর কিতাবে ওরও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ঐ কুকরটি তাদেরই কোন একজনের পালিত শিকারী কুকুর ছিল। একটা উক্তি এও আছে যে, ওটা ছিল বাদশাহর বাবুর্চীর কুকুর। সেও ছিল ঐ যুবকদেরই পন্থী। সেও তাদের সাথে হিজরাত করেছিল। তার কুকরটিও তাদের পিছন পিছন চলে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا আমি তাদেরকে এমন প্রভাব দিয়েছিলাম যে, কেহই তাদের দিকে তাকাতে পারতনা। এটা এ কারণে যে, লোকেরা যেন তাদের কাছে চলে না যায়, কেহ তাদের স্পর্শ করতে না পারে। তারা যেন ঐ সময় পর্যন্ত আরাম ও শান্তিতে ঘুমাতে পারে যত দিন পর্যন্ত তাদের ঘুমানো আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর হিকমাত, তাঁর নিদর্শন এবং তাঁর মহানুভবতা প্রকাশ পায়।

১৯। এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেহ বলল ঃ এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ; কেহ বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান	١٩. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا	করেছ তা তোমাদের রাব্বই ভাল জানেন; এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম এবং তা হতে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কেহকেও কিছু জানতে না দেয়।
٢٠. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا	২০। তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবেনা।

গুহাবাসীর ঘুম থেকে জাগরণ এবং কিছু কেনার জন্য সাথীকে প্রেরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেমনভাবে আমি তাদেরকে আমার পূর্ণ ক্ষমতার মাধ্যমে নিদ্রিত করেছিলাম তেমনিভাবেই ঐ ক্ষমতার বলেই তাদেরকে জাগ্রত করলাম। তারা তিনশ' নয় বছর ঘুমিয়েছিল। কিন্তু যখন জেগে ওঠে, তখন ঠিক ঐরূপই ছিল যেরূপ ছিল ঘুমানোর সময়। দেহ, চুল, চামড়া সবই ঐ আসল অবস্থায়ই ছিল, যেমন শোয়ার সময় ছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ كَمْ

لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ আচ্ছা বলত, আমরা কতকাল ঘুমিয়েছিলাম? উত্তরে বলা হল ঃ এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম। কেননা সকালে তারা ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, আর যখন জেগে ওঠেন তখন ছিল সন্ধ্যা। এ জন্য তাদের ধারণা এটাই হয়। তারপর তাদের নিজেদের মনে ধারণা জন্মে যে, এরূপতো হওয়ার কথা নয়। এ জন্য তারা আর মস্তিস্ক পরিচালিত না করে মীমাংসিত কথা বলেন ঃ

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। তাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল বলে তারা বাজার হতে কিছু কিনে আনার পরামর্শ করেন। তাদের কাছে কিছু দিরহাম ছিল। পথে কিছু খরচ করেছিলেন এবং কিছু তাদের সাথেই ছিল। তারা একে অপরকে বললেন ঃ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ কেহকে মুদ্রাসহ শহরে পাঠিয়ে দাও। فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى সেখান থেকে সে কিছু উত্তম খাদ্য ক্রয় করে নিয়ে আসুক অর্থাৎ উত্তম ও পবিত্র জিনিস। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতেনা। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ২১) অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১৪) যাকাতকে যাকাত এ কারণেই বলা হয় যে, ওটা সম্পদকে পবিত্র করে। তারা বললেন ঃ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ খাদ্য আনয়নকারীকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যতদূর সম্ভব জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে যাতে কেহ আমাদের খবর জানতে না পারে। যদি তারা কোনভাবে জেনে ফেলে তাহলে মঙ্গলের কোনই আশা নেই। يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ দাকিয়ানূস বাদশাহর লোকেরা যদি

আমাদের এই অবস্থান স্থলের খবর পায় তাহলে তারা আমাদেরকে নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দিবে। অথবা হয়ত আমরা তাদের ভয়ে এই সত্য দীন ছেড়ে পুনরায় কাফির হয়ে যাব। অথবা তারা হয়ত আমাদেরকে হত্যা করেই ফেলবে। وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا যদি আমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাই তাহলে আমাদের মুক্তির কোন আশা নেই। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

২১। এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাতে কোন সন্দেহ নেই; যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল ঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর; তাদের রাব্ব তাদের বিষয় ভাল জানেন; তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল ঃ আমরাতো নিশ্চয়ই তাদের উপর মাসজিদ নির্মাণ করব।	٢١. وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَٰنًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

নগরবাসীদের অবহিত হওয়া এবং তাদের অবস্থান স্থলে সৌধ/মাসজিদ নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا এভাবেই আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে মানুষকে

গুহাবাসীদের অবস্থা অবহিত করলাম, যাতে তাঁর ওয়াদা এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সত্যতার জ্ঞান লাভ করে। কোন কোন সালাফ হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ যুগে তথাকার লোকদের কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ হয়েছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের একটি দল বলছিল যে, শুধু আত্মার পুনরুত্থান হবে, দেহের নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কয়েক শতাব্দী পর গুহাবাসীদেরকে জাগিয়ে দিয়ে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার এবং দেহের পুনরুত্থান হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ কায়েম করলেন। (তারিখ আত তাবারী ২/৯)

তারা বর্ণনা করেন যে, যখন তারা তাদের এক সঙ্গীকে কিছু খাদ্য কেনার জন্য শহরে পাঠানোর ইচ্ছা করল তখন তাকে ছদ্মবেশে এবং ভিন্ন পথে পাঠিয়ে দেয়। বর্ণিত আছে যে, ঐ শহরটির নাম ছিল *'দাকসু'স'*। সে মনে করছিল যে, তারা যে গুহায় অবস্থান করছিল তা খুব বেশি দিনের জন্য নয়। কিন্তু তা যে শত শত বছর, বংশের পর বংশ এবং জাতির পর জাতি পার হয়ে গেছে তা মোটেই বুঝতে পারেনি।

ঐ গুহাবাসী লোকটি দেখেন যে, না শহরের কোন জিনিস পূর্বাবস্থায় রয়েছে, আর না শহরের পরিচিত একটি লোকও রয়েছে। তিনিও কেহকে চিনছেননা এবং তাকেও কেহ চিনছেনা। তিনি মনে মনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কারণ তিনি মনে মনে বলছিলেন ঃ এইতো কাল সন্ধ্যায় আমি এই শহর ছেড়ে গেছি, তারপর হঠাৎ এ হল কি! সব সময় তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বুঝে আসছেনা। অবশেষে তিনি ধারণা করলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন, অথবা তার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথবা তাকে কোন রোগে ধরেছে, কিংবা তিনি স্বপ্ন দেখছেন! তাই কিছুই বোধগম্য হচ্ছেনা। এ কারণে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, কিছু কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার ঐ শহর ছেড়ে চলে যাওয়াই উত্তম। অতঃপর তিনি একটি দোকানে গিয়ে দোকানদারকে মুদ্রা দেন ও আহার্য দ্রব্য চান। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে কঠিন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং ওটা তার প্রতিবেশী দোকানদারকে দেখতে দেয়। বলে ঃ ভাই, দেখ তো! এই মুদ্রাটি কেমন? এটা কখনকার ও কোন যুগের মুদ্রা? সে আবার অন্য দোকানদারকে দেখায়, সে আবার অন্যকে দেয়। এভাবে মুদ্রাটি হাতের পর হাত বদল হতে থাকে। মোট কথা, গুহাবাসী লোকটি একটি তামাশার পাত্র হয়ে যান। সবার মুখ দিয়ে এ কথা বের হয় যে, সে কোন প্রাচীন যুগের ধনভান্ডার লাভ করেছে এবং তা থেকেই এটা নিয়ে এসেছে। সুতরাং তাকে

জিজ্ঞেস করা হোক যে, সে কোথাকার লোক, সে কে এবং ঐ মুদ্রা সে কোথায় পেল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমিতো ভাই এই শহরেরই অধিবাসী। গতকাল সন্ধ্যায় আমি এখান থেকে গেছি। এখানকার বাদশাহ হচ্ছে দাকিয়ানূস। তাঁর এ কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে ফেললো এবং বলল ঃ এতো এক পাগল লোক! অবশেষে তারা তাকে নিয়ে ওখানকার বাদশাহর সামনে হাযির হল। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। তখন একদিকে বাদশাহ ও অপরদিকে জনতা বিস্মিত ও হতভম্ব! আর একদিকে গুহাবাসী লোকটিও হতভম্ব! পরিশেষে সমস্ত লোক তার সঙ্গী হয়ে বলল ঃ আচ্ছা আমাদেরকে তোমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে চল এবং তোমাদের গুহাটিও দেখিয়ে দাও। গুহাবাসী লোকটি তখন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। গুহার কাছে পৌঁছে তাদেরকে বললেন ঃ আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে আমার সঙ্গীদেরকে খবর দিয়ে আসি। এই গুহাবাসী লোকটি জনতা থেকে পৃথক হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বেখবরীর পর্দা নিক্ষেপ করলেন। তারা জানতেই পারলনা যে, তিনি কোথায় গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ রহস্য গোপন করলেন।

আর একটি রিওয়ায়াতে এও আছে যে, বাদশাহসহ ঐ লোকগুলি সেখানে গিয়েছিলেন। গুহাবাসীদের সাথে তাদের সালাম, কালাম ও আলিঙ্গন হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, ঐ বাদশাহর নাম ছিল টেডোশিষ। ঐ বাদশাহ স্বয়ং মুসলিম ছিলেন। গুহাবাসীরা তার সাথে মিলিত হয়ে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অত্যন্ত মুহাব্বাতের সাথে কথা-বার্তা বলেন। তারপর তারা ফিরে গিয়ে নিজ নিজ জায়গায় শুইয়ে পড়েন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যুদান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই উপর সদয় হোন! এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞান রাখেন। (তারিখ আত তাবারী ২/৯) তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ যেমনভাবে আমি গুহাবাসীদের সুদীর্ঘ তিনশ' বছর পরে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে পুনর্জাগরিত করেছি, তেমনিভাবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকরূপে এ শহরবাসীকে তাদের অবস্থা অবহিত করেছি, যেন তাদের এই জ্ঞান লাভ হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও যেন তাদের

কোন সন্দেহ না থাকে। ঐ সময় ঐ শহরবাসী লোকেরা কিয়ামাতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করত। কেহ কেহ কিয়ামাতে বিশ্বাসী ছিল এবং কেহ কেহ অস্বীকার করত, সুতরাং আসহাবে কাহফের প্রকাশ অস্বীকারকারীদের উপর হুজ্জাত এবং বিশ্বাসীদের জন্য দলীল হয়ে গেল।

ঐ এলাকার লোকদের ইচ্ছা হল যে, গুহাবাসীদের গুহামুখ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হোক। তাদের উপর যাদের প্রাধান্য ছিল তারা বলল ঃ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا আমরা তাদের আশে পাশে মাসজিদ নির্মাণ করব। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ঐ লোকদের ব্যাপারে দু'টি উক্তি বর্ণনা করেছেন। একটি এই যে, তাদের মধ্যে মুসলিমরা এ কথা বলেছিল, আর দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে এই যে, ঐ উক্তিটি ছিল কাফিরদের। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এই উক্তিকারীরা ছিল মুসলিম। তবে তাদের এ কথা বলা ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল সেটা অন্য কথা। এ ব্যাপারেতো স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন যে, তারা তাদের নাবী ও ওয়ালীদের কাবরগুলিকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৬৩৪) তারা যা করত তা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে বাঁচাতে চাইতেন। এ জন্যই আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফাত আমলে যখন ইরাকে দানইয়ালের (আঃ) কাবরের সন্ধান পান তখন তা গোপন করার নির্দেশ দেন এবং যে লিপি প্রাপ্ত হন, যাতে কোন কোন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা ছিল, তা পুঁতে ফেলার আদেশ দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৮৮)

২২। অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেহ কেহ বলে ঃ তারা ছিল তিন জন, চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর; এবং কেহ কেহ বলে ঃ তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল	٢٢. سَيَقُولُونَ ثَلَـٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ

سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا	তাদের কুকুর; আবার কেহ কেহ বলে ঃ তারা ছিল সাত জন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বল ঃ আমার রাব্বই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে; সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করনা এবং তাদের কেহকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করনা।

গুহাবাসীদের মোট সংখ্যা

জনগণ গুহাবাসীদের সংখ্যার ব্যাপারে বলাবলি করত। তারা তিন প্রকারের লোক ছিল। চতুর্থটি গণনা করা হয়নি। প্রথম দু'টি উক্তিকে বাতিল বলা হয়েছে। তারা অনুমানের উপর নির্ভর করে বলেছে অর্থাৎ অনুমানের তীর মেরেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় উক্তিটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এটা তিনি খন্ডন করেননি। وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টম ছিল তাদের কুকুরটি। এর দ্বারা অনুমিত হচ্ছে যে, এটা সঠিক কথা এবং প্রকৃত পক্ষে এটাই সঠিকও বটে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم এ স্থলে উত্তম পন্থা হচ্ছে এর জ্ঞান আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এসব ব্যাপারে কোন সঠিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এর পিছনে লেগে থেকে চিন্তা করা ও অনুসন্ধান চালানো বৃথা। যে সম্পর্কে যা জানা থাকবে তা মুখে প্রকাশ করতে হবে, আর যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই সেখানে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ তাদের সংখ্যার সঠিক জ্ঞান খুব কম লোকেরই রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যাদের এর সঠিক জ্ঞান আছে

সেই স্বল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আমি একজন। আমি জানি যে, তারা ছিলেন সাতজন। ‘আতা খুরাসানীও (রহঃ) তার উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তারা ছিলেন সাত জন। (তাবারী ১৭/৬৪২) সঠিকতার দিক থেকে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা উত্তম যে, তারা ছিলেন সাত জন। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটাই জানা যাচ্ছে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِرًا হে নাবী! তুমি এ ব্যাপারে বেশি তর্ক বিতর্ক করবেনা। এটা নিতান্ত ছোট কাজ। এতে বড় কোন উপকার নেই। وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا এ সম্পর্কে তুমি কেহকেও জিজ্ঞাসাবাদও করনা। কেননা সবাই অনুমানে কথা বলবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে কিছু বলে দিবে। কোন সঠিক ও সত্য দলীল তাদের কাছে নেই। আর হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা‘আলা তোমার কাছে যা কিছু বর্ণনা করছেন তা মিথ্যা হতে পবিত্র, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য। এটাই সত্য এবং সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

২৩। কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলনা - আমি ওটা আগামীকাল করব -	٢٣. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىۡءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا
২৪। ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে’ - এই কথা না বলে; যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার রাব্বকে স্মরণ কর ও বল ঃ সম্ভবতঃ আমার রাব্ব আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।	٢٤. إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّى لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدًا

কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে 'ইনশাআল্লাহ' বলা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ যে কাজ তুমি কাল করতে চাও ঐ ব্যাপারে তুমি বলনা ঃ আমি কাল এটা করব, বরং এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বল। কেননা কাল কি হবে, তার জ্ঞান শুধু আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। একমাত্র তিনিই ভবিষ্যতের খবর রাখেন এবং সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সুলাইমান ইব্ন দাউদের (আঃ) সত্তর জন স্ত্রী ছিল। একটি রিওয়ায়াতে নব্বই জন, অন্য একটি রিওয়ায়াতে একশ' জনের কথা বলা হয়েছে। একদা তিনি বলেন ঃ আজ রাতে আমি আমার সমস্ত স্ত্রীর কাছে যাব (তাদের সাথে সহবাস করব), প্রত্যেক স্ত্রীর সন্তান হবে এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। ঐ সময় মালাক/ফেরেশতা তাঁকে বলেছিলেন ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু তিনি তা না বলে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঐ সব স্ত্রীর নিকট গমন করেন। কিন্তু একটি স্ত্রী ছাড়া আর কারও সন্তান হয়নি। যার সন্তান হয় সেই সন্তানটিও আবার অর্ধদেহ বিশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি সুলাইমান (আঃ) ইনশাআল্লাহ বলতেন তাহলে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হত এবং তাঁর প্রয়োজনও পূরা হত। তাঁর এ সব সন্তান যুবক হয়ে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হয়ে যেত। (ফাতহুল বারী ৬/৪১, মুসলিম ৩/১২৭৫)

এই সূরার তাফসীরের শুরুতেই এই আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসহাবে কাহফের ঘটনা জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এর উত্তর দিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। এরপর পনের দিন পর্যন্ত তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি। (তাবারী ১৭/৫৯২) এই হাদীসটিকে আমরা এই সূরার তাফসীরের শুরুতে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ যখন তুমি ভুলে যাবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে। অর্থাৎ যদি যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যাও তাহলে যখনই স্মরণ হবে তখনই ইনশাআল্লাহ বলবে। আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং হাসান বাসরীর (রহঃ) ইহাই অভিমত। (তাবারী ১৭/৬৪৫)

আল আমাশকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আপনি কি ইহা মুজাহিদ (রহঃ) হতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ লাইস ইব্‌ন আবী সালিম (রহঃ) আমাকে ইহা বলেছেন। (তাবারী ১৭/৬৪৫)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যায় এবং তা যদি কোন শপথ করার এক বছর পরেও মনে পরে এবং তখন যদি ইনশাআল্লাহ বলে তাহলে তা শপথ করার সময়ে ইনশাআল্লাহ বলা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে, এমন কি যদি ঐ শপথের সময় সীমাও পার হয়ে যায়। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৭/৬৪৬)

তিনি আরও বলেন যে, এর ভাবার্থ এটা নয় যে, তখন তার কসমের কাফফারা থাকবেনা এবং তার ঐ শপথ ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই উক্তির ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন এবং এটা সঠিকও বটে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) যা বলেছেন তা সঠিক এবং ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) ব্যাখ্যার সঠিক বুঝ পেতে এটাই উত্তম পন্থা। আল্লাহই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তারপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا .وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

نَسِيتَ তোমাকে যদি এমন কোন প্রশ্ন করা হয় যা তোমার জানা নেই তাহলে তুমি তা আল্লাহকেই জিজ্ঞেস কর এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ কর, যাতে তিনি তোমাকে সঠিক কথা বলে দেন এবং হিদায়াত লাভের পথ বাতলে দেন। এ ব্যাপারে আরও বহু উক্তি রয়েছে। এ সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

২৫। তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরও নয় বছর।	٢٥. وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا
২৬। তুমি বল ঃ তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশমন্ডলী ও	٢٦. قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ۖ

পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই; তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কেহকেও নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেননা।	لَهُۥ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ أَبۡصِرۡ بِهِۦ وَأَسۡمِعۡۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا

গুহাবাসীদের গুহায় অবস্থান কাল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ সময়কালের খবর দিচ্ছেন যে সময়কাল পর্যন্ত গুহাবাসীরা তাদের গুহার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময় ছিল সূর্যের হিসাবে তিন শ' বছর এবং চাঁদের হিসাবে তিন শ' নয় বছর। প্রকৃত পক্ষে 'শামসী' (সৌর) ও 'কামারী' (চান্দ্র) বছরের মধ্যে প্রতি একশ' বছরে তিন বছরের পার্থক্য থাকার কথা বর্ণনা করার পর, আলাদাভাবে নয় বছর বর্ণনা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا হে নাবী! তোমাকে যদি গুহাবাসীদের শয়নকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং এ সম্পর্কে তোমার সঠিক জ্ঞান না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা জানিয়ে না থাকেন তাহলে তুমি সামনে আগ বাড়িয়ে যেওনা। এবং এরূপ স্থলে উত্তর দিবে ঃ এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। আসমান ও যমীনের গাইবের খবর তিনি রাখেন। তবে তিনি যাকে চান তা জানিয়ে দেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা গুহায় তিন শ' বছর ছিলেন, এটা আহলে কিতাবের উক্তি। আল্লাহ তা'আলা এই উক্তিটি খন্ডন করে বলেছেন ঃ এর পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। (তাবারী ১৭/৬৪৭) মুতাররাফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এই অর্থের কিরাআত বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৭/৬৪৮) কিন্তু কাতাদাহর (রহঃ) উক্তিটি বিবেচনাযোগ্য। কেননা আহলে কিতাবের মধ্যে 'শামসী' (সৌর) বছরের প্রচলন রয়েছে এবং তারা গুহাবাসীদের অবস্থানের সময়কাল তিন শ' বছর মেনে থাকে। তিন শ' নয় বছর

তাদের উক্তি নয়। যদি এটা তাদেরই উক্তি হত তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলতেননা যে, তারা তিনশ' বছর ঘুমিয়েছিল এবং আরও নয় বছর বেশি করেছিল। এটাই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে খুবই দেখতে রয়েছেন, তাদের কথাও তিনি শুনছেন। এই দু'টি শব্দে প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। অর্থাৎ খুব বেশি শ্রোতা ও খুব বেশি দ্রষ্টা। প্রত্যেক বিদ্যমান জিনিস তিনি দেখছেন এবং সমস্ত কথা তিনি শুনছেন। কোন কাজ ও কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তাঁর চেয়ে বেশি কেহ শ্রবণকারীও নেই, দর্শনকারীও নেই। প্রত্যেকের আমল তিনি দেখছেন এবং প্রত্যেকের কথা তিনি শুনছেন। مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا সৃষ্টির স্রষ্টা এবং হুকুমের মালিক তিনিই। কেহ তাঁর আদেশকে প্রতিরোধ করতে পারেনা। তাঁর কোন উযীর ও সাহয্যকারী নেই। তাঁর কোন অংশীদারও নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই। তিনি এই সমুদয় অভাব হতে মুক্ত ও পবিত্র। এই সব ত্রুটি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

২৭। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার রবের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নেই; তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় স্থল পাবেনা।	٢٧. وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا
২৮। নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা	٢٨. وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا

تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا	**করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা।**

কুরআন পাঠ এবং মু'মিন বান্দাদের সাহচর্যে থাকার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের কালাম পাঠ এবং ওর দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه وَلَن تَجِدَ مِن دُونِه مُلْتَحَدًا তাঁর কথাগুলি কেহ পরিবর্তন করতে পারবেনা, মুলতবী রাখতে সক্ষম হবেনা এবং এদিক ওদিক করার ক্ষমতা রাখবেনা। তুমি জেনে নাও যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে তুমি আশ্রয় পাবেনা। সুতরাং তুমি যদি তিলাওয়াত ও দা'ওয়াতের কাজ ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে রক্ষা করার কোন পথ থাকবেনা। (তাবারী ১৭/৬৫১) যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) আর এক আয়াতে আছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৫)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

সুতরাং তুমি আল্লাহর যিক্‌র, তাসবীহ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনাকারীদের সাথে উঠা বসা করতে থাক, যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকে। তারা ফকীর হোক বা আমীরই হোক, ইতর হোক বা ভদ্রই হোক এবং সবল হোক কিংবা দুর্বলই হোকনা কেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেছিল ঃ আপনি আর্থিকভাবে দুর্বল লোকদেরকে সাথে নিয়ে মাজলিসে উঠা-বসা করবেননা, যেমন বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। বরং আপনি আমাদের মাজলিসে উঠাবসা করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেন। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ

আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫২)

সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা ছয়জন গরীব শ্রেণীর লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে বসেছিলাম। যেমন সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হুযাইল গোত্রের এক লোক, বিলাল এবং আরও দু'জন লোক যাদের নাম আমি ভুলে গেছি। এমন সময় সেখানে সম্ভ্রান্ত মুশরিকরা আগমন করে এবং বলে ঃ এসব লোককে এরূপ সাহসিকতার সাথে আপনার মাজলিসে বসতে দিবেননা যাতে তারা আমাদের সম পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোভাব কি হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন। তবে তৎক্ষণাৎ وَلاَ تَطْرُدِ الّذِيْنَ الخ ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম ৪/১৮৭৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ

وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তুমি তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা। আল্লাহর যিক্‌রকারীদেরকে ছেড়ে দিয়ে সম্পদশালীদের খোঁজে ব্যস্ত থেকনা। যারা দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত হতে দূরে সরে রয়েছে, যাদের পাপকাজ বেড়ে চলেছে এবং যাদের আমলগুলি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ তুমি তাদের অনুসরণ করনা, তাদের রীতিনীতি পছন্দ করনা এবং তাদের সম্পদের প্রতি হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করনা, আর তাদের সুখ সম্ভোগের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩১)

٢٩. وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ

২৯। বল ঃ সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক; আমি সীমা লংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে; তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা নিকৃষ্ট পানীয় এবং আগুন কত

নিকৃষ্ট আশ্রয়!	ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا

আল্লাহর নিকট থেকেই আসে সত্য বাণী এবং অস্বীকারকারীরাই শাস্তির যোগ্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে, তিনি যেন জনগণকে বলে দেন ঃ আমি আমার রবের নিকট থেকে যা কিছু এনেছি তা'ই হক ও সত্য। তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا এখন যার ইচ্ছা হবে সে মানবে এবং যার মন চাবেনা সে মানবেনা। যারা মানবেনা তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। ওর চার প্রাচীরের আগুনের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ শক্তিহীনভাবে অবস্থান করবে।

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ *তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে*। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ *'মাহল'* হল ঘন/পুরু পানীয় যা তেলের গাদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (তাবারী ১৮/১৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল নিঃসৃত রক্ত ও পুঁজ। (তাবারী ১৮/১৩) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার পানীয়। অন্যান্যরা বলেন ঃ ইহা সমস্ত কিছুর গলিত পদার্থ। (তাবারী ১৮/১২)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) একবার সোনা গলিয়ে দেন। যখন ওটা পানির মত হয়ে যায় ও ফুটতে থাকে এবং উপরে ফেনা ভাসতে থাকে তখন তিনি বলেন ঃ 'مهــــل' এর সাদৃশ্য এতে রয়েছে। (তাবারী ১৮/১৩) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামের পানিও কালো, জাহান্নাম নিজে কালো এবং জাহান্নামীও কালো। (তাবারী ১৮/১৩) 'مهــــل' হল কালো রং বিশিষ্ট, দুর্গন্ধময়, ঘন, মালিন্য ও কঠিন গরম জিনিস। ঐ পানীয়র কাছে মুখ মুখমন্ডল নেয়া মাত্রই মুখমন্ডল দগ্ধিভূত করে, মুখ পুড়িয়ে দিবে। কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ তাদেরকে পুঁজ পান করানো হবে। অতি কষ্টে ওটা তাদের গলা দিয়ে নামবে। মুখমন্ডলের কাছে আসা মাত্রই চামড়া পুড়ে ওতে খসে পড়বে। সাঈদ ইব্‌ন

যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামীরা ক্ষুধার কথা জানালে তাদেরকে যাককুম গাছ খেতে দেয়া হবে। এর ফলে তাদের দেহের চামড়া দেহ থেকে এমনভাবে খসে পড়বে যে, তাদের পরিচিত লোকেরা গাছে লেগে থাকা ঐ চামড়াগুলি দেখেই তাদেরকে চিনে ফেলবে। পিপাসা মিটানোর জন্য পানি চাইলে তাদেরকে কঠিন গরম উত্তপ্ত পানি (مهــل) পান করতে দেয়া হবে এবং তাদের মুখের কাছে পৌঁছা মাত্রই চামড়া খসে পড়ার কারণে মুখমন্ডলের যে মাংস বের হয়ে গেছে সেই মাংস পুড়িয়ে/ভেজে দিবে। (তাবারী ১৮/১৪) بِئْسَ الشَّرَابُ হায়! কি জঘন্য পানি!

وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ

এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৫)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৪)

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৫) তাদের ঠিকানা, তাদের ঘর, তাদের বাসস্থান এবং তাদের বিশ্রামস্থলও অতি জঘন্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬)

৩০। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা।	٣٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ إِنَّا لَا

نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً	
٣١. أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	৩১। তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকণে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!

সৎ আমলকারী মু'মিনদের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রতিদান

পাপীদের দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করার পর এবার মহান আল্লাহ সৎ আমলকারীদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী এবং তাঁদের কিতাবকেও মান্যকারী। তারা সৎকার্যাবলী সম্পাদনকারী। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত জান্নাতুন আদ্ন। এই জান্নাতের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচার নিম্নদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত রয়েছে। তাদেরকে বিশেষ করে সোনার কংকনও পড়ানো হবে। তাদের পোশাকগুলির কোনটি হবে নরম পাতলা এবং কোনটি হবে নরম মোটা।

وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৩) এ আয়াতে আরও পরিস্কার করে তাদের পোশাকের বর্ণনা

দেয়া হয়েছে ঃ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ *তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র।* مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ সেখানে তারা গদির আসনে হেলান দিয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে পরম সুখে বসবাস করবে। বলা হয়েছে যে, চার জানুতে বসাকেও **'اتكاء'** বলে। খুব সম্ভব এখানে অর্থ এটাই হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ব্যাপার হল এই যে, আসন দিয়ে (দু পা' আড়াআড়ি করে) বসে খাদ্য খাওয়া আমি পছন্দ করিনা। (তিরমিযী ৫/৫৫৭) اَرَائك শব্দটি اَرِيْكَـــةِ শব্দের বহু বচন। এর অর্থ হচ্ছে চৌকি, তক্তপোষ/খাট ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا তাদের পুরস্কার কতই না উত্তম এবং ওটা কতই না আরামদায়ক জায়গা! এটা জাহান্নামীদের বিপরীত। তাদেরকে সেখানে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের বাসস্থান কতই না জঘন্য ও নিকৃষ্ট! ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا *কত নিকৃষ্ট পানীয় এটা এবং আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!* অনুরূপভাবে তিনি সূরা ফুরকানে জান্নাত/জাহান্নামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬) অতঃপর তিনি বিশ্বাসী মু'মিনদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰمًا. خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৫-৭৬)

৩২। তুমি তাদের কাছে পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা; তাদের এক জনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুরের উদ্যান এবং এই দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্য ক্ষেত।	٣٢. وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلٗا رَّجُلَيۡنِ جَعَلۡنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيۡنِ مِنۡ أَعۡنَٰبٖ وَحَفَفۡنَٰهُمَا بِنَخۡلٖ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُمَا زَرۡعٗا
৩৩। উভয় উদ্যানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করতনা এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নাহর।	٣٣. كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ ءَاتَتۡ أُكُلَهَا وَلَمۡ تَظۡلِم مِّنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ وَفَجَّرۡنَا خِلَٰلَهُمَا نَهَرٗا
৩৪। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল; অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল ঃ ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।	٣٤. وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٞ فَقَالَ لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكۡثَرُ مِنكَ مَالٗا وَأَعَزُّ نَفَرٗا
৩৫। এভাবে নিজের প্রতি যুল্ম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমি মনে করিনা যে, এটা কখনও ধ্বংস হবে।	٣٥. وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا

৩৬। আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত হবে, আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তাহলে আমিতো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।	٣٦. وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

ধনী কাফির এবং গরীব মু'মিনের তুলনা

ইতোপূর্বে সম্পদশালী ও অহংকারী মূর্তি পূজকদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা দরিদ্র ও অভাবী মুসলিমদের সাথে একত্রে বসাকে তাদের সম্মান, প্রতিপত্তি ও অহমিকার কারণে পছন্দ করেনি। এখানে তাদের একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন। দু'টি লোক ছিল, তাদের একজন ছিল সম্পদশালী। তার ছিল আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান এবং এই দু'য়ের মাঝে ছিল শস্যক্ষেত। বাগান ছিল ফুলে-ফলে ভরপুর এবং শস্যক্ষেত ছিল শ্যামল-সবুজ। তার কাছে সব সময় নানা প্রকারের উন্নত মানের শস্য ও ফলমূল বিদ্যমান থাকত। সে এ রকম সম্পদশালী ছিল যে, তার কাছে কোন ফল-ফসলের কমতি ছিলনা।

ঐ ধনী লোকটি একদিন তার এক বন্ধুকে অহমিকা ও গর্ব করে বলল ঃ أَنَا أَكْثَرُ منكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفرًا আমি ধন-সম্পদে, মান-সম্মানে, সন্তান-সন্ততিতে, জায়গা জমিতে এবং চাকর-চাকরাণীতে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ পাপাচারী ব্যক্তির আশা আকাংখা এ রূপই হয়ে থাকে যে, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি যেন তার কাছে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং কখনও শেষ না হয় (তাবারী ১৮/২২) وَدَخلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمٌ لِّنفْسه একদা সে নিজের বাগানে গেল এভাবে নিজের উপর যুল্মকৃত অবস্থায়। অর্থাৎ সে গর্ব ও অহংকার, কিয়ামাতকে অস্বীকার এবং কুফরী করার কাজে এত মত্ত ছিল যে, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঃ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذه أَبَدًا আমার এই সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত ফল-ফুলে ভরপুর বাগান এবং এর চারিদিকে প্রবাহিত নদী নালা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে এটা অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল তার নির্বুদ্ধিতা,

বেঈমানী, দুনিয়ার প্রতি প্রবল আকর্ষন এবং কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করারই কারণ। এ জন্যই সে বলে ফেলল ঃ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا আমার ধারণা, কিয়ামাত সংঘটিত হবেইনা। আর যদি হয়ও তাহলে এটাতো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, আমি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। তা না হলে তিনি আমাকে এত বেশি ধন-সম্পদ দান করলেন কেন? অতএব তিনি পরকালেও আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ

আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তাঁর নিকট আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫০) আর এক আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৭) সে আল্লাহ তা'আলার সামনে বীরত্বপনা প্রকাশ করছে, তাঁর পক্ষ থেকে বানিয়ে কথা বলছে, অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেননি, সে আল্লাহর নাম দিয়ে সেই কথা বলছে। এই আয়াতটি আস ইব্ন ওয়াইলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা যথা স্থানে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৩৭। তদুত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল ঃ তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানব আকৃতির?	٣٧. قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا

৩৮। কিন্তু আমি বলি ঃ আল্লাহই আমার রাব্ব এবং আমি কেহকেও আমার রবের সাথে শরীক করিনা।	٣٨. لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا
৩৯। তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললেনা ঃ আল্লাহ যা চেয়েছেন তা'ই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।	٣٩. وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا
৪০। সম্ভবতঃ আমার রাব্ব আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মাইদানে পরিণত হবে।	٤٠. فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤۡتِيَنِ خَيۡرٗا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَانٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا زَلَقًا
৪১। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা।	٤١. أَوۡ يُصۡبِحَ مَآؤُهَا غَوۡرٗا فَلَن تَسۡتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبٗا

গরীব মু'মিনের প্রতি সাড়া দেয়া

ঐ সম্পদশালী কাফির ব্যক্তিকে তার বন্ধু দরিদ্র মুসলিমটি যে উত্তর দিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ বর্ণনা দিচ্ছেন। সে তাকে বহু উপদেশ দেয় এবং

তাকে ঈমান ও বিশ্বাসের হিদায়াত করে এবং বিভ্রান্তি ও অহংকার হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তাকে বলে ঃ যে আল্লাহ মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন ঠনঠনে মাটি দ্বারা, এরপর নগন্য শুক্রের মাধ্যমে বংশক্রম চালু রেখেছেন, তুমি তাঁর সাথে কুফরী করছ? যেমন আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) কি করে তুমি এই মহান রবের সত্তা ও তাঁর নি'আমাতরাজিকে অস্বীকার করছ? তাঁর নি'আমাতসমূহ ও তাঁর মহাশক্তির অসংখ্য নমুনা স্বয়ং তোমার মধ্যে ও তোমার উপরে বিদ্যমান রয়েছে। এমন কোন অজ্ঞ আছে কি যে, পূর্বে সে কিছুই ছিলনা, আল্লাহই তাকে অস্তিত্বে এনেছেন, এটা সে জানেনা? নিজে নিজেই হয়ে যাবার ক্ষমতা তার ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। সেই আল্লাহ কেমন করে অস্বীকারের যোগ্য হয়ে গেলেন? কে তাঁর একাত্মতা ও মহানত্মকে অস্বীকার করতে পারে?

মুসলিম ব্যক্তিটি তাকে আরও বলল ঃ لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي তুমি যা বলছ তার সাথে আমি একমত নই, বরং আমি তোমার সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, ঐ আল্লাহই আমার রাব্ব, তিনি এক ও অংশীবিহীন। আমার রবের সাথে আমি কেহকেও শরীক করিনা। এরপর তাকে সে কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য বলে ঃ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا তুমি তোমার সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং ফল-মূলে পরিপূর্ণ বাগান দেখে মহান রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ না কেন? কেন তুমি مَاشَآءَ اللَّهُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللَّه বলছনা? অর্থাৎ আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।

এই আয়াতকে সামনে রেখেই সালাফগণের কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তান-সন্ততি বা ধন-সম্পদ অথবা অবস্থা দেখে আনন্দিত হয়, তার এই কালেমাটি পড়ে নেয়া উচিত। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে

জান্নাতের একটি কোষাগারের কথা বলব? ঐ কোষাগার হচ্ছে لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰه এই কালেমাটি পাঠ করা। (ফাতহুল বারী ১১/২৭১, মুসলিম ৪/২০৭৬)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, ঐ সৎ লোকটি কাফির ধনী লোকটিকে বলল ঃ

فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء

আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমাকে আখিরাতে উত্তম নি'আমাত দান করবেন। আর তোমার এই বাগানটিকে তিনি ধ্বংস করে দিবেন যা তুমি চিরস্থায়ী মনে করছ। তিনি আকাশ হতে ওর উপর শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। হতে পারে যে, আকাশ হতে তিনি অতি প্রবল বৃষ্টি বর্ষন করবেন যার ফলে ওটা বিধ্বস্ত হয়ে উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত হবে। أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا অথবা তিনি ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত করবেন এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ

বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩০) অর্থাৎ যে পানি সর্বত্র আপন গতিতে চলতে রয়েছে তা যদি আল্লাহ তা'আলা বন্ধ করে দেন তাহলে তা পুনরায় প্রবাহিত করার আর কেহ আছে কি? এখানে আল্লাহ বলছেন ঃ

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا *অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা।* غَوْرًا শব্দটি مَصْدَر যা غَائِرٌ অর্থাৎ اِسْم فَاعِل অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ

বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩০)

৪২। তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল। সে বলতে লাগল ঃ হায়! আমি যদি কেহকেও আমার রবের সাথে শরীক না করতাম!	٤٢. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا
৪৩। এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিলনা এবং সে নিজেও প্রতিকারে সামর্থ্য হলনা।	٤٣. وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا
৪৪। এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহরই যিনি সত্য; পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।	٤٤. هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

কুফরীর কু-পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ঐ লোকটির সমস্ত মাল ধ্বংস হয়ে গেল। ঐ মু'মিন লোকটি তাকে যা থেকে ভয় প্রদর্শন করেছিল তা হয়েই গেল। যে সুদৃশ্য বাগানের ব্যাপারে তার ধারণা ছিল যে, তা কখনও ধ্বংস হবেনা, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে তাকে গাফিল করেছিল, হঠাৎ এক প্রচন্ড ঝড় এসে বিধ্বস্ত করে ফেলল। অতএব তাঁরই প্রশংসা কর। ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যাবার পর সে দুঃখে হাত কচলাতে লাগল এবং আফসোস/অনুতপ্ত হয়ে বলল ঃ

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ হায়! যদি আমি আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! যেগুলির

উপর সে গর্ব করত সেগুলি তার কোনই কাজে এলোনা। সন্তান-সন্ততি, কবীলা-গোত্র সব থেকে গেল। কেহই তাকে সাহায্য করতে পারলনা। তার গর্ব/অহংকার মাটির সাথে মিশে গেল। না কেহ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো, আর না সে নিজে প্রতিকারে সমর্থ হল। কেহ কেহ هُنَالِكَ এর উপর وَقْف বা বিরতি মেনে থাকেন এবং পূর্বের বাক্যটিকে ওর সাথে মিলিয়ে নেন। অর্থাৎ সেখানে সে প্রতিশোধ নিতে পারলনা। আবার কেহ কেহ مُنْتَصِراً এর উপর আয়াত শেষ করে এর পর থেকে নতুন বাক্য শুরু করেন। وَلاَيَة শব্দটি দ্বিতীয় পঠনে وِلاَيَة ও রয়েছে। প্রথম পঠনে ভাবার্থ হবে ঃ প্রত্যেক মু'মিন ও কাফির আল্লাহ তা'আলার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী, তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। শাস্তির সময় তিনি ছাড়া অন্য কেহই কাজে আসবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪) যেমন ফির'আউন ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিল ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ. ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহুর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯০-৯১)

وَاو এ যের দেয়া অবস্থায় অর্থ হবে ঃ সেখানে সঠিকভাবে হুকুম আল্লাহর জন্যই لِلَّهِ الْحَقِّ এর দ্বিতীয় কিরাআত "ق" এর উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। কেননা এটা اَلْوِلاَيَةُ এর صفت বা বিশেষণ। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬) আবার কেহ কেহ "ق" কে যেরসহ পড়ে থাকেন। তাদের মতে এটা اللَّه এর صفت বা বিশেষণ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ

তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬২) এ জন্যই আবার তিনি বলেন ঃ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا যে আমল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হয় তার সাওয়াব খুব বেশি হয় এবং পরিণাম হিসাবেও হয় খুবই উত্তম।

৪৫। তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের - এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।	٤٥. وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا	
٤٦. ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيۡرٌ أَمَلًا	**৪৬। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎ কাজ, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।**

দুনিয়াদারী জীবনের তুলনা

দুনিয়া নষ্ট, ধ্বংস ও শেষ হওয়ার দিক দিয়ে আকাশের বৃষ্টির মত। এই বৃষ্টি যমীনের বীজ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়, ফলে হাজার হাজার চারা গাছ সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। প্রত্যেক জিনিসের উপর সজীবতার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়, কিন্তু কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরই সব শুকিয়ে যায় এবং এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওগুলিকে ডানে বামে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পূর্বের ঐ অবস্থার উপর যিনি সক্ষম ছিলেন, তিনি এই অবস্থার উপরও সক্ষম। সাধারণতঃ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সাথেই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন সূরা ইউনুসের এক আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا يَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَٰمُ

বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থা এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলি অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৪) সূরা যুমারে রয়েছে ঃ

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يُخۡرِجُ بِهِۦ زَرۡعًا مُّخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهُۥ

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২১) সূরা হাদীদে আছে ঃ

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ

তোমরা জেনে রেখ যে, পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ দুনিয়া হল সবুজ এবং মিষ্ট। (মুসলিম ৪/২০৯৮)

সম্পদ এবং উত্তম আমলের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণের ... আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৫) অর্থাৎ তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁরই ইবাদাতে মগ্ন থাকা দুনিয়ার সম্পদ অনুসন্ধান, তাদের মোহে পরে থাকা এবং তাদের জন্য উৎফুল্ল হওয়া হতে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا *ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।* ইব্ন

আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে বলেছেন যে, উত্তম আমল যা স্থায়ী তা হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সালাত। (তাবারী ১৮/৩২) 'আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ উত্তম আমল যা স্থায়ী তা হল সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার। (তাবারী ১৮/৩৩) বিশ্বাসীগণের নেতা উসমান ইব্‌ন আফফানকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ উত্তম আমল কোন্‌টি যা স্থায়ী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আযীম। (আহমাদ ১/৭১)

মুসনাদ আহমাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক গোলাম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন পাঁচটি কালেমা রয়েছে যেগুলি মীযানে বা দাঁড়ি-পাল্লায় খুবই ওযনসই হবে। সেগুলি হচ্ছে ঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ للَّه এবং ঐ শিশু যার মৃত্যুতে তাঁর পিতা ধৈর্য ধারণ করেছে ও পুরস্কার কামনা করেছে। পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে যে, যারা ৫টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। ঐগুলি হচ্ছে এই যে, তারা বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ তা'আলা উপর, কিয়ামাত দিবসের উপর, জান্নাতের ও জাহান্নামের উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর এবং হিসাবের উপর। (আহমাদ ৪/২৩৭)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **بَقِيَات صَالِحَات** হল আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র এবং নিম্নের কালেমাগুলি ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ للَّه تَبَرَكَ اللَّهُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه وَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُلِ اللَّه

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি তাবারাকাল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়াসতাগফিরুল্লাহা, ওয়া সাল্লাল্লাহু 'আলা রাসূলিল্লাহ।

আর সিয়াম, সালাত, হাজ্জ, সাদাকাহ গোলাম আযাদ করা, জিহাদ করা, রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সমস্ত সাওয়াবের কাজ হচ্ছে **بَقِيَات صَالِحَات** বা

চিরস্থায়ী সাওয়াব। এগুলির সাওয়াব জান্নাতবাসীদেরকে আসমান ও যমীন স্থায়ী হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা পৌঁছাতে থাকবেন। (তাবারী ১৮ /৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বলা হয়েছে যে, পবিত্র কথাও এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ১৮ /৩৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত সৎকাজই এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১৮ /৩৫)

৪৭। স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উম্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা।	٤٧. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
৪৮। আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবনা।	٤٨. وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا
৪৯। এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটাতো ছোট বড়	٤٩. وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا

ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا	**কিছুই বাদ দেয়নি, বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা।**

কিয়ামাত দিবসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দিন যে সব বিস্ময়কর বড় বড় কাজ সংঘটিত হবে, তিনি সেগুলি বর্ণনা করছেন। وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً সেই দিন আকাশ ফেটে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا

যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৯-১০)

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, অথচ সেদিন ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৮)

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কা'রি'আহ, ১০১ ঃ ৫)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭)

যমীন সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। তাতে কোন উঁচু-নীচু থাকবেনা। এই যমীনে না থাকবে কোন বাড়ীঘর, না থাকবে কোন ছাউনি। কোন আড়াল ছাড়াই সমস্ত সৃষ্টজীব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। কেহই তাঁর থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবেনা। কোথাও কোন আশ্রয়স্থল ও মাথা লুকানোর জায়গা থাকবেনা। কোন গাছ-পালা, পাথর ও তৃণ-লতা দেখা যাবেনা।

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত লোক রয়েছে সবাই একত্রিত হবে। ছোট বড় কেহই অনুপস্থিত থাকবেনা। সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০)

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩)

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا রূহ ও মালাইকা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রূহ্ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা

নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮) সেদিন সমস্ত মানুষের সারি একটি হবে অথবা তারা কয়েকটি সারিতে বিভক্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে। (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ২২) কিয়ামাতকে যারা অস্বীকার করত তাদেরকে সেই দিন ধমকের স্বরে বলা হবে ঃ

لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ দেখ, যেমনভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আমার সামনে দাঁড় করিয়েছি; তোমরাতো এটা অস্বীকার করতে।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ তাদের সামনে আমলনামা হাযির করা হবে, যাতে ছোট বড়, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকবে। পাপীরা তাদের দুস্কর্মগুলি দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং অত্যন্ত আফসোস করে বলবে ঃ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا হায়! আমরা আমাদের জীবন ও আয়ুকে কি অবহেলায় কাটিয়ে দিয়েছিলাম! বড়ই অনুতাপ যে, দুনিয়ায় আমরা শুধু দুষ্কর্মেই লিপ্ত থাকতাম।

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا দেখ, এমন কোন কাজ নেই যা এই কিতাবে (আমলনামায়) লিখা হয়নি। বরং তারা যে ছোট/বড় পাপ করেছে তা সবই এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে তারা দেখতে পাবে।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকাজ হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩০)

يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩)

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) সেই দিন গোপনীয় সবকিছুই প্রকাশিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকা দ্বারা তারা পরিচিত হবে। (আহমাদ ৩/১৪২) অন্য হাদীসে আছে যে, ঐ ঝান্ডাটি তার পিছনে লটকানো থাকবে এবং তাতে লিখা থাকবে এটা অমুকের পুত্র অমুক বিশ্বাসঘাতক। (ফাতহুল বারী ১২/৩৫৪, মুসলিম ৩/১৩৬১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। ক্ষমা করে দেয়া তাঁর বিশেষত্ব। তবে হ্যাঁ, পাপী ও অপরাধীদেরকে তিনি স্বীয় ক্ষমতা, নিপুণতা এবং আদল ও ইনসাফের সাথে শাস্তি প্রদান করে থাকেন। অপরাধী ও অবাধ্য লোকদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ হবে। তারপর কাফির ও মুশরিক ছাড়া মু'মিনরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفۡهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০)

وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٌ شَيۡـًٔاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস শুনেছেন এই খবর আমার কাছে পৌঁছে। ঐ হাদীসটি আমি স্বয়ং তাঁর মুখে শোনার উদ্দেশে একটি উট ক্রয় করি এবং ওর উপর আসবাব পত্র উঠিয়ে নিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়ি। সুদীর্ঘ এক মাস

ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় আমি সিরিয়ায় আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইসের (রাঃ) কাছে পৌঁছি। আমি দারোয়ানকে বললাম ঃ যাও, তাকে খবর দাও যে, যাবির (রাঃ) দরযার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ কি? আমি উত্তরে বললাম ঃ জি হ্যাঁ। এটা শোনা মাত্রই তিনি গায়ের চাদর ঠিক করতে করতে তড়িৎ গতিতে আমার কাছে ছুটে এলেন। এসেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাকে বললাম ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি কিসাসের ব্যাপারে কোন একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন। আমি স্বয়ং আপনার মুখে ঐ হাদীসটি শোনার উদ্দেশে এখানে এসেছি এবং খবর শোনা মাত্রই আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীসটি শোনার পূর্বেই যদি আমি মৃত্যুবরণ করি অথবা আপনার মৃত্যু হয়! এখন আপনি আমাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন। তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে তাঁর সামনে একত্রিত করবেন। ঐ সময় তারা নগ্ন দেহ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় থাকবে। তাদের কাছে কোন কিছুই থাকবেনা। তারপর তাদের সামনে ঘোষণা করা হবে যে ঘোষণা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই সমানভাবে শুনতে পাবে। মহান আল্লাহ বলবেন ঃ আমিই সর্বাধিরাজ, আমিই মালিক, আমিই বিচারের মালিক। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাহান্নামী জাহান্নামে যাবেনা যতক্ষণ না আমি তার ঐ হক আদায় করে না দিব যা কোন জান্নাতীর জিম্মায় রয়েছে। আর কোন জান্নাতীও জান্নাতে যেতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার ঐ প্রাপ্য আদায় করে দিব যা কোন জাহান্নামীর জিম্মায় রয়েছে; ঐ হক বা প্রাপ্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সবাইতো সেদিন খালি পায়ে, খৎনাবিহীন, নগ্ন দেহ ও ধন-সম্পদশূন্য অবস্থায় থাকব, এ অবস্থায় কেমন করে প্রাপ্য আদায় করা হবে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ (যেভাবেই হোক না কেন), সেই দিন সৎ আমলকারী ও পাপীদের নিকট থেকে হক বা প্রাপ্য আদায় করে নেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৪৯৫) ইমাম আহমাদের ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস অন্য সনদে বর্ণিত আছে।

শুবা'হ (রহঃ) আল আওয়াম ইব্ন মুজাহিদ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ উসমান (রহঃ) হতে, তিনি উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন শিংবিহীন

পশুকে যদি কোন শিংবিশিষ্ট পশু শিং দ্বারা গুঁতো মেরে থাকে তাহলে কিয়ামাত দিবসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। (যাওয়ায়িদ আল মুসনাদ ১/১২) ইমাম আহমাদের (রহঃ) ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য সূত্র থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

৫০। এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকাগণকে বলেছিলাম ঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা।	٥٠. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا

আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ইবলীস তোমাদের এমনকি তোমাদের মূল পিতা আদমেরও প্রাচীন শত্রু। সুতরাং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে ছেড়ে তার অনুসরণ করা তোমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও স্নেহ-মমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রতিপালন করছেন। সুতরাং তাঁকে ছেড়ে তাঁর এবং তোমাদের নিজেদেরও শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা কত মারাত্মক ভুল! এর পূর্ণ তাফসীর সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সমস্ত মালাইকা/ফেরেশতাগণকে তাঁর সামনে সাজদাহ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাহবনত হও। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২৮-২৯) সবাই হুকুম পালন করে, কিন্তু ইবলীসের মূল ছিল খারাপ, তাকে ধূম্রহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই সে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং পাপাচারী হয়ে যায়। মালাইকাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ মালাইকাকে সৃষ্টি করা হয় নূর (জ্যোতি) থেকে, ইবলীস সৃষ্টি হয় ধূম্রবিহীন অগ্নিশিখা হতে, আর আদমকে (আঃ) যা থেকে সৃষ্টি করা হয় তোমাদের সামনে তা বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম ৪/২২৯৪) এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, প্রত্যেক জিনিসই তার মূলের গুণাগুণের উপর ফিরে এসে থাকে। ইবলীস যদিও মালাইকার মতই আমল করছিল এবং তাঁদের সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিল, আর আল্লাহর ইবাদাতের কাজে দিনরাত নিমগ্ন ছিল। কিন্তু আল্লাহর ঐ নির্দেশ শোনা মাত্রই ওর আসল রূপ ফুটে উঠল। সুতরাং সে অহংকার করল এবং পরিস্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করল। তাই আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিলেন যে, সে ছিল জিন এবং ওর সৃষ্টিই হয়েছিল আগুন থেকে, যেমন সে নিজেই বলেছে ঃ

أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ৭৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ ইবলীস কখনই মালইকাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। সে হচ্ছে জিনদের মূল, যেমন আদম (আঃ) হলেন মানুষের মূল। (তাবারী ১৮/৫০৬)

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (*সে তার রবের আদেশ অমান্য করল*) অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের বাইরে তার আচরণের দ্বারা সে অবাধ্য হল। '*ফাসিক*' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার বিপরীত কাজ করা অথবা যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা না করা। ফুল থেকে যখন খেজুর বের হয় তখন আরাবরা ওকে

'ফাসাকাত' বলে। ইঁদুর যখন ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য তার গর্ত থেকে বের হয় তখনও ঐ একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ভর্ৎসনা করছেন যারা ইবলীসের অনুসরণ করে ঃ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (*সে তার রবের আদেশ অমান্য করল*)

মোট কথা, ইবলীস আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল। সুতরাং হে মানবমন্ডলী! তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করনা এবং আমাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে তার সাথে সম্পর্কে জুড়ে দিওনা। بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীরা মন্দ প্রতিফল পাবে। এটা ঠিক ঐ রূপ যেভাবে সূরা ইয়াসীনে কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্যের এবং পাপী ও সৎ আমলকারীদের পরিণাম বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯-৬২)

৫১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করার নই।	٥١. مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا

মুশরিক, কাফিরদের দেবতারা কোন সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করেনি, এমনকি তাদের নিজেদের সৃষ্টিও না

মহান আল্লাহ মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা তোমাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছ তারা তোমাদের মতই আমার গোলাম। তাদের কোন কিছুরই মালিকানা নেই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে আহ্বান করিনি, বরং তারা নিজেরাই সেই সময় বিদ্যমান ছিলনা: সমস্ত কিছু একমাত্র আমিই সৃষ্টি করেছি। সবাইকে আমিই পরিচালনা করি। আমার কোন অংশীদার, উযীর ও পরামর্শদাতা নেই। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ. وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ

তুমি বল ঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমান কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ নেই এবং না তারা সাহায্যকারী। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২২-২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا আমার জন্য এটা শোভণীয় নয়; আমার কোন প্রয়োজনও নেই যে, তাদেরকে এবং বিশেষ করে বিভ্রান্তকারীদেরকে নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করব।

৫২। এবং সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর; তারা তখন তাদেরকে আহ্বান	٥٢. وَيَوۡمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا	করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা এবং আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর।
٥٣. وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا	৫৩। পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা।

মুশরিকরা যাদেরকে শরীক করে তারা কারও ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়, অপরাধীদেরকে অবশ্যই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে

সমস্ত মূর্তি পূজক মুশরিকদেরকে কিয়ামাতের দিন লজ্জিত করার উদ্দেশে সবার সামনে বলা হবে ঃ نَادُوا شُرَكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ আজ তোমরা তোমাদের ঐ শরীকদেরকে আহ্বান কর যাদেরকে দুনিয়ায় আহ্বান করতে, যাতে তারা তোমাদেরকে আজকের বিপদ হতে রক্ষা করে। তারা তখন আহ্বান করবে, কিন্তু কোন সাড়া পাবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজকর্মে (আমার) শরীক; বাস্তবিকই তোমাদের

পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৪)

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ *তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা।* অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৪) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫) সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা‘বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا তাদের মধ্যে ও তাদের বাতিল মা‘বূদদের মধ্যে পর্দা ও ধ্বংসের গর্ত বানিয়ে দিব: যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। যেন সুপথ প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরা পৃথকভাবে থাকে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। মূর্তি পূজকরা যাদের পূজা করছে তাদের কাছে তারা কখনও পৌঁছতে পারবেনা। আর কিয়ামাত দিবসেও তারা একে অপরের সাথে দেখা/সাক্ষাত করার সুযোগ পাবেনা। তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রাখা হবে। তাদের মাঝে থাকবে ভয়ংকর উদ্বেগ, উৎকন্ঠা ও আতংক। কেননা তাদের মাঝে ভয়াবহ

অবস্থা সৃষ্টি হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি ঐ মুশরিক ও মুসলিমদের মাঝে আড়াল করে দিব, যেমন নিম্নের আয়াতসমূহে রয়েছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪)

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৩)

وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَٰفِلِينَ. هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে ঃ তোমরাতো আমাদের ইবাদাত করতেনা। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে অবগত ছিলামনা। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলি পরীক্ষা করে নিবে, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮-৩০)

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে,

বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। এই পাপী ও অপরাধীরা এমন অবস্থায় জাহান্নাম দেখবে যে, সত্তর হাজার লাগামে তারা আবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক লাগামের জন্য সত্তর হাজার করে মালাক/ফেরেশতা থাকবে। দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, ওটাই তাদের কয়েদখানা। জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বেই তাদের উপর কঠিন বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। এগুলো হবে প্রকৃত শাস্তির পূর্বের শাস্তি। وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا কিন্তু তারা তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাবেনা।

৫৪। আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।	٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا

পবিত্র কুরআনে রয়েছে সঠিক দিক নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মানুষের জন্য আমি আমার কিতাবে সমস্ত কথা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যাতে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে, হিদায়াতের পথ হতে সরে না যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সবাই মুক্তির পথ থেকে সরে গিয়ে মিথ্যার পংকিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা (রাঃ) ও আলীর (রাঃ) বাড়ীতে গমন করেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা যে শুইয়ে রয়েছ, সালাত আদায় করছ না কেন? উত্তরে আলী (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তা'আলার হাতে রয়েছে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখনই আমাদের উঠিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীর (রাঃ) মুখে এ কথা শুনে আর কিছু না বলে ফিরে যেতে উদ্যত হন। ফিরার পথে তিনি হাঁটুর উপর হাত মেরে বলতে বলতে যাচ্ছিলেন ঃ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে অতি বেশি তর্কপ্রিয়। (আহমাদ ১/১১২, ফাতহুল বারী ৩/১৩, মুসলিম ১/৫৩৮)

৫৫। হিদায়াত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে	٥٥. وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟

বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের পূর্ব-পুরুষদের অনুরূপ আযাব অথবা কখনই বা তারা তা প্রত্যক্ষ করবে।	إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا
৫৬। আমি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই রাসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সবকে তারা বিদ্রূপের বিষয় রূপে গ্রহণ করে থাকে।	٥٦. وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًا

অবিশ্বাসী কাফিরদের হঠকারিতা

আল্লাহ তা'আলা পূর্ব যুগের ও বর্তমান সময়ের কাফিরদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও তারা তা হতে দূরে সরে থাকছে। তারা আল্লাহর শাস্তি স্বচক্ষে দেখে নেয়া কামনা করছে। কেহ কেহ আকাংখা করছে যে, তাদের উপর যেন আকাশ ফেটে পড়ে যায়। তাদের কেহ কেহ তাদের রাসূলকে বলেছিল ঃ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৭) অন্যেরা বলেছিল ঃ

ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৯)

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে হাযির করছনা কেন? (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬-৭)

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলার শাস্তির অপেক্ষা করছে, তা দেখতে চাচ্ছে। وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ রাসূলদের কাজতো শুধু মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া এবং কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায় এবং দূর করে দেয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের এই মনোবাঞ্ছা কখনও পূর্ণ হবার নয়। হক তাদের মিথ্যা কথায় দমে যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا এই লোকগুলি আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেগুলিকে বিদ্রূপের বিষয় রূপে গ্রহণ করছে এবং নিজেদের বে-ঈমানীতে আরও বেড়ে চলছে।

৫৭। কোন ব্যক্তিকে তার রবের নিদর্শনাবলী স্মরণ	٥٧. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ

করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তাহলে তার অপেক্ষা অধিক সীমা লংঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করলেও তারা কখনও সৎ পথে আসবেনা।	بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعۡرَضَ عَنۡهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُۚ إِنَّا جَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۖ وَإِن تَدۡعُهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ فَلَن يَهۡتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدٗا
৫৮। এবং তোমার রাব্ব ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা হতে তাদের পরিত্রাণ নেই।	٥٨. وَرَبُّكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحۡمَةِۖ لَوۡ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلۡعَذَابَۚ بَل لَّهُم مَّوۡعِدٞ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِۦ مَوۡئِلٗا
৫৯। ঐ সব জনপদ - তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমা লংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।	٥٩. وَتِلۡكَ ٱلۡقُرَىٰٓ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلۡنَا لِمَهۡلِكِهِم مَّوۡعِدٗا

সৃষ্টির নিকৃষ্ট লোক তারাই যারা সত্যকে অস্বীকার করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পাপী ও অপরাধী আর কে হতে পারে যার সামনে যখন তার রবের কালাম পাঠ করা হয় তখন সে ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনা এবং ওর প্রতি আকৃষ্টও হয়না, বরং মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পূর্বে যে সব দুষ্কর্ম করেছে সেগুলি সবই ভুলে যায়?

وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ তার এই দুর্ব্যবহারের শাস্তি এই যে, তার অন্তরের উপর পর্দা পড়ে যায়। ফলে ভাল কাজের প্রতি তার কোন মনোযোগই থাকেনা এবং কুরআন বুঝতে পারেনা। وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا তার কানেও বধিরতা এসে যায়। وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا সুতরাং তাকে হিদায়াতের প্রতি লাখো দা'ওয়াত দেয়া হোক না কেন, সুপথ প্রাপ্তি তার জন্য অসম্ভব। وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ হে নাবী! তোমার রাব্ব বড়ই দয়াবান। তিনি উচ্চ মানের করুণার অধিকারী।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬)

এটাতো শুধু তাঁর সহনশীলতা, গোপনীয়তা রক্ষা ও ক্ষমা, যাতে পথভ্রষ্টরা সৎ পথে ফিরে আসে এবং পাপীরা তাওবাহ করে তাঁর করুনার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু যারা তাঁর এই সহনশীলতা দ্বারা উপকার লাভ করবেনা এবং নিজেদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর পাকড়াও করার দিন অতি নিকটবর্তী। ওটা এমন কঠিন দিন যে, শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে।

بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ঐ দিন কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা এবং পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখা যাবেনা। তোমার পূর্ববর্তী

উম্মাতেরাও তোমাদের মতই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশেষে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলেছি। তাদের ধ্বংস হওয়ার নির্ধারিত সময় এসে পড়ায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। সুতরাং হে মুশরিকদের দল! তোমরাও আমার শাস্তির ভয় কর। তোমরা শ্রেষ্ঠ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছ এবং তাঁর প্রতি অত্যাচার করছ! তাঁকে অবিশ্বাস করছ! অথচ পূর্ববর্তী কাফিরদের তুলনায় তোমাদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম খুবই কম এবং তাদের তুলনায় তোমরা আমার কাছে অধিক প্রিয়ও নও। সুতরাং তোমরা সব সময় আমার শাস্তির ভয় মনে রেখ এবং উপদেশ গ্রহণ কর।

৬০। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল ঃ দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌঁছে আমি থামবনা, অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।	٦٠. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا
৬১। তারা যখন উভয়ের সংযোগস্থলে পৌঁছল, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ওটা সুরঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।	٦١. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًا
৬২। যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মূসা তার সংগীকে বলল ঃ আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো, আমরাতো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।	٦٢. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَبًا

Contents

৬৩। সে বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শাইতানই এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।	٦٣. قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًا
৬৪। মূসা বলল ঃ আমরাতো ঐ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম; অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।	٦٤. قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا
৬৫। অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের যাকে আমি আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।	٦٥. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

মূসা (আঃ) ও খিয্রের (আঃ) ঘটনা

মূসা (আঃ) তাঁর গৃহভৃত্য ইউশা ইব্ন নূনকে বলেন যে, দুই সমুদ্রের মিলন স্থলের (মোহনার) পাশে আল্লাহ তা'আলার এমন এক বান্দা রয়েছেন যার ঐ জ্ঞান রয়েছে যে জ্ঞান মূসার (আঃ) নেই। তাই মূসা (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি তাঁর গৃহভৃত্যকে বলেন ঃ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا আমি সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত থামবনা, বিশ্রাম গ্রহণ করবনা, বরং যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

মূসা (আঃ) বলেন ঃ আমাকে যদি যুগ যুগ ধরেও চলতে হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই। বলা হয়েছে যে, কায়েসের অভিধানে বছরকে حُـــقُبٌ বলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, حُـــقُبٌ দ্বারা আশি বছর বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) সত্তর বছর বলেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) حُـــقُبٌ এর অর্থ যুগ বলেছেন। মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছিলেন ঃ তুমি লবণ মাখানো একটি (মৃত) মাছ সাথে নিবে, যেখানে ঐ মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তুমি আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ পাবে।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا মাছটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন এবং চলতে চলতে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছেন। সেখানে নাহরে হায়াত ছিল। সেখানে তাঁরা দু'জন ঘুমিয়ে পড়লেন। নাহরের পানির ছোয়ায় মাছটি জীবন ফিরে পেল। মাছটি তার সঙ্গী ইউশার (আঃ) থলের ভিতর রাখা ছিল। ওটা সমুদ্রের পাশেই ছিল। মাছটি থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গমন করল। তখন ইউশা (আঃ) জেগে ওঠেন। মাছটি তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পানিতে নেমে যায়। فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا যমীনে যেমনভাবে সুড়ঙ্গ হয় ঠিক তেমনি মাছটির সাতার দিয়ে গমনের পথে সুড়ঙ্গ হয়ে যায়। পানি এদিক ওদিক খাড়া হয়ে যায় এবং ঐ সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে খোলা থাকে।

মাছটির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা দু'জন সামনের দিকে এগিয়ে যান। এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখার বিষয় যে, একটি কাজ দু'জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। মাছটির কথা ভুলে গেলেন শুধু ইউশা (আঃ), অথচ বলা হয়েছে যে, তাঁরা দু'জন ভুলে গেলেন। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২২) অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মণিমুক্তা শুধু লবণাক্ত পানির সমুদ্র হতেই বের হয়।

কিছু পথ অতিক্রম করার পর মূসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন ঃ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো। আমরাতো

আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাঁরা এই ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন তাঁদের গন্তব্য স্থান অতিক্রম করার পর। গন্তব্য স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লান্তি অনুভব করেননি। ঐ সময় তাঁর সঙ্গীর মাছের কথা মনে পড়ে। তাই তিনি মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ যখন আমরা শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে যাই, তখন মাছের কথা বর্ণনা করতে শাইতানই আমাকে ভুলিয়ে দেয়। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে যায়। ইউশার (আঃ) এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বলেন ঃ আমরাতো ঐ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দার সাক্ষাৎ পেল যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলার এই বান্দা হলেন খিয্র (আঃ)।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ নাউফ ইব্ন বিকালী নামক লোকটির ধারণা এই যে, খিয্রের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎকারী মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মূসা (আঃ) ছিলেননা। এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ঐ শত্রু মিথ্যাবাদী। আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) থেকে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

একদা মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ঃ সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি। তিনি জবাবে "আল্লাহ জানেন" এ কথা না বলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কাছে অহী নাযিল করেন ঃ আমার এমন এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়েও বড় আলেম। তখন মূসা (আঃ) বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি তাঁর সাথে কিরূপে দেখা করতে পারি? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন ঃ তুমি একটি মাছ সঙ্গে নাও এবং ওটা থলেতে রেখে দাও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আঃ) ইউশা ইব্ন নূনকে (আঃ) সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু

করেন। একটি শিলাখন্ডের পাশে গিয়ে ওর উপর মাথা রেখে কিছুক্ষণের জন্য তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে থলের মধ্যে মাছটি লাফাতে শুরু করে এবং এভাবে সমুদ্রে নেমে যায় যেমন কেহ সুড়ঙ্গ দিয়ে যমীনের মধ্যে নেমে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পানির প্রবাহ ও চলাচল বন্ধ করে দেন এবং তাকের (rack) মত সমুদ্রের মধ্যে ঐ সুড়ঙ্গটি বাকী থেকে যায়। তিনি জেগে উঠলে তাঁর সঙ্গী ইউশা (আঃ) তাঁকে মাছের ঐ ঘটনাটি বলতে ভুলে যান। অতঃপর তাঁরা সেখান থেকে চলতে শুরু করেন। দিন শেষে সারা রাত তাঁরা চলতে থাকেন। পরদিন মূসা (আঃ) ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেখানে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই জায়গা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোটেই ক্লান্তি অনুভব করেননি। তিনি তাঁর সঙ্গীর কাছে নাশতা চান এবং ক্লান্তির কথা বলেন। তখন তাঁর সঙ্গী তাঁকে বলেন ঃ যখন আমরা পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ঐ সময় আমি মাছটির ব্যাপারটি ভুলে গিয়েছিলাম এবং ঐ কথা আপনার কাছে বর্ণনা করতে শাইতান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে তাতে নেমে যায়। সমুদ্রে তার জন্য সুড়ঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তখন মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ আমরা ঐ স্থানটিরই সন্ধানে ছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। ঐ পাথরটির নিকট পৌঁছে দেখেন, সেখানে একটি লোক কাপড় জড়িয়ে বসে রয়েছেন।

মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ "এই ভূখন্ডে এই সালাম কেমন? তিনি বলেন ঃ আমি মূসা। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ বানী ইসরাঈলের মূসা কি? তিনি জবাবে বলেন ঃ হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এ জন্যই এসেছি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আপনি যেসব ভাল কথা শিখেছেন তা আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তিনি বললেন ঃ হে মূসা! আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা। কারণ আমার যে জ্ঞান রয়েছে আপনার তা নেই, আর আপনার যে জ্ঞান রয়েছে তা আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দু'জনকে পৃথক পৃথক জ্ঞান দান করেছেন।

তখন মূসা (আঃ) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ! আপনি দেখবেন যে, আমি ধৈর্য ধারণ করব। আপনার কোন কাজেরই আমি বিরুদ্ধাচরণ করবনা। খিয্র (আঃ) তখন তাঁকে বললেন ঃ আচ্ছা, আপনি যদি আমার সাথে থাকতেই চান তাহলে আমাকে নিজে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেননা, যে পর্যন্ত না আমি আপনাকে জানিয়ে দেই। এভাবে কথা বলে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করলেন। নদীর তীরে

একটি নৌকা ছিল। মাঝিকে খিয্র (আঃ) তাঁদেরকে নৌকায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। মাঝি খিয্রকে (আঃ) চিনে ফেলে এবং বিনা ভাড়ায়ই তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নেয়। নৌকায় চড়ে তাঁরা কিছু দূর গেছেন, এমতাবস্থায় মূসা (আঃ) দেখেন যে, খিয্র (আঃ) নীরবে কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা ফুটো করছেন। এ দেখেই মূসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ আপনি এ করছেন কি? মাঝিতো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে এবং আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠিয়েছে। আর আপনি তার নৌকা ছিদ্র করছেন? এর ফলেতো নৌকার সব আরোহী ডুবে মরবে। এতো বড়ই অন্যায় কাজ। জবাবে খিয্র (আঃ) তাকে বললেন ঃ দেখুন! আমিতো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা? মূসা (আঃ) তখন ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। ভুলবশতঃ আমি প্রশ্ন করে বসেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি কঠোর হবেননা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সত্যিই তাঁর প্রথম ত্রুটিটি ভুলবশতঃই ছিল। বর্ণিত আছে যে, ঐ নৌকাটির একটি তক্তার উপর একটি পাখি এসে বসে এবং পানিতে চঞ্চু ডুবিয়ে পানি নিয়ে উড়ে যায়। এ সময় খিয্র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ হে মূসা! আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞান ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখীটি তার চঞ্চুতে সমুদ্রের সমস্ত পানি থেকে তুলে নিয়েছে। অতঃপর নৌকাটি তীরে ভিড়ে যায়। নৌকা থেকে নেমে তাঁরা চলতে থাকেন। পথে কতকগুলি শিশু খেলা করছিল। খিয্র (আঃ) ওদের একজনকে ধরে এমনভাবে তার গলা মুচড়ে দেন যে সাথে সাথেই সে মারা যায়। এতে মূসা (আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বলে ফেলেন ঃ আপনি কি করলেন! অন্যায়ভাবে এই শিশুটিকে মেরে ফেললেন? আপনি বড়ই অপরাধমূলক কাজ করলেন! উত্তরে খিয্র (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ আমিতো পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা? এবার খিয্র (আঃ) পূর্বাপেক্ষা বেশি কঠোর হলেন।

তখন মূসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ ঠিক আছে, এরপরে যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেননা, এ অধিকার আমি আপনাকে দিলাম। আমার ওযর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। আবার তাঁরা চলতে থাকেন। তাঁরা এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। তাঁরা ঐ গ্রামবাসীর কাছে খেতে চাইলে তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে। অতঃপর তাঁরা সেখানে এক পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। খিয্র (আঃ) ওটিকে সুদৃঢ় করে দেন। মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ আমরা তাদের অতিথি হতে চাইলাম, কিন্তু তারা

আমাদের আতিথেয়তা করলনা। এর পরেও যখন আপনি তাদের এই কাজটি করে দিলেন তখন এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিয্র (আঃ) তখন বললেন ঃ এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি ওর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মূসা (আঃ) যদি ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আল্লাহ তাঁদের দু'জনের আরও বহু কথা আমাদের সামনে বর্ণনা করতেন।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কিরাআতে وَكَانَ وَرَآءَهُمْ এর স্থলে وَكَانَ اَمَامَهُمْ রয়েছে এবং سَفِيْـــنَـــةً এর পরে صَالِحَةً শব্দটিও রয়েছে। আর اَمَّ الْغُلاَمُ এরপরে فَكَانَ كَافِرًا শব্দও আছে।

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে ঃ অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর গৃহভৃত্য ইউশা ইব্ন নূনকেসহ বের হলেন। তাদের সাথে মাছটিও ছিল। তারা একটি শিলাখন্ডের কাছে পৌঁছলেন এবং সেখাসে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছা করলেন। মূসা (আঃ) সেখানে শুইয়ে পরলেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। ঐ শিলাখন্ডের পাশ দিয়ে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছিল যার নাম ছিল '*আল হায়াত*'। ওর পানি যা কিছুর উপর পতিত হত তা'ই প্রাণ ফিরে পেত। ঐ পানি যে কোনভাবেই হোক মাছের শরীর স্পর্শ করে। ফলে ওটি নড়াচড়া করতে করতে এক সময় পাত্র থেকে লাফিয়ে পানিতে পরে যায়। মূসা (আঃ) ঘুম থেকে জেগে তাঁর ভৃত্যক বলেন ঃ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا (*আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো*)

এরপর ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর একটি পাখি এসে নৌকার পাশে বসে এবং ওর চঞ্চু সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে নেয়। খিয্র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ আমার এবং আপনার জ্ঞান এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকূলের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় ঐ রকম যেমন ঐ পাখিটি তার চঞ্চুতে সমুদ্র থেকে পানি তুলে নিতে পেরেছে। অতঃপর তিনি হাদীসটির বাকি অংশ বর্ণনা করেন।

৬৬। মূসা তাকে বলল ঃ সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন - এই শর্তে	٦٦. قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا

আমি আপনার অনুসরণ করব কি?	عُلِّمْتَ رُشْدًا
৬৭। সে বলল ঃ তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেনা।	٦٧. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
৬৮। যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কেমন করে?	٦٨. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا
৬৯। মূসা বলল ঃ আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবনা।	٦٩. قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا
৭০। সে বলল ঃ আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই তাহলে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করনা, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।	٧٠. قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

খিয্রের (আঃ) সাথে মূসার (আঃ) সাক্ষাত এবং তাঁর সাথে সফর সঙ্গী হওয়া

এখানে ঐ কথোপকথনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মূসা (আঃ) ও খিয্রের (আঃ) মধ্যে হয়েছিল। খিয্র (আঃ) ঐ বিদ্যার সাথে বিশিষ্ট ছিলেন যে বিদ্যা মূসার (আঃ) ছিলনা। আর মূসার (আঃ) ঐ বিদ্যা জানা ছিল যা খিয্রের (আঃ) জানা ছিলনা। قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ মূসা (আঃ) আদবের সাথে খিয্রের (আঃ)

কাছে আবেদন জানালেন যাতে তাঁর প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করেন। জ্ঞানী ব্যক্তিকে এভাবে আদবের সাথে প্রশ্ন করাই শিক্ষার্থীর উচিত। মূসা (আঃ) খিয্‌রের (আঃ) কাছে আবেদন করছেন ঃ আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার কাছে থাকব ও আপনার সাথে আমার সময় কাটাব এবং আপনার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করব যদ্বারা পথ নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে আমি উপকৃত হব। আর এর ফলে আমার আমল ভাল হবে। জবাবে খিয্‌র (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ

إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি আমার কাছে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেননা। আমার কাজকর্ম আপনার জ্ঞানের বিপরীত মনে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আপনার নেই এবং আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আমার নেই। আমি একটি পৃথক খিদমাতের কাজে লেগে রয়েছি এবং আপনিও একটা পৃথক খিদমাতের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আপনার যে জ্ঞান আছে তার বিপরীত কাজ দেখে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন এটা অসম্ভব। আর ঐ অবস্থায় আপনি ক্ষমার্হ বলে বিবেচিত হবেন। কেননা কিছু গোপনীয় নিপুণতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান নেই। আর আল্লাহ আমাকে ঐ জ্ঞান দান করেছেন। তাঁর এ কথা শুনে মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا আপনি যা কিছু করবেন আমি তা দেখে ধৈর্যসহকারে সহ্য করব। কোন ব্যাপারেই আমি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবনা। তখন খিয্‌র (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا আপনি যদি একান্তই আমার সাথে থাকতে চান তাহলে শর্ত এই যে, কোন কিছুর ব্যাপারে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেননা। আমি যা বলব তা'ই শুনবেন এবং যা করব তা নীরবে দেখে যাবেন। নিজের পক্ষ থেকে আপনি কোন প্রশ্নের সূচনা করবেননা।

৭১। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করল। পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিল; মূসা বলল ঃ আপনি কি	٧١. فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا

আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়ার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।	لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًا
৭২। সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?	٧٢. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا
৭৩। মূসা বলল ঃ আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেননা এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেননা।	٧٣. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا

নৌকার ক্ষতি সাধন করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ দু’জনের মধ্যে যখন শর্ত মীমাংসিত হয়ে গেল যে, মূসা নিজ থেকে কোন প্রশ্ন করবেননা যে পর্যন্ত না ওর হিকমাত ও যৌক্তিকতা তাঁর উপর প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তখন উভয়ে যাত্রা শুরু করেন। পূর্বে বিস্তারিত রিওয়ায়াতগুলি বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকার মালিকরা খিয্‌রকে (আঃ) চিনে নিয়ে বিনা ভাড়ায়ই তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিল। নৌকাটি চলতে চলতে যখন সমুদ্রের মধ্যভাগে পৌঁছে তখন খিয্‌র (আঃ) নৌকাটির একটি তক্তা তুলে ফেলেন এবং উপর থেকেই জোড়া লাগিয়ে দেন। এ দেখে মূসা (আঃ) ধৈর্য ধারণ করতে পারলেননা। শর্তের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং হঠাৎ করে বলে ফেললেন ঃ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ اِمْرًا শব্দের অর্থ হল খারাপ জিনিস। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ বিস্ময়কর।

খিয্‌র (আঃ) তখন মূসাকে (আঃ) তাঁর ওয়াদা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি শর্তের উল্টো করেছেন। আমিতো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি এসব বিষয় অবগত নন এবং এগুলোর জ্ঞান আপনার নেই। সুতরাং চুপ থাকবেন, কোন প্রশ্ন করবেননা। এ সব কাজের যৌক্তিকতা ও হিকমাত আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন, আর আপনার কাছে এগুলি গুপ্ত রয়েছে। মূসা (আঃ) তখন খিয্‌রকে (আঃ) বললেন ঃ

لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا আমার এই ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেননা। পূর্বে বিস্তারিত ঘটনার যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, এই প্রথম প্রশ্নটি বাস্তবিকই ভুলবশতঃই ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/২৬২)

৭৪। অতঃপর তারা চলতে লাগল, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে সে তাকে হত্যা করল; তখন মূসা বলল ঃ আপনি এক নিস্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই! আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।	٧٤. فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا
৭৫। সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?	٧٥. قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا
৭৬। (মূসা) বলল ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে	٧٦. قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِى ۖ قَدْ

بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًا	রাখবেননা; তখন আমার ওযর আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে।

খিয্র (আঃ) নাবালক ছেলেকে হত্যা করলেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এরপর তাঁরা এক সাথে চলতে চলতে এক গ্রামে কতকগুলি বালককে খেলায় রত অবস্থায় দেখতে পান। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিল খুবই সুশ্রী ও বুদ্ধিমান। খিয্র (আঃ) বালকটিকে মেরে ফেলেন। এ দেখে মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا আপনি এটা কি কাজ করলেন? এক নিষ্পাপ ছোট ছেলেকে কোন শারীয়াত সম্মত কারণ ছাড়াই মেরে ফেললেন! আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!

পঞ্চদশ পারা সমাপ্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, খিয্র (আঃ) দ্বিতীয়বার মূসাকে (আঃ) তাঁর অঙ্গীকার কৃত শর্তের বিপরীত আচরণ করার কারণে তিরস্কার করেন।

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا *সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা?* এ কারণেই মূসাও (আঃ) এবার অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলেন ঃ

إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا

আচ্ছা ঠিক আছে, এবারও আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেননা। সত্যিই আপনি বারবার আমাকে সতর্ক করে আসছেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেই ত্রুটি করেননি। এবার যদি আমি ভুল করি তাহলে এর শাস্তি আমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তাঁর কারও কথা স্মরণ হত এবং তিনি তার জন্য দু'আ করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন। একদা তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করুন এবং মূসার (আঃ) উপরও দয়া করুন! যদি তিনি স্বীয় সঙ্গীর সাথে (খিয্রের (আঃ)) আরও অনেকক্ষণ অবস্থান করতেন এবং

ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আরও বহু বিস্ময়কর বিষয় আমরা অবগত হতাম। কিন্তু তিনিতো বলে ফেলেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেননা; তখন আমার ওযর আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে। (তাবারী ১৮/৭৭)

৭৭। অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল এবং তাদের নিকট খাদ্য চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল; অতঃপর সেখানে তারা এক পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে ওটাকে সুদৃঢ় করে দিল; (মূসা) বলল ঃ আপনিতো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।	٧٧. فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا
৭৮। সে বলল ঃ এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।	٧٨. قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنِكَۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأۡوِيلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرًا

দেয়াল পুর্ননির্মাণ করার বর্ণনা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দু'বারের দু'টি ঘটনার পর আবার তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ইমাম ইব্ন সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, ঐ গ্রামটির নাম ছিল 'আইলাহ।' (তাবারী ১৮/৭৮) বর্ণিত আছে, তথাকার লোকেরা ছিল খুবই

কৃপণ। (আহমাদ ৫/১১৯) তাঁরা দু'জন (ক্ষুধার্ত ব্যক্তি) তাদের কাছে খেতে চাইলে তারা পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে। তাঁরা সেখানে দেখতে পান যে, একটি দেয়াল পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ওটা স্বস্থান ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে। দেয়ালটিকে ঐ অবস্থায় দেখা মাত্রই খিয্র (আঃ) ওটা সুদৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দেন এবং ওটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায়।

পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, খিয্র (আঃ) পতনোম্মুখ দেয়ালটিকে স্বহস্তে ঠিক করে দেন, ফলে তা সুদৃঢ় হয়ে যায়। ঐ সময় মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এ গ্রামের লোকেরা আমাদেরকে খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞেসতো করলইনা, এমন কি আমরা তাদের কাছে খাবার চাওয়ার পরেও তারা আমাদেরকে খেতে দিতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি বিনা পারিশ্রমিকেই তাদের দেয়াল ঠিক করে দিলেন। لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا আপনি ইচ্ছা করলে পারিশ্রমিক চাইতে পারতেন? এটাতো আপনার ন্যায্য পাওনা? তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে খিয্র (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ দেখুন! এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল। কেননা শিশুটিকে হত্যা করার সময় আপনি আমার ঐ কাজের প্রতিবাদ করলে আমি আপনাকে ভৎর্সনা করেছিলাম। ঐ সময় আপনি নিজেই বলেছিলেন ঃ এরপর যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেননা, বরং আমাকে পৃথক করে দিবেন। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

৭৯। নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে), ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে প্রত্যেক (নিখুত) নৌকা ছিনিয়ে নিত।	٧٩. أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

৮০। আর কিশোরটি, তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন; আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে।	٨٠. وَأَمَّا ٱلْغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا
৮১। অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের রাব্ব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্টতর।	٨١. فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

নৌকার ক্ষতি সাধন করার কারণ

এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যাপারে খিয্‌র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছেন, যে জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন তার মাধ্যমে যে কাজগুলি তিনি করেছিলেন। মূসার (আঃ) কাছে তা কখনও অযৌক্তিক এবং কখনও কঠোর মনে হয়েছিল। খিয্‌র (আঃ) বলেন ঃ আমি নৌকাটির ক্ষতি করেছিলাম এ কারণে যে, যে এলাকা দিয়ে নৌকাটি চলছিল ওখানের বাদশাহ ছিল অত্যাচারী। তার লোকেরা অক্ষত নৌকাটি দেখতে পেলে ওটি বাজেয়াপ্ত করে রেখে দিত। আমি নৌকাটির ক্ষতি করার মাধ্যমে বাদশাহর তরফ থেকে ওটি হস্তগত হওয়া বন্ধ করেছি। ফলে নৌকার গরীব মালিকেরা আয়ের পথ বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ নৌকাটির মালিকেরা ছিল ইয়াতীম।

নাবালক ছেলেকে হত্যা করার কারণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে বালকটিকে খিয্‌র (আঃ) হত্যা করেছিলেন তার জন্ম থেকেই তার তাকদীরে কাফির হিসাবে লিখিত ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এরূপ উল্লেখ করেছেন। (মুসলিম ২৩৮০, তাবারী ১৮/৮৫) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا *তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন - আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে।* খিয্‌র (আঃ) বলেন যে, খুব সম্ভব ঐ ছেলের প্রতি ভালবাসা তার পিতা-মাতাকেও কুফরীর দিকে টেনে নিয়ে যেত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার জন্মের কারণে তার পিতা-মাতা খুবই আনন্দিত হয়েছিল এবং তার মৃত্যু হওয়া দেখে তারা খুবই দুঃখিত হয়, অথচ তার জীবন তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মীমাংসার উপরই মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের রাব্ব আমাদের পরিণাম সম্যক রূপে অবগত। আর আমরা তাঁর থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। মু'মিন তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তারচেয়ে ওটাই বেশি উত্তম যা আল্লাহ তার জন্য পছন্দ করেন। (তাবারী ১৮/৮৬) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ফাইসালা করেন তা সরাসরি উত্তমই হয়ে থাকে। (আহমাদ ৩/১১৭) কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬) খিয্‌র (আঃ) বলেন ঃ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا আমি চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাদেরকে এই ছেলের বিনিময়ে এমন ছেলে দান করবেন যে হবে আল্লাহভীরু, পিতা-মাতার নিকট হবে অত্যন্ত প্রিয়। অথবা সেই ছেলে তার পিতা মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

৮২। আর ঐ প্রাচীরটি - ওটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং তোমার রাব্ব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং	٨٢. وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ وَكَانَ تَحۡتَهُۥ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبۡلُغَآ

تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرٗا ذَٰلِكَ تَأۡوِيلُ مَا لَمۡ أَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَهُمَا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أَمۡرِيۚ	তারা তোমার রবের দেয়া তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজ হতে কিছু করিনি; তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে এটাই তার ব্যাখ্যা।

পারিশ্রমিক ছাড়াই দেয়াল পুর্ননির্মাণ করে দেয়ার কারণ

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বড় শহরের উপরও গ্রামের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কেননা পূর্বে মহান আল্লাহ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ... الخ (১৮ ঃ ৭৭) বলেছেন। অর্থাৎ যখন তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল। আর এখানে فِى الْمَدِيْنَةَ বা শহর বলেছেন। অনুরূপভাবে মাক্কা মুকাররামাকেই গ্রাম বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةٗ مِّن قَرۡيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَتۡكَ

তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৩) অন্যত্র মাক্কা ও তায়েফ উভয় শহরকেই গ্রাম বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوۡلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ عَلَىٰ رَجُلٖ مِّنَ ٱلۡقَرۡيَتَيۡنِ عَظِيمٍ

এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১)

এই আয়াতে (১৮ ঃ ৮২) আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ ঐ দেয়ালটিকে ঠিক করে দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা এই ছিল যে, ওটা ছিল ঐ শহরের দু'টি পিতৃহীন বালকের অধিকারভুক্ত। ওর নীচে তাদের সম্পদ প্রোথিত ছিল। সঠিক তাফসীরতো এটাই। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা ছিল জ্ঞান ভান্ডার।

এই আয়াত দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয় যে, মানুষের সাওয়াবের কারণে তার সন্তান সন্ততিরাও দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর করুণা লাভ করে থাকে। ইহা তাদের

সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করার কারণে হয়ে থাকবে। এর ফলে তাদেরকে জান্নাতের সর্বোত্তর স্তরে পৌঁছে দেয়া হবে, যাতে তারা সবাই মিলে আনন্দে থাকতে পারে। পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস থেকে এর প্রমাণ মিলে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাদেরকে জান্নাতের উঁচু স্তরে স্থান দেয়া হবে তাদের পিতা-মাতার উত্তম আমলের কারণে, যদিও উল্লেখ করা হয়নি যে, তারাও উত্তম আমলকারী ছিল। (তাবারী ১৮/৯০) এ আয়াতে রয়েছে ঃ

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا তোমার রাব্ব ইচ্ছা করলেন। এখানে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে স্থাপন করার কারণ এই যে, যৌবনে পৌঁছাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেহই সক্ষম নয়। দেখা যায় যে, শিশুর ব্যাপারে ও নৌকার ব্যাপারে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে লাগিয়েছেন। যেমন বলেছেন ঃ فَأَرَدْنَا (আমি ইচ্ছা করলাম) এবং فَأَرَدْتُ (আমি ইচ্ছা করলাম)। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

খিয্র (আঃ) কি নাবী ছিলেন?

অতঃপর খিয্র (আঃ) মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ যে তিনটি ঘটনাকে আপনি বিপজ্জনক মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহর রাহমাত। নৌকার মালিকরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে। কিন্তু তা ত্রুটিযুক্ত করার ফলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়েছে। শিশুটি হত্যার ফলে তার পিতা-মাতা সাময়িকভাবে দুঃখ পেলেও চিরদিনের দুঃখ ও আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এরপরে তারা সুসন্তান লাভ করেছে। আর দেয়াল ঠিক করে দেয়ার ফলে ঐ সৎকর্মশীল লোকটির সন্তানদ্বয়ের গুপ্তধন রক্ষিত হয়েছে। এই কাজগুলি আমি আমার খেয়াল খুশীমত করিনি, বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করেছি মাত্র। এর দ্বারা কেহ কেহ খিয্রের (আঃ) নাবুওয়াতের উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। ইতোপূর্বে (১৮ ঃ ৬৫) আয়াতের ব্যাখ্যায় এর উপর পূর্ণভাবে আলোচনা সমালোচনা হয়ে গেছে। কারও কারও মতে তিনি রাসূল ছিলেন।

তাঁকে খিয্র বলার কারণ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাঁকে *'খিয্র'* বলার কারণ এই যে, তিনি সাদা বর্ণের শুষ্ক ঘাসের

উপর বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওর নীচ থেকে সবুজ বর্ণের ঘাস উদগত হয়েছিল। (আহমাদ ২/৩১২) হাম্মান (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি শুষ্ক ঘাসের উপর বসেছিলেন, অতঃপর তা সবুজ বর্ণ ধারণ করেছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৯) বিষয়টি তখন পর্যন্ত অস্পষ্ট ও কঠিন মনে হয়। তিনি আরও পরিস্কারভাবে জানানোর জন্য বললেন ঃ

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৭৮) ক্রিয়া বাচক শব্দ ব্যবহারের তীঘ্নতা প্রমাণ করে যে, তার মনে কতখানি সন্দেহ ও দ্বিধা কাজ করছিল। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ

এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৯৭) খিয্‌র (আঃ) মূসাকে (আঃ) প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং তাঁর কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ

ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে এটাই তার ব্যাখ্যা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৮২)

পূর্বে মূসার (আঃ) আগ্রহ ও কাঠিন্য বেশি ছিল বলে মহান আল্লাহ لَمْ تَسْتَطِعْ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর খিয্‌র (আঃ) যখন রহস্য খুলে দিলেন তখন আর কাঠিন্য থাকলনা, কাজেই لَمْ تَسْطِعْ শব্দ নিয়ে এলেন। এর সিফাত বা বিশ্লেষণ নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا

এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৯৭) ভেদ করার তুলনায় অতিক্রম করা সহজ বলে ثــقيــل বা ভারীর মুকাবিলা ভারীর দ্বারা করা হয়েছে এবং خفيف বা হালকার

মুকাবিলা করা হয়েছে হালকা দ্বারা। এভাবে শাব্দিক ও মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

মূসার (আঃ) সঙ্গীর আলোচনা ঘটনার শুরুতে ছিল। কিন্তু পরে আর তাঁর আলোচনা করা হয়নি। কেননা মূসা (আঃ) ও খিয্রের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মূসার (আঃ) ঐ সাথী ছিলেন ইউশা ইব্ন নূন (আঃ)। তাঁকেই মূসার (আঃ) পরে বানী ইসরাঈলের ওয়ালী বানানো হয়েছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৮৩। তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বলে দাও ঃ আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব।	٨٣. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا
৮৪। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম।	٨٤. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا

যুলকারনাইনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ হে মুহাম্মাদ! তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মাক্কার কাফিরেরা আহলে কিতাবকে বলেছিল ঃ আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করব এবং তিনি তার উত্তর দিতে পারবেননা। তখন তারা তাদেরকে বলেছিল ঃ প্রথম প্রশ্ন তোমরা তাঁকে ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যিনি সারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছিলেন। তোমরা তাঁকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঐ যুবকদের সম্পর্কে করবে যারা সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর তৃতীয় প্রশ্ন করবে রূহ সম্পর্কে। তাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তরে এই সূরা কাহফ অবতীর্ণ হয়।

যুলকারনাইন ছিলেন একজন অতি শক্তিশালী যোদ্ধা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। সাথে সাথে আমি তাকে সামরিক শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রও দান করেছিলাম। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আরাব, অনারাব সবাই তাঁর কর্তৃত্বধীন ছিল। আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। তিনি সমস্ত ভাষা জানতেন। যে কাওমের সাথে তাঁর যুদ্ধ হত তিনি তাদের ভাষায়ই কথা বলতেন। কেহ কেহ বলেন যে, তার নাম ছিল যুলকারনাইন। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, তিনি সূর্যের দুই দিগন্তে অর্থাৎ পূর্বে ও পশ্চিমে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (*এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম*) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। কাতাদাহ (রহঃ) এর আরও অর্থ করেছেন ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ। বিলকীস সম্পর্কেও কুরআনুল কারীমে এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ

তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৩) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, বাদশাহদের কাছে সাধারণতঃ যা কিছু থাকে ওর সবই তার (বিলকিসের) নিকট বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে যুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করতে পারেন এবং যমীনকে যেন মুশরিক ও কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারেন। আর যেন আল্লাহর তাওহীদ বা একাত্মবাদের সাথে একাত্মবাদীদের রাজত্ব ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব কাজে যে সব আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন ঐ সব কিছুই মহামহিমান্বিত আল্লাহ যুলকারনাইনকে প্রদান করেছিলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৮৫। সে এক পথ অবলম্বন করল।	٨٥. فَأَتْبَعَ سَبَبًا

৮৬। চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল পানিতে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললাম ঃ হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।	٨٦. حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
৮৭। সে বলল ঃ যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।	٨٧. قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا
৮৮। তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব।	٨٨. وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

যুলকারনাইনের সূর্যাস্তের প্রান্তসীমায় (পশ্চিমে) পৌঁছা

যুলকারনাইন একটি পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। যমীনের একটি দিক অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করলেন। যমীনের উপর যে সব নিদর্শন ছিল ওগুলিকে অবলম্বন করে তিনি চলতে লাগলেন। পশ্চিম দিকে যতদূর পারলেন চলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছে গেলেন। এটা

স্মরণ রাখার বিষয় যে, এর দ্বারা আকাশের ঐ অংশকে বুঝানো হয়নি যেখানে সূর্য অস্তমিত হয়। কেননা সেখান পর্যন্ত পৌঁছা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বরং তিনি ওর ঐ পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছেন যে পর্যন্ত পৌঁছা মানুষের পক্ষে সম্ভব। কতগুলি কাহিনী প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি সূর্য অস্তগমনের স্থান অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং সূর্য তাঁর পিছনে অস্তমিত হত। এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। অনুমিত হয় যে, এটা আহলে কিতাবের অশ্লীল কথন। তাদের এটা মনগড়া কথা। যাহোক, যখন তিনি পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেন তখন এরূপ মনে হল, যেন সূর্য সাগরে অস্ত যাচ্ছে। কেহ যদি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখে তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার এরূপই মনে হবে যে, ওটা যেন পানির মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে। অথচ সূর্য তার আপন বলয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ওর কক্ষপথ থেকে কখনও পৃথক হয়না।

حَمِـــأَة শব্দ **حَمْأَةٌ** হতে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মসৃন কাদা মাটি। কুরআনুল হাকীমের নিম্ন আয়াতের তাফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

নিশ্চয়ই আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا যুলকারনাইন সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পান যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আদম সন্তানদের মধ্যে তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরও তাকে বিজয় দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا *আমি বললাম ঃ হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।* এখন এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন। তিনি আদল ও ঈমানের উপরই থাকলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ

أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا যারা এখনও কুফরী ও শির্কের উপরই রয়ে যাবে তাদেরকে আমি শাস্তি দিব হত্যা ও ধ্বংস দ্বারা। অতঃপর যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে

তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এর দ্বারা কিয়ামাতের দিনও প্রমাণিত হয়। وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءِ الْحُسْنَى পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করবে, তাদের জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি আমি নম্র ব্যবহারে কথা বলব।

৮৯। আবার সে এক পথ ধরল।	٨٩. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
৯০। চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছল তখন সে দেখল - ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য তাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি।	٩٠. حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا
৯১। প্রকৃত ঘটনা এটাই যে, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।	٩١. كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

যুলকারনাইনের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যুলকারনাইন পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। পথে যে সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ হত তাদেরকে তিনি আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর একাত্মবাদের দা'ওয়াত দিতেন। তারা স্বীকার করলেতো ভালই, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। আল্লাহর ফাযলে তাদের উপর বিজয় লাভ করে তিনি তাদেরকে নিজের অধীনস্থ করে তথাকার ধন-সম্পদ, গৃহ পালিত পশু, খাদেম প্রভৃতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেন। সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে যখন তিনি পৌঁছেন তখন সেখানে দেখতে পান যে, একটি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু সেখানের লোকেরা প্রায় চতুস্পদ জন্তুর মত ছিল। না তারা ঘরবাড়ী

তৈরী করে, না সেখানে কোন গাছপালা রয়েছে, না রোদের তাপের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কিছু সেখানে বিদ্যমান রয়েছে।

কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতনা। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা সুরঙ্গে চলে যেত, সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের জীবিকার অন্বেষনে দূরবর্তী ক্ষেত খামারে ছড়িয়ে পড়ত। (তাবারী ১৮/১০০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا প্রকৃত ঘটনা এটাই যার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তাঁর সঙ্গীদের কোন কাজ, কোন কথা এবং কোন চাল-চলন আল্লাহ তা'আলার অজানা ছিলনা। যদিও তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক ছিল এবং যমীনের প্রতিটি অংশে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তবুও কোন কিছুই মহান আল্লাহর অগোচরে ছিলনা।

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫)

৯২। আবার সে এক পথ ধরল।	٩٢. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
৯৩। চলতে চলতে সে যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছিলনা।	٩٣. حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا
৯৪। তারা বলল ঃ হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মা'জুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে রাজস্ব দিব এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক	٩٤. قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ

প্রাচীর গড়ে দিবে?	فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
৯৫। সে বলল ঃ আমার রাব্ব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা'ই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবূত প্রাচীর গড়ে দিব।	٩٥. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
৯৬। তোমরা আমার নিকট লৌহপিন্ডসমূহ নিয়ে এসো; অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল ঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন ওটা আগুনের মত উত্তপ্ত হল তখন সে বলল ঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর উপর।	٩٦. ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

যুলকারনাইনের ইয়াজুজ-মা'জুজদের এলাকায় প্রবেশ এবং তাদের জন্য বাধার প্রাচীর নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, যুলকারনাইন পূর্ব দিকে সফর শেষ করে একপথ ধরে চলতে থাকেন। চলতে চলতে দেখতে পান যে, দু'টি পাহাড় পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে, কিন্তু ঐ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে একটি উপত্যকা রয়েছে যেখান

দিয়ে ইয়াজুজ ও মা'জুজ বের হয়ে তুর্কীদের উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে থাকে। তারা তাদেরকে হত্যা করে, তাদের বাগান ও ক্ষেত খামার নষ্ট করে, শিশুদেরকেও মেরে ফেলে এবং সবদিক দিয়েই তাদের সর্বনাশ সাধন করে। ইয়াজুজ-মা'জুজও মানুষ, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ আদমকে (আঃ) বললেন ঃ হে আদম! তিনি তখন বলবেন ঃ লাব্বাইকা ইয়া সাদাইকা (এইতো আমি হাযির আছি) আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আগুনের অংশ পৃথক কর। তিনি বলবেন ঃ কতটা অংশ পৃথক করব? জবাবে মহান আল্লাহ বলবেন ঃ প্রতি হাজার হতে নয়শ' নিরানব্বই জনকে পৃথক কর (অর্থাৎ হাজারের মধ্যে নয়শ' নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং একজন জান্নাতী)। এটা ঐ সময় হবে যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে দু'টি দল এমন রয়েছে যে, তারা যার মধ্যে থাকবে তাদেরকে বেশী করে দিবে। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মা'জুজ। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৫, মুসলিম ১/২০১)

যুলকারনাইন যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেন তখন তিনি সেখানে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন যারা দুনিয়ার অন্যান্য লোকদের হতে বহু দূরে অবস্থান করার কারণে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট ভাষা হওয়ার কারণে অন্যদের ভাষা প্রায়ই বুঝতে পারতনা।

ঐ লোকগুলি যুলকারনাইনের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তার নিকট আবেদন জানিয়ে বলে ঃ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا যদি আপনি সম্মত হন তাহলে আমরা কর হিসাবে আপনার জন্য বহু ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র জমা করব এবং এর বিনিময়ে আপনি ঐ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে কোন সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিবেন, যাতে আমরা ঐ বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিদিনের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি। তাদের এ কথার জবাবে যুলকারনাইন বললেন ঃ

مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ তোমাদের ধন-সম্পদের আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আমার রাব্ব আমাকে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছেন তা তোমাদের ধন দৌলত অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম ও উৎকৃষ্ট। যেমন সুলাইমান (আঃ) সাবা দেশের রাণীর দূতদেরকে বলেছিলেন ঃ

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم

তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে উৎকৃষ্ট। (সুরা নামল, ২৭ ঃ ৩৬) অতঃপর যুলকারনাইন ঐ লোকদেরকে বলেন ঃ তোমরা আমাকে তোমাদের দৈহিক শক্তি ও শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। তাহলে আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দিচ্ছি। زُبُرُ শব্দটি زُبْرَةَ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল খন্ড। زُبَرَ (*যুবার*) হল *'যুবরাহ'* শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর টুকরা বা খন্ডসমূহ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/১১৪) এই খন্ডসমূহ দেখতে ইটের অথবা এই আকারের ব্লকের সম পরিমান। আরও বলা হয়েছে যে, ওর প্রতিটির ওযন হল এক *'দামাসকাস কিনতার'* (এক কিনতার সমান ২৫৬.৪০ কেজি) অথবা ওর চেয়ে কিছু বেশি। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ *অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হল*। এরপর তিনি ঐ ব্লকগুলি দ্বারা পাহাড়ের ফাকা জায়গাগুলি পূরণ করে দেন। অর্থাৎ দুই পাহাড়ের মাঝখানের যে অংশ খালি ছিল তাতে একটির পর একটি ব্লক বসিয়ে পাহাড় দু'টি যতখানি উঁচু ছিল, ব্লকের দেয়ালও ততখানি উঁচু করে মিলিয়ে দেন। ফলে উভয় পাহাড়ের সমান দেয়ালও উঁচু হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ قَالَ انفُخُوا তোমরা আগুনের তাপ বাড়িয়ে দাও آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا এবং ওতে তামা (قِطْرًا) ঢেলে দাও। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) قِطْرًا শব্দের অর্থ করেছেন তামা। কেহ কেহ বলেন যে, উহা ছিল গলিত। (তাবারী ১৮/১১৬-১১৭, দুররুল মানসুর ৫/৪৬০) যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ

আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবন প্রবাহিত করেছিলাম। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২)

সুতরাং ঠান্ডা হওয়ার পর প্রাচীরটি অত্যন্ত মযবুত হয়ে গেল। প্রাচীরটি দেখে মনে হল যেন তা রেখাযুক্ত চাদর।

৯৭। এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা।	٩٧. فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا
৯৮। যুলকারনাইন বলল ঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ন-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।	٩٨. قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا
৯৯। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব একের পর এক তরঙ্গের আকারে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে; অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব।	٩٩. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًا

কিয়ামাতের শুরুতে ইয়াজুজ-মা'জুজের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ ইয়াজুজ ও মা'জুজের ক্ষমতা নেই যে, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠে তা অতিক্রম করতে পারে এবং এই শক্তিও নেই যে, তাতে ছিদ্র করে ওর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ভেঙ্গে দেয়ার তুলনায় উপরে চড়া সহজ বলে مَا اسْطَاعُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে مَااسْتَطَاعُوْا শব্দ আনা হয়েছে। মোট কথা, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠতেও পারেনা এবং ওতে ছিদ্র করতেও সক্ষম নয়।

যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) (নাবীর স্ত্রী) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম হতে জাগেন। তাঁর মুখমন্ডল রক্তিম

বর্ণ ধারণ করেছিল এবং তিনি বলছিলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরাবের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মা'জুজের প্রাচীর এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি স্বীয় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত করে তা দেখিয়ে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মাঝে ভাল লোকগুলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি ধ্বংস করে দেয়া হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, যখন খারাপ ও কলুষিত লোকদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। (আহমাদ ৬/৪২৮, ফাতহুল বারী ৬/৪৪০, মুসলিম ৪/২২০৮) ঐ প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শেষ করে যুলকারনাইন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন ঃ

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء এটা আমার রবের অনুগ্রহ যে, তিনি দুষ্টদের দুষ্টামী হতে সৃষ্টজীবকে নিরাপত্তা দান করলেন। তবে যখন তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবেন। তখন এর দৃঢ়তা কোনই কাজে আসবেনা। উষ্ট্রীর কুঁজ যখন ওর পিঠের সাথে সমানভাবে মিলে থাকে, উঁচু হয়ে থাকেনা, তখন আরাববাসী ওকে **نـــاقة دكاء** বলে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে যে, যখন মূসার (আঃ) সামনে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করেন তখন ঐ পাহাড় যমীনের সমান হয়ে যায়।

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا

অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৩) সেখানেও **جعله دكا** শব্দ রয়েছে। সুতরাং কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে ঐ প্রাচীরটিও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং ইয়াজুজ ও মা'জুজের বের হওয়ার পথ বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অটল ও সত্য। কিয়ামাতের আগমনও সত্য। ঐ প্রাচীর ভাঙ্গা মাত্রই ইয়াজুজ মা'জুজ বেরিয়ে পড়বে এবং জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়বে, আপন পরের কোন পার্থক্য থাকবেনা। এই ঘটনা দাজ্জালের আগমনের পর কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঘটবে। এর পূর্ণ বর্ণনা নিম্নের আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মা'জুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, বরং আমরা ছিলাম সীমা লংঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৬-৯৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। হাদীসে আছে যে, ওটা একটা যুগ যাতে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফুৎকারদাতা হবেন ইসরাফীল (আঃ), যেমন এটা প্রমাণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কি করে আমি শান্তি তে ও আরামে বসে থাকতে পারি অথচ শিংগার অধিকারী মালাক/ফেরেশতা শিংগা মুখে লাগিয়ে, কপাল ঝুঁকিয়ে এবং কান খাড়া করে বসে রয়েছেন যে, কখন আল্লাহর নির্দেশ হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তখন আমরা কি বলব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কার্যনির্বাহক! আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি।' (তিরমিযী ৭/১১৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব। অর্থাৎ তিনি সকলকেই হিসাবের জন্য জমা করবেন। সবারই হাশর তাঁর সামনে হবে। যেমন সূরা ওয়াকি'আহয় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَحَشَرۡنَـٰهُمۡ فَلَمۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

১০০। আর সেইদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট -	١٠٠. وَعَرَضۡنَا جَهَنَّمَ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡكَـٰفِرِينَ عَرۡضًا
১০১। যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।	١٠١. ٱلَّذِينَ كَانَتۡ أَعۡيُنُهُمۡ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكۡرِي وَكَانُواْ لَا يَسۡتَطِيعُونَ سَمۡعًا
১০২। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।	١٠٢. أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوۡلِيَآءَۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَـٰفِرِينَ نُزُلًا

কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে প্রথমে জাহান্নাম প্রদর্শন করা হবে

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে কি করবেন এখানে তিনি তারই খবর দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ার পূর্বেই জাহান্নাম এবং ওর

শাস্তি অবলোকন করবে। তাদেরকে ঐ জাহান্নামের মধ্যে প্রবিষ্ট করা হবেই এই বিশ্বাস রেখে ওর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা চরমভাবে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন জাহান্নামকে হেঁচড়ে টেনে আনা হবে। ওর সত্তর হাজার লাগাম হবে, প্রতিটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা থাকবে। (মুসলিম ৪/২১৮৪)

ঐ কাফিরেরা পার্থিব জীবনে নিজেদের চোখ ও কানকে বেকার করে রেখেছে। না তারা সত্যকে দেখেছে ও শুনেছে, আর না আমল করেছে। الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا *যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।*

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬) তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের বাতিল মা'বূদরাই তাদের উপকার করবে। আর তাদের সমস্ত বিপদ-আপদ দূর করে দিবে।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء *যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে?*

ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ঐ কাফিরদের বাসস্থানতো জাহান্নাম। ঐ জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত রয়েছে।

১০৩। বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব	١٠٣. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم

بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا	কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাপারে?
١٠٤. ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا	১০৪। ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎ কাজ করছে।
١٠٥. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنًا	১০৫। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের রবের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওযনের ব্যবস্থা রাখবনা।
١٠٦. ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا	১০৬। জাহান্নাম - এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রুপের বিষয় স্বরূপ।

আমলের ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

মুসআ'ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা, অর্থাৎ সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এর দ্বারা কি হারুরিয়্যা বা খারিজীদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ না, বরং এর দ্বারা ইয়াহুদী

ও খৃষ্টানরা উদ্দেশ্য। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর খৃষ্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করে বলেছে যে, সেখানে খাদ্য ও পানীয় কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, খারিজীরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়তার পর ভঙ্গ করেছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৭৮) সা’দ (রাঃ) খারিজীদেরকে ফাসিক বলতেন। আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে, এর দ্বারা খারিজীরাই উদ্দেশ্য। ভাবার্থ এই যে, এই আয়াত দ্বারা যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা উদ্দেশ্য, অনুরূপভাবে খারিজীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতটি সাধারণ। যে কেহই আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত ও আনুগত্য ঐ পদ্ধতিতে করবে যে পদ্ধতি আল্লাহ তা‘আলার নিকট পছন্দনীয় নয়, তারা সবাই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তারা নিজেদের এ আমলে খুশি হয় এবং মনে করে যে, তারা আখিরাতের অনেক পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়েছে এবং তাদের সৎ আমল আল্লাহ তা‘আলার নিকট পছন্দনীয় এবং তাদের সৎ আমলের বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাদের আমল আল্লাহ তা‘আলার নিকট গ্রহণীয় নয়, বরং বর্জনীয়। তারা ভুল ধারণাকারী লোক।

এটি মাক্কায় অবতারিত আয়াত। আর প্রকাশ্য কথা এই যে, মাক্কায় অবতারিত আয়াতগুলি দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি এবং তখন পর্যন্ত খারিজীদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। সুতরাং এই বিজ্ঞজনদের উদ্দেশ্য এটাই বুঝানো যে, আয়াতে সাধারণ শব্দগুলি এদের সবাইকে এবং এদের মত অন্য যারা রয়েছে তাদের সবাইকে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন সূরা গাশিয়ায় রয়েছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে; কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২-৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯)

এরা ঐ সব লোক যারা নিজেদের পন্থায় ইবাদাত ও আমল করে এবং মনে করে যে, তারা অনেক সাওয়াবের কাজ করল এবং ওগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় ও পছন্দনীয়। কিন্তু তাদের ঐ আমলগুলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় ছিলনা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবেকও ছিলনা বলে সেগুলো গ্রহণীয় হওয়ার পরিবর্তে বর্জনীয় হয়ে গেল। প্রিয় হওয়ার পরিবর্তে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হয়ে গেল।

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সমস্ত প্রমাণ তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা ওগুলি চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়ার পরেও অমান্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (*সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওযনের ব্যবস্থা রাখবনা*)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন এক দল মোটা-তাজা ও ভারী ওযনের লোক নিয়ে আসা হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ওযন একটি মশার পাখার সমানও হবেনা। তারপর তিনি বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا এ আয়াতটি পাঠ করে নাও। (ফাতহুল বারী ৮/২৭৯, মুসলিম ৪/২১৪৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا জাহান্নামই হবে তাদের প্রতিদান। এটা হচ্ছে তাদের কুফরী, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলদেরকে বিদ্রুপের পাত্র হিসাবে গ্রহণ করারই প্রতিফল।

১০৭। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল	١٠٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟

ফিরদাউসের উদ্যান ।	ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّـٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا
১০৮। সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা।	١٠٨. خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلًا

বিশ্বাসী মু'মিনদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে ওরাই যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে, তাঁর রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে এবং তাদের কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। আবূ উমামা (রহঃ) বলেন, ফিরদাউস হল জান্নাতের নাভী স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ফিরদাউস হল সর্বোচ্চ জান্নাত যা অন্যান্য জান্নাতের মাঝখানে অবস্থিত। (তাবারী ১৮/১৩০) সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতুল ফিরদাউস হল জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, জান্নাতের মধ্যমনি এবং সর্বোৎকৃষ্ট। আনাস ইবন্ মালিক (রাঃ) হতে কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে বলে বলা হয়েছে। সব বর্ণনাই ইব্ন জারীর (রহঃ) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (তাবারী ১৮/১৩৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা ওটাই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। ওখান হতেই জান্নাতের নাহরগুলি প্রবাহিত। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

এটাই হবে তাদের অতিথিশালা। সেখানে তারা অতিথি হিসাবে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবেনা এবং বের হওয়ার তারা কামনাও করবেনা। কেননা ওর চেয়ে সুখময় স্থান আর নেই। সেখানে সর্বপ্রকার উচ্চ মানের জীবনোপকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। কোন কিছুরই অভাব নেই। একের পর এক রাহমাত আসতেই থাকবে। সুতরাং দৈনন্দিন আগ্রহ,

প্রেম-প্রীতি এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। মনে কোন বিরক্তি আসবেনা, বরং ওরই প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا তারা এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবেনা। অর্থাৎ তারা এটা ছাড়া অন্যটা পছন্দ করবেনা এবং এটা ব্যতীত অন্য কিছু ভালবাসবেনা। এখান ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় তারা যেতেও চাবেনা।

১০৯। বল ঃ আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তাহলেও আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে - সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে এলেও।	١٠٩. قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا

আল্লাহর গুণাগুণ বর্ণনা করে কখনও শেষ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যদি ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্রসমূহের সমস্ত পানিকে কালি বানানো হয়, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসাবলীর ব্যাক্যসমূহ, তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ, তাঁর গুণাবলীর কথা এবং তাঁর নিপুণতার কথা লিখতে শুরু করা হয় তাহলে এই সমুদয় কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হবেনা। وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه যদি আরও এই রূপ সমুদ্র আনা হয়, এরপর আবারও এবং এরপর আবারও আনা হয় তবুও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর নৈপূন্য এবং তাঁর দলীল প্রমাণাদির বর্ণনা শেষ হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৭)

রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন ঃ সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু, যতটুকু সমুদ্রের পানির একটি ফোঁটা ওর সমস্ত পানির তুলনায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সমস্ত গাছের কলমগুলি লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে, সমুদ্রের পানির সমস্ত কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তথাপি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণাবলীর বাক্যসমূহ তেমনই থেকে যাবে যেমন ছিল। তাঁর গুণাবলী ও প্রশংসা অপরিমিত ও অসংখ্য। কে এমন আছে যে, আল্লাহর সঠিক ও পূর্ণ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে? এমন কে আছে যে তাঁর পূর্ণ প্রশংসা ও গুণগান করতে পারে? নিশ্চয়ই আমাদের রাব্ব ঐরূপই যেরূপ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। আমরা তাঁর যতই প্রশংসা করিনা কেন তিনি তার বহু উর্ধ্বে। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সারা দুনিয়ার তুলনায় একটি সরিষার দানা যেমন, জান্নাত ও আখিরাতের নি'আমাতরাজির তুলনায় সারা দুনিয়ার নি'আমাত ঠিক তেমনই।

১১০। বল ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কেহকেও শরীক না করে।	١١٠. قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا.

নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্যান্যদের মতই মাটির তৈরী একজন মানুষ ছিলেন

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তাহলে এই কুরআনের মত একটি কুরআন তোমরাও নিয়ে এসো। আমি কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও নই।

তোমরা আমাকে যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করেছ এবং গুহাবাসীদের ঘটনা সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছ। আমি তাদের ঘটনা তোমাদেরকে বর্ণনা করেছি যা প্রকৃত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। যদি আমার কাছে আল্লাহর অহী না আসত তাহলে আমি অতীতের ঘটনা সঠিকভাবে কি করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করতে পারতাম? তোমরা একাত্মবাদী হয়ে যাও, শির্ক পরিত্যাগ কর, আমার দা'ওয়াত এটাই। তোমাদের যে কেহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বিনিময় ও পুরস্কার পেতে চায় সে যেন শারীয়াত অনুযায়ী আমল করে এবং শির্ককে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। এ দু'টো রুকন ছাড়া কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমলে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং সুন্নাত মুতাবেক হতে হবে।

মাহমূদ ইব্ন লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শির্ককেই সবচেয়ে বেশি ভয় করছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ছোট শির্ক কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ রিয়া (লোক দেখানো কাজ)। কিয়ামাতের দিন মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ যাও, যাদের জন্য তোমরা আমল করতে তাদের কাছেই প্রতিদান প্রার্থনা কর। দেখতো, তাদের কাছে প্রতিদান বা পুরস্কার পাও কিনা। (আহমাদ ৫/৪২৮)

আবূ সাঈদ ইব্ন আবি ফাযালা আনসারী (রাঃ) যিনি সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব বান্দাদেরকে জমা করবেন এমন একদিন যে দিন সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, সেই দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন আমলে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে মিলিয়ে নিয়েছে সে যেন তার ঐ আমলের বিনিময় অন্যের কাছেই চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা শরীকদের শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। (আহমাদ ৪/২১৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (তিরমিযী ৮/৫৯৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০৬)

সূরা কাহ্ফের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৯ মারইয়াম, মাক্কী ١٩ – سورة مريم، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ৯৮, রুকূ ৬ (اٰياتها : ٩٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তার সিরাত গ্রন্থে উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে ইথিওপিয়ায় হিজরাতের ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদও (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে একই বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) নাজাশী এবং তার সভাসদদের কাছে সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনান। (ইব্ন হিশাম ১/৩৫৭, আহমাদ ১/২০১, ৪৬১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কাফ হা ইয়া 'আঈন সাদ।	١. كٓهيعٓصٓ
২। এটা তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ, তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি।	٢. ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَبۡدَهُۥ زَكَرِيَّآ
৩। যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে।	٣. إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا
৪। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার রাব্ব! আপনাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।	٤. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيۡبًا وَلَمۡ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا
৫। আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দীনকে	٥. وَإِنِّي خِفۡتُ ٱلۡمَوَٰلِيَ مِن

وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا	ধ্বংস করে দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার তরফ হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী -
٦. يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا	৬। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারীত্ব পাবে ইয়াকূবের বংশের এবং হে আমার রাব্ব! তাকে করুন সন্তোষভাজন।

আল্লাহর কাছে যাকারিয়ার (আঃ) পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা

এই সূরার প্রারম্ভে যে পাঁচটি অক্ষর রয়েছে এগুলিকে হুরূফে মুকাত্তাআহ বলা হয়। সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভে আমরা এগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও নাবী যাকারিয়ার (আঃ) প্রতি তাঁর যে দয়া ও অনুগ্রহ নাযিল হয় তারই বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। زَكَرِيَّا শব্দটি এক কিরাআতে زَكَرِيَّاء রয়েছে। زَكَرِيَّا শব্দটির مَد ও قَصَر উভয় কিরাআতই মাশহুর বা প্রসিদ্ধ। তিনি বানী ইসরাঈলের এক অতি খ্যাতি সম্পন্ন নাবী ছিলেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, তিনি ছুতার ছিলেন এবং এ কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। (মুসলিম ৪/১৮৪৭) তিনি নিভৃতে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। তাঁর নিভৃতে ও নির্জনে প্রার্থনা করার কারণ এই যে, নির্জনে ও নিভৃতের প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়। এ ধরনের প্রার্থনা তাড়াতাড়ি কবূল হয়। আল্লাহভীরু অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খুব ভালরূপেই জানেন। ধীরে ধীরে ও চুপি চুপি কথা বললেও তিনি পূর্ণরূপে শুনতে পান। (তাবারী ১৮/১৪২) যাকারিয়া (আঃ) প্রার্থনায় বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا হে আমার রাব্ব! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। এর দ্বারা তিনি দুর্বলতা ও বার্ধক্যকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ হে আমার রাব্ব! আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরের ও বাইরের দুর্বলতা আমাকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا হে আমার রাব্ব! আপনার কাছে প্রার্থনা করে আমি কখনও ব্যর্থ মনোরথ হইনি এবং আপনার দরবার হতে কখনও শূন্য হাতে ফিরিনি, বরং যখনই যা কিছু চেয়েছি তা'ই আপনি আমাকে দান করেছেন।

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ মাওয়ালী (مَوَالِي) দ্বারা যাকারিয়া (আঃ) তাঁর পরবর্তী বংশধরদেরকে বুঝিয়েছেন। (তাবারী ১৮/১৪৪) আমার পরে আমার নিজস্ব লোক খুবই কম থাকবে। প্রথম কিরাআতের অর্থ হবে আমার কোন সন্তান নেই বলে আমার আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদের ব্যাপারে আমি আশংকা করছি যে, না জানি আমার পরে তারা আমার মিরাসের সাথে অন্যায় আচরণ করবে। সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সন্তান দান করুন, যে আমার পরে আমার নাবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, এটা মনে করা কখনও উচিত নয় যে, যাকারিয়ার (আঃ) ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কেননা নাবীগণ (আঃ) এ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাঁরা এ উদ্দেশে সন্তান লাভের প্রার্থনা জানাবেন যে, সন্তান না থাকলে তাঁদের মীরাস বা উত্তরাধিকার দূরের আত্মীয়দের মধ্যে চলে যাবে, এটা হতে তাঁদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। দ্বিতীয়তঃ এটাও প্রকাশমান যে, যাকারিয়া (আঃ) সারা জীবন ছুতারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে কি এমন সম্পদ থাকতে পারে যার জন্য তিনি এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে, ঐ সম্পদ তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যাবে? নাবীগণতো এমনিতেই সারা দুনিয়া হতে, অধিক মাল হতে বহু দূরে সরে থাকেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণই থাকেনা।

তৃতীয় কারণ এটাও যে, কয়েকটি সনদে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীগণের কোন ওয়ারিশ নেই, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সবই সাদাকাহ রূপে পরিগণিত হয়। (ফাতহুল বারী ৬/২২৭, মুসলিম ৩/১৩৮৩) জামে তিরমিযীতেও সহীহ সনদে এ হাদীস রয়েছে। (তিরমিযী ৫/২৩৪) সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, যাকারিয়া (আঃ) যে আল্লাহ তা'আলার নিকট পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর ওয়ারিশ হবেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নাবুওয়াতের ওয়ারিশ, ধন-সম্পদের ওয়ারিশ নয়। এ জন্য তিনি বলেছিলেন ঃ সে আমার ওয়ারিশ হবে এবং আলে ইয়াকূবের (আঃ) ওয়ারিশ হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُۥدَ

সুলাইমান দাঊদের ওয়ারিশ হল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৬) অর্থাৎ নাবুওয়াতের ওয়ারিস হলেন, ধন-সম্পদের ওয়ারিশ নয়। অন্যথায় সম্পদে অন্য ছেলেরাও ওয়ারিশ হয়। অতএব সম্পদে বিশেষত্ব বুঝায়না।

চতুর্থ কারণ এটাও যে, ছেলে ওয়ারিশ হওয়াতো সাধারণ কথা। এটা সবারই মধ্যে এবং সমস্ত সম্প্রদায়ে আছে। সুতরাং এটার কোন প্রয়োজন ছিলনা যে, যাকারিয়া (আঃ) নিজের প্রার্থনায় এই কারণ বর্ণনা করবেন। এর দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ উত্তরাধিকার একটা বিশেষ উত্তরাধিকার ছিল এবং সেটাও হল নাবুওয়াতের উত্তরাধিকার। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে পরিগণিত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইল্‌মের উত্তরাধিকার। যাকারিয়া (আঃ) ইয়াকূবের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনিও তাঁর পূর্ব পুরুষের মত নাবী হবেন। (তাবারী ১৮/১৪৬) তিনি আরও বলেন ঃ

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا হে আল্লাহ! তাকে পছন্দনীয় গোলাম বানিয়ে দিন এবং এমন দীনদার বানিয়ে দিন যেন আপনার মুহাব্বাত ছাড়াও সমস্ত সৃষ্টিজীব তাকে মুহাব্বাত করে, সবাই যেন তার ধর্ম ও চরিত্রকে পছন্দনীয় ও প্রেম প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে।

৭। তিনি বললেন ঃ হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি - তার নাম হবে ইয়াহইয়া। এই নামে আমি পূর্বে কারও নামকরণ করিনি।	٧. يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনা কবূল করেন

যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনা কবূল হয় এবং তাঁকে বলা হয় ঃ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى তুমি একটি সন্তানের সুসংবাদ শুনে নাও যার নাম হবে ইয়াহইয়া (আঃ)। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ. فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

তখন যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিল, সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৮-৩৯)। এখানে মহান আল্লাহ বলেন যে, তাঁর পূর্বে এই নাম অন্য কেহকে দেয়া হয়নি।

৮। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি!	٨. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَـٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا
৯। তিনি বললেন ঃ এরূপই হবে। তোমার রাব্ব বললেন ঃ এটা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমিতো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলেনা।	٩. قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا

দু'আ কবূল হওয়ায় যাকারিয়ার (আঃ) আনন্দ ও বিস্ময়

যাকারিয়া (আঃ) তাঁর প্রার্থনা কবূল হওয়ায় এবং নিজের সন্তান হওয়ার সুসংবাদ শুনে আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন যে, বাহ্যতঃ এটা অসম্ভব

বলেই মনে হচ্ছে। কেননা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিক থেকেই শুধু নৈরাশ্যই বিরাজ করছে। স্ত্রী বন্ধ্যা, এ পর্যন্ত তার কোন ছেলে-মেয়েই হয়নি, আর তিনি শেষ পর্যায়ের বৃদ্ধ। তাঁর অস্থিগুলিও মজ্জাহীন হয়ে গেছে। তিনিও একেবারে প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় তাঁদের সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব? তাই তিনি আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েই বিশ্ব-রবের কাছে এর অবস্থা জানতে চান। মালাইকা উত্তরে বললেন ঃ

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ আল্লাহ তা'আলা এটা ওয়াদাই করেছেন যে, এই অবস্থায়ই এই স্ত্রী হতেই তিনি আপনাকে ছেলে দান করবেন। তাঁর কাছে এ কাজ মোটেই কঠিন নয়।

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর এবং এর চেয়ে বড় শক্তির কাজ তোমরা স্বয়ং দেখেছ। সেটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব, যা কিছুই ছিলনা, আল্লাহ তা'আলাই তা বানিয়েছেন। সুতরাং যিনি তোমাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি কি তোমাদেরকে সন্তান দানে সক্ষম নন? যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا

কাল-প্রবাহে মানুষের উপর এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১)

১০। যাকারিয়া বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থাবস্থায় কারও সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবেনা।	١٠. قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
১১। অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা	١١. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن

سَبِّحُواْ بُكۡرَةً وَعَشِيًّا	**ঘোষণা করতে বলল।**

দু‘আ কবূলের শর্ত

মনে আরও বেশি প্রশান্তি ও অন্তরে সান্ত্বনার জন্য যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً হে আল্লাহ! এর কোন একটি নিদর্শন প্রকাশ করুন যা দেখে আমার হৃদয় শান্ত হয় এবং আশ্বস্ত বোধ করি, যেমন ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করণ দর্শনের আকাংখা এ জন্যই প্রকাশ করেছিলেন।

رَبِّ أَرِنِى كَيۡفَ تُحۡىِ ٱلۡمَوۡتَىٰ‌ۖ قَالَ أَوَلَمۡ تُؤۡمِن‌ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطۡمَٮِٕنَّ قَلۡبِى

হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করনা? সে বলল ঃ হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬০) যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বলেন ঃ

أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا তুমি মূক বা বোবা হবেনা এবং রোগাক্রান্ত হবেনা, কিন্তু তুমি লোকদের সাথে কথা বলবেনা এবং ঐ সময় তোমার মুখ দিয়ে কথা বের হবেনা। তিন দিন ও তিন রাত এ অবস্থায়ই থাকবে। এটাই হল নিদর্শন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), অহাব (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ কোন শারীরিক অসুস্থতা কিংবা দুর্বলতার কারণ ছাড়াই তাঁর জিহ্বা নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। (তাবারী ১৮/১৫২) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ তিনি মুখে তাসবীহ পাঠ, ক্ষমা প্রার্থনা, প্রশংসা, গুণগান সবই করতে পারতেন। কিন্তু লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেননা, একমাত্র ইশারা করা ছাড়া। আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, ক্রমাগত তিন দিন ও তিন রাত পার্থিব কথা হতে বিরত থাকবে। প্রথম উক্তিটিও তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে এবং তাফসীরও এটাই। আর এটাই সঠিকও বটে। যেমন সূরা আলে ইমরানে এর বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিদর্শন চাওয়ায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ

সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা; এবং স্বীয় রাব্বকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪১) সুতরাং ঐ তিন দিন ও তিন রাত তিনি লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেননা। ইশারা ইঙ্গিতে শুধু নিজের মনের কথা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা নয় যে, তিনি মূক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর যে কক্ষে গিয়ে নির্জনে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন সেখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে নি'আমাত দান করেছিলেন এবং যে যিক্র ও তাসবীহ পাঠের তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঐ হুকুম তাঁর কাওমের উপরও হয়। কিন্তু তিনি কথা বলতে পারতেননা বলে ইশারায় তাদেরকে বুঝিয়ে দেন অথবা মাটিতে লিখে বুঝিয়ে দেন।

১২। আমি বললাম ঃ হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর; আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান -	١٢. يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا
১৩। এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল সাবধানী -	١٣. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا
১৪। মাতা-পিতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, অবাধ্য ছিলনা।	١٤. وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا
১৫। তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করে	١٥. وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ

يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا	**এবং শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হয় এবং যেদিন সে পুনরুজ্জীবিত হবে।**

ইয়াহইয়ার (আঃ) জন্ম এবং তাঁর গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলার শুভ সংবাদ অনুযায়ী যাকারিয়ার (আঃ) ঔরষে ইয়াহইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দেন যা তাঁর উপর পাঠ করা হত। তাঁর পূর্বে ইয়াহুদীদের মাঝে যে নাবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন তারাও তাওরাতের বাণী লোকদের কাছে প্রচার করতেন যার হুকুমসমূহ নাবীগণের সাথে সাথে সৎ লোকেরাও অন্যদের নিকট প্রচার করতেন। ঐ সময় তিনি ছোট বালক ছিলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর ঐ অসাধারণ নি'আমাতেরও বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি যাকারিয়াকে (আঃ) সন্তানও দান করেন এবং তাঁকে বাল্যাবস্থায়ই আসমানী কিতাবের আলেমও বানান। আর তাঁকে নির্দেশ দেন ঃ

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ হে ইয়াহইয়া! কিতাবকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তা শিখে নাও। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا সাথে সাথে আমি তাকে ঐ অল্প বয়সেই বোধসম্পন্ন জ্ঞান, শক্তি, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং সহনশীলতা দান করেছিলাম। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আমার (আল্লাহর) তরফ থেকে দয়া/করুণা। (তাবারী ১৮/১৫৬) ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ একই অর্থ করেছেন। যাহহাক (রহঃ) আরও বলেন ঃ ঐ দয়া যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে পাবার সুযোগ নেই। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়াকে (আঃ) তাঁর করুণা দ্বারা সিক্ত করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ প্রদত্ত এই করুণা ছিল যাকারিয়ার (আঃ) ধীর-স্থির সুলভতা। (তাবারী ১৮/১৫৬) শৈশবেই তিনি সৎ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং চেষ্টা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত ও জনসেবার কাজ শুরু করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যাকারিয়ার জন্য ইয়াহইয়ার অস্তিত্ব ছিল আমার করুণার প্রতীক যার উপর আমি ছাড়া আর কেহই সক্ষম নয়। ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! **'حَنَانٌ'** এর ভাবার্থ অভিধানে এটা প্রেম-প্রীতি, করুণা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। বাহ্যত ভাবার্থ এটাই জানা যাচ্ছে ঃ তাকে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ এবং পবিত্রতা দান করেছিলাম।

ইয়াহইয়া (আঃ) সর্বপ্রকারের ময়লা হতে, পাপ হতে এবং নাফরমানী হতে মুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করা। *'যাকাহ'* শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যায়, পাপ এবং অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সৎ কাজ। (তাবারী ১৮/১৫৯) যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ সৎ আমলই হচ্ছে *যাকাহ*। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, *যাকাহ* শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ হতে প্রাপ্ত অনুগ্রহ। তিনি পাপকাজ ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ হতে বহু দূরে ছিলেন। সাথে সাথে তিনি পিতা-মাতার অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। কখনও কোন কাজে তিনি পিতা-মাতার অবাধ্য হননি। কখনও তিনি তাদের কোন কথার বিরোধিতা করেননি। তারা যে কাজ করতে নিষেধ করতেন তা তিনি কখনও করতেননা। তাঁর মধ্যে কোন ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা ছিলনা। এই উত্তম গুণাবলী ও প্রশংসনীয় স্বভাবের কারণে তিনটি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছিলেন।

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا *তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করে এবং শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে পুনরুজ্জীবিত হবে।* অর্থাৎ জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং হাশরের দিন - এই তিনটি অবস্থাই অতি ভয়াবহ ও অজানা। মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্রই একটি নতুন দুনিয়া দেখা যায় যা পূর্বের দুনিয়া হতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুর দিন ঐ মাখলূকের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যায় যাদের সাথে পার্থিব জীবনে কোনই সম্বন্ধ ছিলনা। তাদেরকে কখনও দেখেওনি। এভাবে হাশরের দিন নিজেকে একটা বিরাট জন সমাবেশে দেখে মানুষ অত্যন্ত হতভম্ব ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। কেননা ওটাও একটা নতুন পরিবেশ। এই তিন ভয়াবহ সময়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইয়াহইয়ার (আঃ) প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ রয়েছে। আল্লাহ সুবাহানাহু বলেন ঃ

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (*তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করে এবং শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হয় এবং যেদিন সে*

পুনরুজ্জীবিত হবে) ইব্ন জারীর (রহঃ) আহমাদ ইব্ন মানসুর আল মারওয়াযী (রহঃ) থেকে, তিনি সাদাকাহ ইবনুল ফাযল (রহঃ) থেকে, তিনি সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ) থেকে এ বর্ণনাটি পেশ করেছেন।

১৬। বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।	١٦. وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
১৭। অতঃপর তাদের হতে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল; অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে (জিবরাঈলকে) পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।	١٧. فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
১৮। মারইয়াম বলল ঃ তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় কর তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।	١٨. قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا
১৯। সে বলল ঃ আমিতো শুধু তোমার রাব্ব হতে প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার (সুসংবাদ জানানোর) জন্য।	١٩. قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًا زَكِيًّا
২০। মারইয়াম বলল ঃ কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি	٢٠. قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

ব্যভিচারিণীও নই।	
২১। সে বলল ঃ এরূপই হবে; তোমার রাব্ব বলেছেন - এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং তাকে আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটাতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।	٢١. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

মারইয়াম (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) বর্ণনা

পূর্বে যাকারিয়ার (আঃ) ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এ বর্ণনা দেয়া হয়েছিল যে, যাকারিয়া (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সন্তানহীন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মধ্যে সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিজের ক্ষমতা বলে তাঁদেরকে সন্তান দান করেন। ইয়াহইয়া (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরচেয়েও বড় ক্ষমতার নিদর্শন পেশ করছেন। এখানে তিনি মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যাকে বিনা পুরুষেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে সন্তান দান করেন। তাঁর গর্ভে ঈসার (আঃ) জন্ম হয়, যিনি আল্লাহর মনোনীত নাবী এবং তাঁর রূহ ও কালেমা ছিলেন।

এই দু'টি ঘটনায় পরস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে বলে এখানে এবং সূরা আলে ইমরান ও সূরা আম্বিয়ায়ও আল্লাহ সুবহানাহু এ দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় ক্ষমতা এবং ব্যাপক প্রতিপত্তি বান্দা পর্যবেক্ষণ করে।

মারইয়াম (আঃ) ইমরানের কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন দাউদের (আঃ) বংশধর। এই পরিবারটি বানী ইসরাঈলের মধ্যে পবিত্র পরিবার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল। সূরা আলে-ইমরানে তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ঐ যুগের প্রথা অনুযায়ী মারইয়ামের (আঃ) মা তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে কুদসের খিদমাতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

অনন্তর তার রাব্ব তাকে উত্তম রূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৭)

তিনি আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী, দুনিয়ায় প্রতি ঔদাসীন্য এবং সংযমশীলতায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও তাকওয়ার কথা সর্বসাধারণের মুখে আলোচিত হতে থাকে। তাঁর লালন পালনের দায়িত্বভার তাঁর খালু যাকারিয়া (আঃ) গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন বানী ইসরাঈলের নাবী। সমস্ত বানী ইসরাঈল তাদের ধর্মীয় কাজে তাঁরই অনুসারী ছিল। যাকারিয়ার (আঃ) কাছে মারইয়ামের (আঃ) বহু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল।

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَـٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলত ঃ হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলত ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৭)

বর্ণিত আছে যে, তিনি তার ঘরে গ্রীস্মকালে শীতের ফল-মূল এবং শীতকালে গ্রীস্মকালের ফল-মূল দেখতে পেতেন। এসব বর্ণনা অবশ্য সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তার গর্ভে তাঁর একজন অন্যতম প্রসিদ্ধ বান্দা ও রাসূল জন্ম লাভ করাবেন ঃ

انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا *যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।* অর্থাৎ তিনি জনগণের কাছ থেকে পৃথক হয়ে অন্য এলাকায় নির্জনে বসবাস করার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি জেরুযালেমের পবিত্র মাসজিদ থেকে পূর্ব দিকে চলে গেলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আমার কাছে উত্তম জ্ঞান আছে যে, কেন খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে তাদের উপাসনার জন্য কিবলাহ নির্ধারণ করেছে। তাদের ঐ দিকে ফিরে উপাসনা করার কারণ আল্লাহ তা'আলাই বলে দিয়েছেন ঃ

انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا *যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।* অতএব তারা তাদের নাবীর

জন্মস্থানকে তাদের উপাসনার জন্য কিবলাহ বানিয়ে নিয়েছে। (তাবারী ১৮/১৬২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের (আঃ) গর্ভে ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, যিনি পাঁচজন স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের একজন ছিলেন।

انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا মারইয়াম (আঃ) মাসজিদ কুদসের পূর্ব দিকে গমন করেন।

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

যখন মারইয়াম (আঃ) জনগণ হতে পৃথক হয়ে দূরে চলে যান এবং তাদের মধ্যে ও তাঁর মধ্যে যখন আড়াল হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে মালাক জিবরাঈলকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ণ মানবাকৃতিতে তাঁর সামনে প্রকাশিত হন।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا *অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে (জিবরাঈলকে) পাঠালাম*। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, জিবরাঈল (আঃ) তার কাছে একজন মানুষের রূপ ধরেই এসেছিলেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ), অহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৮/১৬৩)

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا *তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় কর তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি*। অর্থাৎ মারইয়াম (আঃ) যখন সকলের কাছ থেকে পৃথক হয়ে এক নির্জন স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ) একজন মানুষের রূপ ধরে তার সম্মুখে উপস্থিত হন। মারইয়াম (আঃ) মনে মনে এই আশংকা করেন যে, হয়ত না জানি সে তার সাথে কু-কর্ম করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। তাই তিনি তাকে বললেন ঃ

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا তিনি তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন যে, কোন অবৈধ কাজের ব্যাপারে তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আসলে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিপক্ষকে প্রথমেই আল্লাহ ও তাঁর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত। ফলে তার মনে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভয়ের সৃষ্টি হবে, যদি সে মু'মিন হয়। তখন সে মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ তা'আলার ভয়ে পাপ/অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) আসীম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করার সময় আবূ ওয়াইল (রহঃ) বলতেন ঃ মারইয়াম (আঃ) জানতেন

যে, মু'মিন ব্যক্তি অবশ্যই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে, যখন কেহ মারইয়ামের (আঃ) মত বলবে ঃ

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا *তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় কর তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।* মালাক/ফেরেশতা মারইয়ামের (আঃ) ভয় ভীতি দূর করার জন্য পরিস্কারভাবে বলেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِأَهَبَ لَك غُلامًا زَكِيًّا আপনি অন্য কোন ধারণা করবেননা, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতা। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার নাম শুনেই জিবরাঈল (আঃ) কেঁপে উঠেন এবং নিজের প্রকৃত রূপ ধারণ করে বলেন ঃ আমি আল্লাহর একজন দূত রূপে প্রেরিত হয়েছি। তিনি আমাকে এ জন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবেন। জিবরাঈলের (আঃ) এ কথা শুনে মারইয়াম (আঃ) আরও বেশি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ সুবহানাল্লাহ! আমার সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব? আমারতো বিয়েই হয়নি এবং কখনও কোন খারাপ খেয়াল আমার মনে জাগেনি। আমার দেহ কখনও কোন পুরুষ লোক স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিনীও নই। সুতরাং আমার সন্তান হবে এ কেমন কথা! জিবরাঈল (আঃ) তাঁর এই বিস্ময় দূর করার জন্য বলেন ঃ

كَذَلِك قَالَ رَبُّك هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ এটা সত্য বটে, তবে স্বামী ছাড়া বা অন্য কোন উপকরণ ও উপাদান ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সন্তান দানে সক্ষম। তিনি যা চান তাই হয়। তিনি এই সন্তান এবং এই ঘটনা মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চান। এটা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন হবে যে, তিনি সর্ব প্রকারের সৃষ্টির উপরই সক্ষম। আদমকে (আঃ) তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। হাওয়াকে (আঃ) তিনি সৃষ্টি করেছেন নারী ছাড়াই, শুধু পুরুষের মাধ্যমে। বাকী সমস্ত মানুষকে তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। শুধু ঈসা (আঃ) এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি পুরুষ ছাড়াই শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন। সুতরাং মানব সৃষ্টির এই চারটি নিয়ম হতে পারে এবং সবটাই মহান আল্লাহ পূরা করে দেখিয়েছেন। এভাবে তিনি নিজের ব্যাপক ও পূর্ণ ক্ষমতা ও বিরাটত্বের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটা বাস্তব কথা যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং কোন রাব্বও নেই। وَرَحْمَةً مِّنَّا এই শিশু আল্লাহর রাহমাতরূপে

পরিগণিত হবেন। তিনি তাঁর মনোনীত নাবী হবেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর একাত্মবাদ এবং ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করবেন। অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَـٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ. وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

যখন মালাইকা/ফেরেশতা বলেছিল ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নন্দন ঈসা মসীহ - সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। আর সে দোলনা হতে ও পরিণত বয়সে লোকের সাথে কথা বলবে এবং সে পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৫-৪৬) অর্থাৎ তিনি বাল্যাবস্থায় ও বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান করবেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا এটাতো এক স্থিরকৃত ব্যাপার। এটাও জিবরাঈলেরই (আঃ) উক্তি। এভাবে জিবরাঈল (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) সাথে কথোপকথন শেষ করেন। তিনি তাকে জানিয়ে দেন যে, এটাই আল্লাহ সুবহানাহুর সিদ্ধান্ত যা তিনি পূর্ব হতেই ঠিক করে রেখেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তা এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ থাকেনা। (তাবারী ১৮/১৬৫)

২২। অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং ঐ অবস্থায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।	২২. فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا
২৩। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল; সে বলল ঃ হায়! এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি	২৩. فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ

قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا	হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!

মারইয়াম (আঃ) গর্ভবতী হলেন

সালাফগণের অনেক বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ শোনেন এবং তাঁর আদেশ মেনে নেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর জামার কলারের মধ্য দিয়ে ফুক দেন, ফলে আল্লাহর হুকুমে তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জিবরাঈল (আঃ) যখন মারইয়ামকে (আঃ) আল্লাহর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তখন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর ফরমান মেনে নিলেন। সালাফগণের অনেকেই বলে থাকেন যে, ঐ সময় জিবরাঈল (আঃ) মারইয়ামের (রহঃ) পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ খোলা ছিল সেখান দিয়ে ফুঁকে দেন। অতঃপর ঐ ফুঁক গর্ভাশয়ে গিয়ে পৌঁছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি গর্ভ ধারণ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ মারইয়াম (আঃ) গর্ভ ধারণ করার পর একটি জগে করে (কুয়া থেকে) পানি তোলেন এবং নিজ লোকালয়ে ফিরে যান। এরপর থেকে তার মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য গর্ভবতীরা গর্ভ ধারণের কারণে যে সমস্ত বিষয়ের সম্মুখীন হন যেমন অসুস্থতা, ক্ষুধা, বমি বমি ভাব, মাথা ঘুরানো, শরীরের বর্ণের পরিবর্তন, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ইত্যাদি তার ভিতরেও পরিলক্ষিত হয়। এ ঘটনার পর লোকেরা আগে যেমন যাকারিয়ার (আঃ) বাড়িতে আসা-যাওয়া করত তেমনভাবে আর কেহ আসতনা। মানুষের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে যায় যে, মারইয়ামের (আঃ) গর্ভ ধারণের জন্য ইউসুফ নাজ্জারই দায়ী। কারণ ঐ আবাস স্থলে সে ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ বাস করেনা। বলা হয়েছে যে, ইউসুফ নাজ্জার ঐ মাসজিদের খাদেম হিসাবে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, সংসার বিমুখ, সত্যবাদী ইবাদাতকারী। মানুষের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মারইয়াম (আঃ) একাকী বসবাস করতে থাকেন যেখান থেকে কেহ তাকে দেখতে পেতনা এবং তিনিও কারও কাছে যেতেননা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ *প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল।* তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হলে তিনি যে স্থানে লোকদের আড়াল করে অবস্থান করছিলেন সেখানের একটি খেজুর গাছের নিচে

আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তাফসীরকারকগণের মধ্যে তার অবস্থান স্থলের ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তার অবস্থান স্থল ছিল পূর্ব দিকে, যেখানে জেরুযালেমের পবিত্র মাসজিদ অবস্থিত। (তাবারী ১৮/১৬১) অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি দ্রুত চলতে থাকেন এবং যখন সিরিয়া ও মিসরের মাঝে পৌঁছেন তখন তার প্রসব বেদনা শুরু হয়। (তাবারী ১৮/১৭০) তার অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ যে স্থানে তিনি ঈসাকে (আঃ) প্রসব করেন তা ছিল জেরুযালেমের পবিত্র মাসজিদ থেকে আট মাইল দূরে এক গ্রামে। ঐ গ্রামের নাম *'বাইত আল লাহেম'* (বেথেলহেম)। (তাবারী ১৮/১৭০) আমার (ইব্ন কাসীর) মতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ইমাম নাসাঈর (রহঃ) হাদীস এবং সাদাদ ইব্ন আউস থেকে বর্ণিত ইমাম বাইহাকীর (রহঃ) হাদীসটি সঠিক, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি তখন *'বাইত আল লাহেম'* এ অবস্থান করছিলেন। (নাসাঈ ১/২২১, দালায়িলুন নাবুওয়াহ ২/৩৫৫) খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, মারইয়াম (আঃ) ঈসাকে (আঃ) বেথেলহেমেই প্রসব করেছিলেন। আল্লাহই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ঐ সময় মারইয়াম (আঃ) মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। কেননা দীনের ফিতনার সময় এ কামনাও জায়িয। তিনি জানতেন যে, কেহই তাঁকে সত্যবাদিনী বলবেনা এবং তাঁর বর্ণিত ঘটনাকে সবাই মনগড়া মনে করবে। পূর্বে যারা তাঁকে একনিষ্ঠ ইবাদাতকারিনী বলতো তারাই তাঁকে অপরাধী ও ব্যভিচারিনী বলে আখ্যা দিবে। তাই তিনি বলতে লাগলেন ঃ হায়! এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম এবং যদি আমাকে সৃষ্টি করাই না হত! আমি যদি লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম! লজ্জা-শরম তাঁকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলল যে, তিনি ঐ কষ্টের উপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিলেন এবং কামনা করলেন যে, তিনি যদি জনগণের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতেন তাহলে কতই না ভাল হত! না কেহ তাকে স্মরণ করত, না কেহ খোঁজ খবর নিত, আর না তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করত।

২৪। মালাক/ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বলল ঃ তুমি দুঃখ করনা, তোমার পাদদেশে তোমার রাব্ব এক নাহর সৃষ্টি করেছেন।	٢٤. فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

২৫। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, ওটা তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দান করবে।	٢٥. وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
২৬। সুতরাং আহার কর, পান কর ও চোখ জুড়িয়ে নাও; মানুষের মধ্যে কেহকে যদি তুমি দেখ তখন বল ঃ আমি দয়াময়ের উদ্দেশে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি; সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবনা।	٢٦. فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا

ঈসার (আঃ) জন্মের পর মারইয়ামকে (আঃ) উপদেশ

مِنْ تَحْتِهَا এর দ্বিতীয় কিরাআত مَنْ تَحْتَهَا ও রয়েছে। এই সম্বোধনকারী ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তাফসীরকারকগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, কে তাকে ডেকেছিল। আল আউফী (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا এ আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি হচ্ছেন জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৮/১৭৩) কারণ ঈসাকে (আঃ) লোকালয়ে না নিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি কারও সাথে কথা বলেননি। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আমর ইব্‌ন মাইমুন (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন যে, অবশ্যই তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৮/১৭৩) তাই প্রমাণিত হল যে, জিবরাঈলই (আঃ) পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মারইয়ামকে (আঃ) ডেকেছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঈসা (আঃ) মারইয়ামকে (আঃ) ডেকেছিলেন। আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, হাসান (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা ছিল মারইয়ামের (আঃ) পুত্র ঈসা

(আঃ)। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে দ্বিতীয় একটি মতামত পাওয়া যায় যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ডাক ছিল ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ)। সাঈদ (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা কি পাঠ করনি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ (*অতঃপর মারইয়াম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখালো*) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) তাদের তাফসীরে এ বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا *তুমি দুঃখ করনা, তোমার পাদদেশে তোমার রাব্ব এক নাহর সৃষ্টি করেছেন।* সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং শু'বাহ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বা'রা ইব্ন আযীব (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতের سَرِيًّا এর অর্থ হচ্ছে একটি ছোট ঝর্ণাধারা। (তাবারী ১৮/১৭৫) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, سَرِيًّا এর অর্থ হচ্ছে নদী। (তাবারী ১৮/১৭৬)

আমর ইব্ন মাইমুনও (রহঃ) অনুরূপ ধারণা পোষণ করে বলেন যে, উহা হল একটি নদী যার পানি পান করতে মারইয়ামকে (আঃ) বলা হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সিরিয়ার ভাষায় নদীকে سَرِيًّا বলা হয়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ سَرِيًّا হল স্বল্প পানিবাহিত নদী। অন্যান্যরা বলেন যে, سَرِيًّا বলতে ঈসাকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। তারা হলেন হাসান (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাফর (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মত পোষণ করতেন। যা হোক, প্রথম মতামতই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু এর পরেই বলেন ঃ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ তুমি গাছের ডালকে শক্ত করে ধর এবং ঝাঁকুনি দাও। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে (আঃ) খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে তার কষ্ট লাঘব করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا তুমি ওর থেকে তৃপ্তি সহকারে আহার কর এবং পান কর, অতঃপর আনন্দিত হও। এ জন্যই আমর ইব্ন মাইমুন (রহঃ) বলেন ঃ প্রসূতির সন্তান প্রসব করার পর তার জন্য শুস্ক ও

সতেজ খেজুরের চেয়ে আর কোন উত্তম খাদ্য নেই। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৮/১৭৯) এরপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا তুমি কারও সাথে কথা বলনা, শুধু ইশারা ইঙ্গিতে তাদের বুঝিয়ে দাও যে, তুমি সিয়াম পালন করেছ। কিংবা উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সিয়াম পালন করার সময় কথা বলা নিষেধ ছিল। সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/১৮৩, কুরতুবী ১১/৯৮) অথবা ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি কথা বলা থেকেই সিয়াম পালন করছি। অর্থাৎ আমাকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, যখন ঈসা (আঃ) তাঁর মাকে বলেন, আপনি বিচলিতা হবেননা তখন তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) বলেন ঃ কিরূপে আমি বিচলিত না হই? আমার স্বামী নেই এবং আমি কারও অধিকারভুক্ত বাঁদী বা দাসীও নই। দুনিয়াবাসী বলবে যে, এর সন্তান কিরূপে হল? আমি তাদের সামনে কি জবাব দিব? তাদের সামনে আমি কি ওযর পেশ করব? হায়! যদি আমি ইতোপূর্বেই মারা যেতাম! যদি আমি লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! ঐ সময় ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে আমার মা! কারও সামনে কিছু বলার আপনার কোন প্রয়োজন নেই, যা কিছু বলার আমিই বলব। আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে কেহকেও যদি আপনি দেখেন তাহলে বলবেন ঃ আমি দয়াময়ের উদ্দেশে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবনা। তিনি বলেন যে, এগুলি সবই ঈসার (আঃ) তাঁর মায়ের উদ্দেশে উক্তি। (ইব্ন আবী হাতিম) অহাবও (রহঃ) এরূপই বলেছেন।

২৭। অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল; তারা বলল ঃ হে মারইয়াম! তুমিতো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ!	٢٧. فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا

২৮। হে হারূন ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলনা এবং তোমার মাতাও ছিলনা ব্যভিচারিণী।	٢٨. يَـٰٓأُخۡتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا
২৯। অতঃপর মারইয়াম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখাল। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?	٢٩. فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا
৩০। সে (ঈসা) বলল ঃ আমিতো আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন।	٣٠. قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا
৩১। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিষ ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে -	٣١. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا
৩২। আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধ্যত ও হতভাগা।	٣٢. وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارٗا شَقِيّٗا
৩৩। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে	٣٣. وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ

এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।	وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

ঈসাকে (আঃ) নিয়ে মারইয়াম (আঃ) জনপদে ফিরে আসেন এবং জনগণের প্রতিক্রিয়া ও এর উত্তর

মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার এই হুকুমও মেনে নেন এবং নিজের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে জনগণের নিকট হাযির হন। তাকে ঐ অবস্থায় দেখামাত্রই প্রত্যেকে কটাক্ষ করতে শুরু করে এবং মন্তব্য করতে থাকে। তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا মারইয়াম! তুমিতো বড়ই মন্দ কাজ করেছ!) নাউফ আল বিকালী (রহঃ) বলেন যে, লোকেরা মারইয়ামের (আঃ) খোঁজে বের হয়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহর আর্শিবাদপুষ্ট এক পরিবারের সদস্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কি মাহাত্ম্য যে, তারা কোথাও তাঁকে খুঁজে পায়নি। পথে একজন রাখালের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ এরূপ এরূপ ধরণের কোন মহিলাকে এই জঙ্গলের কোন জায়গায় দেখেছ কি? উত্তরে সে বলে ঃ না তো। তবে রাতে আমি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। তারা জিজ্ঞেস করল, কি সেই দৃশ্য? সে উত্তরে বলল ঃ আমার এই সব গরু এই উপত্যকার দিকে সাজদাহয় পড়ে গিয়েছিল। (তাবারী ১৮/১৮৭) আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) আরও বলেন ঃ আমি মনে রেখেছি যে, রাখাল বালকটি বলেছিল ঃ ইতোপূর্বে আমি কখনও এরূপ দৃশ্য দেখিনি, আমি স্বচক্ষে এর নূর (জ্যোতি) দেখেছি। লোকগুলি ঐ নিশানা ধরে চলতে শুরু করে। এমতাবস্থায় তারা মারইয়ামকে (আঃ) দেখতে পায় যে, তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। লোকগুলিকে দেখে সেখানেই তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে পড়েন। তারা সবাই তাকে ঘিরে ধরে এবং বলতে থাকে ঃ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا হে মারইয়াম! তুমিতো এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেছ।

يَا أُخْتَ هَارُونَ তারা তাঁকে হারূনের বোন বলে সম্বোধন করার কারণ এই যে, তিনি হারূনের (আঃ) বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটা এ রকমের যেমন তামীম গোত্রের লোককে বলা হয়, ওহে তামীমের ভাই অথবা মুযার গোত্রের লোককে বলা হয়, ওহে মুযার ভাই। অথবা হয়ত তাঁর পরিবারের মধ্যে হারূন

নামক একজন সৎ লোক ছিলেন এবং তিনি ইবাদাত বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাকেই অনুসরণ করছিলেন।

মারইয়ামের (আঃ) কাওম তাকে তিরস্কারের সুরে বলে ঃ কি করে তুমি এরূপ অসৎ কাজ করলে? তুমিতো ভাল ঘরের মেয়ে! তোমার মাতা-পিতা উভয়েই ভাল ছিলেন। তোমার পরিবারের সমস্ত লোকই পবিত্র। এতদসত্ত্বেও কি করে তুমি এ কাজ করলে? কাওমের এই ভর্ৎসনামূলক কথা শুনে মারইয়াম (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর শিশু সন্তানের দিকে ইশারা করেন। তারা তাঁর মর্যাদা স্বীকার করলনা এবং তাঁকে অন্যায়ভাবে অনেক কিছু বলল। তারা বলল ঃ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا তুমি কি আমাদেরকে পাগল পেয়েছ যে, আমরা তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব? সে আমাদেরকে কি বলবে?

ঈসা (আঃ) মায়ের কোল থেকেই বলে উঠলেন ঃ إِنِّي عَبْدُ اللَّه হে লোকসকল! আমি আল্লাহর একজন দাস। ঈসার (আঃ) প্রথম উক্তি ছিল এটাই। তিনি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন এবং নিজের দাসত্বের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যাত বা সত্তাকে সন্তান জন্মদান হতে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন। এমন কি তা সাব্যস্ত করে দিলেন। কেননা সন্তান দাস হয়না।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নাবী করেছেন। এতে তিনি তাঁর মায়ের দোষমুক্তির বর্ণনা করেছেন এবং দলীলও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ তা'আলা নাবী করেছেন এবং কিতাব দান করেছেন।

নাউফ আল বিকালী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ঐ লোকগুলি মারইয়ামকে (আঃ) তিরস্কার করছিল ঐ সময় ঈসা (আঃ) তাঁর দুধ পান করছিলেন। তাদের ঐ তিরস্কার শুনে তিনি স্তন থেকে মুখ টেনে নেন এবং বাম পাশে ফিরে তাদের দিকে মুখ করে এই উত্তর দেন।

ঈসা (আঃ) আরও বলেন ঃ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ যতদিন আমি বেঁচে থাকব এবং যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি (আল্লাহ) আমাকে আশিষ ভাজন করেছেন। আমি মানুষকে কল্যাণের কথা শিক্ষা দিব এবং তারা আমার দ্বারা উপকৃত হবে। মুজাহিদ (রহঃ), আমর ইব্ন কায়িস (রহঃ) এবং শাউরী

(রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তিনি আমাকে উত্তম বিষয়ের শিক্ষক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

বানূ মাখযুম গোত্রের গোলাম উহাইব ইব্ন ওয়ার্দ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আলেম তাঁর চেয়ে বড় একজন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! বলুন তো, আমার কোন্ আমল আমি ঘোষণা বা প্রচার করতে পারি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ। কেননা এটাই হচ্ছে আল্লাহর দীন যা সহ তিনি তাঁর নাবীগণকে তাঁর বান্দাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে একমত যে, ঈসার (আঃ) এই সাধারণ বারাকাত দ্বারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি যেখানেই আসতেন, যেতেন, উঠতেন ও বসতেন সেখানেই তাঁর এ কাজ তিনি চালু রাখতেন। আল্লাহর কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি কখনও কার্পণ্য করতেননা।

ঈসা (আঃ) আরও বলেন ঃ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন যেন সালাত আদায় করি এবং যাকাত প্রদান করি। আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৯) সুতরাং ঈসাও (আঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দু'টি কাজ আমার উপর ফার্য করে দিয়েছেন। এর দ্বারা তাকদীর সাব্যস্ত হয় এবং যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদের দাবী খন্ডন করা হয়ে যায়। (কুরতুবী ১১/১০৩)

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সাথে সাথে আমাকে এ হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকি। কুরআনুল কারীমে এ দু'টি বর্ণনা প্রায়ই একই সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) তিনি বলেন ঃ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا তিনি (আল্লাহ) আমাকে ঔদ্ধত্য ও হতভাগ্য করেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন উদ্ধ্যত করেননি যে, আমি তাঁর ইবাদাত এবং আমার মায়ের আনুগত্যের ব্যাপারে অহংকার করি এবং হতভাগা হয়ে যাই।

এরপর ঈসা (আঃ) বলেন ঃ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا আমার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হব। এর দ্বারাও ঈসার (আঃ) দাসত্ব এবং সমস্ত মাখলূকের মত তিনিও যে আল্লাহর এক মাখলূক এটা প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত মানুষ যেমন অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে এসেছে, অনুরূপভাবে তিনিও অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে এসেছেন। অতঃপর তিনিও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেন। অতঃপর কিয়ামাতের দিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিতও হবেন। তবে এই তিনটি অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে। তার মধ্যে কোন উদ্বেগ ও ভয়-ভীতি থাকবেনা, বরং তিনি পূর্ণভাবে শান্তি লাভ করবেন। তাঁর উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৩৪। এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।	٣٤. ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ
৩৫। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন ঃ 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।	٣٥. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ صلے سُبْحَٰنَهُۥٓ ج إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	
٣٦. وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ	৩৬। আল্লাহই আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।
٣٧. فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ	৩৭। অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং এই কাফিরদের এক মহাদিনের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে।

সকল মানুষের মত ঈসাও (আঃ) আল্লাহর দাস, তাঁর পুত্র নন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ঈসার ঘটনার ব্যাপারে যে লোকদের মতানৈক্য ছিল, ওর মধ্যে যা সঠিক, তা আমি বর্ণনা করলাম। অর্থাৎ মু'মিন এবং আল্লাহদ্রোহী কাফিরেরা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। একদল তাঁর দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং অপর দল তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ কারণেই বেশির ভাগ তিলাওয়াতকারী এ আয়াতে *'কাওলুল হাক'* পাঠ করে থাকেন, যার অর্থে ঈসাকে (আঃ) মনে করা হয়। আসীম (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) *'কাওলুল হাক'* পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে ঃ এখানে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা সবই সত্য। অন্য দিকে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আয়াতটিকে *'কাওলুল হাক্বা'* পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে তিনি (ঈসা আঃ) সত্য বলেছেন। (তাবারী ১৮/১৯৪) ব্যাকারণগতভাবে *'কাওলুল হাক'* শব্দদ্বয় প্রয়োগই এখানে যুক্তিযুক্ত মনে বলে হচ্ছে। قَوْلَ দ্বিতীয় পঠন قَوْلُও রয়েছে। ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরাআতে قَالُ الْحَقِّ রয়েছে। قَوْلُ শব্দের لام কে رفع বা

পেশ দিয়ে পড়াই বেশি প্রকাশমান। আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি এর প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬০) ঈসা (আঃ) যে আল্লাহর নাবী ও বান্দা ছিলেন এ কথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছেন ঃ

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ তাঁর মাহাত্ম্যের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত যে, তাঁর সন্তান হবে। অজ্ঞ ও যালিম লোকেরা যে এই গুজব রটিয়ে ফিরছে তা থেকে মহান আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি এর থেকে দূরে রয়েছেন। তিনি যে কাজের ইচ্ছা করেন, সে জন্য তাঁর কোন উপকরণের প্রয়োজন হয়না।

إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ তিনি শুধু মাত্র বলেন ঃ হও, আর তেমনই তা হয়ে যায়। একদিকে হুকুম এবং অন্যদিকে জিনিস মওজুদ। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ. ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯-৬০)

ঈসা (আঃ) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে মানুষ বিপরীত কাজ করছে

ঈসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন ঃ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ আল্লাহই আমার রাব্ব ও তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ! এটাই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট

থেকে নিয়ে এসেছি। যারা এর অনুসরণ করবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং যারা এর বিপরীত করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে।

ঈসা (আঃ) নিজের সম্পর্কে এই রূপ বর্ণনার পরেও আহলে কিতাবের দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলে ইয়াহুদীরা বলল যে, তিনি জারজ সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক যে, তারা তাঁর একজন উত্তম রাসূলের উপর জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। তারা বলেছে যে, তাঁর এই কথা বলা ইত্যাদি সবই জাদু। অনুরূপভাবে খৃষ্টানরাও বিভ্রান্ত হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, তিনিতো স্বয়ং আল্লাহ এবং এ কথা আল্লাহরই কথা। অন্যরা বলেছে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। আর এক দল বলেছে যে, তিনি তিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বূদ। তবে একটি দল প্রকৃত ঘটনা মুতাবেক বলেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এটাই হচ্ছে সঠিক উক্তি। ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলিমদের আকীদা এটাই। আর মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর সাথে সন্তান ও শরীক স্থাপন করে তারা দুনিয়ায় হয়ত অবকাশ লাভ করবে, কিন্তু ঐ ভীষণ ভয়াবহ দিনে চতুর্দিক থেকে তাদের উপর ধ্বংসের তান্ডবলীলা শুরু হবে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অবাধ্য বান্দাদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেননা বটে, কিন্তু তাদেরকে একেবারে ছেড়েও দেননা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দেন, কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তার কোন আশ্রয়স্থল থাকেনা। এ কথা বলার পর তিনি কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অপছন্দনীয় কথা শুনে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল আর কেহই নেই। মানুষ তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করে, তথাপি তিনি

তাদেরকে রিয্ক দিতেই রয়েছেন এবং তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করে নিরাপদে রেখেছেন। (ফাতহুল বারী ১০/৫২৭, মুসলিম ৪/২১৬০) আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ

তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২) ঐ কথা তিনি এখানেও বলছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ এই কাফিরদের এক মহাদিনের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে। উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর রূহ; আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা'ই হোক না কেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৬, মুসলিম ১/৫৭)

৩৮। তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু সীমা লংঘনকারীরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।	٣٨. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৩৯। তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্বন্ধে,	٣٩. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ

যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে; এখন তারা অনুধাবন এবং বিশ্বাস স্থাপন করবেনা।	قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
৪০। চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর এবং ওর উপর যা আছে তাদেরও এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।	٤٠. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

কাফিরদেরকে এক ভয়াবহ দিনের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে

কিয়ামাতের দিন কাফিরদের অবস্থা কিরূপ হবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ দুনিয়ায় কাফিরেরা তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে এবং কানে ছিপি দিয়েছে, (চোখেও দেখেনা এবং শুনেও শুনেনা), কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদের চোখগুলি খুবই উজ্জ্বল হবে এবং কানও উত্তমরূপে খুলে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) সুতরাং সেই দিন দেখা ও শোনা কোনই কাজে আসবেনা এবং দুঃখ ও আফসোস করেও কোন লাভ হবেনা। যদি তারা দুনিয়ায় চোখ ও কান কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দীনকে মেনে নিত তাহলে আজ আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যেত। সেই দিন চোখ ও কান খুলে যাবে, অথচ আজ তারা অন্ধ ও বধির সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ তুমি মানুষকে ঐ দুঃখ ও আফসোস করার দিন থেকে সাবধান করে দাও যখন সমস্ত কাজের ফাইসালা হয়ে যাবে,

জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে, সেই দুঃখ ও আফসোস করার দিন হতে তারা আজ উদাসীন রয়েছে, এমনকি এটাকে তারা বিশ্বাসই করছেনা। তুমি তাদেরকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি নাদুস নুদুস ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে করে দেয়া হবে। অতঃপর জান্নাতীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ ওহে জান্নাতীরা! একে চিন কি? তখন তারাও ওদিকে ফিরে তাকাবে এবং উত্তরে তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, এটা মৃত্যু। তারপর জাহান্নামীদেরকেও বলা হবে ঃ ওহে জাহান্নামীরা! একে চিন কি? তারাও তখন ওদিকে ফিরে তাকাবে এবং উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, এটা মৃত্যু। তারপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে মৃত্যুকে যবাহ করা হবে। এরপর ঘোষণা করা হবে ঃ হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেল, আর মৃত্যু হবেনা। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের জন্যও চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেল, আর মৃত্যু হবেনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ... الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি ইশারা করে বলেন ঃ দুনিয়াবাসী গাফিলাতের দুনিয়ায় রয়েছে (দুনিয়ায় বাস করে পরকালকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে রয়েছে)। (আহমাদ ৯/৩, ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) একটি ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনার পর বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার জাহান্নাম ও জান্নাতের বাসস্থান দেখতে থাকবে। ঐ দিন হবে দুঃখ ও আফসোস করার দিন। জাহান্নামী তার জান্নাতী ঘরটি দেখতে থাকবে এবং তাকে বলা হবে ঃ যদি তুমি ভাল আমল করতে তাহলে এই ঘরটি লাভ করতে। তখন সে দুঃখ ও আফসোস করবে। পক্ষান্তরে জান্নাতীদেরকে তাদের জাহান্নামের ঘরটি দেখানো হবে এবং বলা হবে ঃ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তাহলে তোমরা এই ঘরে যেতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক আমি ছাড়া আর কেহই নয়। আমি ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকব। আমি ছাড়া কোন কিছুর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দাবীদার কেহই হতে পারেনা।

আমার সত্তা যুল্ম থেকে পবিত্র। আমি ন্যায় বিচারক। কারও প্রতি অন্যায় করা হবেনা। প্রত্যেকে তার কাজের প্রতিদান পাবে, তা যদি একটি মশার ওযনের সমানও হয় কিংবা অণু পরিমানও হয়।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) হাজম ইব্‌ন আবী হাজম আল কুতাই (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের বাদশাহ আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) কুফায় আবদুল হামীদ ইব্‌ন আবদুর রাহমানকে একটি চিঠি লিখেন। তাতে তিনি লিখেন ঃ হামদ ও সানার পর, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করার সময়েই তাদের উপর মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। প্রত্যেকের গন্তব্য স্থল কোথায় হবে তাও নির্ধারণ করা হয়েছে। সবাইকেই তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি তাঁর এই নাযিলকৃত সত্য কিতাবে লিখে দিয়েছেন যে কিতাবকে নিজের ইল্‌ম দ্বারা মাহফূয বা রক্ষিত রেখেছেন এবং মালাইকার দ্বারা যে কিতাবকে তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন (তাতে লিখে দিয়েছেন যে,) ঃ পৃথিবী এবং ওর উপর যারা আছে তার চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী তিনিই এবং তারা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৭/২৪১০)

৪১। বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নাবী।	٤١. وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
৪২। যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শুনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন?	٤٢. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا
৪৩। হে আমার পিতা! আমার নিকটতো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ	٤٣. يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا	দেখাব।
٤٤. يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا	৪৪। হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য।
٤٥. يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيّٗا	৪৫। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে যাবে।

ইবরাহীমের (আঃ) পিতার প্রতি তাঁর সতর্কীকরণ

মাক্কার মুশরিকরা যার মূর্তিপূজক ছিল এবং নিজেদেরকে ইবরাহীমের (আঃ) অনুসারী মনে করত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন এবং স্বীয় নাবীকে বলছেন ঃ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ হে নাবী! তুমি তাদের সামনে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা কর। ঐ সত্য নাবী নিজের পিতাকেও পরওয়া করেননি। তার সামনে তিনি সত্যকে খুলে দিয়েছিলেন এবং তাকে মূর্তি পূজা করা হতে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তাকে তিনি পরিস্কারভাবে বলেছিলেন ঃ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا যে মূর্তি তোমার কথা শুনতে পায়না, দেখতে পায়না এবং তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা তার কেন পূজা করছ?

তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন ঃ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্র। কিন্তু আমার মধ্যে আল্লাহর দেয়া যে জ্ঞান রয়েছে তা

তোমাদের মধ্যে নেই। فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব এবং আমি তোমাকে অকল্যাণের পথ হতে বের করে কল্যাণের পথে পৌঁছে দিব। يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ হে আমার পিতা! মূর্তি পূজা দ্বারাতো শাইতানেরই অনুসরণ করা হয়। সে ঐ পথে পরিচালিত করে এবং এতে সে খুশি হয়। যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০) আর এক আয়াতে আছে ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৭)

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে আরও বলেন ঃ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا শাইতান আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও বিরোধী। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার ব্যাপারে সে অহংকারী। এ কারণেই সে মহান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে। তুমিও যদি এই শাইতানের আনুগত্য কর তাহলে সে তোমাকেও তার অবস্থায় পৌঁছে দিবে।

ইবরাহীম (আঃ) আরও বলেন ঃ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا হে আমার পিতা! তোমার এই শির্ক ও অবাধ্যতার কারণে আমি আশংকা করছি যে, হয়ত তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে এবং তুমি শাইতানের বন্ধু ও সঙ্গী হয়ে যাবে। কেহ তোমাকে সাহায্য করতে কিংবা রক্ষা করতে পারবেনা। আর এর ফলে তোমার উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সহানুভূতিও দূর হয়ে যাবে। খেয়ার রেখ, শাইতানের কিংবা

অন্য কারও কোন ক্ষমতা নেই। শাইতানের আনুগত্য করলে তুমি অতি জঘন্য স্থানে পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَٱللَّهِ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبۡلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلۡيَوۡمَ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৩)

৪৬। পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি প্রস্তু রাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও।	٤٦. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَ ۖ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا
৪৭। ইবরাহীম বলল ঃ তোমার নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।	٤٧. قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَ ۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا
৪৮। আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার রাব্বকে আহ্বান করি; আশা	٤٨. وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

করি আমার রবের আহ্বান করে আমি ব্যর্থ হবনা।	وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا

ইবরাহীমের (আঃ) পিতার জবাব

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলে এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে বললে সে তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিল এখানে আল্লাহ তা'আলা তারই খবর দিচ্ছেন ঃ সে ইবরাহীমকে বলল ঃ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ তুমি কি আমার মা'বূদদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদের উপাসনা করতে অস্বীকার করছ? তুমি কি তাদেরকে খারাপ বলছ, দোষ দিচ্ছ এবং গালাগালি করছ? জেনে রেখ যে, তুমি যদি এ কাজ থেকে বিরত না হও তাহলে আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব। তুমি আমাকে কষ্ট দিওনা এবং আমাকে কিছুই বলনা। وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا এটাই উত্তম যে, তুমি আমার নিকট থেকে চিরবিদায় নাও। নচেৎ আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব। অর্থাৎ তুমি আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। (তাবারী ১৮/২০৫) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমার কাছ থেকে কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার আগেই তুমি এখান থেকে নির্বিঘ্নে দূরে চলে যাও। যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ ইব্ন যাদালী (রহঃ), মালিক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবন্ জারীর (রহঃ) এ মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) প্রতিউত্তর

উত্তরে ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেন ঃ سَلاَمٌ عَلَيْكَ আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি খুশি হও তাহলে আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিবনা। কেননা তুমি আমার পিতা। বরং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোমাকে ভাল হওয়ার তাওফীক দেন এবং তোমার পাপ ক্ষমা করেন। মু'মিনদের নীতি এটাই যে, তারা অজ্ঞদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়না। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَـٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا

তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে ঃ সালাম। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৩) অন্যত্র আছে ঃ

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَـٰهِلِينَ

তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে ঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাইনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৫)

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ سَلاَمٌ عَلَيْكَ আপনার এই অন্যায় আদেশের কারণে ওর সদুত্তর কিংবা উক্তি আমি আপনাকে করবনা, আমি আপনার কোন ক্ষতিও করবনা। কেননা পিতা হওয়ার কারণে আপনি আমার কাছে সম্মানীয়। শুধু তাই নয়, سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي বরং আপনাকে হিদায়াত দান এবং আপনার কৃত পাপ ক্ষমা করার জন্য আমি আমার রবের কাছে দু'আ করতে থাকব। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا আমার রাব্ব আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। এটা তাঁরই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে ঈমান, ইখলাস এবং হিদায়াত দান করেছেন। আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার প্রার্থনা কবূল করবেন। পিতার সাথে তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। সিরিয়ায় হিজরাত করার পরে, মাসজিদুল হারাম নির্মাণ করার পরে এবং তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেও তিনি প্রার্থনা করতেন ঃ

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

হে আমার রাব্ব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪১) তাঁকে অনুসরণ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমরাও তাদের মুশরিক আত্মীয় স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। অতঃপর নিম্নের আয়াত নাযিল হয় ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি ঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল) হে আমাদের রাব্ব ঃ আমরাতো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ৪) অর্থাৎ হে মুসলিমরা! নিঃসন্দেহে ইবরাহীম তোমাদের অনুসরণ যোগ্য। কিন্তু তিনি যে তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের অনুসরণ যোগ্য নন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪)

এরপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি, আমি শুধু আমার রাব্বকে আহ্বান করি। তাঁর ইবাদাতে অন্য কেহকেও আমি শরীক করিনা। আমি শুধু তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই। عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا আমি আশা রাখি যে, আমার রাব্বকে আহ্বান করে আমি ব্যর্থ হবনা, তিনি অবশ্যই আমার আহ্বানে সাড়া দিবেন। ঘটনাও এটাই বটে। এখানে عَسَى শব্দটি يَقِيْن এর অর্থে এসেছে। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া তিনিই হচ্ছেন অন্যান্য নাবীগণের সর্দার বা নেতা। তাদের সবারই উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৪৯। অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে করলাম নাবী।	٤٩. فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا
৫০। এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ ও তাদের দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি।	٥٠. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) দান করেন ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূবকে (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইবরাহীম খলীল (আঃ) পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, দেশ ও গোত্রকে আল্লাহর দীনের কারণে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি নিজেকে তাদের থেকে মুক্ত ও পৃথক বলে ঘোষণা করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেন ইসহাককে (আঃ), দান করেন ইয়াকুবকে (আঃ)। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةً

এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকূবকে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭২) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِن وَرَآءِ إِسۡحَـٰقَ يَعۡقُوبَ

ইসহাকের পর ইয়াকূবকে দান করেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) সুতরাং ইসহাক (আঃ) ছিলেন ইয়াকূবের (আঃ) পিতা। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

أَمۡ كُنتُمۡ شُہَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِى قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٲهِـۧمَ وَإِسۡمَـٰعِيلَ وَإِسۡحَـٰقَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? তখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদাত করব আপনার এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৩) সুতরাং এখানে ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি তার বংশক্রম চালু রেখেছি। তাকে আমি পুত্র দান করেছি এবং পুত্রকে পুত্র দান করেছি এবং এভাবে তার চক্ষু ঠান্ডা রেখেছি। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ইয়াকূবের (আঃ) পর তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ) নাবী হন। এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা ইউসুফের (আঃ) নাবুওয়াতের সময় ইবরাহীম (আঃ) জীবিত ছিলেননা। এই দু'জন অর্থাৎ ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূবের (আঃ) নাবুওয়াত তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনেই ছিল। এ জন্য এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহর নাবী ইউসুফ (আঃ), তাঁর পিতা আল্লাহর নাবী ইয়াকূব (আঃ), তাঁর পিতা

আল্লাহর নাবী ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর পিতা আল্লাহর নাবী ও খলীল ইবরাহীম (আঃ)। অন্য শব্দে রয়েছে ঃ কারীম ইব্ন কারীম, ইব্ন কারীম, ইব্ন কারীম ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব, ইব্ন ইসহাক, ইব্ন ইবরাহীম। (সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। (ফাতহুল বারী ৮/২১২)

একই ধরণের হাদীস অন্য বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই উত্তম ব্যক্তির উত্তম সন্তান হয়ে থাকে, যে নিজে উত্তম ব্যক্তির সন্তান এবং তার পিতাও উত্তম ব্যক্তি এবং তার পিতাও উত্তম। তারা হলেন ইয়াকূবের (আঃ) সন্তান ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর পিতা ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর পিতা ইবরাহীম (আঃ)। (ফাতহুল বারী ৬/৪৬০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি। সারা দুনিয়াবাসী আজ তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের সবারই উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৫১। এই কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা বর্ণনা কর, সে ছিল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নাবী।	٥١. وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا
৫২। আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গুঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম।	٥٢. وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا
৫৩। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে, নাবীরূপে।	٥٣. وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَٰرُونَ نَبِيًّا

ইবরাহীমের (আঃ) পরেই মূসা (আঃ) এবং হারূনের (আঃ) কথা উল্লেখ করার কারণ

স্বীয় খলীলের (আঃ) বর্ণনার পর আল্লাহ স্বীয় কালীমের (অর্থাৎ মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ)) বর্ণনা শুরু করলেন।

مُخْلَصًا এর দ্বিতীয় পঠন **مُخْلِصًا**ও রয়েছে ঃ অর্থাৎ মূসা (আঃ) আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাতকারী ছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, ঈসাকে (আঃ) তাঁর অনুসারী হাওয়ারীরা প্রশ্ন করেছিল ঃ (হে রূহুল্লাহ (আঃ)! বলুন তো, মুখলিস ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ যে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে আমল করে, লোকে তার প্রশংসা করুক এটা তার উদ্দেশ্য থাকেনা। অন্য কিরাআত **مُخْلَصًا** রয়েছে ঃ অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও নির্বাচিত বান্দা ছিলেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ

আমি তোমাকে লোকদের উপর মনোনীত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৪) মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নাবী ও রাসূল ছিলেন। পাঁচজন বড় মর্যাদাসম্পন্ন ও স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। অর্থাৎ নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের উপর এবং অন্যান্য সমস্ত নাবীর উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে। এটা ঐ সময়ের ঘটনা যখন তিনি আগুনের সন্ধানে বের হয়ে তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পান এবং সেই দিকে অগ্রসর হন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا আমি মূসার উপর আর একটি অনুগ্রহ এই করেছিলাম যে, তার ভাই হারূনকে নাবী করে তার সাহায্যার্থে তার সঙ্গী করেছিলাম। এটা সে আকাংখা করেছিল ও প্রার্থনা জানিয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহর তাঁর প্রার্থনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَأَخِى هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِىٓ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৪) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ

হে মূসা! তোমার প্রার্থনা কবূল করা হল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৩৬) তাঁর দু'আর শব্দ فَاَرْسِلْ اِلَى هَرُوْنَ এরূপও রয়েছে ঃ

فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ

সুতরাং হারূণের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান। আমার বিরুদ্ধেতো তাদের এক অভিযোগ রয়েছে, আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৩) এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, এরচেয়ে বড় প্রার্থনা এবং এরচেয়ে বড় সুপারিশ দুনিয়ায় কেহই কারও জন্য করেনি। মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) নাবী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ সুবহানুর কাছে আবেদন করেছিলেন। হারূন (আঃ) মূসার (আঃ) চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৫৪। এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী।	٥٤. وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
৫৫। সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষ ভাজন।	٥٥. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا

ইসমাঈলের (আঃ) বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসামূলক বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি (ইসমাঈল) সারা হিজাযের পিতা। যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি যে নাযর এবং যে ইবাদাত করার ইচ্ছা করতেন তা পূরা করতেন। (তাবারী ১৮/২১১) প্রত্যেক হক তিনি আদায় করতেন এবং যে ওয়াদা করতেন তা পালন করতেন।

صَادِقَ الْوَعْدِ *সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী*। বলা হয়ে থাকে যে, এটা তাঁর ঐ ওয়াদার বর্ণনা যা তিনি তাঁকে যবাহ করার সময় তাঁর পিতার সাথে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১০২) সত্যিই তিনি তাঁর ঐ ওয়াদা পূরা করেছিলেন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করেছিলেন। ওয়াদা পূরা করা একটা ভাল কাজ এবং ওয়াদার খেলাফ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ. كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ২-৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে। (বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫) এসব আচরণ হতে মু'মিন মুক্ত ও পবিত্র থাকে। ওয়াদার এই সত্যতাই ইসমাঈলের (আঃ) মধ্যে ছিল বলে আল্লাহ সুবহানাহু তার প্রশংসা করেছেন। এই পবিত্র গুণাগুণ মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ছিল। কারও সাথে তিনি কখনও ওয়াদার খেলাফ করেননি। একবার তিনি আবুল আস ইব্ন রাবীর (রাঃ) প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন ঃ সে আমার সাথে যে কথা বলেছে সত্য বলেছে এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছে তা পূর্ণ করেছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮০) আবূ বাকর

(রাঃ) দায়িত্ব পেয়েই ঘোষণা করেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও সাথে কোন ওয়াদা করে থাকলে আমি পূরা করার জন্য প্রস্তুত আছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কারও ঋণ থাকলে আমি তা আদায় করার জন্য তৈরী আছি। তখন যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) আরয করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বাহরাইন হতে সম্পদ এলে তিনি আমাকে এত এত মাল দিবেন। আবূ বাকরের (রাঃ) নিকট বাহরাইন হতে যখন মাল এলো তখন যাবিরকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন ঃ হাতের দুই তালু ভরে মাল উঠিয়ে নাও। দ্বিতীয়বার তিনি তাকে তা করতে বলেন। এভাবে উঠিয়ে নিলে দেখা যায় যে, পাঁচশ’ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উঠে এসেছে। তখন আবূ বাকর (রাঃ) তাঁকে আরও দ্বিগুণ প্রদান করলেন। (ফাতহুল বারী ৪/৫৫৪)অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ইসমাঈল রাসূল ও নাবী ছিলেন। অথচ ইসহাকের (আঃ) ব্যাপারে শুধু নাবী হওয়ার কথা বলেছেন। এর দ্বারা ভাইয়ের উপর ইসমাঈলের (আঃ) ফাযীলাত প্রমাণিত হচ্ছে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈলকে (আঃ) পছন্দ করেছেন। (মুসলিম ৪/১৭৮২) তারপর তাঁর আরও প্রশংসা করা হচ্ছে যে, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا তিনি আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ছিলেন, সালাত আদায় করতেন, যাকাত দিতেন এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও এই হুকুমই দিতেন। এই হুকুমই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবীকে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا

তুমি তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের হুকুম করতে থাক এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা/ফেরেশতা, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা পালন করে। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬) সুতরাং মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নিজেদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনকে ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা যেন তাদেরকে শিক্ষাহীনভাবে ছেড়ে না দেয়, অন্যথায় বিচার দিবসে তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে অর্থাৎ জাহান্নাম তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ করুণা বর্ষন করুন যে রাতে (ঘুম থেকে জেগে) ওঠে এবং (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। অতঃপর তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর দয়া করুন যে রাতে (ঘুম হতে জেগে ওঠে এবং (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। অতঃপর তার স্বামীকে জাগায় এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ ২/৭৩, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৪)

৫৬। এই কিতাবে উল্লিখিত ইদরীসের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী নাবী।	٥٦. وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَـٰبِ إِدۡرِيسَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
৫৭। এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা।	٥٧. وَرَفَعۡنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা

ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি সত্য নাবী ছিলেন এবং আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا তার আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, (মিরাজে গিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদরীসকে (আঃ) চতুর্থ আকাশে দেখতে পান।

সুফিয়ান (রহঃ) মানসুর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাকে চতুর্থ আসমানে স্থান দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৮/২১৩) হাসান (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, مَكَانًا عَلِيًّا দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে।

٥٨. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩	**৫৮। নাবীগণের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ত ।[সাজদাহ]**

যে সকল নাবীদের (আঃ) কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলে ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এরাই হচ্ছেন নাবীগণের দল অর্থাৎ যাঁদের বর্ণনা এই সূরায় রয়েছে, কিংবা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অথবা পরে বর্ণনা আসবে। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইনআম প্রাপ্ত। সুতরাং এখানে ব্যক্তি বর্ণনা হতে জাতি বর্ণনার দিকে ফিরে যাওয়া হয়েছে।

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ *নাবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে*

নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশদ্ভুত। সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আদমের (আঃ) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেন ইদরীস (আঃ) এবং নূহের (আঃ) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেন ইবরাহীম (আঃ)। আর ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর দ্বারা ইসহাক (আঃ), ইয়াকূব (আঃ) ও ইসমাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। ইসরাঈলের (আঃ) বংশধর দ্বারা বুঝানো হয়েছে মূসা (আঃ), হারূন (আঃ) যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহইয়া (আঃ) এবং ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে (আঃ)। এ জন্যই তাদের বংশের কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও সবাই আদমের (আঃ) বংশধর। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কতক এমনও রয়েছেন যাঁরা ঐ মনীষীদের বংশোদ্ভূত নন, যাঁরা নূহের (আঃ) সাথী ছিলেন। কেননা ইদরীস (আঃ)তো নূহের (আঃ) দাদা ছিলেন। আমি বলি ঃ বাহ্যতঃ এটাই সঠিক কথা যে, ইদরীস (আঃ) নূহের (আঃ) পূর্ব পুরুষের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই আয়াতটিকে নাবীদের শ্রেণীভুক্ত আয়াত বলেছি। এর দলীল হচ্ছে সূরা আন'আমের ঐ আয়াতগুলি যেগুলিতে নাবীগণের বর্ণনা রয়েছে।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ. وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا

بِهَا قَوۡمًا لَّيۡسُواْ بِهَا بِكَٰفِرِينَ. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًاۖ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰلَمِينَ

আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা করি, সম্মান-মর্তবা ও মহত্ত্ব বাড়িয়ে দেই, নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, আর তার পূর্বে নূহকেও সঠিক পথের হিদায়াত দিয়েছি; আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাঊদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে এমনিভাবেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এমনভাবেই আমি সৎ ও পুণ্যশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস - তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস ও লূত - এদের প্রত্যেককেই আমি নাবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর এদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাইদের মধ্যে অনেককে আমি মনোনীত করে সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেছি। এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতিকে নিয়োগ করব, যারা ওটা অস্বীকার করবেনা। এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। তুমি বলে দাও ঃ আমি কুরআন ও দীনের দা'ওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। এই কুরআন সমগ্র জগতবাসীর জন্য উপদেশের ভান্ডার ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৩-৯০) আল্লাহ তা'আলা এ কথাও বলেন ঃ

مِنۡهُم مَّن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّن لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَ

তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৭৮)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ সূরা 'সাদ' এ কি সাজদাহ আছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি এই আয়াতটিই (৬ ঃ ৯০) তিলাওয়াত করে বলেন ঃ তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং তিনিও তাদের একজন যাকে অনুসরণ করতে হবে- অর্থাৎ দাঊদকে (আঃ)। (ফাতহুল বারী ৮/১৪) ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا যখন ঐ নাবীগণের (আঃ) সামনে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত তখন তাঁরা ওর দলীল প্রমাণাদি শুনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কাঁদতে কাঁদতে সাজদাহয় পড়ে যেতেন। এ জন্যই এ আয়াতে সাজদাহর হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণ একমত, যাতে ঐ নাবীগণের অনুসরণ করা হয়।

৫৯। তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।	٥٩. فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا
৬০। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবাহ করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে; তারাতো জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি কোন যুল্ম করা হবেনা -	٦٠. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـًٔا

প্রতিটি অসৎ কাওমের পরে নাবীগণের আগমন ঘটেছে

আল্লাহ সৎ লোকদের বিশেষ করে নাবীগণের (আঃ) বর্ণনা করলেন, যাঁরা আল্লাহর হুদূদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সৎ কাজের নমুনা স্বরূপ এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। এখন তিনি মন্দ লোকের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা ঐ

ভাল লোকদের পর এমনই হয় যে, তারা সালাত হতে বেপরোয়া হয়ে যায়। সালাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফার্যকেও যখন তারা ভুলতে বসে তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য ফার্যগুলিকে কি তারা পরোয়া করতে পারে? কেননা সালাত হচ্ছে দীনের ভিত্তি এবং সমস্ত আমল হতে এটি উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন। ঐ লোকগুলি তাদের কুপ্রবৃত্তির পিছনে লেগে পড়ে। পার্থিব জীবনেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিয়ামাতের দিন তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল আওযায়ী (রহঃ) মূসা ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) হতে, তিনি কাসিম ইব্ন মুখাইমিরাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ (*তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল*) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, তারা হল ঐ লোক যারা সঠিক সময়ে সালাত আদায় করেনা। যারা সালাতই আদায় করেনা তারাতো ঈমানই ত্যাগ করেছে (অর্থাৎ তারা কাফির) (তাবারী ১৮/২১৫) ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন স্থানে সালাত সম্পর্কে উল্লেখ করেন ঃ

ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ

যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী। (সূরা মা'উন, ১০৭ ঃ ৫) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ

যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ২৩) এবং তিনি আরও বলেন ঃ

عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ

আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯) অতঃপর ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে বলেন যে, এ আয়াতসমূহে সালাতের নির্ধারিত ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে। তখন লোকেরা তাকে বললেন ঃ আমরা মনে করেছিলাম যে, যারা সালাত আদায় করেনা তাদের ব্যাপারেই فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বললেন ঃ তারাতো অবিশ্বাসী কাফির। (তাবারী ১৮/২১৫) মাসরুক (রহঃ)

বলেন ঃ যারা সঠিক সময়ে সালাত আদায় করেনা তাদেরকে সালাতে অমনোযোগী বলা হয়। তাদের অমনোযোগের কারণে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। অবহেলার কারণেই তারা নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করেনা। (তাবারী ১৮/২১৬)

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) ইবরাহীম ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ এ আয়াতটি পাঠ করার পর বলতেন ঃ তাদের ধ্বংস এ কারণে নয় যে, তারা সালাত আদায় করা পরিত্যাগ করে, বরং এর অর্থ হচ্ছে সালাত আদায় করার ব্যাপারে যে সঠিক সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পার করে দেরীতে সালাত আদায় করে। (তাবারী ১৮/২১৬) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ঐ সমস্ত লোকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (তাবারী ১৮/২১৯) কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থে বলেন ঃ তারা খারাপ কাজ করল। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ), শুবাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উবাইদাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ غَيًّا হচ্ছে জাহান্নামের একটি গহ্বর যা অত্যন্ত গভীর এবং ওতে রয়েছে পুতিঃ গন্ধময় খাদ্য। আল আমাশ (রহঃ) যায়িদ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ আইয়ায (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, غَيًّا হল জাহান্নামের একটি গহ্বর যাতে রয়েছে পুঁজ এবং গলিত রক্ত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا কিন্তু তারা নয় যারা তাওবাহ করেছে। অর্থাৎ সালাতে অবহেলা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন, তাদের পরিণাম ভাল করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন। তাওবাহর মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাওবাহকারী এমন হয়ে যায় যেন সে নিষ্পাপ। (ইব্ন মাজাহ ২/১৪২০) এই লোকগুলি যে সৎ কাজ করে তার প্রতিদান ও বিনিময় তারা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কোন একটি সাওয়াবের প্রতিদান কম হবেনা। তাওবাহর

পূর্ববর্তী পাপের জন্য পাকড়াও করা হবেনা। এটাই হচ্ছে ঐ দয়াময়ের দয়া ও সহনশীলের সহনশীলতা যে, তাওবাহ করার পর তিনি পূর্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছেন। সূরা ফুরকানে পাপসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর ওর শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ব্যতিক্রম দেখিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَ ۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامًا. يُضَـٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًا فَأُوْلَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন উত্তম আমলের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮-৭০)

৬১। এটা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন; তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী।	٦١. جَنَّـٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَأۡتِيًّا
৬২। সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবেনা এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে	٦٢. لَّا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوًا إِلَّا سَلَـٰمًا ۖ وَلَهُمۡ رِزۡقُهُمۡ فِيهَا

بُكۡرَةً وَعَشِيًّا	**জীবনোপকরণ।**
٦٣. تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا	**৬৩। এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।**

মু'মিন ও তাওবাহকারীদের জন্য নির্ধারিত জান্নাতের বর্ণনা

পাপ হতে তাওবাহকারীরা যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তা হবে চিরস্থায়ী, যার ওয়াদা তাদের রাব্ব তাদের সাথে করেছেন। ঐ জান্নাতকে তারা দেখেনি। তবুও তারা ওর উপর ঈমান এনেছে ও ওকে বিশ্বাস করেছে। সত্য কথা এটাই যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল। জান্নাত লাভ বাস্তব কথা। এই জান্নাত সামনে এসেই যাবে।

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা খেলাপ করবেননা এবং ওয়াদা পরিবর্তনও করবেননা। এই লোকদেরকে সেখানে অবশ্যই পৌঁছানো হবে।

كَانَ وَعۡدُهُۥ مَفۡعُولاً

তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (সূরা মুযযামমিল, ৭৩ ঃ ১৮)

مَأْتِيًّا এর অর্থ اَتِيًا ও এসে থাকে। এর ভাবার্থ এটাও ঃ আমরা যেখানেই যাই ওটা আমাদের কাছে এসেই পড়ে। যেমন বলা হয়, আমার উপর পঞ্চাশ বছর এসেছে অথবা আমি পঞ্চাশ বছরে পৌঁছেছি। দু'টি বাক্যের অর্থ একই হয়ে থাকে।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ঐ জান্নাতীদের কানে কোন বাজে কথা, অপছন্দনীয় কথা আসবে এটা অসম্ভব। তাদের কানে শুধু শান্তির বাণীই পৌঁছবে। চতুর্দিক থেকে বিশেষ করে মালাইকা/ফেরেশতাগণের পবিত্র মুখ থেকে শান্তিপূর্ণ কথাই বের হবে এবং তা তাদের কানে গুঞ্জরিত হবে। যেমন সূরা ওয়াকি'আহয় রয়েছে ঃ

لَا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوًا وَلَا تَأۡثِيمًا. إِلَّا قِيلاً سَلَٰمًا سَلَٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا সকাল ও সন্ধ্যায় উত্তম ও সুস্বাদু খাবার বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে তাদের কাছে আসতে থাকবে। এটা মনে করা ঠিক হবেনা যে, জান্নাতে দিন ও রাত হবে, বরং ঐ আলো বা জ্যোতি দেখে সময় চিনে নিবে যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের মুখমন্ডল চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। সেখানে তাদের মুখে থুথুও আসবেনা এবং নাকে শ্লেষ্মাও জমবেনা। তাদের পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন হবেনা। তাদের আসবাবপত্র ও চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের দেহের ঘাম হবে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময়। প্রত্যেক জান্নাতীর এমন দু'জন সুন্দরী স্ত্রী থাকবে যাদের পরিচ্ছন্ন পায়ের গোছা ভেদ করে হাড়ের মজ্জা বাহির থেকে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য কিংবা একে অপরের প্রতি কোন ঘৃণা থাকবেনা, সবাই যেন একই হৃদয়ের লোক। সকাল সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে। (আহমাদ ২/৩১৬, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৭, মুসলিম ৪/২১৮০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ লোকেরা ঐ সময় জান্নাতের একটি নাহরের ধারে জান্নাতের দরজার পাশে সবুজ বর্ণের খিলান করা ছাদের নীচে অবস্থান করবে। তাদের কাছে সকাল সন্ধ্যায় খাবার পৌঁছানো হবে। (আহমাদ ২/৩৯০)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ সেখানের সকাল ও সন্ধ্যার কথা দুনিয়ার হিসাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا (*এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে*) আমি যে জান্নাতের কথা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছি ওখানে বসবাসের উপযুক্ত হবে তারাই যারা ধর্মভীরু, তারা তাদের সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখে। তাদের প্রতি যারা অন্যায় করে, শক্তি/ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের ক্রোধ দমন করে রাখে এবং ক্ষমা করে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ. وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ. أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ. ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। সুতরাং কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী এবং যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান, তারাই হবে উত্তরাধিকারী। অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১-১১)

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১-২)

٦٤. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمۡرِ رَبِّكَ لَهُۥ مَا بَيۡنَ أَيۡدِينَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بَيۡنَ ذَٰلِكَۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا	**৬৪। আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা; যা আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এই দু'এর অন্তবর্তী তা তাঁরই এবং আপনার রাব্ব কোন কিছু ভুলেননা।**

٦٥. رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا	**৬৫। তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বতী যা কিছু আছে সবারই রাব্ব; সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাক; তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কেহকে জান?**

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন মালাইকা পৃথিবীতে অবতরণ করেননা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জিবরাঈলকে (আঃ) বলেন ঃ আপনি আমার কাছে যত বার আসেন, এর চেয়ে বেশী আসেননা কেন? এর উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/২৩১, ফাতহুল বারী ৮/২৮২) এটাও বর্ণিত আছে যে, একবার জিবরাঈলের (আঃ) আগমনে বিলম্ব হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ (*আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা*) এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। (তাবারী ১৮/২২২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا *যা আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে আছে*। এখানে ‘যা কিছু অগ্রে’ বলতে পৃথিবীর কথা বুঝানো হয়েছে এবং ‘যা কিছু পশ্চাতে’ বলতে কিয়ামাত দিবস/পরকালকে বুঝানো হয়েছে।

وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ এ আয়াতে ইসরাফীল (আঃ) যে দুইবার ফুঁক দিবেন তার মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে। আবুল আলীয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/২২৪) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে এবং পরে পরকালে যা ঘটবে। আর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যা কিছু ইহকাল ও পরকালের মাঝখানে

ঘটবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) হতেও অনুরূপ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। (কুরতুবী ১১/১২৯) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) দ্বিতীয় মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ১৮/২২৫) আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا *এবং তোমার রাব্ব কোনো কিছু ভুলেননা*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুরই রাব্ব এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর সৃষ্টিকারীও তিনিই। এমন কেহ নেই যে তাঁর হুকুম টলাতে পারে।

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا সুতরাং হে নাবী! তুমি তাঁরই ইবাদাত করতে থাক এবং তাঁরই ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাক, তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহই নেই। তিনি বারাকাতময়। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নামে সমস্ত গুণ ও বিশেষণ বিদ্যমান। তিনি মহামহিমান্বিত।

৬৬। মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব?	٦٦. وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا
৬৭। মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিলনা?	٦٧. أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا
৬৮। সুতরাং শপথ তোমার রবের! আমিতো তাদেরকে শাইতানদেরসহ একত্রে সমবেত করবই এবং পরে	٦٨. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ

حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا	আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই।
٦٩. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمۡ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ عِتِيًّا	৬৯। অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য, আমি তাকে টেনে বের করবই।
٧٠. ثُمَّ لَنَحۡنُ أَعۡلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمۡ أَوۡلَىٰ بِهَا صِلِيًّا	৭০। তারপর আমিতো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি।

পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহের উত্তর

কিয়ামাতকে অস্বীকারকারী লোকেরা কিয়ামাত সংঘটনকে অসম্ভব মনে করত এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন তাদের কাছে ছিল অবাস্তব। তারা ঐ কিয়ামাতের এবং ঐ দিন নতুনভাবে দ্বিতীয়বার জীবন শুরুর কথা শুনে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করত। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَإِن تَعۡجَبۡ فَعَجَبٌ قَوۡلُهُمۡ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٍ جَدِيدٍ

তুমি যদি বিস্মিত হও তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের বক্তব্য ঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৫) সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن نُّطۡفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ

সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯) এখানেও কাফিরদের ঐ প্রতিবাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

أَوَلاَ يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا .وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا

خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا তারা বলে ঃ আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে আমরা কি জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হব? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিলনা? তারা প্রথমবারের সৃষ্টিকে স্বীকার করছে, আর দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিকে অস্বীকার করছে। যখন তারা কিছুই ছিলনা তখন যিনি তাদেরকে কিছু একটা করতে সক্ষম ছিলেন, তারপর যখন তারা কিছু না কিছু একটা হয়েছে। তখন কি তিনি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননা? সুতরাং প্রথমবার সৃষ্টি করাতো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করারই অনুরূপ।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা তার জন্য উপযুক্ত ছিলনা। আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এটাও তার জন্য সমীচীন নয়। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এই যে, সে বলে ঃ যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেননা। অথচ এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশমান যে, প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির তুলনায় কঠিনতর। আর আমাকে তার কষ্ট দেয়া এই যে, সে বলে ঃ আল্লাহর সন্তান রয়েছে। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী। না আমার পিতা-মাতা আছে, না সন্তান-সন্ততি আছে, আর না আমার সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহ আছে। (আহমাদ ২/৩৫০) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ আমি আমার সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব এবং আমাকে ছাড়া যে সব শাইতানের তারা ইবাদাত করত তাদেরকেও আমি একত্রিত করব। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের

সামনে নিয়ে আসা হবে যেখানে তারা হাটুর ভরে পতিত হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ একটি উক্তি এও আছে যে, দাঁড়ানো অবস্থায় তাদেরকে রাখা হবে। মুররাহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন মাসউদও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا *অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই।* শাউরী (রহ) আলী ইবনুল আকমার (রহঃ) থেকে, তিনি আবুল আহওয়াস (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন প্রথম ও শেষের সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে তখন তাদের মধ্য হতে বড় বড় পাপী ও অবাধ্যদেরকে পৃথক করা হবে। তাদের সরদার ও আমীর এবং যারা মন্দ ও অসৎ কাজ ছড়াত, যারা তাদেরকে শির্‌ক ও কুফরীর শিক্ষা দিত এবং তাদেরকে পাপ কাজের দিকে আকৃষ্ট করত তাদের সকলকেই পৃথক করা হবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে ঃ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮-৩৯) এরপর তাদের প্রথম ব্যক্তি শেষের ব্যক্তিকে বলবে ঃ তুমি আমাদের

চেয়ে উত্তম ছিলেনা। অতএব তুমি যা করেছ তার পরিনামে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এরপর তাদের কার্যাবলীর সাথে কার্যাবলী সংযোগ করে বলেন ঃ

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا সবচেয়ে বেশি শাস্তির যোগ্য কারা এবং কারা জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল করেই জানেন যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কে জাহান্নামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে ওতেই চিরদিন অবস্থান করবে এবং কে দ্বিগুণ শাস্তি পাবার উপযুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮)

৭১। এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।	٧١. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
৭২। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।	٧٢. ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

প্রত্যেককেই জাহান্নামের কাছে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর মু'মিনদেরকে তা থেকে রক্ষা করা হবে

وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুল ধারালো তরবারীর চেয়েও তীক্ষ্ণতর হবে। প্রথম দল বিদ্যুৎ গতিতে মুহুর্তের মধ্যে পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল বায়ুর গতিতে যাবে। তৃতীয় দল যাবে দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে। চতুর্থ দল দ্রুতগামী গাভীর গতিতে পার হবে। অবশিষ্টদের জন্য মালাইকা সব দিক থেকে প্রার্থনা করতে

থাকবেন। তারা বলবেন ঃ হে আল্লাহ! এদেরকে বাঁচিয়ে নিন। (তাবারী ১৮/২৩২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বহু মারফূ হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসগুলি আনাস (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), যাবির (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ হতে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) স্ত্রী উম্মে মুবাশশার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা হাফসার (রাঃ) ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ আমার রবের পবিত্র সত্তার কাছে আমি এই আশা রাখি যে, বদরের যুদ্ধে ও হুদাইবিয়ার মাইদানে যে সব মু'মিন শরীক ছিল তাদের একজনও জাহান্নামে যাবেনা। তাঁর এ কথা শুনে হাফসা (রাঃ) বলেন ঃ এটা কিরূপে সম্ভব, কুরআনুল কারীমেতো ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا তোমাদের ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا অতঃপর মুত্তাকীরা তার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। (আহমাদ ৬/৩৬২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যুহরী (রহঃ) সাঈদ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার তিনটি সন্তান মারা গেছে তাকে আগুন স্পর্শ করবেনা, শুধু শপথ পূরা করা ছাড়া (আগুন স্পর্শ করবে)। (ফাতহুল বারী ৩/১৪২, মুসলিম ৪/২০২৮) এর দ্বারা এই আয়াতই উদ্দেশ্য।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুসলিমরা পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, আর মুশরিকরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। সুদ্দী (রহঃ) মুররাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহা হল শপথ যা বাস্তবায়িত হবেই। (তাবারী ১৮/২৩৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, *'হা'তমান'* শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্ব নির্ধারিত। ইব্ন জুরাইযও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا পুলসিরাতের উপর দিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহভীরু লোকেরা পার হয়ে যাবে। আর পাপীরা তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্নামে গড়িয়ে পড়তে থাকবে। মু'মিনরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। যে পরিমাণ

আমল হবে সেই পরিমাণ সেখানে কম বিলম্ব হবে। তারপর যে সকল মুসলিম কোন বড় পাপ (কাবিরাহ গুনাহ) এ দুনিয়ায় করেছে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী, রাসূলগণ এবং মু'মিনগণ শাফাআত করবেন। এভাবে মুসলিমের একটি বিরাট দল যারা বড় পাপ করেছে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তারা এমন অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবে যে, আগুন তাদেরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করে ফেলবে। শুধু মুখমন্ডলের সাজদাহর জায়গাটুকু বাকী থাকবে। তারা নিজ নিজ বাকী ঈমানের পরিমাণ হিসাবে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। যাদের অন্তরে দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা প্রথমে বের হবে। তারপর বের হবে তাদের চেয়ে কম ঈমানের অধিকারী লোকেরা। এরপর বের হবে ঐ লোকেরা যাদের ঈমান এদের চেয়ে কম হবে। এভাবে বের হয়ে আসতে আসতে যাদের ঈমান হবে অণু পরিমাণ তারা বের হবে। তারপর ঐ ব্যক্তিকে বের করা হবে যে সারা জীবনে একবার *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলেছে, যদিও তার সমস্ত জীবনে অন্য কোন সাওয়াব না'ও থাকে। এরপর জাহান্নামে শুধু তারাই থাকবে যাদের ভাগ্যে জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান লিখিত আছে। এ সবই হচ্ছে ঐ হাদীসসমূহের সারমর্ম যেগুলি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত বলে সঠিকতার সাথে এসেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (*পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব*)

৭৩। তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হলে কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ দু' দলের মধ্যে কোন্টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস হিসাবে কোন্টি উত্তম?	٧٣. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا
৭৪। তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ	٧٤. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ

هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا	**করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।**

অবিশ্বাসী কাফিরেরা তাদের দুনিয়ার চাকচিক্যময় জীবন নিয়ে উল্লসিত

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং দলীল প্রমাণাদি মূলক বিশিষ্ট কালাম দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনা। তারা এগুলি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও চোখ বড় করে তাকায়। তারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের সাথে বিতর্ক করে এবং তাদের মিথ্যা ও বাতিল ধর্মকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে।

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا তারা তাদের বাহ্যিক শান শওকত ও জাঁকজমক দ্বারা মু'মিনদেরকে প্রভাবিত করতে চায়। মু'মিনদেরকে তারা বলে ঃ বল তো, কাদের ঘরবাড়ী সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ এবং কাদের মাজলিসগুলি গুলযার? সুতরাং আমরা যখন ধন দৌলতে, শান শওকতে ও মান মর্যাদায় তোমাদের চেয়ে উন্নত, তখন আমরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নাকি তোমরা? তোমরাতো বাস করছ কুঁড়ে ঘরে। তোমরা ভাল ভাল খাবার খেতে, উত্তম পানীয় পান করতে পারছনা। কখনও তোমরা আরকাম ইব্ন আবি আরকামের ঘরে লুকিয়ে থাক এবং কখনও কখনও এদিকে ওদিক পালিয়ে থাক। যেমন অন্য আয়াতে আছে যে, কাফিরেরা বলেছিল ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ

মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে ঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১১) নূহের (আঃ) কাওমও এ কথাই বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

আমরা কি তোমার উপর এমন অবস্থায় ঈমান আনতে পারি যে, হীন প্রকৃতির লোকেরা তোমার অনুসরণ করেছে? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১১) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৩) কাফিরদের এ কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ তাদের দুষ্কার্যের ফলে তাদেরকে আমি ধ্বংস ও তছনছ করে দিয়েছি। তারা এই কাফিরদের তুলনায় বেশি সম্পদের অধিকারী ছিল। আল আমাশ (রহঃ) আবূ জিবাইন (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা ধন-দৌলত, গাড়ী-বাড়ী এবং শক্তি সামর্থ্যে এদের চেয়ে বহু গুণ বড় ছিল। কিন্তু তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ফির‘আউন এবং তার লোকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর।

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য-ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ২৫-২৬)

مَقَمٌ দ্বারা বাসভূমি ও নি‘আমাতরাজিকে বুঝানো হয়েছে। نَدِىٌّ দ্বারা মাজলিস ও বৈঠককে বুঝানো হয়েছে। আরাবে বৈঠক ও লোকদের একত্রিত হওয়ার জায়গাকে نَادِى এবং نَدِىٌّ বলা হয়। যেমন একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ

এবং তোমরাইতো নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্য ঘৃণ্য কাজ করে থাক। সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৯)

٧٥. قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَـٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا	**৭৫। বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন যতক্ষণ না তারা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবে, তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামাতই হোক; অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কে দলবলে দুর্বল।**

অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে কিছু দিনের অবকাশ দেয়া হয়, কিন্তু তাদের ব্যাপারটি ভুলে যাওয়া হয়না

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যে সব কাফির দাবী করছে যে, তুমি ভুল পথে আছ এবং তারা সৎ পথে রয়েছে এবং নিজেদের স্বচ্ছল জীবনকে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন মনে করছে তাদেরকে বলে দাও, বিভ্রান্তদের রশি দীর্ঘ হয়ে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবকাশ দেয়া হয়, যে পর্যন্ত না কিয়ামাত সংঘটিত হয় অথবা তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا প্রকৃত পক্ষে কারা মন্দ লোক ছিল এবং কাদের সাথী দুর্বল ছিল, ঐ সময় তারা তা পূর্ণরূপে জানতে পারবে।

তারা যে দাবী করে যে, বিচার দিবসের পরেও তারা উত্তম বাসস্থান তথা সুরম্য প্রাসাদের অধিকারী হবে সেই বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের দাবী খন্ডন করছেন। মুশরিকরা দাবী করছে ঃ তারা যে আমল করছে এবং যে পথ অনুসরণ করছে তা'ই সঠিক সেই ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হল যে, তাদের ধারণা ভুল। তাদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৬)

তোমরা যাদেরকে বলছ যে, তারা ভুল পথে রয়েছে তাহলে তাদের সাথে একত্র হয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাও যে, আল্লাহ যেন তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দেন। তোমরা যদি সত্যিই সঠিক দীনের পথে থেকে থাক তাহলে এ দু'আ তোমাদের কোন ক্ষতির কারণ হবেনা। কেননা হক পথে থাকার জন্য তোমরাতো উত্তম বস্তু প্রাপ্ত হবে! কিন্তু আল্লাহ জানেন যে, তোমরা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। এ বিষয়ে সূরা বাকারাহর তাফসীরে (২ ঃ ৯৪) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া খৃষ্টানদের ব্যাপারেও সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে (৩ ঃ ৬১) আলোচিত হয়েছে। খৃষ্টানরা মিথ্যা দাবী করে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করে বলেন যে, ঈসা (আঃ) ছিলেন অন্যান্য মানুষের মত আল্লাহর একজন দাস বা বান্দা এবং আদমের (আঃ) মত সৃষ্টিধারার ব্যতিক্রম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ

অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল ঃ এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও তোমাদেরকে আহ্বান করি। অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১)

সূরা জুমু'আয় ইয়াহুদীদেরকে মুবাহালায় অবতীর্ণ হতে বলা হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

বল ঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ৬)

৭৬। এবং যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন এবং স্থায়ী সৎ কাজ তোমার রবের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।	٧٦. وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى ۗ وَٱلْبَـٰقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

সত্যাশ্রয়ী লোকদেরকেই সঠিক পথের সন্ধান দেয়া হয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ যেভাবে বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেইভাবে হিদায়াত প্রাপ্তদের হিদায়াত বাড়তে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪)

بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ এর পূর্ণ তাফসীর সূরা কাহফে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا এই স্থায়ী সৎ কাজ তোমার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

৭৭। তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান-	٧٧. أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ

مَالاً وَوَلَدًا	সন্ততি দেয়া হবেই।
٧٨. أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا	৭৮। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?
٧٩. كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا	৭৯। কখনই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।
٨٠. وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا	৮০। সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।

যে কাফিরেরা বলে, পরকালেও তাদেরকে সম্পদ এবং সন্তান দান করা হবে তাদের দাবীর খন্ডন

খাব্বাব ইব্ন আরত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইব্ন ওয়াইলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তাকে তাগাদা করতে গেলে সে বলে আমি তোমার ঋণ ঐ পর্যন্ত পরিশোধ করবনা, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ করবে। আমি বললাম ঃ আমিতো এই কুফরী ঐ পর্যন্ত করতে পারবনা যে পর্যন্ত না তুমি মরে গিয়ে পুনরুজ্জীবিত হও। ঐ কাফির তখন বলল ঃ ঠিক আছে, তাই হল। যখন আমি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হব তখন আমি মাল ও সন্তান সন্ততি অবশ্যই প্রাপ্ত হব। তখন তুমি এসো, তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিব। এ সময় أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৫/১১১, ফাতহুল বারী ৪/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৫৩) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, খাব্বাব ইব্ন আরত (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি মাক্কার

আস ইব্‌ন ওয়াইলের একটি তরবারী বানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আমি আমার পারিশ্রমিক আনার জন্য তার কাছে গিয়েছিলাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا এ আয়াতের ভাবার্থে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সম্পদ ও সন্তান প্রদান করা হবে এ কথা তারা কোত্থেকে জানতে পারল? তারা কি গাইবের খবর জানে যে জন্য তারা এতখানি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, ওগুলি তাদের প্রদান করা হবে? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঐ অহংকারীকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا তার পরকালের পরিণাম সম্পর্কে সে কি কোন সংবাদ রেখেছে? সে কি করুণাময় আল্লাহর নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? সে কি আল্লাহর একাত্মবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে যে, এ কারণে তার জান্নাতী হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে? এরপর মহান আল্লাহ তার কথাকে গুরুত্বের সাথে অস্বীকার করে বলেন ঃ

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا কখনই নয়! সে যা বলে এবং সে যা নিজের জন্য আশা করছে তা হবার নয়। সে যে কুফরীতে নিমজ্জিত আমি তা লিখে রাখব, তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। পরকালে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তিতো দূরের কথা, বরং তার দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও ছিনিয়ে নেয়া হবে। وَيَأْتِينَا فَرْدًا সে একাকী আমার কাছে হাযির হবে।

৮১। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়।	٨١. وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا
৮২। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।	٨٢. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

৮৩। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য।	٨٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا
৮৪। সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়া করনা; আমিতো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল।	٨٤. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

পূজারীদের দেবতারা তাদের পূজাকে অস্বীকার করবে

আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ তারা ধারণা করছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যে সব মা'বূদের তারা উপাসনা করছে তারা তাদের সম্মান এবং প্রতিপত্তির জন্য সহায়ক ও সাহায্যকারী হবে। ফলে তারা ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী হবে। কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষিতার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তারা এদের উপাসনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে এবং তাদের শত্রু হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬)

সেই দিন এই কাফিরেরা নিজেরাও আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সেই দিন ছিন্ন হয়ে যাবে। একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হবে। সাহায্য করাতো দূরের কথা, সেই দিন

তাদের মমত্ববোধও থাকবেনা। উপাস্যরা উপাসকদের জন্য এবং উপাসকরা উপাস্যদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে।

অবিশ্বাসী কাফিরদের উপরই শাইতানের প্রভাব রয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا হে নাবী! তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, তারা সব সময় তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উস্কানি দিচ্ছে। তাদেরকে তারা বিদ্রোহী ও উদ্ধত করে তুলছে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا তুমি তাদের বিষয়ে তাড়াহুড়া করনা এবং তাদের জন্য বদ দু'আ করনা। আমি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। তাদের পাপকাজ বৃদ্ধি পেতে থাকুক। তাদেরকে পাকড়াও করার দিন ও সময় আমি গণনা করে রেখেছি। যখন ঐ নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন আমি তাদেরকে পাকড়াও করব এবং কঠিন শাস্তি দিব। আমি যালিমদের কৃতকর্ম হতে উদাসীন নই। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

যালিমরা যা করছে তা থেকে তুমি আল্লাহকে উদাসীন ও অমনোযোগী মনে করনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًا

আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلْ تَمَتَّعُوا۟ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ আমি তাদের বছর, মাস, দিন এবং সময় গণনা করতে রয়েছি। নির্ধারিত সময় এলেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে।

৮৫। যেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদের সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত করব।	٨٥. يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا
৮৬। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।	٨٦. وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا
৮৭। যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবেনা।	٨٧. لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا

কিয়ামাত দিবসে মু'মিন ও কাফিরদের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সংযমী বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যারা ইহকালে আল্লাহকে ভয় করে চলে, নাবীগণের সত্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহর

আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে, পাপকাজ থেকে দূরে রয়েছে তারা আল্লাহর সামনে সম্মানিত মেহমানরূপে হাযির হবে। তারা জ্যোতির্ময় উষ্ট্রীর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আসবে এবং আল্লাহর অতিথিশালায় সম্মানের সাথে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর অবাধ্য পাপী ও রাসূলদের শত্রুদেরকে উল্টোমুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। (وِرْدًا) এর অর্থে 'আতা (রহঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, ঐ সময় সে পিপাসায় কাতর হয়ে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ

أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا

দু' দলের মধ্যে কোন্টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস হিসাবে কোন্টি উত্তম? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৩)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفْدًا এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আমর ইব্ন কায়িস (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন মারজুক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ মু'মিন তার কাবর হতে মুখ উঁচিয়ে দেখবে যে, তার সামনে একজন সুদর্শন লোক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র পোশাক পরিহিত হয়ে এবং সুগন্ধ ছড়িয়ে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করবে ঃ আপনি কে? উত্তরে সে বলবে ঃ আমাকে চিনতে পারছেননা? আমিতো আপনার সৎ আমলেরই দেহাকৃতি। আপনার আমল ছিল জ্যোতির্ময়, সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত যা আপনি আপনার কাঁধে বহন করে চলতেন। এবার আসুন, এখন আপনাকে আমি আমার কাঁধে উঠিয়ে স্বসম্মানে হাশরের মাঠে নিয়ে যাব। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তি সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট যাবে।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا এর বিপরীত পাপী লোকেরা উল্টোমুখে শৃংখলে অন্ধ অবস্থায় জন্তুর মত ধাক্কা খেয়ে জাহান্নামের নিকট একত্রিত হবে। ঐ সময় পিপাসায় তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হবে। لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী এবং তাদের পক্ষে একটা ভাল কথা উচ্চারণ করার কেহ থাকবেনা। মু'মিনরাতো একে অপরের জন্য সুপারিশ করবে। কিন্তু এই হতভাগারা এর থেকে বঞ্চিত থাকবে। তারা নিজেরাই বলবে ঃ

فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০০-১০১)

إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا তবে যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত। এটা 'ইসতিসনা মুনকাতা'। এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্যদান এবং ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করে, অন্যান্যদের ইবাদাত করা হতে বেঁচে থাকে, তাঁরই কাছে সাহায্যের আশা রাখে এবং তাঁরই কাছে সমস্ত আশা পূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রাখে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

৮৮। তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।	٨٨. وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا
৮৯। তোমরাতো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ।	٨٩. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا
৯০। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে -	٩٠. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا
৯১। যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে।	٩١. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا
৯২। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।	٩٢. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا
৯৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে।	٩٣. إِن كُلُّ مَن فِى

ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا	
٩٤. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا	৯৪। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন।
٩٥. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا	৯৫। এবং কিয়ামাত দিনে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।

আল্লাহর সন্তান সম্পর্কে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান

এই পবিত্র সূরার প্রথমে এ কথার প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা। তাঁকে আল্লাহ তা‘আলা পিতা ছাড়াই নিজের হুকুমে মারইয়ামের (আঃ) গর্ভে জন্মগ্রহণ করান। এ জন্য একদল লোক তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা‘আলা এর থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। তাদের উক্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, شَيْئًا إِدًّا এটা বড়ই অন্যায় কথা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) إِدًّا শব্দের অর্থ করেছেন عَظِيْمًا অর্থাৎ ভয়ংকর। এটাকে إِدًّا – أَدًّا এবং آدًّا এই তিন রূপেই পড়া হয়েছে। কিন্তু إِدًّا পঠনই বেশি প্রসিদ্ধ।

أَن .تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا তাদের এই কথাটি এতই জঘন্য ও অপ্রীতিকর যেন অকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়বে এবং পর্বতরাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা‘আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝে। তারা

তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী। তারা জানে যে, এ দুষ্ট ও নির্বোধ লোকেরা আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ আরোপ করছে। তাঁর পিতামাতা নেই, স্ত্রী নেই, সন্তান-সন্ততি নেই, কোন অংশীদার নেই, কোন পীর নেই এবং সমতুল্যও কেহ নেই। তিনি একক, স্বয়ং সম্পূর্ণ, সমস্ত সৃষ্টি জগত তাঁর মুখাপেক্ষী।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রমাণ পেশ করছে। শির্ককারীদের শির্কের কারণে একমাত্র মানুষ ও জিন ব্যতীত আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বতসহ সমস্ত মাখলূক প্রকম্পিত হচ্ছে।

নিশ্চয়ই মানুষ এবং জিন জাতি ছাড়া ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলে যা কিছু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, এমন কি পাহাড় পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয়ে কেঁপে উঠে। আল্লাহর মহানত্ম ও বড়ত্বের কারণে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করার ব্যাপারে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া মনে করে। আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে মূর্তি পূজকরা দুনিয়ায় কোন ভাল কাজ করলেও আখিরাতে কোন প্রতিদান পাবেনা। আমরা আশা করি যে, যারা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস করে ইবাদাতের মাধ্যমে তাঁর কাছে যাঞ্চা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* এর শাহাদাত পাঠ করাতে থাক। কেননা যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় এটি পাঠ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় এটা পাঠ করবে (তার হুকুম কি?) তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটাতো (জান্নাত) আরও বেশি ওয়াজিবকারী, এটাতো (জান্নাত) আরও বেশি ওয়াজিবকারী। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যমীন ও আসমান এবং এতদুভয়ের মাঝের সমস্ত কিছু এবং নিম্নের সমস্ত জিনিস যদি মীযানের এক পাল্লায় রাখা হয় এবং *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* এর শাহাদাত অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে এই শাহাদাতের ওযনই ভারী হবে। (তাবারী ১৮/২৫৮) এর আরও দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যাতে তাওহীদের একটি ক্ষুদ্র খন্ড পাপরাশির বড় বড় দফতরের চেয়ে ভারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী ৭/৩৩০)

সুতরাং তাদের 'আল্লাহর সন্তান আছে' এই উক্তিটি এত বড় অন্যায় যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের কারণে আকাশ যেন কেঁপে ওঠে এবং যমীন যেন ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আর পাহাড় যেন চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে পড়বে।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কষ্টদায়ক কথায় আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক ধৈর্য ধারণকারী আর কেহ নেই। মানুষ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর জন্য সন্তান নির্ধারণ করে, অথচ তিনি তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করেন এবং আহার্য প্রদান করেন। তাদের থেকে তিনি বিপদাপদ দূর করেন। (আহমাদ ৪/৪০৫, ফাতহুল বারী ১০/৫২৭, মুসলিম ৪/২১৬০)

وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অস্বস্তিবোধ মোটেই শোভনীয় নয়। কারণ সমস্ত সৃষ্টিজীব তাঁরই দাসত্ব করছে। তাঁর সঙ্গী সাথী বা তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا যমীন ও আসমানে যত কিছু রয়েছে সবাই তাঁর আদেশাধীন ও তাঁর অনুগত দাস। তিনি সবারই রাব্ব এবং রক্ষক। সবারই গণনা তাঁর কাছে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সবাইকে পরিবেষ্টন করে আছে। সবাই তাঁর ক্ষমতার আওতার মধ্যে রয়েছে। সমস্ত পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় এবং ভাল ও মন্দের খবর তিনি রাখেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে। তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই, তাঁর সঙ্গী ও অংশীদার নেই।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا প্রত্যেকে বন্ধু বান্ধব ও সহায়হীন অবস্থায় কিয়ামাতের দিন তাঁর সামনে হাযির হবে। সমস্ত মাখলূকের ফাইসালা তাঁরই হাতে। তিনি এক ও অংশীবিহীন। সবারই ফাইসালা তিনিই করবেন। তিনি যা চাবেন তাই করবেন। তিনি ন্যায় বিচারক, অত্যাচারী নন। কারও অণু পরিমান হকও নষ্ট করা তাঁর নীতির পরিপন্থী।

৯৬। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।	٩٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَيَجْعَلُ

লَهُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وُدًّا	
٩٧. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا	৯৭। আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।
٩٨. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا.	৯৮। তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা একাত্মবাদে বিশ্বাসী এবং যাদের আমলে সুন্নাতের নূর রয়েছে, তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। যেমন আবূ হুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈলও (আঃ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আকাশে ঘোষণা করে দেন ঃ আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন সমস্ত আকাশবাসী তাকে ভালবাসে। তারপর দুনিয়াবাসীর অন্তরে তার কবূলিয়ত রেখে দেয়া হয়। আর যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করছি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশবাসীর নিকট এই ঘোষণা করেন

যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে দুশমন মনে কর। তখন আকাশবাসীর সবাই তাকে ঘৃণা করে। তারপর পৃথিবীতে তার জন্য মানুষের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। (আহমাদ ২/৪১৩, ৫১৪, ফাতহুল বারী ১/৪৭৬, মুসলিম ৪/২০৩০)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেন ঃ অবশ্যই আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাস। জিবরাঈল (আঃ) তখন আকাশমন্ডলীর সকলকে ডেকে জানিয়ে দেন, ফলে পৃথিবীতে তার জন্য ভালবাসার বান বর্ষিত হতে থাকে। ইহাই হল আল্লাহ তা'আলার إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا এ আয়াতের মর্মার্থ। (আবদুর রায্‌যাক ১০/৪৫০, মুসলিম ৪/১০৩১, তিরমিযী ৮/৬০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সুসংবাদ দান এবং সতর্ক করার উদ্দেশে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ আমি এই কুরআনকে তোমার ভাষায় অর্থাৎ আরাবী ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। এই ভাষা বাকরীতি ও বাক্যালংকারের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ভাষা। হে নাবী! এই কুরআনকে আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করার কারণ এই যে, তুমি যেন আল্লাহভীরু ও ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহর সুসংবাদ শুনিয়ে দিতে পার। وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا আর যারা বিতন্ডা প্রবণ ও সত্য থেকে বিমুখ তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও এবং তাঁর শাস্তি থেকে সতর্ক করতে পার। যেমন কুরাইশ কাফিরদের ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নাবীগণকে অস্বীকার করেছিল, তুমি তাদের কেহকে দেখতে পাও কি? অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি! অর্থাৎ তাদের কেহই অবশিষ্ট নেই, সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا তুমি কি তাদের কেহকে দেখতে পাচ্ছ অথবা তাদের থেকে সামান্যতম ফিসফিস শব্দও শুনতে পাচ্ছ? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, رِكْزٌ এর অর্থ হচ্ছে শব্দ। (তাবারী ১৮/২৬৫) হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তোমরা কি নিজেদের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছ অথবা কান দিয়ে কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ? (তাবারী ১৮/২৬৫)

সূরা মারইয়ামের তাফসীর সমাপ্ত।

Contents

সূরা ২০ তা-হা, মাক্কী
٢٠ – سورة طه، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ১৩৫, রুকু ৮

(اٰيَاتُهَا : ١٣٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٨)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. طه	১। তা-হা
٢. مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ	২। তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।
٣. إِلَّا تَذۡكِرَةً لِّمَن يَخۡشَىٰ	৩। বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশার্থে -
٤. تَنزِيلاً مِّمَّنۡ خَلَقَ ٱلۡأَرۡضَ وَٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلۡعُلَى	৪। যিনি সমুচ্চ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এটা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ।
٥. ٱلرَّحۡمَـٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ	৫। দয়াময় আরশে সমাসীন।
٦. لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ	৬। যা আছে আকাশ-মন্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।

৭। তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা'ই বল তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।	٧. وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى
৮। আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।	٨. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

কুরআন হল আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ও উপদেশ

সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে হুরুফে মুকাত্তাআর পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

যুবাইর (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন কুরআনুল হাকীমের উপর আমল শুরু করেন তখন মুশরিকরা বলতে থাকে ঃ কুরআন নাযিলের মাধ্যমে এই লোকগুলিতো বেশ কষ্টে পড়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। (কুরতুবী ১১/১৬৭) আল্লাহ তা'আলা তাদের জানিয়ে দেন যে, কুরআন মানুষকে কষ্ট ও বিপদে ফেলার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং ইহা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। ইহা আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান। যে ইহা লাভ করেছে সে খুব বড় সম্পদ লাভ করেছে। যেমন মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে তিনি ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। (ফাতহুল বারী ১/১৯৭, মুসলিম ২/৭১৯)

প্রথম দিকে লোকেরা আল্লাহর ইবাদাত করার সময় নিজেদেরকে রশিতে বেধে নিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে তাদের বলেন ঃ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى এই কুরআন তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চায়না। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

অতএব কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০) এ কুরআন ক্লেশ ও কষ্টদায়ক জিনিস নয়। বরং ইহা হচ্ছে করুণা, জ্যোতি, দলীল এবং জান্নাত প্রাপ্তির পথনির্দেশ। إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى এই কুরআন হচ্ছে সৎ ও আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ, হিদায়াত ও রাহমাত। ইহা শ্রবণ করে আল্লাহ তা'আলার সৎ বান্দারা হারাম-হালাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ফলে তাদের উভয় জগত সুখময় হয়।

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى হে নাবী! এই কুরআন তোমার রবের কালাম, ইহা তাঁরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, আহারদাতা এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান; যিনি যমীনকে নীচু ও ঘন করেছেন এবং আকাশকে করেছেন উঁচু ও সূক্ষ্ম।

জামে তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রত্যেক আকাশের পুরুত্ব হচ্ছে পাঁচ শ' বছরের পথ। আর এক আকাশ হতে অপর আকাশের ব্যবধান হল পাঁচ শ' বছরের পথ। (তিরমিযী ৯/১৮৫)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন। এর পূর্ণ তাফসীর সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলনা। নিরাপত্তাপূর্ণ পন্থা এটাই যে, আয়াত ও হাদীসসমূহের সিফাতকে পূর্ব যুগীয় বিজ্ঞজনদের নীতি অনুসারেই ওগুলির বাহ্যিক শব্দ হিসাবেই মানতে হবে। এর কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পুর্নলিখন করা চলবেনা।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى সমস্ত কিছু আল্লাহ তা'আলার অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দখল, চাহিদা ও ইচ্ছাধীন। তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, উপাস্য ও পালনকর্তা। তাঁর কর্তৃত্বে কারও কোন প্রকারের কোন অংশ নেই। সপ্ত যমীনের নীচেও যা আছে তারও মালিক তিনিই। আল্লাহ তিনি যিনি কুরআন নাযিল করেছেন। উঁচু আসমান এবং পৃথিবী তাঁরই সৃষ্টি।

وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ তিনি প্রকাশ্য, গোপনীয়, উঁচু, নীচু, ছোট ও বড় সব কিছুই জানেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Contents

বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বানী আদম যা কিছু গোপন করে এবং তার উপর যা কিছু গোপন রয়েছে, তা সবই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রকাশমান। তার আমলকে তার জানার পূর্বেও আল্লাহ জানেন। সমস্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ মাখলূক সম্পর্কে জ্ঞান তাঁর কাছে এমনই যেমন একজন লোকের সম্পর্কে জ্ঞান। সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি এবং তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাও তাঁর কাছে একটি মানুষ সৃষ্টি করার মত।

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকামন, ৩১ ঃ ২৮)

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى বর্তমান কৃত-কর্ম এবং যে আমল সে পরে করবে তাও তাঁর কাছে প্রকাশমান। اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى তিনি সত্য ও একমাত্র যোগ্য উপাস্য। সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই জন্য। সূরা আ'রাফের তাফসীরের শেষে اَسْمَاء حُسْنَى সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহরই জন্য।

৯। মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?	٩. وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ
১০। সে যখন আগুন দেখল তখন তার পরিবারবর্গকে বলল ঃ তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখেছি; সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা ওর নিকটে কোন পথ প্রদর্শক পাব।	١٠. إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى

মূসার (আঃ) নাবুওয়াতের আলোচনা

এখান থেকে মূসার (আঃ) ঘটনা শুরু হচ্ছে। তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এটা হল ঐ সময়ের ঘটনা যখন তিনি সেই সময়কাল পূর্ণ করেছিলেন যা তাঁর এবং তাঁর শ্বশুর (শুআইব (আঃ) এর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে দশ বছরেরও বেশি সময় পরে নিজের দেশ মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। শীতের রাত ছিল এবং তাঁরা পথও ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা পাহাড়সমূহের মধ্যস্থলে ছিলেন। অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। আকাশে মেঘও ছিল। কুয়াশা এবং তুষারপাত হচ্ছিল। তিনি পাথরের দ্বারা আগুন ধরানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই আগুন বের হলনা। এমনকি পাথরের ঘর্ষণে স্ফুলিংও হচ্ছিলনা। তিনি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করলেন। ডান দিকের পাহাড়ের উপর তিনি কিছু আগুন দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই আমি সেখানে যাচ্ছি এবং আগুনের কিছু অঙ্গার নিয়ে আসছি, যাতে আগুন পোহাতে পার এবং কিছু আলোরও কাজ দিতে পারে। আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, সেখানে কোন মানুষকে পাওয়া যাবে যে আমাদেরকে পথ বাতলে দিবে। মোট কথা, পথের ঠিকানা অথবা আগুন পাওয়া যাবেই। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى *অথবা ওর নিকটে কোন পথ প্রদর্শক পাব*। অর্থাৎ কেহ হয়ত আছে যে পথ দেখাতে পারে? এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ আয়াত সম্পর্কে শাউরী (রহঃ) আবূ সাঈদ আল আওয়ার (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তখন ছিল প্রচন্ড ঠান্ডা। তদুপরি তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন আগুন দেখতে পেলেন তখন তাদের লোকদেরকে বললেন ঃ ওখানে গিয়ে হয়ত কারও সাক্ষাত পাব যে আমাদেরকে পথের খোঁজ-খবর দিতে পারবে। আর তা যদি না'ও হয় তাহলে অন্ততঃ তোমাদের জন্য কিছু আগুন সংগ্রহ করে আনতে পারব যার মাধ্যমে তোমরা শীত নিবারণ করতে পারবে। (তাবারী ১৮/২৭৭)

১১। অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এলো তখন আহ্বান করে বলা হল ঃ হে মূসা!	١١. فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ يَٰمُوسَىٰٓ
১২। আমিই তোমার রাব্ব। অতএব তোমার জুতা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র তূওয়া উপত্যকায় রয়েছ।	١٢. إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى
১৩। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা অহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।	١٣. وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰٓ
১৪। আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।	١٤. إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ
১৫। কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।	١٥. إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخۡفِيهَا لِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا تَسۡعَىٰ
১৬। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাত বিশ্বাস করেনা এবং নিজ	١٦. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنۡهَا مَن لَّا

يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَتَرْدَىٰ	প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে প্রবৃত্ত না করে, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

মূসার (আঃ) প্রতি প্রথম অহী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ মূসা যখন আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন ঐ বারাকাতময় মাঠের ডান দিকের গাছগুলির নিকট থেকে শব্দ এলো ঃ হে মূসা! আমি তোমার রাব্ব। তুমি তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

نُودِىَ مِن شَٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ

উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল ঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩০) আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ), আবূ যার (রাঃ), আবূ আইউব (রাঃ) প্রমুখ এবং অন্যান্য সালাফগণ বলেছেন যে, তাঁকে জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়ার কারণ হয়ত এই যে, তাঁর ঐ জুতা গাধার চামড়া দ্বারা নির্মিত ছিল যা যবাহ করা হয়নি, কিংবা হয়ত ঐ স্থানের সম্মানের কারণেই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৮/২৭৮) ঐ উপত্যকার নাম ছিল তুওয়া। কিংবা ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তুমি তোমার পা এই যমীনের সাথে মিলিয়ে নাও। অথবা ভাবার্থ হল, এই যমীনকে কয়েকবার পবিত্র করা হয়েছে এবং তাতে বারাকাত পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে বারবার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى

যখন তার রাব্ব পবিত্র 'তূওয়া' প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ আমি তোমাকে (রাসূলরূপে) মনোনীত করেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي

আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৪) অর্থাৎ ঐ সময়ের সমস্ত লোকের উপর আমি তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাকে সমস্ত মানুষের উপর মর্যাদা দান করে তোমার সাথে আমি যে কথা বলেছি এর কারণ তুমি জান কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! এর কারণতো আমার জানা নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন ঃ এর কারণ এই যে, তোমার মত কেহ আমার দিকে বিনয়ে ঝুঁকে পড়েনি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى যা অহী প্রেরণ করা হচ্ছে, তুমি তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর ঃ আমিই তোমার মা'বূদ, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। এটাই হল তোমার প্রথম কর্তব্য যে, তুমি শুধু আমারই ইবাদাত করবে; আর কারও কোন প্রকারের ইবাদাত করবেনা।

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর। আমাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা হল এটাই। অথবা এর ভাবার্থ হবে ঃ যখন আমাকে স্মরণ হবে তখন সালাত কায়েম কর। যেমন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যদি কারও ঘুম এসে যায় অথবা ভুলে যায় তাহলে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন সালাত আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার স্মরণে তোমরা সালাত কায়েম কর। (আহমাদ ৩/১৮৪)

আনাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্তে *সালাত আদায় করার পূর্বে* ঘুমিয়ে যায় অথবা ভুলে যায় সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেয়। তার কাফফারা এটা ছাড়া আর কিছুই নয়। (ফাতহুল বারী ২/৮৪, মুসলিম ১/৪৭৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। এক কিরাআতে اُخْفِيْهَا এর পরে مِنْ نَفْسِي শব্দও রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার সত্তা হতে কোন কিছু গোপন নেই। সুতরাং অর্থ হবে ঃ এর জ্ঞান আমি আমা ছাড়া আর কেহকেও প্রদান করবনা। অতএব সারা ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেহ নেই যার কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় জানা আছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য এ জ্ঞান বহন করা অতি ভারী, এটা বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى সেইদিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযালাহ, ৯৯ ঃ ৭-৮)

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৬) তা অণু পরিমাণ সাওয়াবই হোক অথবা পাপই হোক। ঐ দিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে।

فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাতে বিশ্বাস করেনা এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে কিয়ামাতে বিশ্বাস স্থাপন হতে নিবৃত্ত না করে। যদি সে তোমাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয় তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বার্তা সকলের জন্য, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। যারা মেনে নিবেনা তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ

এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১১)

১৭। হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?	١٧. وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ
১৮। সে বলল ঃ এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।	١٨. قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيۡهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخۡرَىٰ
১৯। (আল্লাহ) বললেন ঃ হে মূসা! তুমি ওটা নিক্ষেপ কর।	١٩. قَالَ أَلۡقِهَا يَـٰمُوسَىٰ
২০। অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।	٢٠. فَأَلۡقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسۡعَىٰ
২১। তিনি বললেন ঃ তুমি একে ধর। ভয় করনা, আমি একে এর পূর্ব রূপে ফিরিয়ে দিব।	٢١. قَالَ خُذۡهَا وَلَا تَخَفۡۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلۡأُولَىٰ

মূসার (আঃ) লাঠি সাপে রূপান্তরিত হল

এখানে মূসার (আঃ) একটি খুবই বড় ও স্পষ্ট মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া অসম্ভব এবং যা নাবী ছাড়া অন্য কারও হতে সম্ভব নয়। তূর পাহাড়ের উপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ঃ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? মূসার (আঃ) ভয় ভীতি দূর করার জন্যই

তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা ছিল আলোচনামূলক প্রশ্ন। অর্থাৎ তোমার হাতে লাঠিই আছে। এটা যে কি তা তুমি ভাল রূপেই জান। এখন এটা যা হতে যাচ্ছে তা তুমি দেখে নাও। এই প্রশ্নের জবাবে মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) বললেন ঃ

عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي এটি আমার লাঠি, এর উপর আমি ভর দিয়ে দাঁড়াই। অর্থাৎ চলার সময় এটা আমার সহায়ক রূপে কাজে লাগে। এর দ্বারা আমি আমার বকরীর জন্য গাছ হতে পাতা ঝরিয়ে থাকি। আবদুর রাহমান ইবনুল কাশিম (রহঃ) ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরূপ লাঠিতে কিছু লোহার আংটা লাগানো থাকে। এর ফলে গাছের পাতা ও ফল সহজে আহরণ করা যায় এবং লাঠিও ভাঙ্গেনা। তিনি বললেন যে, ঐ লাঠি দ্বারা তিনি আরও অনেক উপকার লাভ করে থাকেন। এই উপকারসমূহের বর্ণনায় কেহ কেহ এও বলেছেন যে, ঐ লাঠিটিই রাতে উজ্জ্বল প্রদীপরূপে তাঁর বকরীগুলি পাহারা দিত। ওটা তাঁবুর মত তাঁকে ছায়া দিত, ইত্যাদি বহু উপকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এগুলো বানী ইসরাঈলের বানানো কাহিনী।

আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ওটাকে যমীনে নিক্ষেপ কর। যমীনে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র লাঠিটি বিরাট অজগর সাপে পরিণত হয় এবং এদিক ওদিক চলতে শুরু করে। ইতোপূর্বে এত ভয়াবহ অজগর সাপ কেহ কখনও দেখেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى *অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল*। অর্থাৎ মূসার (আঃ) নিচে ফেলে দেয়া লাঠিটি এক ভয়ংকর অজগর সাপে রূপান্তরিত হল এবং দ্রুত এদিক ওদিক চলতে লাগল। ছোট ছোট সাপ যেমন খুব দ্রুত চলাচল করে, অনুরূপ ঐ বৃহৎ অজগরটিও ছুটাছুটি করছিল। এ অবস্থা দেখা মাত্রই মূসা (আঃ) পিছন ফিরে পালাতে শুরু করেন। শব্দ আসে ঃ হে মূসা! ওটা ধরে নাও। কিন্তু তাঁর সাহস হলনা। আবার আওয়াজ আসে ঃ

وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى হে মূসা! ভয় করনা, ধরে ফেল। আমি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিব, যে অবস্থায় ওটার সাথে তুমি পরিচিত ছিলে।

২২। এবং তুমি হাত বগলে রাখ, ওটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ।	٢٢. وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ

غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ	
٢٣. لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَى	২৩। এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।
٢٤. ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ	২৪। ফির‘আউনের নিকট যাও, সে সীমা লংঘন করেছে।
٢٥. قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى	২৫। মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন,
٢٦. وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى	২৬। আমার কাজকে সহজ করে দিন,
٢٧. وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى	২৭। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন,
٢٨. يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى	২৮। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।
٢٩. وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى	২৯। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে।
٣٠. هَـٰرُونَ أَخِى	৩০। আমার ভাই হারূন -
٣١. ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى	৩১। তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন।
٣٢. وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى	৩২। এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন।

٣٣. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا	৩৩। যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি প্রচুর।
٣٤. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا	৩৪। এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক।
٣٥. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا	৩৫। আপনিতো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।

মূসার (আঃ) হাত জ্যোর্তিময় হল

মূসাকে (আঃ) দ্বিতীয় মু'জিযা দেয়া হচ্ছে। তাঁকে বলা হচ্ছে ঃ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ তোমার হাতটি বগলে রেখে তা আবার বের করে নাও।

تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ *ওটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে।* অর্থাৎ না তাঁর হাত শ্বেতী কিংবা শ্বেতকুষ্ঠ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, আর না অন্য কোন রোগের কারণে তাঁর হাতটি রোগাক্রান্ত হয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৮/২৯৭, ২৯৮) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ মূসা (আঃ) তাঁর হাত বগলের নিচ থেকে বের করার পর আল্লাহর ইচ্ছায় তা থেকে এত আলো বের হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল একটি বাতি। এই নিদর্শনসমূহ দেখতে পাবার পর মূসার (আঃ) মনে দৃঢ়তা এলো যে, তিনি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন। (তাবারী ১৮/২৯৮) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এর পর বলেন ঃ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى *এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।* অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ

তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ওটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। এ দু'টি তোমার রাব্ব প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩২) অতঃপর মূসা (আঃ) যখন বগলে হাত রেখে তা আবার বের করেন তখন দেখা গেল যে, প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঝকমকে হয়ে গেছে। এর ফলে তিনি যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলছেন এই বিশ্বাস তাঁর আরও বৃদ্ধি পেল। এ দু'টি মু'জিযা তাঁকে এখানে প্রদানের কারণ এই যে, তিনি যেন আল্লাহর নিদর্শনগুলি দেখে তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى তুমি মিসরের বাদশাহ ফির'আউনের কাছে চলে যাও, যার কাছ থেকে এক সময় পালিয়ে এসেছিলে। তুমি তাকে আমার ইবাদাত করার দাওয়াত দাও, যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। তাকে আরও বল যে, সে যেন বানী ইসরাঈলের সাথে সদয় ব্যবহার করে এবং তাদেরকে অত্যাচার/কষ্ট না দেয়। নিশ্চয়ই সে অনেক যুল্ম করছে এবং আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

আল্লাহর কাছে মূসার (আঃ) প্রার্থনা

মূসা (আঃ) তাঁর শৈশবকাল ফির'আউনের বাড়ীতেই কাটিয়েছিলেন, এমনকি তার ক্রোড়েই শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন। যৌবন পর্যন্ত মিসর রাজ্যে, প্রাসাদেই অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাঁর অনিচ্ছায়ই একজন কিবতী তাঁর হাতে মৃত্যু বরণ করে। ফলে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন। তখন থেকে তাঁর তূর পাহাড়ে আগমন পর্যন্ত তিনি আর মিসরের মুখ দেখেননি। ফির'আউন একজন দুশ্চরিত্র ও কঠোর হৃদয়ের লোক ছিল। গর্ব ও অহংকার তার এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কে আল্লাহ তা সে বুঝতইনা। নিজের প্রজাদেরকে সে বলে দিয়েছিল ঃ তোমাদের ইলাহ আমিই। ধন সম্পদে, সৈন্য সামন্তে এবং আড়ম্বর ও জাঁকজমকে সারা দুনিয়ায় তার সমতুল্য আর কেহই ছিলনা। তাকে হিদায়াত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিলেন তখন তিনি তাঁর নিকট প্রার্থনা জানালেন ঃ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي হে আল্লাহ! আপনি আমার বক্ষ খুলে দিন এবং আমার কাজকে সহজ করুন। আপনি আমাকে সাহায্য না করলে এত বড় কঠিন কাজের দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা।

يَفْقَهُوا قَوْلِي.وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। শৈশবে তাঁর সামনে খেজুর ও আগুনের অঙ্গার রাখা হয়েছিল। তিনি অঙ্গার উঠিয়ে মুখে পুরেছিলেন, ফলে তাঁর জিহ্বায় জড়তা এসে গিয়েছিল। তাই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। এটা মূসার (আঃ) ভদ্রতার পরিচয় যে, তিনি জিহ্বা সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাননি, বরং এই আবেদন করেছেন, যেন জিহ্বার জড়তা দূর হয় যাতে লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। নাবীগণ (আঃ) শুধুমাত্র প্রয়োজন পূরা করার জন্যই প্রার্থনা করে থাকেন। এর বেশীর জন্য তাঁরা আবেদন জানাননা। তাই মূসার (আঃ) জিহ্বায় কিছুটা জড়তা থেকে গিয়েছিল। যেমন ফির‘আউন বলেছিল ঃ

أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

আমি কি শ্রেষ্ঠ নই এই ব্যক্তি হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫২)

এরপর মূসা (আঃ) প্রার্থনা করেন ঃ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي আমার প্রকাশ্য সাহায্যকারী হিসাবে আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করুন, অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে (আঃ) আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দিন এবং তাঁকে নাবুওয়াত দান করুন। এখানেও লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কোন কিছু যাঞ্চা করছেননা। বরং দীনী কাজের সুবিধার লক্ষ্যে তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) সাহায্যকারী করার প্রার্থনা করেন। আশ শাউরী (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, তখনই হারূনকে (আঃ) মূসার (আঃ) সাথে নাবুওয়াত দান করা হয়। (দুররুল মানসুর ৫/৫৬৭)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার আয়িশা (রাঃ) উমরাহ করার উদ্দেশে গমন করেন। তিনি এক বেদুঈনের লোকালয়ে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় তিনি শুনতে পান যে, একজন লোক প্রশ্ন করছে ঃ দুনিয়ায় কোন ভাই তার নিজের ভাইকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত করেছিলেন? তার এই প্রশ্ন শুনে সবাই নীরব হয়ে যায় এবং বলে ঃ আমাদের এটা জানা নেই। ঐ লোকটি তখন বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমি ওটা জানি। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম ঃ এ লোকটিতো বৃথা সাহসিকতা প্রদর্শন করছে, ইনশাআল্লাহ না বলেই

শপথ করে বসেছে! জনগণ তখন তাকে বলল ঃ আচ্ছা, তুমি বল দেখি? সে উত্তরে বলল ঃ তিনি হলেন মূসা (আঃ), তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে তাঁর ভাই হারূনের (আঃ) নাবুওয়াতের মঞ্জুরী নিয়ে নেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নিজেও তার এই জবাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই এবং মনে মনে বলি যে, লোকটিতো সত্য কথাই বলেছে। বাস্তবিকই মূসা (আঃ) অপেক্ষা কোন ভাই তার ভাইকে বেশি উপকার করতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন ঃ

وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

মূসা আল্লাহর কাছে বড়ই মর্যাদাবান ছিলেন। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৯)

মূসা (আঃ) আরও প্রার্থনা করেন ঃ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا এই প্রার্থনার কারণ বলতে গিয়ে মূসা (আঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় হবে। তিনি আমার কাজে সহায়ক ও অংশীদার হিসাবে থাকবেন যাতে আমরা আপনার অনেক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং আপনাকে অধিক স্মরণ করতে পারি।

মূসা (আঃ) বলেন ঃ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا হে আল্লাহ! আপনিতো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। এটা আমাদের প্রতি আপনার করুণা যে, আমাদেরকে আপনি নাবীরূপে মনোনীত করেছেন এবং আপনার শত্রু ফির'আউনকে হিদায়াত করার জন্য আমাদেরকে তার নিকট পাঠিয়েছেন। আমরা আপনারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই বটে। আমাদের উপর আপনার যে নি'আমাতরাজি রয়েছে এ জন্য আমরা আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

৩৬। তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।	٣٦. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ
৩৭। এবং আমিতো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।	٣٧. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ

৩৮। যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা এখানে বর্ণিত হচ্ছে -	٣٨. إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ
৩৯। যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা নদীতে ভাসিয়ে দাও যাতে নদী ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে; আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও।	٣٩. أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ
৪০। যখন তোমার বোন এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কে এই শিশুর দায়িত্ব নিবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর	٤٠. إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ

মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে। হে মূসা! এরপরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে।	مَدۡيَنَ ثُمَّ جِئۡتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَـٰمُوسَىٰ

আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁকে পূর্বে দেয়া অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন

মূসার (আঃ) সমস্ত প্রার্থনা কবূল হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। এই অনুগ্রহের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা আরও একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে ঐ ঘটনাটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ হে মূসা! আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা নির্দেশ দেয়ার ছিল। তুমি ছিলে ঐ সময় দুগ্ধপোষ্য শিশু। তোমার মা ফির'আউন ও তার লোক-লস্করকে ভয় করছিল। কেননা ঐ বছর তারা বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করছিল। ঐ ভয়ে সে সদা প্রকম্পিতা হচ্ছিল। তখন আমি তার কাছে অহী করলাম (ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিলাম) ঃ একটি সিন্দুক নির্মাণ কর। দুধপান করিয়ে শিশুকে ঐ সিন্দুকে রেখে দাও এবং নীল নদে ওটাকে ভাসিয়ে দাও। তোমার মা তা'ই করে। সে তাতে একটি রশি বেঁধে রাখত যার মাথাটি ঘরের সাথে বেঁধে দিত। একদা রজ্জুটি সে সিন্দুকে বাঁধতে ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তা তার হাত থেকে ছুটে যায়। ফলে ঢেউ এর দোলায় সিন্দুকটি ভেসে চলে যায়। এতে তোমার মা কিংকর্তব্যবিমুঢ়া হয়ে পড়ে।

وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتۡ لَتُبۡدِى بِهِۦ لَوۡلَآ أَن رَّبَطۡنَا عَلَىٰ قَلۡبِهَا

মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল; যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয়তো প্রকাশ করেই দিত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১০) সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলতে থাকে।

فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُوًّا وَحَزَنًا

অতঃপর ফির‘আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণামতো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮) ফির‘আউন যে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাচ্ছিল তা তার সামনেই এসে পড়ে। যার জীবন প্রদীপ সুরক্ষা করার লক্ষ্যে নিস্পাপ শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছিল, সেই শিশু তারই তেলে তারই বাড়িতে জ্বলে উঠল। আল্লাহর ইচ্ছা বিনা বাধায় পূর্ণ হতে চলল। ফির‘আউনের শত্রু তারই বিছানায় তারই তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে লাগল। তার স্ত্রী যখন শিশুকে দেখলেন তখন তার শিরায় শিরায় শিশুর প্রতি ভালবাসা জেগে উঠল। তাঁকে তিনি লালন পালন করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে নয়নের মনি মনে করলেন। অত্যন্ত আদরের সাথে তাঁকে তিনি প্রতিপালন করতে থাকলেন। শাহী দরবারই হয়ে গেল তাঁর অবস্থান স্থল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম। ফির‘আউন তোমার শত্রু হলেও আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে কে? তোমার প্রতি ভালবাসা শুধু ফির‘আউনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলনা, বরং যে দেখে সে’ই তোমাকে ভালবাসতে থাকে। **وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي** এটা এ জন্যই ছিল যে, তোমার প্রতিপালন যেন আমার চোখের সামনে হয়। তুমি যেন শাহী খাবার খেতে থাক এবং মর্যাদার সাথে অবস্থান কর।

ফির‘আউনের লোকেরা সিন্দুকটি উঠিয়ে নিল। তারা সেটা খুলে দেখল, শিশুকে পেল এবং লালন পালন করার ইচ্ছা করল। কিন্তু তিনি কারও দুধ পান করলেননা। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ

পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১২) তাঁর বোন সিন্দুকটি দেখতে দেখতে নদীর তীর ধরে আসছিল। সেও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। সে বলে উঠল ঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ

তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১২)

অর্থাৎ আপনারা যদি এই শিশুটিকে প্রতিপালনের ইচ্ছা করেন এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক দেন তাহলে আমি একটি পরিবারের কথা আপনাদেরকে বলতে পারি যারা একে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন পালন করবে এবং চরম হিতাকাংখী হবে। সবাই বলে উঠল ঃ আমরা সম্মত আছি। তাঁর বোন তখন তাঁকে নিয়ে মায়ের নিকট গেল এবং তাঁর কোলে রেখে দিল। মায়ের কোলে রাখা মাত্রই তিনি দুধ পান করতে শুরু করলেন। এতে ফির'আউন ও তার লোকজনের খুশির কোন সীমা থাকলনা।

তাঁর মায়ের জন্য বেতন নির্ধারিত হল। তিনি নিজের ছেলেকে দুধও পান করাতে থাকলেন; আবার বেতন, ও মানসিক প্রশান্তিও লাভ করলেন। আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা! মূসার (আঃ) মা দুনিয়াও পেলেন, দীনও পেলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ এটাও আমারই একটি অনুগ্রহ যে, আমি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যাতে তার চোখ ঠান্ডা হয় ও দুঃখ দূর হয়।

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ অতঃপর তোমার হাতে একজন ফির'আউনী কিবতী নিহত হয়। তখনও আমি তোমাকে রক্ষা করেছিলাম। ফির'আউনের লোকেরা তোমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং গুপ্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ঐ সময় আমি তোমাকে মুক্তি দান করি এবং তুমি ওখান হতে পালিয়ে যাও। মাদইয়ানের কুপের কাছে গিয়ে তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সেখানে আমার এক সৎ বান্দা তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করে ঃ

لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

ভয় করনা, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৫)

৪১। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।	٤١. وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى
৪২। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা	٤٢. ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ

শুরু কর এবং আমার স্মরণে তোমরা উভয়ে শৈথিল্য করনা।	بِـَٔايَـٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى
৪৩। তোমরা উভয়ে ফির‘আউনের নিকট যাও, সেতো সীমা লংঘন করেছে।	٤٣. ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ
৪৪। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।	٤٤. فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) ফির‘আউনের কাছে গিয়ে নম্রভাবে দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেন

মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তা‘আলা সম্বোধন করে বলেন ঃ হে মূসা! তুমি ফির‘আউনের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে মাদইয়ানে পৌঁছেছিলে। সেখানে তুমি শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলে এবং শর্ত অনুযায়ী কয়েক বছর ধরে তোমার শ্বশুরের বকরী চড়িয়েছিলে। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তুমি তাঁর কাছে পৌঁছেছ। তোমার রবের কোন চাহিদা পূর্ণ হতে বাকী থাকেনা এবং কোন ফরমান ছুটে যায়না। ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর নির্ধারিত সময়ে তোমাদের তাঁর কাছে পৌঁছা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার ছিল। ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ তুমি তোমার মর্যাদায় পৌঁছে গেছ। অর্থাৎ তুমি নাবুওয়াত লাভ করেছ। আমি তোমাকে আমার মনোনীত নাবী করেছি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (*এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি*) অর্থাৎ হে মূসা! আমি তোমাকে আমার একজন সম্মানিত রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছি। এটি তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ যা আমি যাকে খুশি তাকে প্রদান করি। এ আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম (আঃ) ও মূসার (আঃ) পরস্পর সাক্ষাৎ

হয়। তখন মূসা (আঃ) আদমকে (আঃ) বলেন ঃ আপনিতো ঐ ব্যক্তি যে মানবমন্ডলীর ভাগ্যে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাত হতে বহিস্কার করেছেন? উত্তরে আদম (আঃ) মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ আপনিতো ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন এবং নিজের জন্য আপনাকে পছন্দ করেছেন, আর আপনার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন? জবাবে মূসা (আঃ) বলেন ঃ হ্যাঁ। আদম (আঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি ওটা আমার সৃষ্টির পূর্বে লিখিত ছিল বলে জানতে পাননি? মূসা (আঃ) জবাব দেন ঃ হ্যাঁ তাই পেয়েছি। অতঃপর আদম (আঃ) মূসার (আঃ) অভিযোগ খন্ডন করে বিজয়ী হলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮, মুসলিম ৪/২০৪৩, ২০৪৪)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা তোমাদের দাওয়াতের কাজে শ্লথ হয়োনা। (তাবারী ১৮/৩১২) মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দাওয়াতের কাজে তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করনা। অর্থাৎ তারা নিজেরা যেমন আল্লাহকে স্মরণ করা হতে গাফিলতি করবেনা তেমনি যখন তাঁরা ফির'আউনের সম্মুখে উপস্থিত হবে তখনও যেন তার সামনে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের মনে শক্তি যোগাবে এবং কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবে। ফলে তারা পরাভূত হবে।

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, সেতো সীমা লংঘন করেছে। সে মাথা উঁচু করে রয়েছে এবং আমার অবাধ্যতার সীমা লংঘন করেছে। আর নিজের মালিক ও সৃষ্টিকর্তাকে সে ভুলে গেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে। এই আয়াতে বড় উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা এই যে, ফির'আউন হচ্ছে চরম অহংকারী ও আত্মম্ভরী। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ) হলেন আল্লাহর মনোনীত রাসূল যিনি অত্যন্ত ভদ্র ও নির্মল চরিত্রের

Contents

অধিকারী। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এর কারণ এই যে, তাদের নম্রভাবে দাওয়াত দেয়ার কারণে ফির‘আউন এবং তার সভাসদদের অন্তরে এক ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে, ফলে তাদের মনের গভীরে এটি আন্দোলিত হবে এবং পরিণামে উত্তম ফলাফলের আশা করা যায়। এ জন্যই অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৫) এর পরে বলা হয়েছে ঃ

لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ *হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।* এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য উপদেশ যে উপদেশ গ্রহণ করে অথবা ভয় করে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورًا

তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬২) সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ হল মন্দ কাজ থেকে সরে যাওয়া এবং ভয় করার অর্থ হল আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া।

৪৫। তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদেরকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমা লংঘন করবে।	٤٥. قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفۡرُطَ عَلَيۡنَآ أَوۡ أَن يَطۡغَىٰ
৪৬। তিনি বললেন ঃ তোমরা ভয় করনা, আমিতো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি।	٤٦. قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي

مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ	
٤٧. فَأۡتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبۡهُمۡ ۖ قَدۡ جِئۡنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلۡهُدَىٰٓ	৪৭। সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল ঃ অবশ্যই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা, আমরাতো তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট হতে নিদর্শন। এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে।
٤٨. إِنَّا قَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡنَآ أَنَّ ٱلۡعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ	৪৮। আমাদের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মূসার (আঃ) ফির'আউন ভীতি এবং আল্লাহর সাহস দান

আল্লাহর দু'জন নাবী তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে নিজেদের দুর্বলতার কথা তাঁর সামনে পেশ করছেন। তাঁরা বলেন ঃ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفۡرُطَ عَلَيۡنَا أَوۡ أَن يَطۡغَىٰ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, না জানি ফির'আউন হয়ত আমাদের উপর যুল্ম করবে, আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, আমাদের মুখ বন্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি আমাদেরকে কোন বিপদে জড়িয়ে ফেলবে এবং আমাদের প্রতি অবিচার করবে। তাঁদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى তাকে তোমরা মোটেই ভয় করবেনা। আমি স্বয়ং তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি তোমাদের ও তার কথাবার্তা শুনতে থাকব এবং তোমাদের কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকতে পারেনা। তার ঘাড় আমার হাতের নাগালে রয়েছে। সে আমার অনুমতি ছাড়া নিঃশ্বাসও গ্রহণ করতে পারেনা। সে কখনও আমার আয়ত্তের বাইরে যেতে পারবেনা। আমার হিফাযাত ও সাহায্য সহযোগিতা সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবে।

ফির'আউনকে মূসার (আঃ) হুশিয়ারী

মূসা (আঃ) হারূনকে (আঃ) সাথে নিয়ে ফির'আউনের নিকট হাযির হলেন এবং তাকে বললেন ঃ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى আমরা আল্লাহর রাসূল, তুমি আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদের প্রতি যুল্‌ম করনা। আমরা বিশ্বের রবের নিকট থেকে আমাদের রিসালাতের প্রমাণ ও মু'জিযাসহ আগমন করেছি। তুমি যদি আমাদের কথা মেনে নাও তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চিঠি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে পাঠিয়েছিলেন তাতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর পর লিখিত ছিল "এই চিঠিটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে লিখিত। যে হিদায়াতের অনুসরণ করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তুমি ইসলাম কবূল কর, শান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। (ফাতহুল বারী, ১/৪২)

মোট কথা, আল্লাহর রাসূল মূসা কালীমুল্লাহও (আঃ) ফির'আউনকে ঐ কথাই বলেন যে, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সত্যের অনুসারী। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অহীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য শুধু তারাই যারা আল্লাহর কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

অনন্তর যে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহান্নামই হবে তার অবস্থান স্থল। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩৭-৩৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. لَا يَصْلَـٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى. ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে সতর্ক করে দিয়েছি। তাতে প্রবেশ করবে সে'ই যে নিতান্ত হতভাগা, যে অসত্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৪-১৬) অন্যত্র আছে ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا .صَلَّىٰ وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২)

৪৯। ফির'আউন বলল ঃ হে মূসা! কে তোমাদের রাব্ব?	٤٩. قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ
৫০। মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।	٥٠. قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ
৫১। ফির'আউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?	٥١. قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ
৫২। মূসা বলল ঃ এর জ্ঞান আমার রবের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে; আমার রাব্ব ভুল করেননা এবং বিস্মৃত হননা।	٥٢. قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى

মূসার (আঃ) সাথে ফির'আউনের কথোপকথন

আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ফির'আউন মূসার (আঃ) মুখে আল্লাহর পয়গাম শুনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণ হিসাবে তাঁকে প্রশ্ন করে ঃ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى তোমাকে প্রেরণকারী রাব্ব কে? আমিতো তাকে জানিনা,

বুঝিনা এবং মানিনা; বরং আমার জ্ঞানেতো তোমাদের সবারই রাব্ব আমি ছাড়া আর কেহ নয়। তার এ কথার জবাবে আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) তাকে বলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى আমার রাব্ব তিনিই যিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জোড়া দান করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন ঃ যিনি মানুষকে মানুষের আকারে, গাধাকে গাধার আকারে, বকরীকে বকরীর আকারে, এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে পৃথক পৃথক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেককে ওর বিশিষ্ট আকার দান করেছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিকে পৃথক গুণ বিশিষ্টরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির পন্থা আলাদা, চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টির নিয়ম পৃথক এবং হিংস্র জন্তুর গঠন-রীতি পৃথক। প্রত্যেক জোড়ার গঠন-কৌশল স্বতন্ত্র। খাদ্য ও পানীয় এবং পানাহারের জিনিসগুলিও সব পৃথক পৃথক। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ৩) আমল, আযল এবং রিয্ক নির্ধারণ করে ওরই উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত মাখলূকের কাজকারবার সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কেহই এগুলি এদিক ওদিক করতে পারেনা। সৃষ্টির স্রষ্টা, তাকদীর নির্ধারণকারী এবং ইচ্ছামত সৃষ্টিকারীই হলেন আমার রাব্ব।

এ সব শুনে ঐ নির্বোধ আবার প্রশ্ন করল ঃ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى আচ্ছা, যারা আমাদের পূর্বে চলে গেছে এবং আল্লাহর ইবাদাত অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা কি? এই প্রশ্নটি সে খুব গুরুত্বের সাথে করল। কিন্তু মূসা (আঃ) এমনভাবে এর উত্তর দিলেন যে, সে হতবাক হয়ে গেল।

তিনি বললেন ঃ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى তাদের সবারই জ্ঞান আমার রবের কাছে রয়েছে। তিনি লাউহে মাহফূজে তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। পুরস্কার প্রদান ও শাস্তি দেয়ার দিন নির্ধারিত রয়েছে। তিনি ভুল করবেননা এবং ছোট-বড় কেহই তাঁর পাকড়াও হতে ছুটে যেতে পারবেনা। এমন নয় যে, ভুলে কোন অপরাধী তাঁর শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তাঁর পবিত্র সত্তা ভুল ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কোন কিছুই তার জ্ঞান বহির্ভূত নয়। জানার পরে ভুলে যাওয়া তাঁর বিশেষণ নয়। তিনি জ্ঞানের স্বল্পতা ও ভুলে যাওয়ার ত্রুটি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৫৩। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষন করেন। আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।	٥٣. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ
৫৪। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য।	٥٤. كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ
৫৫। আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার বের করব।	٥٥. مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ
৫৬। আমিতো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।	٥٦. وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

ফির‘আউনের কাছে মূসা (আঃ) দাওয়াত দিলেন

মূসা (আঃ) ফির‘আউনের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেন ঃ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ঐ আল্লাহই যমীনকে লোকদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন। مَهْدًا শব্দটি অন্য কিরাআতে مِهَادًا ও রয়েছে।

মহান আল্লাহ যমীনকে বিছানা রূপে বানিয়ে দিয়েছেন যেন তোমরা তার উপর স্থির থাকতে পার এবং ওরই উপর ঘুমাতে, বসতে ও চলাফিরা করতে পার। وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا তিনি যমীনে তোমাদের চলাফিরা ও সফর করার জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে তোমরা পথ ভুলে না যাও এবং সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১)

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং এর মাধ্যমে যমীন হতে বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন করেন। ওর কোনটি টক, কোনটি মিষ্টি, কোনটি তিক্ত এবং কোনটি অন্য স্বাদের।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ তোমরা তা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশুগুলিকেও আহার করাও। ওর কোনটি সবুজ-সতেজ, কোনটি শুস্ক। তোমাদের খাদ্য, ফল-ফলাদি এবং তোমাদের জীব-জন্তুর জন্য চারা-ভুষি, শুস্ক ও সিক্ত সবকিছুই এই বৃষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা উৎপন্ন করে থাকেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ এই সব নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হওয়া এবং তাঁর একাত্মতা ও অস্তিত্বের প্রমাণ হওয়ার দলীল, তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর থেকেই তোমাদের সূচনা। কেননা তোমাদের পিতা আদমের সৃষ্টি এই মাটি থেকেই। এর মধ্যেই তোমাদেরকে আবার ফিরে যেতে হবে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ওতেই দাফন করা হবে। অতঃপর আমি এটা হতেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করব। বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

তিনি বললেন ঃ সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৫)

মূসা (আঃ) বিভিন্ন নিদর্শন দেখালেন, কিন্তু ফির'আউন ঈমান আনলনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى *আমিতো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।* মোট কথা, ফির'আউনের সামনে সমস্ত দলীল প্রমাণ এসে যায়। সে মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে দেখে নেয়। কিন্তু সবকিছুই সে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই থাকে। সে কুফরী, ঔদ্ধত্যপনা, হঠকারিতা এবং অহংকার হতে বিরত থাকেনি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪)

৫৭। সে বলল ঃ হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিস্কার করার জন্য?	٥٧. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ
৫৮। আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে	٥٨. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ

فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى	নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এবং এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবেনা।
٥٩. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى	৫৯। মূসা বলল ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হোক।

মূসার (আঃ) নিদর্শনসমূহকে ফির‘আউন যাদু বলে অভিহিত করল এবং ফাইসালার জন্য দিন নির্দিষ্ট করা হল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ মূসার লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি মু‘জিযা দেখে ফির‘আউন তাঁকে বলল ঃ এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। তুমি যাদুর জোরে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চাও। তুমি অহংকার করনা। আমরাও এ যাদুতে তোমার মুকাবিলা করতে পারি। দিন ও জায়গা নির্ধারণ করা হোক এবং মুকাবিলার ব্যবস্থা করা হোক। আমরাও ঐ দিন ঐ জায়গায় যাব এবং তুমিও যাবে। এটা যেন না হয় যে, কেহ আসবেনা। খোলা মাঠে সবারই সামনে হার/জিত নির্ধারিত হবে। মূসা (আঃ) তার এ কথার জবাবে বললেন ঃ

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا আমি এটা মেনে নিলাম। مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَة আমার মতে এর জন্য তোমাদের ঈদের দিনটাই নির্ধারিত হওয়া উচিত। কেননা এটা অবকাশের দিন। সেই দিন সবাই একত্রিত হতে পারবে। সুতরাং তারা দেখে-শুনে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবে। মু‘জিযা ও যাদুর পার্থক্য সবার উপরই প্রকাশিত হবে। ওটা হতে হবে সূর্য ওঠার সময়, যাতে যা কিছু মাইদানে আসবে সবাই তা দেখতে পায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের ঐ ঈদ বা খুশির দিনটি ছিল আশুরার দিন (১০ মুহাররাম)। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এরূপ স্থলে নাবীগণ (আঃ) কখনও পিছনে সরে যাননা। তাঁরা এমন কাজ করেন যাতে সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং সবারই উপর তা

প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ জন্যই তিনি প্রতিযোগিতার জন্য তাদের ঈদের দিনটি ধার্য করেন।

সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় পবিত্র উৎসবের দিন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় মেলার দিন। উভয় বর্ণনার মধ্যে অবশ্য কোন বৈপরীত্য নেই। আমি (ইব্ন কাসীর) বলি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফির'আউন এবং তার সেনাদলকে এমন এক দিনেই ধ্বংস করেন, যেমনটি সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আর সময় নির্ধারণ করলেন বেলা বেড়ে ওঠার সময় এবং জায়গা রূপে সমতল ভূমিকে নির্ধারণ করলেন যাতে সবাই দেখতে পায়। (তাবারী ১৮/৩২৩)

৬০। অতঃপর ফির'আউন উঠে গেল এবং পরে তার কৌশলসমূহ একত্রিত করল ও অতঃপর ফিরে এলো।	٦٠. فَتَوَلَّىٰ فِرۡعَوۡنُ فَجَمَعَ كَيۡدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
৬১। মূসা তাদেরকে বলল ঃ দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করনা, তা করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন; যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে'ই ব্যর্থ হয়েছে।	٦١. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيۡلَكُمۡ لَا تَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسۡحِتَكُم بِعَذَابٍۖ وَقَدۡ خَابَ مَنِ ٱفۡتَرَىٰ
৬২। তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল।	٦٢. فَتَنَٰزَعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَىٰ
৬৩। তারা বলল ঃ এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর,	٦٣. قَالُوٓاْ إِنۡ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ

يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ	তারা চায় তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিস্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিনাশ করতে।
٦٤. فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ	৬৪। অতএব তোমরা তোমাদের যাদু ক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে সেই সফল হবে।

উভয় দল মিলিত হলে মূসা (আঃ) দীনের দাওয়াত দেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন ফির'আউনের সঙ্গে মূসার (আঃ) মুকাবিলার দিন, সময় ও স্থান নির্ধারিত হয়ে গেল তখন ফির'আউন বিভিন্ন দিক থেকে যাদুকরদের একত্রিত করতে শুরু করল। ঐ যুগে যাদুকরদের খুবই শক্তি ও প্রভাব ছিল এবং বড় বড় যাদুকর বিদ্যমান ছিল। ফির'আউন সাধারণভাবে নির্দেশ জারী করে দিয়েছিল ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍ

এবং ফির'আউন বলল ঃ আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরদের উপস্থিত কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭৯) সময় মত সমস্ত যাদুকর একত্রিত হয়। ফির'আউন ঐ মাঠেই তার সিংহাসনটি বের করে আনে এবং ওর উপর উপবেশন করে। সভাষদ ও মন্ত্রীবর্গ নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ে। জনসাধারণও একত্রিত হয়। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিতে ভর দিয়ে তাঁর ভাই হারূনসহ (আঃ) ঐ মাঠে উপস্থিত হন। যাদুকরেরা সিংহাসনের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ফির'আউন তাদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে এবং বলে ঃ আজ তোমাদেরকে এমন কলা-কৌশল প্রদর্শন করতে হবে যাতে তা দুনিয়ায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। যাদুকরেরা বলল ঃ

أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? ফির‘আউন বলল ঃ হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার নিকটজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৪১-৪২)

আর এদিকে মূসা (আঃ) তাদের কাছে দীনের দা‘ওয়াতের কাজ শুরু করে দেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করনা, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। তোমরা মানুষের চোখে ধূলো দিওনা যে, আসলে কিছুই নয়, অথচ যাদুর মাধ্যমে তোমরা অনেক কিছু দেখবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই যে বাস্তবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ জেনে রেখ, মিথ্যা উদ্ভাবনকারীরা কখনও সফলকাম হতে পারেনা। মূসার (আঃ) এ কথা শুনে তাদের মধ্যে তাদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ বুঝে নেয় যে, এটা যাদুকরদের কথা নয়। সত্যি সত্যিই ইনি আল্লাহর রাসূল। আবার অন্যরা বলল যে, তিনি যাদুকরই বটে। সুতরাং তাঁর সাথে মুকাবিলা করতেই হবে। এসব আলাপ আলোচনা তারা অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে করল।

اِنْ هَذَان এর দ্বিতীয় পঠন اِنَّ هَذَيْنِও রয়েছে। দু’টির ভাবার্থ একই। অতঃপর তারা স্বশব্দে বলল ঃ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ এই দু’জন অবশ্যই যাদুকর। তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিস্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব ধ্বংস করতে চায়। যদি তারা আজ জয়যুক্ত হয় তাহলে স্পষ্ট কথা এই যে, শাসন ক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যাবে। তারা তোমাদের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিবে এবং সাথে সাথে তোমাদের ধর্মও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى রাজত্ব, আরাম-আয়েশ সবকিছুই তারা ছিনিয়ে নিবে। তোমাদের মান-মর্যাদা, জ্ঞান-বিবেক, রাজত্ব ইত্যাদি সবকিছুই তাদের অধিকারভুক্ত হবে। তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে,

বাদশাহ ফকীর হয়ে যাবে, তোমাদের জাঁকজমক ও শান শওকত বিনষ্ট হবে এবং সবকিছুই বানী ইসরাঈলের দখলে চলে যাবে যারা আজ তোমাদের দাস-দাসীরূপে জীবন যাপন করছে। অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে হাযির হও।

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى জেনে রেখ, যে আজ বিজয় লাভ করবে সে'ই হবে প্রকৃত সফলকাম। আজ যদি আমরা জয়যুক্ত হই তাহলে বাদশাহ আমাদেরকে তার দরবারে বিশিষ্ট লোক বানিয়ে নিবেন।

৬৫। তারা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।	٦٥. قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ
৬৬। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল যে, তাদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করছে।	٦٦. قَالَ بَلْ أَلْقُواْ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ
৬৭। মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল।	٦٧. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ
৬৮। আমি বললাম ঃ ভয় করনা, তুমিই প্রবল।	٦٨. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ
৬৯। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে	٦٩. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ

[Contents](#)

مَا صَنَعُوٓاْ ۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ	ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল। যাদুকরেরা যা'ই করুক কখনও সফল হবেনা।
٧٠. فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ	৭০। অতঃপর যাদুকরেরা সাজদাহবনত হল ও বলল ঃ আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের প্রতিযোগিতা এবং যাদুকরদের ঈমান আনা

যাদুকরেরা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى হে মূসা! তুমি কি প্রথমে তোমার যাদুর ক্রিয়াকৌশল দেখাবে, নাকি আমরাই প্রথমে দেখাব? উত্তরে মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমরাই প্রথমে দেখাও যাতে দুনিয়াবাসী দেখে নেয় যে, তোমরা কি করলে; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কীর্তিকলাপ কিভাবে মিটিয়ে দেন। তখন যাদুকরেরা তাদের লাঠিগুলি ও রশিগুলি মাঠে নিক্ষেপ করল। মনে হল যেন ওগুলি সাপ হয়ে চলতে ফিরতে রয়েছে এবং মাইদানে দৌড়াতে শুরু করেছে। যাদুকরেরা বলতে লাগল ঃ

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَٰلِبُونَ

ফির'আউনের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪৪)

سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

তখন লোকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখালো। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১৬) তারা সংখ্যায়ও ছিল অনেক। তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠির মাধ্যমে সারা মাঠ সাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى এই দৃশ্য দেখে মূসা (আঃ) আতংকিত হয়ে উঠলেন যে, না জানি হয়ত জনগণ তাদের কলাকৌশল ও নৈপুণ্য দেখে তাদেরই দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং মিথ্যার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ তাঁর কাছে অহী পাঠালেন ঃ হে মূসা! তোমার ডান হাতে যা আছে তা (লাঠিটি) তুমি মাইদানে নিক্ষেপ কর এবং মোটেই ভয় করনা। তিনি হুকুম পালন করলেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐ লাঠিটি এক বিরাট অজগর সাপে রূপান্তরিত হল। সাপটির পা, মাথা এবং দাঁতও ছিল। সে সবার চোখের সামনে সারা মাইদান পরিস্কার করে দিল। মাঠে যাদুকরদের যাদুর যতগুলি সাপ ছিল তা সবই গ্রাস করে ফেলল। এবার সবারই কাছে সত্য উদঘাটিত হয়ে গেল এবং তারা মু'জিযা ও যাদুর পার্থক্য বুঝে নিল এবং হক ও বাতিলের পরিচয় পেয়ে গেল। সবাই জানতে পারল যে, যাদুকরদের সবকিছুই কৃত্রিম এবং তাতে বাস্তবতা কিছুই নেই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

যাদুকরেরা যখন এটা দেখল তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা মানবীয় শক্তির বাইরে। তারা ছিল যাদু বিদ্যায় পারদর্শী। প্রথম দর্শনেই তারা বুঝে নেয় যে, প্রকৃত পক্ষে এটা ঐ আল্লাহরই কাজ যাঁর ফরমান অটল। তিনি যা কিছু চান তা তাঁর নির্দেশক্রমে হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় হয় যে, তৎক্ষণাৎ ঐ মাইদানেই সবার সামনে বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা আল্লাহর সামনে সাজদাহয় পড়ে যায় এবং বলে ওঠে ঃ আমরা মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) রবের প্রতি ঈমান আনলাম। তিনিই হলেন বিশ্ব-রাব্ব। এ জন্যই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) বলেন ঃ সকালে যারা ছিল কাফির ও যাদুকর, সন্ধ্যায় তারা হয়ে গেল আল্লাহয় দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিন। (তাবারী ১৮/৩৪০, ১৩/৩৬) বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল সংখ্যায় আশি হাজার। এটা মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের (রহঃ) উক্তি। কাসিম ইব্ন আবি বুযযা (রহঃ) বলেন যে, তারা সংখ্যায় সত্তর হাজারের কিছু বেশি ছিল। সাওরী (রহঃ) বলেন ঃ ফির'আউনের যাদুকরদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তারা সংখ্যায় ছিল পনের হাজার। কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন যে, তারা ছিল বার হাজার।

Contents

যাদুকরদের সংখ্যা

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিল সত্তর জন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৭/২৪২৮) সকালে ছিল তারা যাদুকর এবং সন্ধ্যায় হয়ে গেল মু'মিন। فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তারা সাজদাহয় পড়ে যায় তখন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দেখিয়ে দেন এবং তারা জান্নাতে নিজেদের স্থান স্বচক্ষে দেখে নেয়। (তাবারী ১৮/৩৩৪) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا *অতঃপর যাদুকরেরা সাজদাহবনত হল*। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাসিম ইব্‌ন আবী বিয্‌যার (রহঃ) বলেন যে, যাদুকরেরা যখন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সাজদাহয় পড়ে যান তখন তাদের মাথা উত্তোলন করার আগেই আল্লাহ সুবহানাহু জান্নাতে তাদের বাসস্থান দেখিয়ে দেন। (তাবারী ১৮/৩৩৪)

৭১। ফির'আউন বলল ঃ কি, আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসায় বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি সেতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; সুতরাং আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবই এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোর ও অধিক স্থায়ী।	٧١. قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ
৭২। তারা বলল ঃ আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে	٧٢. قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا

جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ	তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে কিছুতেই আমরা প্রাধান্য দিবনা, সুতরাং তুমি তা কর যা তুমি করতে চাও, তুমিতো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার।
٧٣. إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ	৭৩। আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা; আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

যাদুকরদেরকে ফির'আউনের ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের জবাব

ফির'আউন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ তার উচিত ছিল এই প্রতিযোগিতার পরে সঠিক পথ গ্রহণ করা। যাদেরকে সে প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করেছিল তারা জনসাধারণের সমাবেশে পরাজিত হয়। তারা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তারা নিজেদের কাজকে যাদু এবং মূসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত মু'জিযা বলে মেনে নেয়। স্বয়ং তারা ঈমান এনেছে যাদেরকে মুকাবিলার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। সাধারণ সমাবেশে তারা জনগণের সামনে নির্দ্বিধায় সত্য ধর্ম কবূল করে। কিন্তু ফির'আউনের শাইতানী ও ঔদ্ধত্যপনা আরও বেড়ে যায় এবং নিজের শক্তির দাপট দেখাতে থাকে। কিন্তু সত্য পথের পথিকরা এই সব শক্তিকে কিছুই মনে করেনা। প্রথমতঃ সে ঐ আত্মসমর্পণকারী যাদুকরের দলটিকে বলল ঃ

آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা তার উপর ঈমান আনলে কেন? অতঃপর সে এমন অপবাদমূলক কথা বলল যা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ إِنَّهُ

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ মূসা তোমাদের উস্তাদ। তার কাছেই তোমরা যাদুবিদ্যা শিখেছ। তোমরা পরস্পর একই। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশে তোমরা পরামর্শক্রমে পূর্বে তাকে প্রেরণ করেছিলে। তারপর তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য তোমরা নিজেরা এসেছ। অতঃপর নিজেদের আভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত মুতাবেক নিজেরা পরাজয় বরণ করলে এবং তাকে জিতিয়ে দিলে। এরপর তোমরা তার দীন কবূল করলে। উদ্দেশ্য এই, যেন তোমাদের দেখাদেখি আমার প্রজাবর্গও এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে।

إِنَّ هَـٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا۟ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্ত্বরই তোমরা এর পরিণাম জ্ঞাত হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৩)

فَلأقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে শূলবিদ্ধ করব। এমন কঠোরতার সাথে তোমাদের প্রাণ হরণ করব যাতে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই ফির'আউনই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে শূলবিদ্ধের শাস্তি প্রদান করেছে। সে আরও বলল ঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى তোমরা মনে করছ যে, তোমরা হিদায়াতের উপর রয়েছ, আর আমি ও আমার কাওম ভ্রান্ত পথে রয়েছি। তোমরা এখনই জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। আল্লাহর ঐ ওয়ালীদের উপর ফির'আউনের এই হুমকির ক্রিয়া বিপরীত হল। এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা হল পূর্ণ ঈমানের অধিকারী। তাই তারা অত্যন্ত বেপরওয়াভাবে ভয়-ভীতিহীন চিত্তে তাকে জবাব দিল ঃ

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ আমরা আমাদের এই হিদায়াত ও বিশ্বাসের ফলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা লাভ করেছি তা ছেড়ে আমরা কোন ক্রমেই তোমার ধর্ম কবূল করতে পারিনা। তোমাকে আমরা আমাদের প্রভু খালিক ও মালিকের সামনে কিছুই মনে করিনা। অথবা এটা শপথসূচক বাক্য হতে পারে- যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! আমরা এই

সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের উপর তোমার গুমরাহীকে প্রাধান্য দিতে পারিনা, তাতে তুমি আমাদের সাথে যে ব্যবহারই করনা কেন। ইবাদাতের যোগ্য তিনিই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি নও। তুমি নিজেওতো তাঁরই সৃষ্টি।

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ তোমার যা কিছু করার আছে তাতে তুমি মোটেই ত্রুটি করনা। তুমিতো আমাদেরকে ততক্ষণই শাস্তি দিতে পার যতক্ষণ আমরা এই পার্থিব জীবনে রয়েছি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, এরপরে আমরা চিরস্থায়ী শান্তি ও অবিনশ্বর সুখ ও আনন্দ লাভ করব।

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا আমরা আমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি। আমরা আশা রাখি যে, তিনি আমাদের পূর্ববর্তী অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বিশেষ করে ঐ অপরাধ যা তাঁর সত্য নাবীর (আঃ) সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ফির'আউন বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে চল্লিশজন ছেলে বাছাই করে যাদুকরদের হাতে সমর্পন করে, যেন তারা তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দেয়। তারা তাদেরকে যাদুবিদ্যায় এমন পারদর্শী করে তুলেছিল যে, দুনিয়ায় তাদের তুলনা ছিলনা। তারাই وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ এই উক্তি করেছিল। (দুররুল মানসুর ৫/৫৮৭) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ১৮/৩৪১)

তারা ফির'আউনকে আরও বলল ঃ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى আমাদের রাব্ব আল্লাহ তোমার তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। তিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী পূর্ণতা দানকারী। আমাদের না আছে তোমার শাস্তির ভয় এবং না আছে তোমার পুরস্কারের লোভ। আল্লাহর সত্তাই এর যোগ্য, যেন তাঁরই ইবাদাত করা হয়। তাঁর শাস্তিও চিরস্থায়ী এবং অত্যন্ত ভয়াবহ, যদি তাঁর নাফরমানী করা হয়।

সুতরাং ফির'আউন তাদের সাথে এই ব্যবহারই করল যে, তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলে তাদেরকে শূলে চড়ালো। তাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং সালাফগণের অনেকে বলেন ঃ সূর্যোদয়ের সময় যে দলটি ছিল কাফির সূর্যাস্তের পূর্বেই ঐ দলটিই হয়ে গেল আল্লাহর পথের শহীদ! আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

৭৪। যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।	٧٤. إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
৭৫। আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায়, সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা -	٧٥. وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ
৭৬। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র।	٧٦. جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ

ফির'আউনকে যাদুকরদের হিতোপদেশ

এটা প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, যাদুকরেরা ঈমান আনার পর ফির'আউনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিল, এই আয়াতগুলি ওরই অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيِي তারা তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছে এবং তাঁর নি'আমাতরাজির শুভ সংবাদ দিচ্ছে। তারা তাকে আরও বলছে যে, অপরাধীদের বাসস্থান জাহান্নাম, যেখানে মৃত্যুতো কখনও হবেইনা, কিন্তু জীবনও হবে খুবই কষ্টপূর্ণ, মৃত্যু অপেক্ষা কঠিনতর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ

তারা মরবেওনা এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। কাফিরদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) অন্যত্র আছে ঃ

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى. ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা। সে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা ‘আলা, ৮৭ ঃ ১১-১৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَنَادَوْا۟ يَـٰمَـٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّـٰكِثُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৭)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃত জাহান্নামীরা জাহান্নামে পড়েই থাকবে। সেখানে না তাদের মৃত্যু হবে, আর না তারা সুখের জীবন লাভ করবে। তবে এমন লোকও সেখানে থাকবে যাদেরকে তাদের পাপের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাবে। অতঃপর শাফা‘আতের অনুমতির পরে তাদের এক একটি দলকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের ধারে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে। জান্নাতীদেরকে বলা হবে ঃ তাদের উপর পানি ঢেলে দাও। তোমরা যেমন নদীর ধারে জমিতে বীজ অংকুরিত হতে দেখ তেমনিভাবে তারাও অংকুরিত হবে। এ কথা শুনে একটি লোক বলে উঠল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন উদাহরণ দিলেন যেন তিনি কিছু দিন মরুভূমিতে বসবাস করেছেন। (আহমাদ ৩/১১৪, মুসলিম ১/১৭২, ১৭৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَات যারা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে মু’মিন অবস্থায় সৎ কাজ করে তারা কোলাহলশূন্য উঁচু প্রাসাদবিশিষ্ট জান্নাত লাভ

করবে। উবাইদা ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের একশ’টি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের মাঝে ততটা ব্যবধান রয়েছে যতটা ব্যবধান রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সবচেয়ে উপরের স্তরে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখান থেকে চারটি নাহর প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওর উপরে রয়েছে রাহমানের (দয়াময় আল্লাহর) আর্শ। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ তা‘আলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। (আহমাদ ৫/৩১৬, তিরমিযী ৭/২৩৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ ইল্লিয়্যিনে অবস্থানকারীদের উপরে যারা থাকবে তাদেরকে তারা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা আকাশের সীমানায় তারাগুলি দেখে থাক। এটা হবে তাদের আমলের পরিমানের বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে। জনগণ বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই উঁচু শ্রেণীগুলি কি নাবীগণের (আঃ) জন্যই নির্ধারিত হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তারা হবে ঐ সব লোক যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নাবীগণকে (আঃ) সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১১৭) সুনানের হাদীসে এও রয়েছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করা হবে। (আবূ দাঊদ ৪/২৮৭, তিরমিযী ১০/১৪১, ইব্ন মাজাহ ১/৩৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ওটা হল স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র, যারা অপবিত্রতা, পাপকাজ এবং শির্ক ও কুফরী হতে দূরে থাকে। যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায় তাদেরই জন্য রয়েছে এই লোভনীয় ও হিংসাযোগ্য বাসস্থান।

৭৭। আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতযোগে বহির্গত হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে	٧٧. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ

এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পশ্চাৎ হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা।	طَرِيقًا فِي ٱلۡبَحۡرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخۡشَىٰ
৭৮। অতঃপর ফির‘আউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত করল।	٧٨. فَأَتۡبَعَهُمۡ فِرۡعَوۡنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلۡيَمِّ مَا غَشِيَهُمۡ
৭৯। আর ফির‘আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎ পথ দেখায়নি।	٧٩. وَأَضَلَّ فِرۡعَوۡنُ قَوۡمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ

বানী ইসরাঈলীদের মিসর ত্যাগ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ফির‘আউন যেন বানী ইসরাঈলকে তার দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়ে মূসার হাতে সমর্পণ করে, মূসার এই কথাও ফির‘আউন প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই মহান আল্লাহ মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দেন ঃ তুমি রাতেই তাদের অজান্তে অতি সর্ন্তপণে বানী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়। এর বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনুল হাকীমের বহু সূরায় বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশানুসারে মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর হতে হিজরাত করেন। সকালে ফির‘আউনের লোকেরা ঘুম থেকে জেগে যখন দেখে যে, শহরে একজনও বানী ইসরাঈল নেই। তখন তারা ফির‘আউনকে এ সংবাদ দেয়। এ খবর শুনে ফির‘আউন রাগে ফেটে পড়ে এবং মিসরের বিভিন্ন নগরী থেকে সৈন্য এনে একত্রিত করার নির্দেশ দেয়। রাগে ক্ষোভে/আক্রোশে সে বলে ঃ

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُونَ

এরাতো ক্ষুদ্র একটি দল। এবং অবশ্যই তারা আমাদেরকে চরম ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে! (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৫৪-৫৫) সূর্য উঠার সাথে সাথেই সেনাবাহিনী এসে একত্রিত হল। তৎক্ষণাৎ ফির‘আউন সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে

তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পড়ল। বানী ইসরাঈল সমুদ্রের তীরে পৌঁছেই ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনীকে পিছনে দেখতে পায়।

قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ

মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি! মূসা বলল ঃ কক্ষণই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্ত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬১-৬২) হতবুদ্ধি হয়ে তারা তাদের নাবীকে বলল ঃ জনাব! এখন উপায় কি? সামনে সমুদ্র এবং পিছনে ফির'আউনের বাহিনী! মূসা (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ ভয়ের কোন কারণ নেই, আমার রাব্বই আমাকে সাহায্য করবেন। তিনি এখনই আমাকে পথ দেখিয়ে দিবেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে মূসা (আঃ) তাঁর স্বজাতিকে নিয়ে নীল নদের পাশে উপস্থিত হলেন। সামনে তাঁর নদীর অথৈ পানি এবং পিছনে প্রাণ সংহার করার জন্য রয়েছে ফির'আউন এবং তার বাহিনী। তৎক্ষণাৎ অহী এলো ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর, ওটা সাথে সাথেই সরে গিয়ে তোমাদের জন্য পথ করে দিবে। মূসা (আঃ) তখন সমুদ্রে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর নির্দেশক্রমে সরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ওর পানি পাহাড়ের মত এদিক ওদিক জমে গেল এবং মধ্য দিয়ে পথ হয়ে গেল।

এদিক ওদিকের পানি বড় বড় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল এবং প্রখর ও শুস্ক বায়ু প্রবাহিত হয়ে পথকে একেবারে শুকনা যমীনের মত করে দিল। সুতরাং না ফির'আউনীদের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকল, আর না সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার আশংকা রইল। ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী এই অবস্থা অবলোকন করছিল। ফির'আউন তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিল ঃ তোমরাও এই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যাও। এ কথা বলে স্বয়ং সে তার সেনাবাহিনীসহ ঐ পথে নেমে পড়ল।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ ফির'আউনীরা সমুদ্রে নামা মাত্রই পানিকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হল এবং চোখের পলকে সমস্ত ফির'আউনীকে ডুবিয়ে দেয়া হল, সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাদেরকে গোপন করে দিল। এখানে যে বলা হয়েছে 'সমুদ্রের যে জিনিস তাদেরকে ঢেকে ফেলার ঢেকে ফেলল' এ কথা বলার কারণ এই যে, এটা সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বিষয়, নাম

নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ তাদেরকে ঢেকে ফেলল। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ أَهۡوَىٰ. فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ

তিনি উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওকে আচ্ছন্ন করল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি! (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৩-৫৪)

মোট কথা, ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ প্রদর্শন করেনি। দুনিয়ায় যেমন সে আগ বাড়িয়ে তার লোকদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল, অনুরূপভাবে কিয়ামাতের দিনও সে সামনে থেকে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে যা অত্যন্ত জঘণ্য স্থান!

৮০। হে বানী ইসরাঈল! আমিতো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পাশে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম।	٨٠. يَـٰبَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ قَدۡ أَنجَيۡنَـٰكُم مِّنۡ عَدُوِّكُمۡ وَوَٰعَدۡنَـٰكُمۡ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنَ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰ
৮১। তোমাদেরকে আমি যা দান করেছিলাম তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমা লংঘন করনা, করলে তোমাদের উপর আবার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সেতো ধ্বংস হয়ে যায়।	٨١. كُلُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقۡنَـٰكُمۡ وَلَا تَطۡغَوۡاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحۡلِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِى فَقَدۡ هَوَىٰ
৮২। এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে	٨٢. وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ

তাওবাহ’ করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে ও সৎ পথে অবিচল থাকে।	وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বানী ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা‘আলা বানী ইসরাঈলের উপর যে বড় বড় ইহসান করেছিলেন তা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, তাদেরকে তিনি তাদের শত্রুদের কবল হতে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি তাদের শত্রুদেরকে তাদের চোখের সামনে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন। তাদের একজনও রক্ষা পায়নি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَأَغۡرَقۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ

আমি ফির‘আউনের স্বজনদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫০) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, মাদীনার ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন (১০ মুহাররাম) সিয়াম পালন করতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলে ঃ এই দিনই আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) ফির‘আউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ তাদের তুলনায় মূসাতো (আঃ) আমাদেরই বেশি নিকটতর। অতঃপর তিনি মুসলিমদেরকে ঐ দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮, মুসলিম ১/৭৯৫)

ফির‘আউনের ধ্বংস প্রাপ্তির পর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মূসা কালীমুল্লাহকে (আঃ) তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের প্রতিশ্রুতি দেন। এই পাহাড়ের দিকেই মূসার (আঃ) কাওমকে তাকাতে বলেছিলেন যখন তারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল। এই পাহাড়ে অবস্থান রত অবস্থায়ই আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) তাওরাত প্রদান করেছিলেন। আর এদিকে তার অনুপস্থিতির সুযোগে বানী ইসরাঈল গো-বৎসের পূজা শুরু করে দেয়। এর বর্ণনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ! অনুরূপভাবে আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর আর একটি অনুগ্রহ করেন তা এই যে, তাদের আহার্য হিসাবে তাদেরকে মান্না ও সালওয়া দান করেন যা সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। মান্না ছিল এক প্রকার মিষ্টি

জাতীয় খাদ্য যা তাদের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হত। আর সালওয়া ছিল এক প্রকারের পাখী যা আল্লাহর হুকুমে তাদের সামনে এসে পড়ত। ওগুলি হতে তারা একদিনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে রাখত। ইহা ছিল তাদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى আমার প্রদত্ত এই আহার্য হতে ভাল ভাল বস্তু তোমরা আহার কর, কিন্তু সীমালংঘন করনা। বিনা প্রয়োজনে বা হারাম পন্থায় তা গ্রহণ করনা। অন্যথায় আমার ক্রোধ অবতারিত হবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ অবতারিত হয়, বিশ্বাস রেখ যে সে বড়ই হতভাগা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার উপর, যে তাওবাহ করে ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং সৎপথে অটল থাকে।

বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা গো-বৎসের পূজা করেছিল তাদের তাওবাহর পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মোট কথা, কেহ যদি কুফরী, শির্ক, পাপকাজ এবং নাফরমানী করার পর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। তবে অন্তরে বিশ্বাস রাখা এবং সৎ আমল করা অপরিহার্য কর্তব্য। আর থাকতে হবে সৎ পথে এবং কোন সন্দেহ পোষণ করবেনা, সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) রীতি নীতির অনুসরণ করতে হবে এবং এতে সাওয়াবের আশা রাখতে হবে।

এখানে ثُمَّ اهْتَدَى শব্দটি খবরের (বিধেয়র) উপর বিন্যস্ত করার জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ এ বিষয়গুলি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হবে এবং আমল করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ

অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১৭)

৮৩। হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল কিসে?	٨٣. وَمَآ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَٰمُوسَىٰ

Contents

৮৪। সে বলল ঃ এইতো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার রাব্ব! আমি ত্বরায় আপনার নিকট এলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এ জন্য।	٨٤. قَالَ هُمۡ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلۡتُ إِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضَىٰ
৮৫। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।	٨٥. قَالَ فَإِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۢ بَعۡدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ
৮৬। অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল ক্রুদ্ধ হয়ে; সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রাব্ব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তাহলে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রবের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?	٨٦. فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ غَضۡبَٰنَ أَسِفًاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ أَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًاۚ أَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡعَهۡدُ أَمۡ أَرَدتُّمۡ أَن يَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُم مَّوۡعِدِي
৮৭। তারা বলল ঃ আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুন্ডে	٨٧. قَالُواْ مَآ أَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلۡنَآ أَوۡزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنَٰهَا

فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ	নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে।
٨٨. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ	৮৮। অতঃপর সে তাদের জন্য গড়লো এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা হাম্বা আওয়াজ করত; তারা বলল ঃ এটা তোমাদের মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।
٨٩. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا	৮৯। তবে কি তারা ভেবে দেখেনা যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয়না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখেনা?

মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গমন করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে বানী ইসরাঈলরা গাভীর পূজা শুরু করে

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলসহ সমুদ্র অতিক্রম করার পর তাদেরকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَـٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

অতঃপর তারা মূর্তি পূজারত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলল ঃ হে মূসা! তাদের যেরূপ মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বূদ বানিয়ে দাও। সে বলল ঃ তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। এ সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৮-১৩৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসাকে

(আঃ) ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। তারপর তা বাড়িয়ে চল্লিশ দিন করা হয়। তিনি দিন-রাত সিয়াম অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তিনি তূর পর্বতের দিকে যান এবং বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هُمْ أُولاَء عَلَى أَثَرِي হে মূসা! কিসে তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে আমার কাছে আসতে ত্বরা করতে বাধ্য করল? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এইতো আমার পশ্চাতে তারা রয়েছে। তিনি আরও বললেন ঃ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى হে আমার রাব্ব! আমি তাড়াহুড়া করে আপনার নিকট এলাম যাতে আপনি খুশি হন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ হে মূসা! তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা গো-বৎসের পূজা শুরু করেছে।

মূসার (আঃ) তূর পাহাড়ে অবস্থানকালীন সময়ে মূসাকে (আঃ) দান করার জন্য তাওরাতের ফলকে লিখে নেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا۟ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُو۟رِيكُمْ دَارَ ٱلْفَٰسِقِينَ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থান শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫)

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا মূসা (আঃ) যখন স্বীয় কাওমের শির্কপূর্ণ কাজের খবর পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় তূর পাহাড় থেকে ফিরে এলেন। তিনি দেখতে পান যে, তাঁর কাওমের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নি'আমাত রাশি লাভ করার পরেও

অজ্ঞতাপূর্ণ ও শির্ক জনিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় তাঁর কাওমের কাছে এসে বললেন ঃ

يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রাব্ব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তোমাদেরকে কি তিনি বড় বড় নি'আমাত দান করেননি? কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা তাঁর নি'আমাতসমূহ ভুলে গেলে?

أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ তাহলে কি তোমরা চাচ্ছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রবের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে? তাঁর কাওম তখন তাঁর কাছে ওযর পেশ করে বলল ঃ

مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا আমরা এই কাজ নিজেদের ইচ্ছায় করিনি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ফির'আউনীদের যে সব অলংকার আমাদের নিকট ছিল সেগুলি নিক্ষেপ করাই আমরা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমরা সবকিছুই আল্লাহর ভয়ে নিক্ষেপ করে দিলাম। সামিরীর আবেদনে ওটা গো-বৎস হয়ে যায় এবং ওর থেকে শব্দও বের হতে থাকে। বানী ইসরাঈল বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় এবং ওর পূজা করতে শুরু করে।

তাদের অন্তরে ভালবাসা জমে ওঠে যেমন ভালবাসা ইতোপূর্বে অন্য কারও জন্য তৈরী হয়নি। অর্থ এও হতে পারে যে, সামিরী সত্য ও সঠিক মা'বূদকে এবং পবিত্র দীন ইসলামকে ভুলে বসেছিল। সে এত নির্বোধ যে, ঐ বাছুর যে একেবারে নির্জীব এতটুকুও সে বুঝতে পারেনি।

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ওটাতো তাদেরকে কোন কথার জবাব দিতে পারেনা এবং কিছু শুনতেও পায়না। দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কাজে তার অধিকার নেই এবং লাভ-ক্ষতি করারও তার কোন ক্ষমতা নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তার থেকে যে শব্দ বের হত ওর একমাত্র কারণতো এই যে, তার পিছনের ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে সামনের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যেত। ওতেই শব্দ হত। (নাসাঈ ৬/৩৯৬)

হাসান বাসরী (রহঃ) কর্তৃক 'ফিতনাহ' সম্পর্কিত বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঐ গো-বৎসটির নাম করণ করা হয়েছিল 'বাহমুত'। (নাসাঈ

৬/৩৯৬) বানী ইসরাঈলের সাধারণ লোকেরা তাদের অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বলেছিল যে, মিসরে থাকা অবস্থায় তাদের কাছে কিবতীরা যে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার জমা রেখেছিল তা তাদের কাছে ফেরত দেয়ার সুযোগ না পাওয়ায় সাথে করেই নিয়ে এসেছিল। ঐ সমস্ত অলঙ্কার যেহেতু তাদের নিজেদের ছিলনা তাই ওর দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সামিরীর জ্বালানো আগুনে ওগুলি নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু পরিশেষে ফল দাড়ালো এই যে, দেনার দায় মিটিয়ে দিতে গিয়ে তারা ছোট অপরাধের পরিবর্তে বড় অপরাধে লিপ্ত হল। অর্থাৎ ঐ স্বর্ণালঙ্কার গলিত করে যে গো-বৎস তৈরী করা হল সেই গো-বৎসের পূজা শুরু করে শির্কের পংকিল পথে হেটে নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুনের খোরাকী করল। তারা ছিল কত নির্বোধ যে ছোট পাপ হতে বাঁচার জন্য তাঁরা বড় পাপ করে বসলো। এর দৃষ্টান্ততো এটাই হল, কোন এক ইরাকবাসী আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে (রাঃ) 'কাপড়ে যদি মশার রক্ত লেগে যায় তাহলে সালাত হবে কি' জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে জনগণকে বলেন ঃ তোমরা ইরাকবাসীদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম কন্যা ফাতিমার (রাঃ) কলিজার টুকরা হুসাইনকে (রাঃ) হত্যা করেছে, অথচ আজ মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৪০)

৯০। হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারাতো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে; তোমাদের রাব্ব দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।	٩٠. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى
৯১। তারা বলেছিল ঃ আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হবনা।	٩١. قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ

হারূন (আঃ) বানী ইসরাঈলকে গাভীর পূজা করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তাদেরকে বিরত রাখতে পারেননি

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) ফিরে আসার পূর্বেই হারূন (আঃ) বানী ইসরাঈলকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ঃ তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমরা দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে সাজদাহয় পতিত হয়োনা। তিনি সবকিছুরই খালিক ও মালিক। সবার ভাগ্য নির্ধারণকারী তিনিই, মর্যাদা সম্পন্ন আরশের তিনিই মালিক। তিনি যা চান তা'ই করতে পারেন। তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে যা করতে বলি তা কর এবং যা থেকে নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক। কিন্তু ঐ ঔদ্ধত ও হঠকারী লোকগুলি উত্তরে বলল ঃ

لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى মূসা ফিরে এসে আমাদেরকে নিষেধ করলে আমরা মেনে নিব। কিন্তু তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এই বাছুর পূজা হতে বিরত হবনা। সুতরাং তারা হারূনের (আঃ) কথা প্রত্যাখ্যান করল, তাঁর সাথে বিবাদ করল এবং তাঁকে হত্যা করতেও প্রস্তুত হল।

৯২। মূসা বলল ঃ হে হারূন! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল -	٩٢. قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟
৯৩। আমার অনুসরণ হতে? তাহলে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?	٩٣. أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى
৯৪। হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ করনা; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বানী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও	٩٤. قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

Contents

আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি।	بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِي

মূসার (আঃ) ও হারূনের (আঃ) মাঝে কি ঘটেছিল

মূসা (আঃ) ভীষণ ক্রোধ ও ক্ষোভ অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। তাওরাত লিখিত ফলক তিনি মাটিতে ফেলে দেন এবং নিজের ভাই হারূনের (আঃ) দিকে কঠিন রাগান্বিত অবস্থায় এগিয়ে যান এবং তাঁর মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে থাকেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আ'রাফের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যে, শোনা খবর দেখার মত নয়। (আহমাদ ১/২৭১) মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) তিরস্কার করতে শুরু করেন যে, ঐ মূর্তি পূজা শুরু হবার সময়েই কেন তিনি তাঁকে খবর দেননি? তাহলে কি তিনি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন? তিনি তাঁকে আরও বলেন ঃ আমিতো তোমাকে পরিস্কারভাবে বলেছিলাম ঃ

ٱخۡلُفۡنِي فِي قَوۡمِي وَأَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِيلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

তুমি আমার কাওমের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্তরূপে কাজ করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪২)

হারূন (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ يَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي হে আমার মায়ের পুত্র! এ কথা তিনি এ জন্যই বলেছিলেন যাতে মূসার (আঃ) তাঁর উপর দয়া ও মমতা হয়। এটা নয় যে, তাঁদের পিতা আলাদা ছিলেন। তাঁদের উভয়েরই পিতা এবং মাতা একই। তাঁরা ছিলেন একেবারে সহোদর ভাই। হারূন (আঃ) ওযর পেশ করে বলেন ঃ আমি এটা মনেও করেছিলাম যে, আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে এ সংবাদ অবহিত করি। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম যে, এদেরকে এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হবেনা। কেননা এতে আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেন ঃ কেন তুমি এদেরকে ছেড়ে গেলে? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হারূন (আঃ) ছিলেন মূসার (আঃ) অত্যন্ত অনুগত। তিনি মূসাকে (আঃ) অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। (তাবারী ১৮/৩৫৯)

৯৫। মূসা বলল ঃ ওহে সামিরী! তোমার ব্যাপার কি?	٩٥. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ
৯৬। সে বলল ঃ আমি যা দেখেছিলাম তারা তা দেখেনি; অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হতে এক মুষ্টি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আর আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এরূপ করা।	٩٦. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى
৯৭। মূসা বলল ঃ দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে ঃ আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবেনা এবং তুমি তোমার সেই মা'বূদের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।	٩٧. قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا
৯৮। তোমাদের মা'বূদতো শুধুমাত্র আল্লাহই যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত।	٩٨. إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ

شَيْءٍ عِلْمًا	

সামিরী কিভাবে গাভী তৈরী করেছিল

মূসা (আঃ) সামিরীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ওহে সামিরী! এটা করতে তোমাকে কিসে উদ্ধুদ্ধ করেছে? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ঐ লোকটি আহলে বাজারমা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার কাওম গরু-পূজারী ছিল, তার অন্তরেও গরুর মুহাব্বাত বাসা বেঁধে ছিল। সে বাহ্যিকভাবে বানী ইসরাঈলের সাথে ঈমান এনেছিল। তার নাম ছিল মূসা ইব্ন যাফর। (তারিখ আত তাবারী ১/৪২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যে, তার গ্রামের নাম ছিল সামাররা। (তাবারী ১৮/৩৬৩)। সে মূসার (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলে ঃ ফির'আউনকে ধ্বংস করার জন্য যখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন তখন আমি তাঁর ঘোড়ার খুরের নিচ হতে কিছুটা মাটি উঠিয়ে নিই। (তাবারী ১৮/৩৬২) অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে প্রসিদ্ধ কথা এটাই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ জিবরাঈলের (আঃ) ঘোড়ার খুরের নিচ থেকে সামিরী ঐ মাটি সংগ্রহ করেছিল। তিনি আরও বলেন ঃ 'কাবদাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতের তালুতে যে পরিমান নেয়া যায়। আবার ঐ পরিমানের কথাও বলা হয়েছে যা আঙ্গুলের মাথায় করে তোলা যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সামিরীর কাছে যে মাটি ছিল তা সে বানী ইসরাঈলীদের যে স্বর্ণ আগুনে নিক্ষেপ করেছিল তার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। ফলে সবকিছু গলে গিয়ে একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করে, যা থেকে ক্ষীণ হাম্বা ধ্বনি বের হয়ে আসত। ওর ভিতর যখন বাতাস প্রবেশ করে আবার বের হয়ে আসত তখন ঐ রূপ শব্দ হত। (তাবারী ১৮/৩৬২) সামিরী বলল ঃ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي তারা যে স্বর্ণালঙ্কার নিক্ষেপ করেছিল তার মধ্যে আমিও নিক্ষেপ করলাম, কারণ আমার মন এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং আমি এটা করতে আনন্দ পাচ্ছিলাম।

সামিরীর শাস্তি এবং গাভীকে জ্বালিয়ে দেয়া

তখন মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ দূর হও! তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে ঃ 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার ব্যাপারে যার ব্যতিক্রম হবেনা।

لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا আর তুমি তোমার যে মা'বূদের পূজায় রত ছিলে তার প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই। অতঃপর মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا তোমাদের মা'বূদ এটা নয়, ইবাদাতের যোগ্যতো একমাত্র আল্লাহ। বাকী সমস্ত জগত তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর অধীন। সব কিছুই তিনি অবগত আছেন।

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে রয়েছে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২)

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ২৮)

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩)

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৯৯। পূর্বে যা ঘটেছে উহার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে দান করেছি উপদেশ।	৯৯. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا
১০০। এটা হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামাত দিবসে মহাভার বহন করবে।	১০০. مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا
১০১। তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামাত দিবসে এই বোঝা তাদের জন্য কত মন্দ!	১০১. خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًا

সম্পূর্ণ কুরআনেই রয়েছে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার তাগিদ এবং অবাধ্যকারীদের শাস্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ আমি যেমন মূসার সত্য ঘটনাকে সঠিকভাবে তোমার কাছে বর্ণনা করেছি তেমনিভাবে ফির'আউন, তার সেনাবাহিনী এবং আরও অনেক অতীতের ঘটনা তোমার সামনে আমি হুবহু বর্ণনা করেছি। এ সব বর্ণনা করার ব্যাপারে তোমাকে কোন কম-বেশি করিনি। আমি তোমাকে মহান কুরআন দান করেছি। ইতোপূর্বে কোন নাবীকে এর চেয়ে বেশি পূর্ণতা প্রাপ্ত, বেশি অর্থবহ এবং বেশি বারাকাতময় কিতাব প্রদান করা হয়নি। এর মাধ্যমে তোমাকে নাবুওয়াত প্রদান করে রিসালাতের ইতি টানা হয়েছে। এই কুরআনুল কারীমই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উন্নত মানের কিতাব। এতে অতীতের ঘটনাবলী, ভবিষ্যতের কার্যাবলী এবং প্রতিটি কাজের পন্থা বর্ণিত হয়েছে।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا যারা এটিকে মানেনা, যারা এর থেকে বিমুখ হয়, এর আহকাম হতে পালিয়ে যায় এবং এটিকে বাদ দিয়ে

অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করে তারা পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামী। কিয়ামাতের দিন তারা নিজেদের বোঝা নিজেরাই বহন করবে এবং ওটা হবে খুবই মন্দ বোঝা। যে এর সাথে কুফরী করবে সে জাহান্নামে যাবে।

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) কিতাবী হোক কিংবা গায়ের কিতাবী হোক, আরাবী হোক অথবা আজমী হোক যে'ই এটিকে অস্বীকার করবে সে'ই জাহান্নামী হবে। যেমন ঘোষিত হয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) সুতরাং এর অনুসরণকারী হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং এর বিরোধিতাকারী পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য। দুনিয়ায় তারা ধ্বংস হল এবং আখিরাতেও হবে তারা জাহান্নামী।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا. خَـٰلِدِينَ فِيهِ

এটা হতে যে বিমুখ হবে, সে কিয়ামাত দিবসে মহাভার বহন করবে। (১০১) তাতে তারা স্থায়ী হবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০০-১০১) এ আযাব থেকে তারা কখনও মুক্তি ও পরিত্রাণ পাবেনা এবং সেখান থেকে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا সেই দিন তারা যে বোঝা বহন করবে তা হবে খুবই মন্দ বোঝা।

১০২। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।	١٠٢. يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ج
১০৩। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান	١٠٣. يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن

لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا	করেছিলে।
١٠٤. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا	১০৪। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

শিংগাধ্বনি এবং কিয়ামাত দিবসের সূচনা

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ ‘সুর’ কি জিনিস? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ওটা এমন একটা শিংগা যাতে ফুঁক দেয়া হবে। (তিরমিযী ৯/১১৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে শিংগা সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে ঃ ওর ব্যাপ্তি/বেড় হবে আসমান ও যমীনের সমান। ইসরাফীল (আঃ) তাতে ফুঁক দিবেন। (তাবারানী ৩৬) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিরূপে শান্তি লাভ করব যখন শিংগায় ফুৎকারদানকারী শিংগায় মুখ লাগিয়ে কপাল ঝুঁকিয়ে রয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমের শুধু অপেক্ষায় রয়েছেন। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমরা কি পাঠ করব? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমার পাঠ করতে থাক ঃ

حَسْـــبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। (তাবারী ১৮/৩৭১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا সেই দিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা তাদের পরস্পরের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ আমরা দুনিয়ায় মাত্র দশ দিন অর্থাৎ অতি অল্প সময় অবস্থান করেছি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ আমি তাদের ঐ গোপন কথাবার্তাও সম্যক অবগত আছি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে ঃ

إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا আমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলাম। মোট কথা, কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবন অতি অল্প সময় বলে মনে হবে। এর মাধ্যমে অবিশ্বাসী কাফিরেরা এটা বুঝাতে চাবে যে, যেহেতু তারা পৃথিবীতে খুব অল্প সময়ই কাটিয়েছে তাই উত্তম আমল করার মত তারা যথেষ্ট সময় পায়নি। অতএব তাদের ব্যাপারে যেন কোন অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেয়া না হয়। ঐ সময় তারা শপথ করে বলবে ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَـٰنَ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে ঃ তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাইতো পুনরুত্থান দিন, কিন্তু তোমরা জানতেনা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৫-৫৬) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ

আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ. قَـٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১২-১১৪) আসলে আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এরূপই বটে। কিন্তু তোমরা যদি এটা জানতে বা বুঝতে তাহলে এই অস্থায়ী জগতকে ঐ স্থায়ী জগতের উপর কখনও প্রাধান্য দিতেনা, বরং এই দুনিয়া থেকেই তোমরা আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ করে নিতে।

১০৫। তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।	١٠٥. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا
১০৬। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে।	١٠٦. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
১০৭। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা।	١٠٧. لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا
১০৮। সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবেনা; দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তদ্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবেনা।	١٠٨. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

পর্বতমালা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং যমীন হবে মসৃন ও সমতল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَال তোমাকে জনগণ জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামাতের দিন এই পাহাড়গুলি বাকী থাকবে কি? তুমি উত্তরে তাদেরকে বলে দাও ঃ

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ওগুলি চলছে, ফিরছে বলে মনে হবে এবং শেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে قَاع শব্দের অর্থ হল মসৃণ সমতল মাইদান এবং صفصفا শব্দকে ওরই গুরুত্বের জন্য

আনা হয়েছে। আবার صفصف এর অর্থ অনুর্বর যমীনও হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটি উৎকৃষ্টতর। আর দ্বিতীয় অর্থটিও অপরিহার্য। যমীনে না কোন উপত্যকা থাকবে, না কোন টিলা থাকবে, আর না থাকবে উঁচু নিচু। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণেরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৮/৩৭২, দুররুল মানসুর ৫/৫৯৮, ৫৯৯)

আহ্বানকারীর আহ্বানের দিকে মানুষ দৌড়ে যাবে

يَوْمَئِذ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ এই ভীতিপ্রদ অবস্থার সাথে সাথেই এক শব্দকারী শব্দ করবে। সমস্ত সৃষ্টিজীব ঐ শব্দের পিছনে ছুটবে। যেভাবে যেদিকে দৌড়াতে হুকুম করা হবে সেই অনুযায়ী সেই দিকে চলতে থাকবে। এদিক ওদিকও হবেনা এবং বক্র পথেও চলবেনা। হায়! দুনিয়ায় যদি এই ব্যবহার ও চলন থাকত এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা হত! তাহলে তা'ই হত তাদের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু সেই দিন এই ব্যবহার ও চালচলন কোন কাজে আসবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৮)

يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ সেই দিন মানুষ আল্লাহ তা'আলার হুকুমের খুবই মান্যকারী হয়ে যাবে এবং হুকুমের সাথে সাথেই তা পালন করবে। হাশরের মাঠ হবে নীরব নিশ্চুপ অন্ধকার জায়গা। আওয়াজদাতার আওয়াজে সব দাঁড়িয়ে যাবে। ঐ একই মাইদানে সমস্ত সৃষ্টিজীব একত্রিত হবে। সেই দিন দয়াময় আল্লাহ তা'আলার সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا *সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবেনা।* সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, هَمْسًا শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃদু পদচারণা। (তাবারী ১৮/৩৭৪) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে একই অর্থ করেছেন। (তাবারী

১৮/৩৭৫) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) هَمْسًا শব্দের অর্থ করেছেন ফিসফিস শব্দ। অন্যত্র ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইরের (রহঃ) বরাতে বলা হয়েছে যে, هَمْسًا শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিসফিস কথা-বার্তা এবং মৃদু পদচারণা।

১০৯। দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবেনা।	١٠٩. يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا
১১০। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা।	١١٠. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا
১১১। স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ-পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে যুল্মের ভার বহন করবে।	١١١. وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
১১২। এবং যে সৎ কাজ করে মু'মিন হয়, তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও।	١١٢. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا

تَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا	

শাফা'আত এবং প্রতিদান প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَئِذٍ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا কিয়ামাতের দিন কারও ক্ষমতা হবেনা যে, সে অন্যের জন্য সুপারিশ করে। তবে যাকে তিনি অনুমতি দিবেন সে তা করতে পারবে।

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫)

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

আকাশে কত মালাইকা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮)

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩)

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রূহ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮)

সবাই সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ করা চলবেনা। মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী ও রূহ (জিবরাঈল (আঃ) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহই মুখ খুলতে পারবেনা। স্বয়ং সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আরশের নীচে আল্লাহর সামনে সাজদাহয় পড়ে যাবেন। খুব বেশি বেশি তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবেন যা শুধু ঐ সময়েই তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হবে। দীর্ঘক্ষণ তিনি সাজদাহয় পড়ে থাকবেন, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে; সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। তারপর সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করে তিনি জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আবার তিনি ফিরে আসবেন এবং এটাই চলতে থাকবে । (ফাতহুল বারী ৮/২৪৭, মুসলিম ১/১৮৪) এরূপ চারবার ঘটবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত নাবীর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

অন্য এক হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ তা'আলা হুকুম করবেন ঐ লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে এসো যাদের অন্তরে এক দানা পরিমাণও ঈমান আছে। তখন বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে আসা হবে। আবার তিনি বলবেন ঃ যাদের অন্তরে অর্ধদানা পরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। যাদের অন্তরে অণু পরিমানও ঈমান আছে তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। যাদের অন্তরে এর চেয়েও কম এবং তারচেয়েও কম ঈমান রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে এসো। (তাবারী ১৮/৩৭৭, ৩৭৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবকে নিজের জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তাদের জ্ঞান দ্বারা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) তিনি বলেন ঃ

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ তাঁর নিকট সবাই হবে অধোবদন এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে, যুল্‌মের ভার বহন করবে। কেননা তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান। তিনি ঘুমাননা এবং তাঁকে তন্দ্রাও আচ্ছন্ন করেনা। তিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং কৌশল ও ক্ষমতা বলে সব কিছুকেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। সবকিছুর দেখা শোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তিনিই করে থাকেন। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত সৃষ্টিজীব তাঁরই মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহ সৃষ্টিও হতে পারেনা এবং জীবিতও থাকতে পারেনা।

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا এখানে যে যুল্‌ম করবে কিয়ামাত দিবসে সে ধ্বংস হবে। কেননা সেই দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করে দিবেন। এমন কি শিংবিহীন ভেড়াকেও তিনি শিংবিশিষ্ট ভেড়া হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাবেন।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুল্‌ম করা থেকে দূরে থাক। কেননা কিয়ামাতের দিন যুল্‌ম অন্ধকার রূপে প্রকাশ পাবে। আর সেই দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঐ ব্যক্তি যে মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কেননা

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্‌ক হচ্ছে বড় যুল্‌ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (আহমাদ ২/১০৬, মুসলিম ৪/১৯৯৬)

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا যালিমদের পরিণাম ফল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের প্রতি অবিচারের কোন আশংকা নেই এবং ক্ষতিরও কোন ভয় নেই। অর্থাৎ তাদের খারাবী আর বৃদ্ধি পাবেনা এবং উত্তম আমলকেও কমিয়ে দেয়া হবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৮/৩৭৯, ৩৮০) *'যুল্‌ম'* হল কোন ব্যক্তির আমলনামায় অন্য ব্যক্তিদের বদ/খারাপ আমল যোগ করা এবং *'হাযম'* (هَضْمًا) শব্দের অর্থ হল কমিয়ে দেয়া।

১১৩। এ রূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ।	١١٣. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرًا
১১৪। আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি কুরআনের আয়াত সম্পূর্ণ হবার পূর্বে তুমি ত্বরা করনা এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন।	١١٤. فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۗ وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أَن يُقۡضَىٰٓ إِلَيۡكَ وَحۡيُهُۥۖ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمًا

আল্লাহভীতি ও সৎ আমলের জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ কিয়ামাতের দিন অবশ্যই আসবে এবং সেই দিন ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে, তাই আমি লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পবিত্র কুরআন পরিস্কার আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে। আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয় প্রদর্শন করেছি।

أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا যাতে তারা পাপ থেকে বাঁচতে পারে, কল্যাণ লাভের কাজে তৎপর হয়, তাদের অন্তরে চিন্তা ভাবনা ও উপদেশ এসে যায়, তারা আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ভাল কাজের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে।

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ সুতরাং মহান পবিত্র ঐ আল্লাহ যিনি প্রকৃত অধিপতি এবং ইহজগত ও পরজগতের একচ্ছত্র মালিক। তিনি স্বয়ং সত্য, তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাঁর ভয় প্রদর্শন সত্য, তাঁর রাসূলগণ সত্য এবং তাঁর জান্নাত ও

জাহান্নাম সত্য। তাঁর ফরমান এবং তাঁর পক্ষ হতে যা কিছু হয় সবই ন্যায় ও সত্য। তাঁর সত্তা এর থেকে পবিত্র যে, তিনি পূর্বে সতর্ক না করেই কেহকেও শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি সবারই ওযরের সুযোগ মিটিয়ে দেন এবং কারও সন্দেহ তিনি বাকী রাখেননা।

কুরআন নাযিলের সময় রাসূলকে (সাঃ) ত্বরা করে মুখস্ত না করার নির্দেশ

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ তোমার প্রতি আমার অহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি তাড়াহুড়া করনা। প্রথমে ভাল করে শুনে নাও। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ. فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ

তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন করনা। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করাই তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৬-১৯)

হাদীসে আছে ঃ প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলের (আঃ) সাথে সাথেই দ্রুত কুরআন পাঠ করতেন। তাতে তাঁর খুব কষ্ট হত। (ফাতহুল বারী ১/৩৯) যখন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তাঁর থেকে ঐ কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং তিনি প্রশান্তি লাভ করেন যে, আল্লাহ যত অহীই নাযিল করুন না কেন তা তাঁর মুখস্ত হবেই, একটা অক্ষরও তিনি ভুলবেননা। কেননা আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা সত্য।

فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ

সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করাই তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৮-১৯) এখানেও এ কথাই বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ তিনি যেন মালাক/ফেরেশতার কুরআন পাঠ শ্রবণ করেন এবং তার পাঠ শেষ করার পর যেন তিনি পাঠ শুরু করেন। আর তাঁর কর্তব্য হবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا *এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন*। সুতরাং তিনি দু'আ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন। তাই মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ইল্‌ম বাড়তেই থাকে।

১১৫। আমিতো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।	١١٥. وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا
১১৬। স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাকে বললাম ঃ আদমের প্রতি সাজদাহবনত হও, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল; সে অমান্য করল।	١١٦. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ
১১৭। অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে দিতে না পারে, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।	١١٧. فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ
১১৮। তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবেনা এবং নগ্নও হবেনা।	١١٨. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

১১৯। এবং তুমি সেখানে পিপাসার্ত হবেনা এবং রৌদ্র ক্লিষ্টও হবেনা।	١١٩. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ
১২০। অতঃপর শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?	١٢٠. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ
১২১। অতঃপর তারা তা হতে আহার করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল; আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল।	١٢١. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ
১২২। এরপর তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হলেন এবং তাকে পথ নির্দেশ করলেন।	١٢٢. ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

আদম (আঃ) ও ইবলীস শাইতানের ঘটনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে *'ইনসান'* বলার কারণ এই যে, মানুষের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার (*নসীয়া*) নেয়া হয়েছিল তা সে ভুলে গিয়েছিল। (তাবারী ১৮/৩৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) ও হাসান (রহঃ) বলেন যে, ঐ অঙ্গীকার

আদম সন্তান পরিত্যাগ করেছে। এরপর আদমের (আঃ) মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ, সূরা হিজর এবং সূরা কাহফে আদমকে (আঃ) শাইতানের সাজদাহ না করার ঘটনার পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সূরা 'ص' এও এর বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ। এ সব সূরায় আদমের (আঃ) জন্মবৃত্তান্ত, অতঃপর তাঁর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে মালাইকাকে তাঁর প্রতি সাজদাহবনত হওয়ার নির্দেশ দান এবং ইবলীসের গোপন শত্রুতা প্রকাশ যা এখনও আদম সন্তানের উপর রয়েছে ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। সে অহংকার করে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে। ঐ সময় আদমকে বলা হয় ঃ

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ হে আদম! এই শাইতান তোমার ও তোমার স্ত্রী হাওয়ার (আঃ) শত্রু। সে যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, অন্যথায় তোমরা বঞ্চিত হয়ে জান্নাত হতে বহিস্কৃত হবে এবং কঠিন বিপদে পড়বে। তোমাদের জীবিকা অন্বেষণে কষ্ট করতে হবে।

إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى এখানে তোমরা বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে জীবিকা প্রাপ্ত হচ্ছ। এখানে যে তোমরা ক্ষুধার্ত থাকবে তা অসম্ভব, এবং নগ্ন থাকবে তাও অসম্ভব। এখানে ক্ষুধা এবং নগ্নপনাকে একই বাক্যে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বিড়ম্বনা এবং অপরটি হচ্ছে বাহ্যিক বিড়ম্বনা। তাই ভিতরের ও বাইরের কষ্ট হতে এখানে বেঁচে আছ।

وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى আর এখানে না তোমরা আভ্যন্তরীণ পিপাসার তীব্রতার শাস্তি পাচ্ছ, না বাহ্যিকভাবে রোদের প্রখরতার কষ্ট পাচ্ছ। যদি শাইতান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে তাহলে তোমাদের থেকে এই আরাম ও শান্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তোমরা বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা শাইতানের ফাঁদে পড়েই যান।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَى *অতঃপর শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?* পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইতানের ধোকায় পড়ে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন।

وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ

সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল ঃ আমি তোমাদের হিতাকাংখীদের অন্যতম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২১)

পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন ঃ তোমরা জান্নাতের সব গাছেরই ফল খেতে থাক, কিন্তু সাবধান! এই গাছটির নিকটেও যেওনা। কিন্তু শাইতান তাঁদেরকে মিষ্টি কথায় এমনভাবে ভুলিয়ে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঐ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলেন।

ঐ গাছটি ছিল অনন্ত জীবন লাভের গাছ বা *'শাজারাতুল খুল্দ'*। অর্থাৎ ঐ গাছ থেকে কেহ খেলে সে অনন্ত জীবন লাভ করত এবং কখনও মৃত্যু হতনা। *'শাজারাতুল খুল্দ'* (شَجَرَةُ الْخُلْد) সম্পর্কিত একটি হাদীস ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় আরোহী একশ বছর চলতে থাকবে, তথাপি তা শেষ হবেনা। ঐ গাছের নাম হল *শাজারাতুল খুল্দ*। (আবূ দাঊদ ২/৩৩২, আহমাদ ২/৪৫৫)

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا তাঁরা দু'জন ঐ নিষিদ্ধ গাছটির ফল খাওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের পরিধেয় পোশাক খসে পড়ে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উম্মুক্ত হয়ে যায় এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে।

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) ঘন চুল বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছিলেন। দেহ খেজুর গাছের সমান দীর্ঘ ছিল। যখনই তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন তখনই পরিধেয় পোশাক কেড়ে নেয়া হয়। প্রথমেই লজ্জাস্থানের দিকে নযর পড়া মাত্রই লজ্জায় জান্নাতে গিয়ে লুকাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পথে একটি গাছে চুল জড়িয়ে যায়। তিনি তাড়াতাড়ি চুল ছুটানোর চেষ্টা করলেন। আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে আদম! আমা হতে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ? আল্লাহর কালাম শুনে অত্যন্ত আদবের সাথে আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! লজ্জায় আমি মাথা লুকানোর চেষ্টা করছি। দয়া করে বলুন! তাওবাহ করার পরে কি আমি জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারব? উত্তরে বলা হয় ঃ হ্যাঁ। (তাবারী ১২/৩৫৪) অতঃপর আদম (আঃ) তাঁর রবের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন।

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِ

অতঃপর আদম স্বীয় রাব্ব হতে কতিপয় বাণী শিক্ষা লাভ করল, আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিলেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩৭) অবশ্য এ বর্ণনাধারায় হাসান (রহঃ) এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) এর মাঝে ছেদ রয়েছে। এ হাদীসটি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) থেকে হাসান (রহঃ) শ্রবণ করেননি। তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আদৌ বর্ণিত হয়েছে কি না।

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) হতে যখন পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন তাঁরা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের দেহ আবৃত করতে থাকেন। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৮/৩৮৮) আল্লাহ তা'আলার প্রতি নাফরমানী করার কারণে তাঁরা সঠিক পথ হতে সরে পড়েন। কিন্তু অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁদের তাওবাহ কবূল করেন এবং নিজের বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মূসা (আঃ) ও আদমের (আঃ) মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপ হয়। মূসা (আঃ) বলেন ঃ আপনিতো আপনার পাপের কারণে সমস্ত মানুষকে জান্নাত হতে বের করেছেন এবং তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। উত্তরে আদম (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় রিসালাত ও সরাসরি কথা বলা দ্বারা বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আমাকে এমন কাজের সাথে দোষারোপ করছেন যা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্মের পূর্বেই আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন? অতএব আদম (আঃ) মূসার (আঃ) অভিযোগ খন্ডন করে বিজয়ী হলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৮৮, ৬/৫০৮, মুসলিম ৪/২০৪২, ২০৪৩, আহমাদ ২/২৮৭, ৩১৪)

১২৩। তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হতে	١٢٣. قَالَ ٱهۡبِطَا مِنۡهَا جَمِيعًاۢ ۖ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا

তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ এলো ঃ যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবেনা ও দুঃখ-কষ্ট পাবেনা।	يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ
১২৪। যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামাত দিবসে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।	١٢٤. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ
১২৫। সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো ছিলাম চক্ষুস্মান!	١٢٥. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا
১২৬। তিনি বলবেন ঃ এ রূপেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।	١٢٦. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ

আদমকে (আঃ) পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া, সৎ আমলকারীকে উত্তম প্রতিদান এবং অসৎ আমলকারীকে শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার

আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) এবং ইবলীসকে বলেন ঃ তোমরা সবাই জান্নাত হতে বেরিয়ে যাও। সূরা বাকারাহয় এর পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩৬) অর্থাৎ আদম সন্তান ও ইবলীস পরস্পর পরস্পরের শত্রু।

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى তোমাদের কাছে আমার দিক নির্দেশনা আসবে। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, এই দিক নির্দেশনা হচ্ছে নাবী, রাসূল এবং দলীল প্রমাণাদী। (তাবারী ১/৫৪৯)

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى যারা আমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে তারা দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত হবেনা এবং পরকালেও অপমানিত হবেনা। (তাবারী ১৮/৩৮৯)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا আর যারা আমার হুকুমের বিরোধিতা করবে, আমার রাসূলদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করবে এবং অন্য পথে চলবে তারা দুনিয়ায় সংকীর্ণ অবস্থায় থাকবে। তারা প্রশান্তি ও স্বচ্ছলতা লাভ করবেনা। নিজেদের গুমরাহীর কারণে সংকীর্ণ অবস্থায় কালাতিপাত করবে। যদিও বাহ্যতঃ পানাহার ও পরিধানের ব্যাপারে প্রশস্ততা পরিদৃষ্ট হবে, কিন্তু অন্ত রে ঈমান ও হিদায়াত না থাকার কারণে সদা সর্বদা সন্দেহ, সংশয়, সংকীর্ণতা এবং স্বল্পতার মধ্যেই জড়িয়ে পড়বে। তারা হবে হতভাগা, আল্লাহর রাহমাত হতে বঞ্চিত এবং কল্যাণশূন্য। কেননা মহান আল্লাহর উপর তারা ঈমানহীন, তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসহীন, মৃত্যুর পর তাঁর নি'আমাতের মধ্যে তাদের কোন অংশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ করে উঠানো হবে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু তার নযরে পড়বেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) সে বলবে ঃ

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا হে আমার রাব্ব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো ছিলাম চক্ষুস্মান। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى এরূপই আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا

আজকে আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫১) সুতরাং এটা তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল।

যে ব্যক্তি কুরআনুল হাকীমের উপর বিশ্বাস রাখে এবং ওর হুকুম অনুযায়ী আমলও করে, সে যদি ওর শব্দ ভুলে যায় তাহলে সে এই প্রতিশ্রুত শাস্তির অন্ত র্ভুক্ত নয়। বরং তার জন্য অন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্ত করার পর তা ভুলে যায় তার জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

১২৭। এবং এভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনা; পরকালের শাস্তিতো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।	١٢٧. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ

সীমা লংঘনকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যারা আল্লাহর সীমারেখার পরওয়া করেনা এবং তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিই। যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَّهُمْ عَذَابٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তিতো আরও কঠোর! এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৪) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ দুনিয়ার শাস্তির কঠোরতা ও দীর্ঘ মেয়াদী হিসাবে আখিরাতের শাস্তির সাথে তুলনীয় হতে পারেনা। আখিরাতের শাস্তি চিরস্থায়ী ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। পরস্পর পরস্পরের উপর লা'নতকারীদের, যারা স্বামী স্ত্রীর উপর এবং স্ত্রী স্বামীর উপর একে অপরের প্রতি অবৈধ যৌনাচারের অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা ও অতি নগন্য। (মুসলিম ২/১১৩১)

১২৮। এটাও কি তাদেরকে সৎ পথ দেখালনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।	١٢٨. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ
১২৯। তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।	١٢٩. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى
১৩০। সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, আর দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে	١٣٠. فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ

Contents

তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।	ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ

আল্লাহ তা'আলা পূর্বের অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছেন যার মাধ্যমে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! যারা তোমাকে মানেনা এবং তোমার শারীয়াতকে অস্বীকার করে তারা কি এর দ্বারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেনা যে, তাদের পূর্বে যারা এরূপ আচরণ করেছিল, আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছিলাম? আজ তাদের মধ্যে চোখ দিয়ে দেখার মত, শ্বাস গ্রহণ করার মত এবং মুখে কিছু বলার মত কেহ অবশিষ্ট আছে কি? তাদের সুউচ্চ, সুদৃশ্য এবং জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদগুলির ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে মাত্র। সেই পথ দিয়েই এরা চলাফিরা করে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى তাদের যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকত তাহলে এর দ্বারা তারা বহু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٌ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬) সূরা সাজদাহয়ও উপরোল্লিখিত আয়াতের মত আয়াত রয়েছে।

أَوَلَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمۡ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسۡمَعُونَ

এটাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করলনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করছে? (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৬) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত ত্বরিত শাস্তি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৯) ঐ নির্ধারিত সময় এসে গেলেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

ধৈর্য ধারণ করা এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ সুতরাং হে নাবী! তারা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। জেনে রেখ যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে নয়।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ সূর্যোদয়ের পূর্বে এ কথা দ্বারা ফাজরের সালাত উদ্দেশ্য এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আসরের সালাত। জারীর ইব্ন আবদিল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা সত্তরই তোমাদের রাব্বকে এভাবেই দেখতে পাবে যেভাবে এই চাঁদকে কোন প্রতিবন্ধক ছাড়াই দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং সম্ভব হলে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের সালাতের হিফাযাত কর। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ২/৪০, মুসলিম ১/৪৩৯)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) উমারাহ ইব্ন রুআইবাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করে সে কখনও জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবেনা। (আহমাদ ৪/১৩৬, মুসলিম ১/৪৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ এবং রাত্রিকালে (তোমার রবের) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। অর্থাৎ রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় কর। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মাগরিব ও ইশার সালাত।

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى আর দিনের প্রান্তসমূহেও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর যাতে তাঁর পুরস্কার ও প্রতিদান পেয়ে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ

অচিরেই তোমার রাব্ব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! তারা উত্তরে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা হাযির আছি। তখন তিনি বলবেন ঃ তোমরা খুশি হয়েছ কি? তারা জবাব দিবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা খুশি হবনা? আপনিতো আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন যা আপনার সৃষ্টজীবের আর কেহকেও দেননি! আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ এগুলি অপেক্ষাও উত্তম জিনিস আমি তোমাদেরকে প্রদান করব। তারা উত্তরে বলবে ঃ এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন ঃ আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি প্রদান করছি। এরপরে আর কোন দিন আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবনা। (ফাতহুল বারী ১১/৪২৩)

অন্য হাদীসে আছে যে, বলা হবে ঃ হে জান্নাতবাসী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে ঃ আল্লাহ তা'আলার সব ওয়াদাতো পূর্ণ হয়েই গেছে। আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়েছে, আমাদের সাওয়াবের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়েছেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। সুতরাং আর কিছুইতো বাকী নেই। তৎক্ষণাৎ পর্দা উঠে যাবে এবং তারা মহামহিমান্বিত আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর শপথ! এর চেয়ে উত্তম নি'আমাত আর কিছুই হবেনা, এটাই প্রচুর। (আহমাদ ৪/৩৩২)

১৩১। তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের	١٣١. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ

زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ	উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।
١٣٢. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ	১৩২। আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাইনা, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্য।

দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি খেয়াল না করে, ধৈর্য সহকারে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি কাফিরদের পার্থিব সৌন্দর্য ও সুখ ভোগের প্রতি আফসোসপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবেনা। এটাতো অতি অল্প দিনের সুখভোগ মাত্র। তাদের পরীক্ষার জন্যই এ সব তাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমি দেখতে চাই যে, তারা এসব পেয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে নাকি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের ধনীদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ উত্তম নি‘আমাত তোমাকে দান করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন। তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮৭-৮৮) অনুরূপভাবে হে নাবী! তোমার জন্য তোমার রবের নিকট আখিরাতে যে আতিথেয়তার ব্যবস্থা রয়েছে তার কোন তুলনা নেই এবং এটা বর্ণনাতীত। বলা হয়েছে ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ

অচিরেই তোমার রাব্ব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৫) وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার শপথ করেছিলেন। তিনি একটি নির্জন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। উমার (রাঃ) সেখানে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি বালিতে ভরপুর একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুইয়ে আছেন। চাড়ার একটা টুকরা এক দিকে পড়ে রয়েছে এবং ঝুলন্ত কয়েকটি জিনিস রয়েছে। আসবাবপত্রহীন ঘরের ঐ অবস্থা দেখে তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! (রোম সম্রাট) কাইসার এবং (পারস্যের বাদশাহ) সিজার কত সুখে শান্তিতে ও আরাম আয়েশের জীবন যাপন করছে। সৃষ্টিজীবের মধ্যে আপনি আল্লাহর কাছে বন্ধুত্বের সম্মানে আসীন হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই অবস্থা! তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! এখনও আপনি সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছেন! তারা এমন সম্প্রদায় যে, পার্থিব জীবনেই তাদেরকে সুখ ভোগের সুযোগ দেয়া হয়েছে (পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই)। (ফাতহুল বারী ৫/১৩৭)

সুতরাং জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি তিনি খুবই অনাসক্ত ছিলেন। যা কিছু তাঁর হাতে আসত তা'ই আল্লাহর রাস্তায় একে একে দান করতেন এবং নিজের প্রয়োজনে পরবর্তী দিনের জন্য এক পয়সাও রাখতেননা।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে ঐ সময়কেই সবচেয়ে বেশি ভয় করি যখন দুনিয়া, তার সমস্ত সৌন্দর্য ও আসবাবপত্র তোমাদের করতলগত হবে । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আসবাবপত্রের অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ যমীনের বারাকাত। (ইব্ন আবী হাতিম ৭/২৪৪২)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য হল ওর ভিতরের বিভিন্ন নি'আমাতরাজী এবং চাকচিক্যময় আসবাবপত্র। (তাবারী

১৮/৪০৪) কাতাদাহ (রহঃ) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে হকের পথে থাকে এবং কে বিপথগামী হয়। (তাবারী ১৮/৪০৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও যাতে তারা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারে। নিজেও ওর উপর অবিচল থাক। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা এবং ইয়ারফা (রাঃ) উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) সাথে রত্রি যাপন করতেন। রাতের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে উমার (রাঃ) জেগে উঠে সালাত আদায় করতেন। সালাত শেষে তিনি বলতেন ঃ আমি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠি (সালাত আদায় করার জন্য) তখন আমি আমার পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতামনা, যদি وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (*আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক*) এ আয়াতটি নাযিল না হত। (তাবারী ১৮/৪০৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ আমি তোমার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাইনা। তুমি সালাতে পাবন্দী হও, আল্লাহ তোমাকে এমন জায়গা হতে রিয্ক দিবেন যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجًا. وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২৩)

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ. مَآ أُرِيدُ مِنۡهُم مِّن رِّزۡقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطۡعِمُونِ. إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহই রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬-৫৮) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ আমি তোমার কাছে রিয্ক চাইনা, বরং আমিই তোমাকে রিয্ক দান করি।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে ইব্ন আদম! তুমি নিজেকে আমার ইবাদাতে লিপ্ত রেখ, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্য ও অভাবহীনতা দ্বারা পূর্ণ করে দিব। আর যদি তা না কর তাহলে আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং তোমার দারিদ্রতা দূর করবনা। (তিরমিযী ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬)

যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যার সমস্ত চিন্তা ফিকির এবং ইচ্ছা ও খেয়াল একমাত্র দুনিয়ার জন্য হয় এবং তাতেই মগ্ন থাকে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুনিয়ার সমস্ত উদ্বেগে নিক্ষেপ করেন এবং তার দারিদ্রতা তার চোখের সামনে করে দেন। সে দুনিয়া হতে ঐ পরিমানই প্রাপ্ত হবে, যে পরিমাণ তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে তার কেন্দ্রস্থল বানিয়ে নিবে এবং নিজের নিয়াত শুধু ওটাই রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতিটি কাজে প্রশান্তি আনয়ন করবেন এবং তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করবেন। আর দুনিয়া তার পায়ে হুমরি খেয়ে পড়বে। (ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৫) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্যই। সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমরা যেন উকবা ইব্ন রা'ফের (রাঃ) বাড়ীতে রয়েছি। সেখানে আমাদের সামনে ইব্ন তা’ব (রাঃ) এর বাগানের রসাল খেজুর পেশ করা হয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা এই নিয়েছি যে, পরিণামের দিক দিয়ে দুনিয়ায়ও আমাদেরই পাল্লা ভারী হবে। উচ্চতা ও উন্নতি আমরাই লাভ করব। আর আমাদের দীন পবিত্র এবং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। (মুসলিম ৪/১৭৭৯)

১৩৩। তারা বলে ঃ সে তার রবের নিকট হতে আমাদের জন্য কোন নিদর্শন কেন	١٣٣. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِءَايَةٍ

আনয়ন করেনা? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?	مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمۡ تَأۡتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ
১৩৪। আমি যদি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেননা? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম।	١٣٤. وَلَوۡ أَنَّآ أَهۡلَكۡنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبۡلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخۡزَىٰ
১৩৫। বল ঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে।	١٣٥. قُلۡ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ مَنۡ أَصۡحَٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ

কাফিরদের মু'জিযা দাবী,
অথচ পবিত্র কুরআনই একটি মু'জিযা

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ তারা বলত, এই নাবী তাঁর সত্যবাদিতার প্রমাণ স্বরূপ কোন মু'জিযা দেখাচ্ছেন না কেন? তাদেরকে উত্তরে বলা হচ্ছে ঃ এ হচ্ছে কুরআন যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের খবরসহ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উম্মী নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন, যিনি

লিখাপড়া জানেননা এবং পূর্ববর্তী কিতাবে কি লিখা ছিল তাও তার জানা নেই। এতে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং ঠিক ঐ সব কিতাব মুতাবেকই রয়েছে যেগুলি ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআনুল কারীম এ সবগুলির রক্ষক। পূর্ববর্তী কিতাবগুলি হ্রাস বৃদ্ধি হতে পবিত্র নয় বলে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন এটি ওগুলির শুদ্ধ ও অশুদ্ধকে পৃথক করে দেখিয়ে দেয়। সূরা আনকাবূতে কাফিরদের এই প্রতিবাদের জবাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তারা বলে ঃ রবের নিকট হতে তার প্রতি নিদর্শন প্রেরিত হয়না কেন? বল ঃ নিদর্শন আল্লাহর ইচ্ছাধীন, আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫০-৫১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীকে এমন মু'জিযা দেয়া হয় যা দেখে মানুষ তাঁর নাবুওয়াতের উপর ঈমান আনে। কিন্তু আমাকে (মু'জিযা রূপে) অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন দান করেছেন। আমি আশা করি যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত নাবীর অনুসারী অপেক্ষা আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশি হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯, মুসলিম ১/১৩৪)

এটি স্মরণীয় বিষয় যে, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তা হল আল কুরআন। এর অর্থ এ নয় যে, এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন মু'জিযা ছিলইনা। এই পবিত্র কুরআন ছাড়াও তাঁর মাধ্যমে বহু মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবেনা। কিন্তু ঐ অসংখ্য মু'জিযার উপর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল এই কুরআনুল কারীম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِه لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

আমি যদি এই সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন শেষ নাবীকে প্রেরণ করার পূর্বেই এই কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা ওযর পেশ করে বলত ঃ

যদি আমাদের কাছে কোন নাবী আসতেন এবং আল্লাহ তা'আলার কোন অহী অবতীর্ণ হত তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর উপর ঈমান আনতাম এবং তাঁর অনুসরণ করতাম। আর তাহলে এই লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে বাঁচতে পারতাম। এ জন্য আমি তাদের ঐ ওযরের সুযোগও রাখলামনা। তাদের কাছে রাসূল পাঠালাম এবং কিতাবও অবতীর্ণ করলাম। কিন্তু তবুও ঈমান আনার সৌভাগ্য তারা লাভ করলনা। আমি খুব ভালই জানি যে, একটি কেন, হাজার হাজার নিদর্শন দেখলেও তারা ঈমান আনবেনা। তবে হ্যাঁ, যখন তারা স্বচক্ষে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ঈমান আনবে, কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৭)

وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ

আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বারাকাতময় ও কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। যেন তোমরা না বলতে পার - ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর

আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৫-১৫৭) তিনি আরও বলেন ঃ

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪২)

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا

আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলে ঃ কোন নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ

وَمَنِ اهْتَدَى হে মুহাম্মাদ! যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং তাদের কুফরী ও হঠকারিতার উপর স্থির থাকছে তাদেরকে বলে দাও ঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে। এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً

যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪২) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৬)

ষষ্ঠদশ পারা ও সূরা তাহা -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২১ আম্বিয়া, মাক্কী

٢١ - سورة الأنبياء، مَكِّيَّةٌ

১১২ আয়াত, ৭ রুকু

(اٰيَاتُهَا : ١١٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

সূরা আম্বিয়ার ফাযীলাত

সহীহ বুখারীতে আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযিদ (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা ইসরা, সূরা কাহফ, সূরা মারইয়াম, সূরা তাহা এবং সূরা আম্বিয়া (সূরা ১৭-২১) হল প্রথম মনোনীত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সূরাসমূহ এবং এগুলোই 'تلادى'। (ফাতহুল বারী ৪/২৮৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।	١. ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُونَ
২। যখনই তাদের নিকট তাদের রবের কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে।	٢. مَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ
৩। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, সীমা লংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে ঃ এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর	٣. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمۡۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡۖ

أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ	কবলে পড়বে?
٤. قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ	৪। বল ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার রাব্ব অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
٥. بَلْ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍۭ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ	৫। তারা এটাও বলে ঃ এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি; অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ।
٦. مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ	৬। তাদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা ঈমান আনেনি; তাহলে কি তারা ঈমান আনবে?

কিয়ামাত অতি নিকটে, কিন্তু লোকেরা নির্ভয় হয়ে গেছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করছেন যে, কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়ে গেছে, অথচ মানুষ তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। তারা ওর জন্য এমন কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করছেনা যা সেই দিন তাদের উপকারে আসবে। বরং তারা সম্পূর্ণ রূপে দুনিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়ায় তারা এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, ভুলেও একবার কিয়ামাতকে স্মরণ করেনা। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ. وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةً يُعْرِضُوا۟

কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১-২) এরপর আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ এবং তাদের মত অন্যান্য কাফিরদের সম্পর্কে বলেন ঃ

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ যখনই তাদের নিকট তাদের রবের কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। তারা আল্লাহর কালাম ও তাঁর অহীর দিকে কানই দেয়না। তারা এক কানে শোনে এবং অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। তাদের অন্তর হাসি তামাশায় লিপ্ত থাকে।

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আহলে কিতাবদেরকে কিতাবের কথা জিজ্ঞেস করা তোমাদের কি প্রয়োজন? তারাতো আল্লাহর কিতাবের বহু কিছু রদ-বদল করে ফেলেছে, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। তোমাদের কাছে নতুনভাবে নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি। (ফাতহুল বারী ১৩/৫০৫)

وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ *সীমা লংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে।* তারা একে অপরকে গোপনে বলে ঃ هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমাদেরই মত একজন মানুষের আমরা অধীনতা স্বীকার করতে পারিনা। أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ তোমরা কেমন লোক যে, দেখে শুনে যাদুকে মেনে নিচ্ছ? এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মতই একজন মানুষকে রিসালাত ও অহী দ্বারা বিশিষ্ট করবেন। সুতরাং এত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, লোকেরা জেনে বুঝেও তার যাদুর খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ তুমি বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার রাব্ব অবগত আছেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি এই পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। এতে পূর্বের ও পরের সমস্ত খবর বিদ্যমান রয়েছে। যার এসব বিষয় জানা নেই সে

কিভাবে নিজে এটা রচনা করবে? এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এটি অবতীর্ণকারী হলেন আলীমুল গায়িব।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি তোমাদের সব কথাই শোনেন এবং তিনি তোমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সুতরাং তোমাদের উচিত তাঁকে ভয় করা।

কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মনোভাব, তাদের মু'জিযা দাবী প্রত্যাখ্যান

এরপর কাফিরদের ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলে ঃ এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছেন, না হয় সে একজন কবি। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়রান পেরেশান রয়েছে। কোন এক কথার উপর তারা স্থির থাকতে পারছেনা। তাই তারা আল্লাহর কালামকে কখনও যাদু বলছে, কখনও কবিতা বলছে এবং কখনও আবার বিক্ষিপ্ত ও উদ্ভট কথা বলছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ খুঁজে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৮)

মোট কথা, তাদের মুখে যা আসছে তাই তারা বলছে। কখনও তারা বলছে ঃ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ যদি মুহাম্মাদ সত্য নাবী হন তাহলে সালিহর (আঃ) মত কোন উষ্ট্রী আমাদের নিকট আনয়ন করুন কিংবা মূসার (আঃ) মত কোন মু'জিযা প্রদর্শন করুন অথবা ঈসার (আঃ) মত কোন মু'জিযা প্রকাশ করছেন না কেন? তাদের জানা উচিত যে, অবশ্যই আল্লাহ এ সবের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯) কিন্তু যদি এগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং পরে তারা ঈমান না আনে তাহলে আল্লাহ তা'আলার নীতি অনুযায়ী তারা তাঁর শাস্তির কোপানলে পড়ে যাবে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এ কথাই বলেছিল এবং ঈমান আনেনি। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে এরাও মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়ে পড়লে তারা ঈমান আনবেনা। সুতরাং পূর্ববর্তী লোকদের মত তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা ঈমান আনবেইনা। তাদের চোখের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য মু'জিযা বিদ্যমান ছিল। এমন কি তাঁর মু'জিযাগুলি ছিল অন্যান্য নাবীগণের মু'জিযা অপেক্ষা বেশি প্রকাশমান।

৭। তোমার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।	٧. وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۖ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
৮। আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা; তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা।	٨. وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خَٰلِدِينَ

৯। অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস।	٩. ثُمَّ صَدَقْنَـٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَـٰهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ

রাসূল (সাঃ) অন্যান্যের মতই একজন মানুষ ছিলেন

মানুষের মধ্য হতে কেহ যে রাসূল হতে পারেন কাফিরেরা এটা অস্বীকার করত। তাদের ঐ বিশ্বাস খন্ডন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ হে নাবী! তোমার পূর্বে যত নাবী/রাসূল এসেছিল সবাই মানুষই ছিল, তাদের কেহই মালাক ছিলনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

বল ঃ আমি এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯) এই কাফিরদের পূর্ববর্তী কালেমা ও তাদের নাবীগণকে মান্য করার ব্যাপারে এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। যেমন কুরআনুল কারীমে এই বর্ণনা রয়েছে যে, তারা বলেছিল ঃ

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

একজন মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ আচ্ছা, তোমরা আহলে ইল্‌ম অর্থাৎ ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য দলকে জিজ্ঞেস করে দেখ যে, তাদের কাছে কি মানুষই রাসূল হয়ে এসেছিল, নাকি মালাক? এটাও আল্লাহ তা'আলার একটি

অনুগ্রহ যে, মানুষের কাছে তাদেরই মত মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন যাতে তারা তাদের সাথে উঠা-বসা করতে পারে এবং তাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর যাতে তারা তাদের কথা বুঝতে পারে।

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ তাদের কেহই এরূপ দেহ বিশিষ্ট ছিলনা যে, তাদের পানাহারের প্রয়োজন হতনা। বরং তারা সবাই পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অর্থাৎ তারা সবাই মানুষই ছিল। মানুষের মতই তারা পানাহার করত এবং কাজকর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাজারে গমনাগমন করত। সুতরাং এগুলি তাদের নাবী হওয়ার পরিপন্থী নয়। যেমন মুশরিকরা বলত ঃ

مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا

তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭-৮) অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী নাবীগণও দুনিয়ায় চিরস্থায়ী অবস্থান করেননি। তারা এসেছেন এবং চলে গেছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৪)

তাদের কাছে অবশ্যই আল্লাহর অহী আসত এবং মালাইকা তাঁর কাছে আহকাম পৌঁছে দিতেন। অন্যায়কারীরা তাদের যুল্‌মের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং যারা ঈমান এনেছিল তারা পরিত্রাণ পায়। তাদের অনুসারীরা সফলকাম হয় এবং নাবীগণকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল সেই সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেন।

১০। আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা?	١٠. لَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ
১১। আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।	١١. وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَةٖ كَانَتۡ ظَالِمَةٗ وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ
১২। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল।	١٢. فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ
১৩। তাদেরকে বলা হল ঃ পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে।	١٣. لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتۡرِفۡتُمۡ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ
১৪। তারা বলল ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো	١٤. قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا

ছিলাম যালিম।	ظَـٰلِمِينَ
১৫। তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুন সদৃশ করি।	١٥. فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ

কুরআনের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের ফাযীলাত বর্ণনা করে ওর মর্যাদার প্রতি আগ্রহ উৎপাদনের উদ্দেশে বলেন ঃ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ তোমাদের উপর আমি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। এতে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, তোমাদের দীন, তোমাদের শারীয়াত এবং তোমাদের কথা আলোচিত হয়েছে। أَفَلاَ تَعْقِلُونَ তবুও কি তোমরা বুঝবেনা এবং জ্ঞান লাভ করবেনা? তোমরা কি এই গুরুত্বপূর্ণ নি'আমাতের সম্মান করবেনা? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ

নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ, তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৪)

যালিমরা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালিম। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ

এবং নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) অন্যত্র আরও রয়েছে ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ তাদেরকে ধ্বংস করার পর আমি তাদের পরিবর্তে সৃষ্টি করেছি অপর জাতিকে। এক কাওমের পর অন্য কাওম এবং এরপর আর এক কাওম। এভাবেই তারা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে রয়েছে।

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ যখন ঐ লোকগুলি শাস্তি আসতে দেখে তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আল্লাহর নাবীর ফরমান মোতাবিক আল্লাহর শাস্তি এসে গেছে। তখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। তারা এদিক ওদিক দৌড়াতে শুরু করে। তখন তাদেরকে বলা হয় ঃ

لاَ تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ পলায়ন করনা, বরং নিজেদের সুরম্য ঘর-বাড়ির দিকে এবং আরাম আয়েশ ও সুখ-সামগ্রীর দিকে ফিরে এসো। তোমাদের সাথে প্রশ্নোত্তর চলবে যে, তোমরা আল্লাহর নি'আমাতরাজির জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে কি না। এই নির্দেশ হবে তাদেরকে ধমক দেয়া এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হিসাবে। ঐ সময় তারা নিজেদের পাপরাশির কথা স্বীকার করবে। তারা স্পষ্টভাবে বলবে ঃ

يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ আমরাতো ছিলাম অত্যাচারী। فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ কিন্তু তখন স্বীকার করায় কোনই লাভ হবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুন সদৃশ না করি।

১৬। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।	١٦. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـٰعِبِينَ
১৭। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে	١٧. لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا

আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করিনি।	لَّٱتَّخَذۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ
১৮। কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য।	١٨. بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ
১৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তাঁরই, তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার করে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয়না এবং ক্লান্তিও বোধ করেনা।	١٩. وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهُۥ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ
২০। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, শৈথিল্য করেনা।	٢٠. يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ

সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি আকাশ ও যমীনকে হক ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى

যাতে যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) এগুলিকে তিনি খেল-তামাশা ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। অন্য আয়াতে এই বিষয়ের সাথে সাথেই এই বর্ণনা রয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ আমি যদি খেল-তামাশা ও ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা রয়েছে তা দিয়েই ওটা করতাম। এর একটি ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যদি আমি খেল-তামাশা চাইতাম তাহলে ওর উপকরণ বানিয়ে নিতাম আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই। আর তাহলে আমি জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং হিসাব সৃষ্টি করতামনা। ইব্‌ন আবি নাজীহ (রহঃ) এই অর্থ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ওটা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনা। যারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করছে, তাদের এই বাজে ও ভিত্তিহীন কথার কারণে তাদের দুর্ভোগ পোহাতেই হবে।

প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং প্রত্যেকে তাঁর আজ্ঞাবহ দাস/দাসী

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ মালাইকাকে তোমরা আল্লাহর কন্যা বলছ? তাদের অবস্থা শোন এবং

আল্লাহ তা'আলার বিরাটত্বের প্রতি লক্ষ্য কর যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁরই অধিকারভুক্ত। মালাইকা তাঁরই ইবাদাতে মগ্ন রয়েছে। তারা কোন সময় তাঁর অবাধ্য হবে এটা অসম্ভব।

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে মাসীহ্ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত মালাইকার কোনই সংকোচ নেই; এবং যারা তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে তিনি তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭২)

وَلاَ يَسْتَحْسِرُوْنَ. يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُوْنَ ঐ মালাইকা দিন-রাত আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তও হয়না এবং শৈথিল্যও করেনা। দিন-রাত তারা আল্লাহর আদেশ পালনে, তাঁর ইবাদাত করায় এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ ও আনুগত্যের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের মধ্যে নিয়াত ও আমল উভয়ই বিদ্যমান।

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা'ই করে। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬)

২১। তারা মাটি হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?	٢١. أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ
২২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া বহু মা'বূদ থাকত তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের রাব্ব (অধিপতি) আল্লাহ পবিত্র, মহান।	٢٢. لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

২৩। তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।	٢٣. لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

মিথ্যা মা'বূদদের প্রত্যাখ্যান

আল্লাহ তা'আলা শির্ককে খন্ডন করে বলেন ঃ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ হে মুশরিকের দল! আল্লাহ ছাড়া তোমরা যে সবের পূজা কর তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মৃতকে জীবিত করতে পারে। একজন কেন, সবাই মিলিত হলেও তাদের এ ক্ষমতা হবেনা। তাহলে যে আল্লাহ এ ক্ষমতা রাখেন তাঁর সমান অন্যদের মর্যাদা দেয়া অন্যায় নয় কি? এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا আচ্ছা, যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আরও বহু মা'বূদ রয়েছে তাহলে আসমান ও যমীনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মা'বূদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র! (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯১) তিনি বলেন ঃ

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র ও মহান। অর্থাৎ সন্তান হতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। অনুরূপভাবে তিনি সঙ্গী, সাথী, অংশীদার ইত্যাদি হতেও উর্ধ্বে।

لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ তাঁর উপর কোন শাসনকর্তা হুকুমের কৈফিয়ত চাইতে পারেনা এবং কেহ তাঁর কোন ফরমান টলাতেও পারেনা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, বড়ত্ব, জ্ঞান, হিকমাত, ন্যায় বিচার এবং মেহেরবানী অতুলনীয়।

সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও নিরূপায়। কেহ এমন নেই যে, তাঁর সামনে কথা বলার সাহস রাখে। 'এ কাজ কেন করলেন' এবং 'কেন এটা হবে' এরূপ প্রশ্ন তাঁকে করতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই। তিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং সবারই তিনি মালিক বলে তিনি যাকে ইচ্ছা যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। প্রত্যেকের কাজের তিনি হিসাব গ্রহণ করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সেই বিষয়ে, যা তারা করে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩)

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

তিনিই আশ্রয় দান করেন, যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮৮)

২৪। তারা তাঁকে ছাড়া বহু মা'বূদ গ্রহণ করেছে? বল ঃ তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটাই আমার সাথে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানেনা, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٢٤. أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ ۖ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ
২৫। আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।	٢٥. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ঐ লোকগুলো আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা'বূদ বানিয়ে রেখেছে, তাদের ইবাদাতের ব্যাপারে কোন প্রমাণ তাদের আছে কি? কিন্তু মু'মিনরা যে আল্লাহর ইবাদাত করছে তাতে তারা সত্যের উপর রয়েছে। তাদের হাতে উচ্চতর দলীল হিসাবে আল্লাহর কালাম কুরআন বিদ্যমান রয়েছে। এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিতেও এর প্রমাণ মওজুদ রয়েছে, যা তাওহীদের স্বপক্ষে ও কাফিরদের মূর্তি পূজার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে নাবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এই বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ মুশরিক সত্য হতে উদাসীন হয়ে আল্লাহর কথাকে অস্বীকার করছে। সমস্ত রাসূলকেই তাওহীদের শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) সুতরাং রাসূল ও নাবীগণের সাক্ষ্যও এটাই এবং স্বয়ং আল্লাহর প্রকৃতিও এরই সাক্ষী যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। মানব জাতি যে ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করছে তারও এই একই দাবী। আর মুশরিকদের কোন দলীল প্রমাণ নেই। তাদের সমস্ত দাবী বৃথা। তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

২৬। তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা।	٢٦. وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ

مُّكۡرَمُونَ	
٢٧. لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ	২৭। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেনা; তারাতো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।
٢٨. يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ	২৮। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।
٢٩. وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ	২৯। তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ 'তিনি ব্যতীত আমিই মা'বূদ' তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম। এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

যারা বলে যে, মালাইকা আল্লাহর কন্যা সন্তান তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান এবং মালাইকার মর্যাদা ও কাজ

মাক্কার কাফিরদের ধারণা ছিল যে, মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এই ধারণা খন্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سُبۡحَانَهُ بَلۡ عِبَادٌ مُّكۡرَمُونَ এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং মালাইকা তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা বড়ই মর্যাদাসম্পন্ন। কথায় ও কাজে তারা সদা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নিমগ্ন।

لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ কোন সময়েই তারা আগে বেড়ে কথা বলেনা, কোন কাজে তারা তাঁর আদেশের বিপরীতও করেনা। বরং যা তিনি আদেশ করেন তা'ই তারা পালন করে। তারা আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে পরিবেষ্টিত।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। সামনের, পিছনের, ডানের ও বামের সব খবরই তিনি রাখেন। অণু পরমাণুর জ্ঞানও তাঁর অগোচরে নেই।

وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى এই পবিত্র মালাইকাও এ সাহস রাখেননা যে, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীর জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِه فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ *এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ 'তিনি ব্যতীত আমিই মা'বূদ' তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম।* এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। মালাইকা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দারা সবাই তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপতে থাকবেন। তাদের মধ্যে যে কেহ নিজকে মা'বূদ বলে দাবী করবে তাকে আল্লাহ প্রতিফল দিবেন জাহান্নাম। যালিমদেরকে তিনি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহর এ কথাটি শর্ত সাপেক্ষ। আর শর্তের জন্য ওটা সংঘটিত হওয়া যরুরী নয়। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

قُلۡ إِن كَانَ لِلرَّحۡمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡعَـٰبِدِينَ

বল ঃ দয়াময় 'রাহমানের' কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫)

৩০। যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবেনা?	٣٠. أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
৩১। এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পবর্ত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক টলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে।	٣١. وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
৩২। এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٣٢. وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَٰتِهَا مُعْرِضُونَ

৩৩। (আল্লাহই) সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।	٣٣. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

ভূমন্ডল, নভোমন্ডল এবং রাত্রি-দিনের মধ্যে রয়েছে তাঁর নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তাঁর শক্তি অসীম এবং প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি বলেন ঃ যে সব কাফির আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা করছে তাদের কি এটুকুও জ্ঞান নেই যে, সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ? আর সব জিনিসের রক্ষকও তিনিই? সুতরাং হে কাফিরদের দল! তোমরা তাঁর সাথে অন্যদেরকে ইবাদাতে শরীক করছ কেন? প্রথমে আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল। একটি অপরটি হতে পৃথক ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা পরে ওগুলিকে পৃথক করে দিয়েছেন। যমীনকে নীচে ও আসমানকে উপরে রেখে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে অত্যন্ত কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সাতটি যমীন ও সাতটি আসমান বানিয়েছেন। যমীন ও প্রথম আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রেখেছেন। আকাশ হতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্ন করেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী তিনি পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। ঐ সমুদয় জিনিসের প্রত্যেকটি তাঁর কারিগীরর একচেটিয়ে ক্ষমতা ও একাত্মতা প্রমাণ করছে। এ লোকগুলি নিজেদের সামনে এসব কিছু বিদ্যমান পাওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করেও শির্ক পরিত্যাগ করছেনা।

প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন বহন করছে

فَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اٰيَةٌ * تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ পূর্বে রাত ছিল, নাকি দিন?

উত্তরে তিনি বলেন ঃ প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তবে এটাতো প্রকাশমান যে, তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামইতো রাত। সুতরাং প্রমাণিত হল যে পূর্বে রাতই ছিল। (তাবারী ১৮/৪৩৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে প্রশ্ন করেন যে, কখন পৃথিবী এবং আকাশসমূহ একত্রিত ছিল এবং কখনইবা তাদেরকে পৃথক করা হয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ এ ব্যাপারে ঐ বয়স্ক (শায়খ) ব্যক্তির নিকট চলে যান এবং তার কাছ থেকে উত্তর জেনে নেয়ার পর দয়া করে আমাকে জানাবেন যে, তিনি কি উত্তর দিলেন। লোকটি তখন ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। তিনি জবাবে বলেন ঃ যমীন ও আসমান সব এক সাথেই ছিল। না বৃষ্টি বর্ষিত হত, আর না ফসল উৎপন্ন হত। যখন আল্লাহ তা'আলা আত্মাবিশিষ্ট মাখলূক সৃষ্টি করলেন তখন তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্ন করলেন। প্রশ্নকারী লোকটি ইহা ইব্ন উমারের (রাঃ) কাছে বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন ঃ আজকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কুরআনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে। মাঝে মাঝে আমার ধারণা হত যে, হয়তবা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাপারে সাহসিক উদ্যম বেড়ে গেছে। কিন্তু আজ ঐ কুধারণা আমার মন থেকে দূর হয়ে গেল। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৫০)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ পৃথিবী এবং আকাশসমূহ একে অপরের সাথে একত্রিত ছিল। অতঃপর যখন আকাশসমূহ উপরে উত্থিত করা হয় তখন পৃথিবী স্বাভাবিকভাবে পৃথক হয়ে যায়। এ কথাই আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর পবিত্র কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা সবাই একত্রিত ছিল, অতঃপর বাতাস তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ *এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে*। পৃথিবীর সব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে পানি থেকে। সাঈদের (রহঃ) তাফসীরে আছে যে, এ দু'টি পূর্বে একটিই ছিল, পরে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রাখা হয়েছে। পানিকে সমস্ত প্রাণীর আসল বা মূল করে দেয়া হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার প্রাণ খুব খুশি হয় এবং আমার চক্ষু ঠান্ডা হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে সমস্ত জিনিসের মূল সম্পর্কে অবহিত করুন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! জেনে রেখ যে, সমস্ত কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি পুনরায় বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা পালন করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন ঃ লোকদের মাঝে সালামের প্রচলন করবে, আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবে; তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ ২/২৯৫, ৩২৩, ৩২৪) সহীহ হাদীস দু’টির শর্তে এ বর্ণনাধারা ত্রুটিমুক্ত। এ ছাড়া বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন আবী মাইমুনাহ (রহঃ), যিনি সুনান গ্রন্থের প্রণেতা। তার প্রথম নাম হল সালিম এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার বর্ণনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ যমীনকে আল্লাহ তা‘আলা পর্বতরূপ পেরেক দ্বারা দৃঢ় করেছেন যাতে তা হেলে দুলে মানুষকে কষ্ট না দেয় এবং তাদেরকে প্রকম্পিত না করে। কারণ পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত, বাকী এক ভাগ স্থল। পৃথিবীর উপরের অংশ আকাশ এবং সূর্য দ্বারা ঘেরা। ফলে মানুষ পৃথিবীর মনোহর শোভা এবং আল্লাহর অপরিসীম কুদরাত অবলোকন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাহমাতের গুণে যমীনে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন যাতে মানুষ সহজে তাদের সফরের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং দূর দূরান্তে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ তা‘আলার মাহাত্ম্য দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, এক শহর হতে অন্য শহরের মাঝে পর্বত রাজি প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এর ফলে চলাফিরা অব্যাহত রাখা কষ্টকর মনে হচ্ছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা বলে ঐ পর্বত রাজির মধ্যে পথ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে এখানকার লোক সেখানে এবং সেখানকার লোক এখানে পৌঁছতে পারে এবং নিজেদের কাজ কারবার চালিয়ে যেতে পারে।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا তিনি আসমানকে যমীনের উপর ছাদরূপে বানিয়ে রেখেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَـٰهَا بِأَيۡيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا

শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তাঁর। (সূরা আশ শাম্স, ৯১ ঃ ৫) আরও বলেন ঃ

أَفَلَمۡ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৬)

قبة বলা হয় ছাদ ও তাঁবু খাড়া করাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৬৪) যেমন পাঁচটি স্তম্ভের উপর কোন তাবু দাঁড়িয়ে থাকে।

অতঃপর এই যে আকাশ যা ছাদের মত, তা আবার সুরক্ষিত ও প্রহরীযুক্ত, যাতে ওর কোন জায়গায় কোন ক্ষতি না হয়। ওটি সুউচ্চ ও নির্মল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ কিন্তু তারা আকাশের মধ্যস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّنۡ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡہَا وَهُمۡ عَنۡہَا مُعۡرِضُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সবের প্রতি উদাসীন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫) অর্থাৎ তারা মোটেই চিন্তা গবেষনা করেনা যে, কত প্রশস্ত, সুউচ্চ ও বিরাট এই আকাশ তাদের মাথার উপর বিনা স্তম্ভে আল্লাহ তা‘আলা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতঃপর ওকে সুন্দর সুন্দর তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। ওগুলির কিছু কিছু স্থির আছে এবং কিছু কিছু চলমান রয়েছে। সূর্যের কক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। যখন

ওটা বিদ্যমান থাকে তখন দিন হয় এবং যখন ওটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় তখন রাত হয়। ওর চলার সময় সীমা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তোমরা রাত ও অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য কর এবং দিন ও ওর আলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারপর এ দু'টির পরস্পর ক্রমাগত সুশৃংখলভাবে গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য কর এবং একটি কমে যাওয়া ও অপরটি বেড়ে যাওয়া দেখ। আরও লক্ষ্য কর সূর্য ও চন্দ্রের দিকে। সূর্যের আলো নিজস্ব এক বিশেষ আলো এবং ওর চলাচলের কক্ষপথ নির্দিষ্ট এবং ওর চলনগতি পৃথক। চন্দ্রের আলো পৃথক, কক্ষপথ পৃথক এবং চলনগতিও পৃথক।

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে তৎপর রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ৯৬)

৩৪। আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে?	٣٤. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ
৩৫। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি	٣٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ	তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

পৃথিবীতে কেহই চিরদিন বাঁচেনা, বেঁচে থাকতে পারবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে দুনিয়ায় অনন্ত জীবন দান করিনি।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ঃ ২৬-২৭) এই আয়াত দ্বারাই আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, খিয্র (আঃ) মারা গেছেন, তিনি আজও জীবিত আছেন বলা ভুল। কেননা তিনিও মানুষই ছিলেন। হোন তিনি ওয়ালী বা নাবী অথবা রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর তাহলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে? অর্থাৎ তারা কি আশা করছে যে, তোমার মৃত্যুর পর তারা দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকবে? না, এটা হতে পারেনা, বরং প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা, সুখ ও দুঃখ দ্বারা, মিষ্ট ও তিক্ত দ্বারা এবং প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা দ্বারা পরীক্ষা করি যাতে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল ও হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঐশ্বর্য ও দারিদ্রতা, কঠোরতা ও কোমলতা, হালাল ও হারাম, হিদায়াত ও গুমরাহী, আনুগত্য ও অবাধ্যতা এ সবই পরীক্ষামূলক। এর দ্বারা ভাল ও মন্দ প্রকাশ পায়।

وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ তোমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। ঐ সময় কে কেমন আমল করেছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। পাপীরা শাস্তি এবং উত্তম আমলকারীরা পুরস্কার লাভ করবে।

৩৬। কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। তারা বলে ঃ এই কি সে যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে? অথচ তারাইতো 'রাহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।	٣٦. وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ
৩৭। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব; সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলনা।	٣٧. خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

নাবী মুহাম্মাদকে (সাঃ) মূর্তি পূজকরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا হে নাবী! কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে অর্থাৎ কুরাইশ কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে (যেমন আবূ জাহল প্রভৃতি) তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে এবং তোমার সাথে বেআদবী শুরু করে দেয়। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ দেখ, এই কি ঐ ব্যক্তি যে আমাদের দেবদেবীগুলির সমালোচনা করে? প্রথমতঃ এটা তাদের হঠকারিতা, দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেরাই রাহমান (দয়াময় আল্লাহ) এর উল্লেখের বিরোধিতাকারী ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকারকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন! সেতো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ৪১-৪২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولاً

মানুষতো অতি ত্বরাপ্রবণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১)

প্রথম আয়াতে কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দেয়ার পর পরই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির ত্বরা প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এতে নিপুণতা এই রয়েছে যে, কাফিরদের হঠকারিতা ও ঔদ্বত্যপূর্ণ কাজ দেখামাত্রই মুসলিমরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তারা অতি তাড়াতাড়ি বদলা নেয়ার ইচ্ছা করে। কেননা মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ত্বরা প্রবণ। কিন্তু মহান আল্লাহর নীতি এই যে, তিনি অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُون আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। আমার দেয়া শাস্তি কত কঠোর তা তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে। তোমরা অপেক্ষা করতে থাক এবং আমাকে তাদের শাস্তির ব্যাপারে ত্বরা করতে বলনা।

৩৮। আর তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি	٣٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا

ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ	কখন পূর্ণ হবে?
٣٩. لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ	৩৯। হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা।
٤٠. بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ	৪০। বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর আসবে অতর্কিতে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে; ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।

মূর্তি পূজকরা তাদের প্রতি শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করত বলে স্পর্ধা দেখিয়ে বলত ঃ

مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় প্রদর্শন করছ তা কখন সংঘটিত হবে এবং এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে জবাব দিচ্ছেন ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ তোমরা যদি বিবেকবান হতে এবং ঐ দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে তাহলে কখনও এর জন্য তাড়াহুড়া করতেনা! ঐ শাস্তি

তোমাদেরকে তোমাদের উপর হতে ও তোমাদের পায়ের নীচ হতে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন তোমরা তোমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে ঐ শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারবেনা।

لَهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحۡتِهِمۡ ظُلَلٌ

তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১৬)

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٍ

তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর । (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪১)

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغۡشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৫০) وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ কেহই তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেনা।

وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই। (সূরা রাদ, ১৩ ঃ ৩৪)

بَلۡ تَأۡتِيهِم بَغۡتَةً ঐ শাস্তি তাদের উপর অতর্কিতে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হতভম্ব ও হতবুদ্ধি করে দিবে। ফলে তারা সেই আগুন রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে মোটেই অবকাশও দেয়া হবেনা।

৪১। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।	٤١. وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ
৪২। বল ঃ 'রাহমান' এর পরিবর্তে কে তোমাদেরকে	٤٢. قُلۡ مَن يَكۡلَؤُكُم بِٱلَّيۡلِ

রক্ষা করছে রাতে ও দিনে? তবুও তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ۗ بَلۡ هُمۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِم مُّعۡرِضُونَ
৪৩। তাহলে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন আরাধ্য আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারাতো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারেনা এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবেনা।	٤٣. أَمۡ لَهُمۡ ءَالِهَةٌ تَمۡنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَ أَنفُسِهِمۡ وَلَا هُم مِّنَّا يُصۡحَبُونَ

রাসূলকে (সাঃ) যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তাদের প্রাপ্ত শাস্তি থেকে শিক্ষা নিতে হবে

মুশরিকরা যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ও মিথ্যা প্রতিপাদন করে কষ্ট দেয়, সেই জন্য তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ হে নাবী! মুশরিকরা যে তোমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে সেই কারণে তুমি উদ্বিগ্ন ও মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। কাফিরদের এটা পুরাতন অভ্যাস। পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও তারা এরূপ ব্যবহারই করেছে। ফলে অবশেষে তারা আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٌ مِّن قَبۡلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَـٰهُمۡ نَصۡرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدۡ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনীতো পৌঁছে গেছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৪) এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নি'আমাত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ তিনিই তোমাদের সবারই হিফাযাত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তিনি কখনও ক্লান্ত হননা এবং কখনও নিদ্রা যাননা। এখানে مِنَ الرَّحْمَنِ দ্বারা بَدْلُ الرَّحْمَنِ অর্থ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাহমানের পরিবর্তে বা রাহমান ছাড়া দিন-রাত তোমাদেরকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করছে? অর্থাৎ তিনিই করছেন।

بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ *তবুও তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।* মুশরিক ও কাফিরেরা শুধু যে আল্লাহর একটি নি'আমাত ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করছে তা নয়, বরং তারা তাঁর সমস্ত নি'আমাতকেই অস্বীকার করে থাকে। এরপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا তাহলে কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে? তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এমনকি তাদের এই বাজে মা'বূদরা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারেনা।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ এবং তারা আল্লাহর আযাব থেকেও বাঁচতে পারেনা। وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ *এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবেনা।* এ বাক্যের একটি অর্থ এটাও যে, তারা কেহকে বাঁচাতেও পারেনা এবং নিজেরাও বাঁচতে পারেনা।

৪৪। বস্তুতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলাম; অধিকন্ত তাদের আয়ুস্কালও হয়েছিল দীর্ঘ;	٤٤. بَلْ مَتَّعْنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ

ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ	তারা কি দেখছেনা যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সংকুচিত করে আনছি; তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?
٤٥. قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ	৪৫। বল ঃ আমিতো শুধু অহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শোনেনা।
٤٦. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ	৪৬। তোমার রবের শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা নিশ্চয়ই বলে উঠবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরাতো ছিলাম যালিম!
٤٧. وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ	৪৭। এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট।

মূর্তি পূজকরা দীর্ঘ জীবন এবং ধন-দৌলত লাভ করার ফলে ভুল ধারণায় নিপতিত হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতারণা এবং তাদের গুমরাহীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি তাদেরকে পানাহার ও ভোগের সামগ্রী প্রদান করেছি এবং দীর্ঘ জীবন দান করেছি বলেই তারা মনে করেছে যে, তাদের কৃতকর্ম আমার কাছে পছন্দনীয়। এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ

أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا তারা কি দেখেনা যে, আমি কাফিরদের জনপদগুলিকে তাদের কুফরীর কারণে ধ্বংস করেছি? এই বাক্যের আরও অনেক অর্থ করা হয়েছে, যা সূরা রা'দে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক সঠিক অর্থ এটাই। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭) হাসান বাসরী (রহঃ) এর একটি ভাবার্থ করেছেন ঃ আমি ইসলামকে কুফরীর উপর জয়যুক্ত করে আসছি। (তাবারী ১৮/৪৯৪) সুতরাং তোমরা কি এর দ্বারাও উপদেশ গ্রহণ করবেনা যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদেরকে তাঁর শত্রুদের উপর বিজয় দান করেন এবং কিভাবে পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপাদনকারী উম্মাতদেরকে ধ্বংস করেছেন ও মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছেন? এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ তবুও কি তারা বিজয়ী হবে? অর্থাৎ এখানে কি তারা নিজেদেরকে বিজয়ী মনে করছে? না, না। বরং তারা পরাজিত, লাঞ্ছিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি শুধু অহী দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করি। যে সব শাস্তি থেকে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি ওটা আমার নিজের পক্ষ থেকে নয়, আল্লাহ তা'আলার কথাই আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি মাত্র। কিন্তু আল্লাহ যাদের অন্তর্চক্ষু অন্ধ করে

দিয়েছেন এবং কর্ণে ও অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন তাদের জন্য মহান আল্লাহর এ কথাগুলি কোন উপকারে আসবেনা।

وَلاَ يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ বধিরকে সতর্ক করা বৃথা। কেননা তাকে ডাকা হলেও সে কিছুই শুনতেই পায়না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ হে নাবী! তোমার রবের শাস্তির কিছুমাত্র তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলবে ঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম যালিম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا কিয়ামাতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। অধিকাংশ আলেমের মতে এই দাঁড়ি-পাল্লা একটিই হবে। কিন্তু যে আমলগুলি তাতে ওযন করা হবে ওগুলি অনেক হবে বলে একে বহুবচনে আনা হয়েছে।

فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ঐ দিন কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবেনা। কেননা হিসাব গ্রহণকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি একাই সমস্ত মাখলূকের হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও উপর যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) আল্লাহ তা'আলা লুকমানের (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

يَـٰبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি কথা এমন যে, মুখে বলতে গেলে কথায় হালকা, মীযানে ভারী এবং রাহমানের (আল্লাহর) নিকট খুবই পছন্দনীয়। তা হল ঃ

سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيْم

"আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি মহান আল্লাহর।" (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৭, মুসলিম ৪/২০৭২)

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার দু'টি গোলাম (ক্রীতদাসী) রয়েছে যারা মিথ্যা কথা বলে, খিয়ানাত করে এবং আমার অবাধ্যাচরণও করে। আমি তাদেরকে মার-ধরও করি এবং গাল-মন্দও করি। এখন বলুন, তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থান কি হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তাদের খিয়ানাত, অবাধ্যাচরণ, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি একত্রিত করা হবে। আর তাদেরকে তোমার মারধর করা, গাল মন্দ করা ইত্যাদিও জমা করা হবে। অতঃপর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয় তাহলেতো তুমি পবিত্রাণ পেয়ে যাবে। তোমার শাস্তি ও হবেনা এবং তুমি পুরস্কারও পাবেনা। যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তুমি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি তাদের দোষের তুলনায় বেশি হয়ে যায় তাহলে তোমার ঐ বেশি শাস্তির প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ কথা শুনে ঐ সাহাবী উচ্চ স্বরে কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তার কি হল, সে কি কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পাঠ করেনি ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ *এবং কিয়ামাত দিবসে*

আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। সাহাবী তখন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এদের থেকে পৃথক হওয়া ছাড়া আমি অন্য কিছুই আর ভাল মনে করছিনা। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি এদেরকে মুক্ত করে দিলাম। (আহমাদ ৪/২৮০)

৪৮। আমিতো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য -	٤٨. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ
৪৯। যারা না দেখেও তাদের রাব্বকে ভয় করে এবং কিয়ামাত সম্পর্কে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।	٤٩. ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
৫০। এটা কল্যাণময় উপদেশ; আমি এটা অবতীর্ণ করেছি; তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে?	٥٠. وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ

কুরআন এবং তাওরাত নাযিল হওয়া প্রসঙ্গ

আমরা পূর্বেও এ কথা বলেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূসা (আঃ) ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে এবং অনুরূপভাবে কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনা প্রায়ই এক সাথে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ (*আমিতো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ*) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ। (তাবারী ১৮/৪৫৩) আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল তাওরাত যাতে বর্ণিত ছিল কি করতে হবে এবং কি বর্জন করতে হবে; আর ছিল সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী বর্ণনা। সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, আসমানী কিতাবে রয়েছে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য, হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার বর্ণনা, অবাধ্যতা এবং দীনের প্রতি আনুগত্যের দিক নির্দেশনা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপনের মাপকাঠি। এর অনুসরণে হৃদয়ে আসে নূরের পরিপূর্ণতা, লাভ হয় সঠিক পথ প্রাপ্তি এবং আল্লাহর প্রতি তাকওয়া। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ মুত্তাকী বা আল্লাহভীরুদের জন্য এটি জ্যোতি ও উপদেশ। এরপর আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করছেন ঃ

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ তারা না দেখেও তাদের রাব্বকে ভয় করে। যেমন জান্নাতীদের গুণাবলী বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন ঃ

مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১২) মুত্তাকীদের দ্বিতীয় বিশেষণ এই যে, তারা কিয়ামাত সম্পর্কে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ওর ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা প্রকম্পিত হয়। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ এই মহান ও পবিত্র কুরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি। এর আশেপাশেও মিথ্যা আসতে পারেনা। এটি বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এত স্পষ্ট, সত্য ও জ্যোতিপূর্ণ কুরআনকেও তোমরা অস্বীকার করছ।

৫১। আমিতো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান	٥١. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ

দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত।	رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ
৫২। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ এই মূর্তিগুলি কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ?	٥٢. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ
৫৩। তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।	٥٣. قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ
৫৪। সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে	٥٤. قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
৫৫। তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, নাকি তুমি কৌতুক করছ?	٥٥. قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ
৫৬। সে বলল ঃ না, তোমাদের রাব্বতো আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব, যিনি ওগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।	٥٦. قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ

ٱلشَّـٰهِدِينَ	

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু ইবরাহীমকে (আঃ) বাল্যকাল হতেই হিদায়াত দান করেছিলেন। তাঁকে তিনি তাঁর দলীল প্রমাণ প্রদান করেছিলেন ও কল্যাণের জ্ঞান দিয়েছিলেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ

আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৩) মোট কথা, এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ ইতোপূর্বে আমি ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

ইবরাহীম (আঃ) বাল্যকালেই তাঁর কাওমের গাইরুল্লাহর পূজা করা অপছন্দ করতেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কঠোরভাবে তিনি ওটা অস্বীকার করেন। তাঁর কাওমকে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলেন ঃ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ এই মূর্তিগুলো কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? ইবরাহীমের (আঃ) এ প্রশ্নের কোন জবাব তাঁর কাওমের কাছে ছিলনা। তারা তাঁকে বলল ঃ

وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি। তিনি তখন তাদেরকে বললেন ঃ

لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ এটা কি কোন দলীল হল? তোমাদের ঘৃণ্য কাজে আমি যে প্রতিবাদ করছি এই প্রতিবাদ তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের উপরও বটে। তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও স্পষ্ট বিভ্রান্তির উপর রয়েছ। তাঁর এ কথা শুনে তাদের কান সজাগ হয়ে যায়। কেননা তারা দেখল যে, তিনি তাদের জ্ঞানী লোকদেরকে অবজ্ঞা করছেন। তাদের পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করলেন তা তারা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। আর তিনি তাদের উপাস্য দেব-দেবীদেরকেও অবজ্ঞা করলেন। তাই তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাঁকে বলল ঃ

أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের নিকট কোন সত্য এনেছ, নাকি তুমি আমাদের সাথে কৌতুক করছ? আমরাতো এরূপ কথা পূর্বে কখনও শুনিনি। এবার তিনি (ইবরাহীম (আঃ) তাদের কাছে সত্য প্রচার করার সুযোগ পেলেন এবং পরিস্কারভাবে ঘোষনা করলেন ঃ

بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ তোমাদের রাব্বতো আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব, যিনি ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই।

وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। তিনি ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য হতে পারেনা।

৫৭। শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।	٥٧. وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۟ مُدْبِرِينَ
৫৮। অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।	٥٨. فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
৫৯। তারা বলল ঃ আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারী।	٥٩. قَالُوا۟ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

৬০। কেহ কেহ বলল ঃ আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইবরাহীম।	٦٠. قَالُوا۟ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبْرَٰهِيمُ
৬১। তারা বলল ঃ তাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।	٦١. قَالُوا۟ فَأْتُوا۟ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
৬২। তারা বলল ঃ ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর উপর এরূপ করেছ?	٦٢. قَالُوٓا۟ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ
৬৩। সে বলল ঃ সে'ইতো এটা করেছে, এইতো এদের প্রধান। এদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি এরা কথা বলতে পারে।	٦٣. قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ

ইবরাহীমের (আঃ) মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে মূর্তিপূজা হতে বিরত থাকতে বলেন এবং তাওহীদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে শপথ করে বলেন ঃ তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তাঁর এ কথা তাঁর কাওমের কতগুলি লোক শুনতে পায়। আবূ ইসহাক (রহঃ) আবুল আহওয়াস (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) কাওমের লোকেরা যখন তাদের উৎসব উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গমন করছিল তখন তারা ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে যাবেনা? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি অসুস্থ। ইহা ছিল ঐ দিনের পরের দিনের ঘটনা যেদিন তিনি বলেছিলেন ঃ

وَتَاللَّه لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ *শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব*। তাঁর ঐ কথা তাঁর কাওমের কেহ কেহ শুনেও ছিল।

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا *অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত।* অর্থাৎ তিনি ঐ মূর্তিগুলোর সবগুলোকেই ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। শুধু তাদের বড়টি বাদ রেখেছিলেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ

অতঃপর সে তাদের উপর সবলে ডান হাত দিয়ে আঘাত হানলো। (৩৭ ঃ ৯৩)

لَعَلَّهُمْ إِلَيْه يَرْجِعُونَ *যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে*। বর্ণিত আছে যে, তিনি বড় মূর্তিটির কাঁধে একটি কুঠার রেখে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, বড় মূর্তিটির সাথে অন্যান্য ছোট মূর্তিগুলোর পূজা করা হত বলে বড় মূর্তিটির হিংসা হওয়ার কারণেই সে ছোট মূর্তিগুলোকে নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলেছে। এর প্রমাণ স্বরূপ ছোট মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার পর বড় মূর্তিটি তার নিজের কাঁধেই কুঠারটি ঝুলিয়ে রেখেছে।

ঐ মুশরিকরা মেলা থেকে ফিরে এসে দেখতে পায় যে, তাদের সমস্ত দেবতা মুখ থুবরে পড়ে রয়েছে এবং নিজেদের অবস্থার মাধ্যমে বলতে রয়েছে যে, তারা শুধু প্রাণহীন তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদের মোটেই নেই। তারা যেন তাদের ঐ অবস্থা দ্বারা তাদের পূজারী ও উপাসকদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী প্রকাশ করতে রয়েছে। কিন্তু এতে ঐ নির্বোধদের উপর উল্টা প্রতিক্রিয়া হল। তারা বলতে শুরু করল ঃ

مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ কোন্ যালিম ব্যক্তি আমাদের উপাস্যদের এই অবস্থা ঘটিয়েছে? ঐ সময় যে লোকগুলি ইবরাহীমের (আঃ) ঐ কথা শুনেছিল তাদের তা স্মরণ হল। তারা বলল ঃ

سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ইবরাহীম নামক যুবকটিকে আমরা আমাদের দেবতাদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তারা বলল ঃ

فَأْتُوا بِه عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ তাকে জনসম্মুখে হাযির কর যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে। ইবরাহীমও (আঃ) এটাই চাচ্ছিলেন যে, এরূপ একটা সমাবেশের

ব্যবস্থা করা হলে তিনি তাদের বোকামী ও ত্রুটিগুলি তাদের চোখের সামনেই দেখিয়ে দিবেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্যে একাত্মবাদ প্রচার করবেন এবং তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা কত বড় অজ্ঞ যে, যারা কারও কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা, এমন কি নিজেদের জীবনেরও যারা কোন অধিকার রাখেনা, তাদের ইবাদাত কর তোমরা কোন যুক্তিতে? তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ

أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ এই বড় মূর্তিটিই এ কাজ করেছে। এ কথা বলার সময় তিনি ঐ মূর্তিটির প্রতি ইশারা করেন যেটাকে তিনি ভেঙ্গে ফেলেননি। তারপর তাদেরকে বলেন ঃ

فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ তোমরা বরং এই দেবতাগুলোকেই প্রশ্ন কর যদি এরা কথা বলতে পারে। এর দ্বারা ইবরাহীমের (আঃ) উদ্দেশ্য ছিল, ঐ লোকগুলি যেন নিজেরাই বুঝতে পারে যে, ঐ পাথরগুলি কি করে কথা বলবে, আর তারা যখন এতই অপারগ তখন তারা মা'বূদ হতে পারে কি করে? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) মাত্র তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। একটি হল তাঁর এ কথা বলা ঃ এই মূর্তিগুলিকে বড় মূর্তিটিই ভেঙ্গেছে; দ্বিতীয়টি হল তার এ কথা বলা ঃ

إِنِّي سَقِيمٌ

আমি রুগ্ন বা অসুস্থ। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৮৯) তৃতীয়টি হল এই যে, একবার তিনি তাঁর স্ত্রী সারাসহ সফরে ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এক অত্যাচারী রাজার রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করছিলেন। সেখানে তিনি তাবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঐ সময় কে একজন বাদশাকে খবর দেয় যে, একজন মুসাফিরের সাথে একটি সুন্দরী মহিলা রয়েছে এবং তারা এখন তাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যেই রয়েছে। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ সারাকে ধরে আনার জন্য একজন সিপাহীকে পাঠিয়ে দেয়। সে ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ এ মহিলা আপনার কে? ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ এ আমার বোন। সে বলে ঃ একে বাদশাহর দরবারে পাঠিয়ে দিন। তিনি সারার কাছে গিয়ে বলেন ঃ এই যালিম বাদশাহ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে এবং আমি তোমাকে আমার বোন পরিচয় দিয়েছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমি এ কথাই বলবে। আর দীনের দিক দিয়ে তুমি আমার বোনও বটে। জেনে রেখ, ভূ-পৃষ্ঠে আমি ও তুমি ছাড়া কোন মুসলিম নেই। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রীকে তার সম্মুখে নিয়ে আসেন। সারা

তার সাথে বাদশাহর দরবারে চলে যাবার পর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ঐ যালিম বাদশাহ সারাকে দেখামাত্রই তাঁর দিকে ধাবিত হয়। সাথে সাথে আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করে। তার হাত পা অবশ হয়ে যায়। সুতরাং সে হতবুদ্ধি হয়ে তাকে বলে ঃ তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর; আমি ওয়াদা করছি যে, তোমার কোন ক্ষতি করবনা। তিনি দু'আ করলেন এবং সে ভাল হয়ে গেল। কিন্তু ভাল হওয়া মাত্রই সে আবার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইচ্ছা করল। সুতরাং পুনরায় সে আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হল। আর এই শাস্তি পূর্বাপেক্ষা কঠিনতর। ফলে আবার সে তাঁর কাছে অনুনয় বিনয় করল। এভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটল। তৃতীয়বার মুক্তি পাওয়া মাত্রই সে তার নিকট অবস্থানরত পরিচারিকাকে বলল ঃ তুমি আমার কাছে কোন মানুষ মহিলাকে নিয়ে আসনি, বরং কোন শাইতান মহিলাকে এনেছ। একে তুমি বের করে দাও এবং হাজারকে তার সাথে পাঠিয়ে দাও। তৎক্ষণাৎ তাকে সেখান হতে বের করে দেয়া হয় এবং হাজারকে (দাসী হিসাবে) তাঁর কাছে সমর্পণ করা হয়। ইবরাহীম (আঃ) তাদের পদধ্বনি শুনেই সালাত শেষ করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বল, খবর কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ মহান আল্লাহ ঐ কাফিরের চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছেন এবং হাজারকে আমার খিদমাতের জন্য প্রদান করা হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ হে আকাশের পানির সন্তানরা! ইনি হলেন তোমাদের মা। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭, মুসলিম ৪/১৮৪০)

৬৪। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল ঃ তোমরাইতো সীমা লংঘনকারী।	٦٤. فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ أَنتُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
৬৫। অতঃপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল এবং তারা বলল ঃ তুমিতো জানই যে, এরা কথা বলেনা।	٦٥. ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمۡ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا هَٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ

৬৬। সে বলল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত কর যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারেনা, ক্ষতিও করতে পারেনা?	٦٦. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ
৬৭। ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদেরকে। তোমরা কি বুঝবেনা?	٦٧. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ইবরাহীমের (আঃ) কাওমের লোকেরা স্বীকার করল যে, তাদের দেবতারা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) কাওম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, যখন তিনি তাদেরকে যা বলার তা বললেন। তাঁর কাওম তাঁর কথা শুনে নিজেদের বোকামীর কারণে নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ

فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ আমরাতো আমাদের দেবতাদের হিফাযাতের জন্য কেহকেও রেখে না গিয়ে চরম ভুল করেছি! অতঃপর চিন্তা ভাবনার পর তারা ইবরাহীমকে (আঃ) বলল ঃ আমাদের দেবতাদেরকে নিশ্চয়ই তুমিই ভেঙ্গে ফেলেছ। তারা কিছুটা নরম হয়ে বলল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ তুমিতো জান যে, আমাদের দেবতাগুলি কথা বলতে পারেনা? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অপারগতা, বিস্ময় ও অত্যন্ত নিরুত্তর অবস্থায় তাদেরকে এ কথা স্বীকার করতেই হল যে, তাদের দেবতাদের কথা বলারও শক্তি নেই। কাজেই তিনি তাদেরকে যব্দ করার বিশেষ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে বললেন ঃ

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ যারা কথা বলতে পারেনা এবং লাভ-ক্ষতি করারও যাদের কোন ক্ষমতা নেই তাদের পূজা করছ কেন? তোমরা এত নির্বোধ হয়েছ কেন?

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ তোমাদেরকে ও তোমাদের বাতিল মা'বূদদেরকে ধিক! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এক আল্লাহকে ছেড়ে এসব বাজে জিনিসের ইবাদাত করছ। এগুলোই ছিল এর দলীল যার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ

আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৩)

৬৮। তারা বলল ঃ তাকে পুড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।	٦٨. قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ
৬৯। আমি বললাম ঃ হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।	٦٩. قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ
৭০। তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	٧٠. وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ

ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ এবং আগুনের উত্তাপ থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন

এটাই নিয়ম যে, মানুষ যখন দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে পড়ে তখন সৎ কাজ তাকে আকর্ষন করে, আর না হয় পাপ তার উপর জয়যুক্ত হয়।

এখানে এই লোকগুলিকে তাদের মন্দ ভাগ্য ঘিরে ফেলে এবং তারা দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে ইবরাহীমের (আঃ) উপর শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল।

حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ পরস্পর পরামর্শক্রমে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করা হোক, যাতে তাদের দেবতাদের মর্যাদা রক্ষা পায়। এর উপর তারা সবাই একমত হয়ে গেল এবং জ্বালানী কাঠ জমা করল। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তাদের রুগ্না নারীরাও মানত করল যে, যদি তারা রোগ হতে আরোগ্য লাভ করে তাহলে তারাও ইবরাহীমকে (আঃ) পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসবে। তারা মাঠে একটা বড় ও গভীর গর্ত খনন করল এবং জ্বালানী কাঠ দ্বারা তা পূর্ণ করল। জ্বালানী কাঠের স্তূপে তারা আগুন ধরিয়ে দিল। ভূ-পৃষ্ঠে কখনও এমন ভয়াবহ আগুন দেখা যায়নি। অগ্নিশিখা যখন আকাশচুম্বী হয়ে উঠল এবং ওর পাশে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে, কেমন করে তারা ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করবে? শেষ পর্যন্ত পারস্যের কুর্দিস্তানের এক বেদুঈনের পরামর্শক্রমে একটি লোহার দোলনা তৈরী করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁকে ওতে বসিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে এবং এভাবে তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। (কুরতুবী ১১/৩০৩) সু'আইব আল আল জাবাই বলেন ঃ ঐ বেদুঈন লোকটির নাম ছিল হাইযান। বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকটিকে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ যমীনে ধসিয়ে দেন। কিয়ামাত পর্যন্ত সে যমীনে প্রোথিত হতেই থাকবে। তাঁকে যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হল তখন তিনি বললেন ঃ

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক। (তাবারী ১৮/৪৬৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় তখন তিনিও বলেছিলেন ঃ

إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল ঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক।

(সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৩) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, বৃষ্টির মালাক সব সময় প্রস্তুত ছিলেন যে, কখন আল্লাহর হুকুম হবে এবং তিনি ঐ আগুনে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা ঠান্ডা করে দিবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ সরাসরি আগুনকেই হুকুম করলেন ঃ

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও। বর্ণিত আছে যে, এই হুকুমের সাথে সাথেই সারা পৃথিবীর আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়। (তাবারী ১৮/৪৬৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আগুনকে শুধু ঠান্ডা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হত তাহলে ঠান্ডা তাঁর ক্ষতি করত। (তাবারী ১৮/৪৬৫, ৪৬৬)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ঐ দিন যত জীব-জন্তু বের হয়েছিল তারা সবাই ঐ আগুন নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে, একমাত্র গিরগিট (টিকটিকির চেয়ে বড় এক প্রকার বিষাক্ত প্রাণী) এর ব্যতিক্রম। (তাবারী ১৮/৪৬৭) যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিরগিটকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং ওকে অনিষ্টতর প্রাণী বলেছেন। (তাবারী ১৮/৪৬৭, মুসলিম ২২৩৮) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

৭১। আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।	٧١. وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ
৭২। এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইস্হাক এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকূব; এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎ কর্মপরায়ণ।	٧٢. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ

৭৩। আর আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। তাদের কাছে আমি অহী প্রেরণ করেছিলাম সৎ কাজ করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদাত করত।	٧٣. وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ
৭৪। এবং লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, আর তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে। তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; সত্যত্যাগী।	٧٤. وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ
৭৫। এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম; সে ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।	٧٥. وَأَدْخَلْنَٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

ইবরাহীমের (আঃ) সিরিয়ায় হিজরাত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু ইবরাহীমকে (আঃ) কাফিরদের আগুন হতে রক্ষা করে সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে পৌঁছে দেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক, উপহার স্বরূপ ইয়াকূবকে। 'আতা (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'নাফিলাতান' এর অর্থ হচ্ছে উপহার। (তাবারী ১৮/৪৭১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং হাকাম ইব্ন ওআইনাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল সন্তানকে

উপহার দেয়া যার নিজেরও সন্তান রয়েছে। অর্থাৎ ইসহাকের (আঃ) সন্তান ইয়াকূব (আঃ)। (দুররুল মানসুর ৫/৬৪৩) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ

আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) শুধু একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১০০) আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করেন। তিনি তাঁকে ইসহাককে (আঃ) দান করেন এবং অতিরিক্ত ইয়াকূবকে (আঃ)। আর প্রত্যেককেই তিনি সৎকর্মপরায়ন করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত।

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ আর আমি তাদেরকে সৎ কাজ করার অহী করেছিলাম যে, তারা উত্তম কাজ করবে, সালাত আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। এই সাধারণ কথার উপর আত্ফ বা সংযোগ করে তিনি বিশেষ কথা অর্থাৎ সালাত ও যাকাতের বর্ণনা দেন। বলা হয় যে, তাঁরা জনগণকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং সাথে সাথে নিজেরাও ভাল কাজ করতেন।

লূতের (আঃ) হিজরাত

এরপর লূতের (আঃ) বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি হলেন লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযার (আঃ)। তিনি ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁর অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে হিজরাত করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ

লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। (ইবরাহীম) বলল ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ করেন এবং তাঁকে নাবীগণের দলভুক্ত করেন। তাঁকে তিনি সাদুম এবং ওর পার্শ্ববর্তী জনপদগুলির দিকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এ কারণে তারা আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। তাদের ধ্বংসের ঘটনা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

আমি তাকে এমন জনপদ হতে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে। তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় ও সত্যত্যাগী। আর সে সৎকর্মপরায়ন ছিল বলে আমি তার উপর আমার করুণা বর্ষণ করি।

৭৬। স্মরণ কর নূহকে; পূর্বে সে যখন আহ্বান করেছিল তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার আহ্বানে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম।	٧٦. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ
৭৭। এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; এ জন্য তাদের সবাইকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।	٧٧. وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ أَجْمَعِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নূহকে (আঃ) তাঁর কাওম যখন মিথ্যা প্রতিপাদন করে ও কষ্ট দেয় তখন তিনি তাঁর রাব্বকে বলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

হে আল্লাহ! আমি অপারগ হয়ে গেছি। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন! (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০) তিনি আরও বলেন ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

নূহ বলল ঃ হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেননা। যদি তাদেরকে অব্যাহতি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৬-২৭)

إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন। তিনি তাঁকে ও তাঁর মু'মিন অনুসারীদেরকে পরিত্রাণ দেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনকেও রক্ষা করেন।

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ

এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪০) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী নূহকে (আঃ) তাঁর কাওমের যুল্ম ও অবিচার হতে মুক্তি দেন। সাড়ে নয়শত বছর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই শির্ক ও কুফরীর উপরই রয়ে যায়। এমন কি তারা তাঁকে কষ্ট দিতে থাকে এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে প্ররোচিত করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ আমি নূহকে সাহায্য করেছিলাম ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল এবং তাকে তাদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করেছিলাম এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে একজন কাফিরও পরিত্রাণ পায়নি, সবাইকে ডুবিয়ে মারা হয়।

৭৮। এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।	٧٨. وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ
৭৯। এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকূলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এ সমস্ত আমিই করেছিলাম।	٧٩. فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ
৮০। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে ওটা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবেনা?	٨٠. وَعَلَّمْنَـٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ
৮১। এবং সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত	٨١. وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى

সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।	بَٰرَكۡنَا فِيهَاۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيۡءٍ عَٰلِمِينَ
৮২। এবং শাইতানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এটা ছাড়া অন্য কাজও করত; আমি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।	٨٢. وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعۡمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَۖ وَكُنَّا لَهُمۡ حَٰفِظِينَ

দাঊদ (আঃ) এবং সুলাইমানকে (আঃ) বিশেষ জ্ঞান দেয়া হয়েছিল এবং বাগানে বকরীর গাছ-পালা খাওয়ার ফাইসালা

ইসহাক (রহঃ) মুররাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বলেন ঃ ওটা ছিল আঙ্গুরের বাগান। ঐ সময় আঙ্গুরের গুচ্ছ বের হয়েছিল। সুরায়িয়াহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৪৭৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ *'নাফাশ'* (نَفَش) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘাস খাওয়ানো। (তাবারী ১৮/৪৭৭, ৪৭৮) অন্যত্র সুরায়িয়াহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'نَفَش' শব্দের অর্থ হল রাতে পশুর চারণভূমিতে চরতে থাকা। দিবাভাগে চরাকে আরাবী ভাষায় هَمل বলা হয়।

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ ঐ বাগানটিকে বকরীগুলি নষ্ট করে দেয়। দাঊদ (আঃ) ফাইসালা দেন যে, বাগানের ক্ষতিপূরণ বাবদ বকরীগুলি বাগানের মালিক পাবে। সুলাইমান (আঃ) এই ফাইসালা শুনে বলেন ঃ হে আল্লাহর নাবী! এটা ছাড়া অন্য একটা ফাইসালা হতে পারত। দাঊদ (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ওটা কি

? তিনি জবাব দেন ঃ প্রথমতঃ বকরীগুলি বাগানের মালিকের হাতে সমর্পন করা হোক। সে ওগুলি দ্বারা ফাইদা নিবে। আর বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব বকরীর মালিককে দেয়া হোক। সে আঙ্গুরের চারার পরিচর্যা করতে থাকবে। অতঃপর যখন আঙ্গুর গাছগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে তখন বাগানের মালিককে বাগান ফিরিয়ে দিবে এবং বাগানের মালিকও বকরীগুলি ওদের মালিককে ফিরিয়ে দিবে। এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই ঃ আমি এই ঝগড়ার সঠিক ফাইসালা সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৪৭৫)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আইয়াস ইব্ন মুআবিয়াকে (রহঃ) যখন বিচারক পদে নিয়োগ দান করা হয় তখন হাসান বাসরী (রহঃ) তার কাছে এলে তিনি কেঁদে ফেলেন। হাসান বাসরী (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ সাঈদ (রহঃ)! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, বিচারক যদি ইজতিহাদ করার পরেও ভুল করে তাহলে সে জাহান্নামী হবে। আর যে বিচারক নিজের খায়েশের কারণে ভুল ফাইসালা দেয় সেও জাহান্নামী। কিন্তু যে ইজতিহাদ করার পর সঠিকতায় পৌঁছে সে জান্নাতে যাবে। তাঁর এ কথা শুনে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ শুনুন, আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (আঃ) ও সুলাইমানের (আঃ) ফাইসালার কথা বর্ণনা করেছেন। আর এটা প্রকাশমান যে, নাবীগণ (আঃ) ন্যায় বিচারক হয়ে থাকেন এবং তাঁদের কথা দ্বারা এই লোকদের কথা খন্ডন করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু দাঊদকে (আঃ) তিনি নিন্দা করেননি। হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেন ঃ জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'আলা বিচারকদের নিকট তিনটি কথার অঙ্গীকার নিয়েছেন। প্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁরা যেন পার্থিব লোভের বশবর্তী হয়ে শারীয়াতের আহকাম পরিবর্তন না করেন। দ্বিতীয় অঙ্গীকার এই যে, তাঁরা যেন অন্তরের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির পিছনে না পড়েন বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন। তৃতীয় অঙ্গীকার এই যে, বিচারের ব্যাপারে তাঁরা যেন আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেহকেও ভয় না করেন। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ

মানুষকে ভয় করনা, বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلاً

তোমরা সামান্য বা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রি করনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৫৮) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি ঃ নাবীগণ যে নিষ্পাপ এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁদেরকে যে সাহায্য করা হয়েছে এ বিষয়ে পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় বিজ্ঞজনদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। তাঁদের ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে কথা এই যা আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিচারক যখন ইজতিহাদ ও চেষ্টা করার পর সঠিকতায় পৌঁছে তখন সে দু'টি প্রতিদান লাভ করে। আর ইজতিহাদের পর যদি তার ভুল হয় তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৩০) আইয়াশ (রহঃ) ভেবেছিলেন যে, কোন নালিশের বর্ণনা ও গুণাগুণ পর্যালোচনা করার পর যদি কেহ কোন রায় দেয় এবং ঐ রায় যদি ভুল হয় তাহলে বিচারক জাহান্নামী হবে। এ হাদীস থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, তার এ ধারণা সঠিক নয়।

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত এই ঘটনার কাছাকাছি আর একটি ঘটনা মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই মহিলা ছিল, যাদের সাথে তাদের দু'টি পুত্র সন্তান ছিল, (তারা ছিল দুগ্ধ পোষ্য শিশু)। একজনের শিশুকে বাঘ ধরে নিয়ে যায়। তখন মহিলা দু'জন প্রত্যেকেই একে অপরকে বলে ঃ বাঘে তোমার শিশুকে ধরে নিয়ে গেছে এবং যেটি আছে ওটি আমার। অবশেষে তারা দাঊদের (আঃ) নিকট এই মুকাদ্দামা পেশ করে। তখন তিনি ফাইসালা দেন যে, শিশুটি বয়স্ক মহিলাটির প্রাপ্য। অতঃপর তারা দু'জন বেরিয়ে আসে। পথে ছিলেন সুলাইমান (আঃ)। তিনি তাদেরকে ডেকে (লোকদেরকে) বললেন ঃ একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি এই শিশুটিকে কেটে দু' টুকরা করব এবং অর্ধেক করে দু'জনকে প্রদান করব। এতে যুবতী মহিলাটি বলল ঃ আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন!

শিশুটিকে কেটে ফেলবেননা, এটি বয়স্ক মহিলাটিরই, সুতরাং তাকেই দিয়ে দিন। সুলাইমান (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার বুঝে নেন এবং শিশুটিকে ঐ যুবতী মহিলাটিকে দিয়ে দিন। (আহমাদ ২/৩২২, বুখারী ৬৭৬৯, মুসলিম ১৭২০, নাসাঈ ৫৯৫৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ আমি পাহাড় ও বিহঙ্গকূলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যে, তারা যেন দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। দাঊদকে (আঃ) এমন মিষ্টি কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল যে, যখন তিনি মিষ্টি সুরে ও আন্তরিকতার সাথে যাবূর পাঠ করতেন তখন পক্ষীকূল উড্ডয়ন বাদ দিয়ে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। অনুরূপভাবে পাহাড় পর্বতও তাসবীহ পাঠ করত।

বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) কুরআন পাঠ করছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন ঃ তাকেতো দাউদের (আঃ) মত মিষ্টি সুর দান করা হয়েছে। আবূ মূসা (রাঃ) এটা জানতে পেরে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছিলেন তাহলে আমি আরও উত্তমরূপে পাঠ করতাম। (ফাতহুল বারী ৮/৭১১) আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আর একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ আমি দাঊদকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে ওটা তোমাদেরকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাঁর যুগের পূর্বে হলকাবিহীন বর্ম নির্মিত হত। হলকাবিশিষ্ট বর্ম তিনিই তৈরী করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ. أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ

তার জন্য আমি লোহাকে নমনীয় করেছিলাম। (হে দাঊদ)! উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে পার। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১০-১১) এই বর্ম যুদ্ধের মাঠে কাজে লাগত। সুতরাং এটা ছিল এমনই নি‘আমাত যার কারণে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাই তিনি বলেন ঃ

فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবেনা?

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) অনেক ক্ষমতাশালী করেছিলেন

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا আমি সুলাইমানের বশীভূত করেছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেখানে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। অর্থাৎ ঐ বায়ু তাঁকে সিরিয়ায় পৌঁছে দিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। কাঠের তৈরী সুলাইমানের (আঃ) একটি বৃহৎ আসন ছিল। সুলাইমান (আঃ) তাঁর লোক-লস্কর, তাবু, ঘোড়া-উট, সাজ-সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসহ তাঁর আসনে বসে যেতেন। অতঃপর বায়ু তাঁকে তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিত। সিংহাসনের উপর হতে তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়া দান করা হত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ

আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানেই ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২)

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ অনুরূপভাবে অবাধ্য শাইতানদেরকেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর জন্য ডুবুরীর কাজ করত। তারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে ওর তলদেশ হতে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে আনত। وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ আরও বহু কাজ তারা করত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ

এবং শাইতানদেরকে (আমি তার বাধ্য করেছিলাম), যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৭) এরা ছাড়া অন্যান্য শাইতানরাও তাঁর অনুগত ছিল, যাদেরকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ আমি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। কোন শাইতানই তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারতনা। বরং সবাই ছিল তাঁর অনুগত ও অধীনস্থ। কেহই তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারতনা। তাদের উপর তাঁরই শাসন চলত। যাকে ইচ্ছা তিনি বন্দী করতেন এবং যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দিতেন। তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে ঃ

وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ

এবং শৃংখলে আবদ্ধ করলাম আরও অনেককে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৮)

৮৩। আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।	٨٣. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ
৮৪। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের সাথে তাদের মত আরও দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রাহমাত রূপে এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।	٨٤. فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ

আইউবের (আঃ) ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা আইউবের (আঃ) কষ্ট ও বিপদাপদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তা ছিল আর্থিক, দৈহিক এবং সন্তানগত। তাঁর বহু প্রকারের জীব-জন্তু, ক্ষেত-খামার,

বাগ-বাগিচা ইত্যাদি ছিল। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত সন্তান-সন্ততিসহ দাস-দাসী, ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুই বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা আসে এবং সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি তাঁর দেহেও কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পায়। শুধুমাত্র অন্তর ও জিহ্বা ছাড়া তাঁর দেহের কোন অংশই এই রোগ হতে রক্ষা পায়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে শহরের এক জন-মানবহীন প্রান্তে অবস্থান করতে হয়। একমাত্র তাঁর স্ত্রী ছাড়া সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঐ বিপদের সময় তাঁর থেকে সবাই সরে পড়ে। এই একমাত্র স্ত্রী তাঁর সেবা করতেন। সাথে সাথে মজুরী খেটে তাঁর পানাহারেরও ব্যবস্থা করতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নাবীগণের উপর। তারপর সৎ লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের উপর এবং এরপরে আরও কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের উপর আল্লাহর পরীক্ষা এসে থাকে। (তাবারী ২৫/২৪৫, ২৪৬) অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, প্রত্যেকের পরীক্ষা তার দীনের আমলের পরিমাণ হিসাবে হয়ে থাকে। যদি কেহ দীনের ব্যাপারে দৃঢ় হয় তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। (আহমাদ ১/১৮০) আইউব (আঃ) ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল, এমনকি তাঁর ধৈর্যশীলতার কথা সর্বসাধারণের মুখে মুখে রয়েছে।

ইয়াযীদ ইব্ন মাইসারা (রাঃ) বলেন যে, যখন আইউবের (আঃ) পরীক্ষা শুরু হয় তখন তাঁর সন্তান-সন্ততি মারা যায়, ধন-সম্পদ ধ্বংস হয় এবং তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত হয়ে পড়েন। এতে তিনি আরও বেশি আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত থাকেন। তিনি বলতে থাকেন ঃ হে সকল পালনকারীদের পালনকর্তা! আমাকে আপনি বহু ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন। ঐ সময় আমি ঐগুলিতে সদা ব্যস্ত থাকতাম। অতঃপর আপনি ঐগুলি আমার থেকে নিয়ে নেয়ার ফলে আমার অন্তর ঐ সবের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন আমার অন্তরের মধ্যে ও আপনার মধ্যে কোনই প্রতিবন্ধকতা নেই। যদি আমার শত্রু ইবলীস আমার প্রতি আপনার এই মেহেরবানীর কথা জানতে পারত তাহলে সে আমার প্রতি হিংসায় ফেটে পড়ত। ইবলীস তাঁর এই কথায় এবং তাঁর ঐ সময়ের ঐ প্রশংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে। তিনি নিম্নরূপ প্রার্থনাও করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনের অধিকারী করেছিলেন। আপনি খুব ভাল জানেন যে, ঐ সময় আমি কখনও অহংকার করিনি এবং কারও প্রতি যুল্ম কিংবা অবিচারও করিনি। হে আল্লাহ! এটা আপনার অজানা নয় যে, আমার জন্য নরম বিছানা প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমি তা পরিত্যাগ করে আপনার ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দিতাম এবং আমার নাফ্‌সকে ধমকের সুরে বলতাম ঃ তুমি নরম বিছানায়

আরাম করার জন্য সৃষ্টি হওনি। হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমি সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতাম। (হিলইয়াত আল আউলিয়া ৫/২৩৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন আইউবকে (আঃ) আরোগ্য দান করেন তখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর উপর সোনার ফড়িংসমূহ বর্ষণ করেন। আইউব (আঃ) তখন ওগুলি ধরে কাপড়ে জমা করতে শুরু করেন। ঐ সময় তাঁকে বলা হয় ঃ হে আইউব! এখনও তুমি পরিতৃপ্ত হওনি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার রাহমাত হতে কে পরিতৃপ্ত হতে পারে? (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৬১, বুখারী ৩৩৯১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাঁর পূর্বের সন্তানদেরকেই তাঁর কাছে আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। (তাবারী ১৮/৫০৬, ৫০৭) আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) হতেও প্রায় অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তাকে বলা হয় ঃ হে আইউব! তোমার পরিবার পরিজন সবাই জান্নাতী, তুমি যদি চাও তাহলে তাদের সবাইকে দুনিয়ায় এনে দেই, অথবা যদি চাও তাহলে তাদেরকে তোমার জন্য জান্নাতেই রেখে দেই এবং প্রতিদান হিসাবে দুনিয়ায় তোমাকে তাদের অনুরূপ প্রদান করি। তিনি বললেন ঃ না, বরং তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দিন। তখন তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দেয়া হয় এবং দুনিয়ায় তাঁকে তাদের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا এটা ছিল আমার বিশেষ রাহমাত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। এসব কিছু এ জন্যই হল যে, বিপদে পতিত ব্যক্তিরা যেন আইউবের (আঃ) নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ধৈর্যহারা হয়ে যেন অকৃতজ্ঞ না হয়, আর লোকেরাও যেন কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে ঢালাওভাবে খারাপ বান্দা বলে ধারণা না করে। আইউব (আঃ) ছিলেন ধৈর্যের পর্বত সমান এবং স্থিরতার নমুনা স্বরূপ। আল্লাহর দেয়া তাকদীরের লিখন এবং উহার পরীক্ষার উপর মানুষের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এতে যে তাঁর কি হিকমাত ও রহস্য নিহিত রয়েছে তা মানুষের জানা নেই।

৮৫। আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুল্‌কিফল- এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।	٨٥. وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰبِرِينَ
৮৬। এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম, তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ।	٨٦. وَأَدْخَلْنَٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

ইসমাঈল (আঃ), ইদরীস (আঃ) এবং যুলকিফল (আঃ)

ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন ইবরাহীম খলিলের (আঃ) পুত্র। সূরা মারইয়ামে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। যুলকিফলকে বাহ্যত নাবীরূপে জানা যাচ্ছে। কেননা নাবীগণের বর্ণনার সাথে তাঁর নামও এসেছে। কিন্তু লোকেরা বলেন যে, তিনি নাবী ছিলেননা, বরং একজন সৎলোক ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের বাদশাহ ও ন্যায় বিচারক ছিলেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। (তাবারী ১৮/৫০৭) সুতরাং এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৮৭। আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবনা; অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী।	٨٧. وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৮৮। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে	٨٨. فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ

উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।	ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা

এই ঘটনাটি এখানেও বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা 'সাফফাত' ও সূরা 'নূন'এও বর্ণিত হয়েছে। ইনি হলেন নাবী ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আঃ)। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা মুসিল অঞ্চলের *নীনওয়া* নামক গ্রামে নাবী রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ঐ গ্রামবাসীদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন: কিন্তু তারা ঈমান আনলনা। তখন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে যান এবং তাদেরকে বলে যান যে, তাদের উপর তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে। অতঃপর তাঁর কথায় তাদের বিশ্বাস হয় এবং তারা বুঝে নেয় যে, নাবীর (আঃ) কথা মিথ্যা হয়না। তাই তারা তাদের শিশুদেরকে ও গৃহপালিত পশুগুলিকে নিয়ে মাইদানের দিকে বেরিয়ে পড়ে। শিশুদেরকে তারা মায়েদের থেকে পৃথক করে দেয়। অতঃপর তারা কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতে থাকে। এক দিকে তাদের কান্নার রোল, আর অপর দিকে জীব-জন্তুগুলোর ভয়ানক চীৎকার। এর ফলে আল্লাহর রাহমাত উথলে উঠে। সুতরাং তিনি তাদের উপর হতে শাস্তি উঠিয়ে নেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজণক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৮)

ইউনুস (আঃ) ওখান হতে চলে গিয়ে একটি নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকা কিছুদূর এগিয়ে গেলে তুফানের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষ পর্যন্ত নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। নৌকার আরোহীদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যে, নৌকার ভার হালকা করার জন্য কোন একজন লোককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক। সুতরাং নির্বাচনের গুটি নিক্ষেপ করা হলে দেখা গেল যে,

ইউনুসেরই (আঃ) নাম এসেছে। কিন্তু কেহই তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা পছন্দ করলনা। দ্বিতীয়বার গুটি নিক্ষেপ করা হল। এবারও তাঁর নামই উঠল। তৃতীয়বার গুটি ফেলা হলে এবারও তাঁর নামই দেখা গেল। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ

সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪১) তখন ইউনুস (আঃ) নিজেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাপড় খুলে ফেলে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন। ইব্ন মাসউদের (রাঃ) উক্তি অনুসারে, আল্লাহ তা'আলা *'বাহরে আখযার'* (সবুজ সাগর) হতে একটি বিরাট মাছ পাঠিয়ে দেন। মাছটি পানি ফেড়ে ফেড়ে এলো এবং ইউনুসকে (আঃ) গিলে ফেলল। কিন্তু মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে মাছটি তাঁর মাংসও খেলনা, অস্থিও ভেঙ্গে ফেললনা এবং কোন ক্ষতিও করলনা। মাছটির তিনি খাদ্য ছিলেননা, বরং ওর পেট ছিল তাঁর জন্য কয়েদখানা স্বরূপ। আরাবী ভাষায় মাছকে নূন বলা হয়। ইউনুসের (আঃ) ক্রোধ ছিল তাঁর কাওমের উপর।

فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْه তাঁর ধারণা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাছের পেটে সংকুচিত করে শাস্তি দিবেননা। এখানে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন **نَقدر** এর অর্থ এটাই করেছেন। (তাবারী ১৮/৫১৪, ৫১৫) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। দলীল হিসাবে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি পেশ করা হয়েছে ঃ

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে, আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৭)

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ *অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী।* ঐ অন্ধকারের

মধ্যে প্রবেশ করে ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহকে ডাকতে শুরু করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ সেখানে সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার এই তিন অন্ধকার একত্রিত হয়েছিল। (কুরতুবী ১১/৩৩৩) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আমর ইব্‌ন মাইমুন (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৫১৬, ৫১৭) সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল সমুদ্রের অন্ধকারের মাঝে একটি মাছের পেটের মধ্যে অপর একটি মাছের পেটের অন্ধকার। (তাবারী ১৮/৫১৭) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ সমুদ্রে ঝাপ দেয়ার পর একটি মাছ তৎক্ষণাত তাঁকে নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে যায়। সেখানে তিনি নুড়ি/কংকর ও পাথরসমূহকে আল্লাহর যিক্‌র করতে শুনতে পান। তখন তিনিও বলেন ঃ

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন। (ইব্‌ন আবী শাইবাহ ১১/৫৪১, ১৩/৫৭৮) আল আউফী আল আরাবী (রহঃ) বলেন ঃ তিনি মাছের পেটে গিয়ে প্রথমতঃ মনে করেছিলেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর তিনি পা নেড়ে দেখেন এবং তা নড়ে ওঠে। সুতরাং মাছের পেটের মধ্যেই তিনি সাজদাহয় পড়ে যান এবং বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি এমন এক জায়গাকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছি যে, সম্ভবতঃ কেহই এই জায়গাকে ইতোপূর্বে সাজদাহর জায়গা বানায়নি। (তাবারী ১৮/৫১৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা হতে। আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। সে বিপদে পতিত হয়ে যখন আমাকে আহ্বান করল, আমি তখন তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং ঐ বিপদ থেকে তাকে মুক্তি দিলাম।

যারা বিপদাপদের সময় এই দু'আ ইউনুস পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উসমান ইব্‌ন আফফানের (রাঃ) নিকট মাসজিদে গমন করি। আমি তাকে সালাম দেই। তিনি আমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্তু আমার সালামের জবাব দিলেননা। আমি তখন আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) নিকট গিয়ে জানতে চাই ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! দীনের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটেছে কি? আমি তাকে দু'বার এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ না, তুমি কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ? আমি বললাম ঃ আমি মাসজিদের কাছে উসমানের (রাঃ) পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু সালামের জবাব দিলেননা। তিনি উসমানকে (রাঃ) ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন ঃ আপনি আপনার এই মুসলিম ভাইয়ের সালামের জবাব দেননি কেন? উসমান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ ইহা কি সত্য? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ (অর্থাৎ আমি এসেছি ও সালাম দিয়েছি)। শেষ পর্যন্ত তিনি শপথ করলেন এবং আমিও শপথ করলাম। তারপর ঘটনা মনে পড়ায় উসমান (রাঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তাওবাহ করছি, অবশ্যই তিনি ইতোপূর্বে আমার কাছে এসেছিলেন, কিন্তু ঐ সময় আমি মনে মনে ঐ কথা বলছিলাম যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যখন আমার ঐ কথা মনে হয় তখন শুধু আমার চোখের উপরই পর্দা পড়েনা, বরং আমার অন্তরের উপরও পর্দা পড়ে যায়। আমি তখন বললাম ঃ আমি আপনাকে ঐ খবর দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমাদের সামনে দু'আর প্রথম অংশ বর্ণনা শেষ করেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে পড়ে এবং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্য বিষয়ে ব্যস্ত রাখে। এভাবে অনেক ক্ষণ কেটে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে উঠে যান এবং নিজের বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করেন। আমিও তাঁর পিছনে চলতে থাকি। যখন তিনি বাড়ীর কাছাকাছি এসে যান তখন আমি আশংকা করি যে, তিনি হয়ত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবেন, আর আমি এখানেই রয়ে যাব। সুতরাং আমি জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ আরে! তুমি আবূ ইসহাক? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ, আমিই বটে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ খবর কি? আমি জবাব দিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি দু'আর প্রথম অংশ বর্ণনা করেন। এমন সময় ঐ বেদুঈন এসে

পড়ে এবং আপনি কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তিনি আমার এ কথা শুনে বললেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা ছিল যুননূনের (আঃ) দু'আ, যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় পাঠ করেছিলেন। তা ছিল ঃ

لَا~ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ এই দু'আটি।

জেনে রেখ, যে কোন মুসলিম যে কোন ব্যাপারে যখনই তার রবের কাছে এই দু'আটি করবে, তিনি তা কবূল করবেন। (আহমাদ ১/১৭০, তিরমিযী ৯/৪৭৯, নাসাঈ ৬/১৬৮)

সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেহ ইউনুসের (আঃ) এই দু'আর মাধ্যমে দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার দু'আ কবূল করবেন। (ইব্ন আবী হাতিম) আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, এই আয়াতেই এর পরেই রয়েছে ঃ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (হাকিম ২/৫৮৪)

৮৯। এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে একা ছেড়ে দিবেননা, আপনি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।	٨٩. وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ
৯০। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়াকে, আর তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম; তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল	٩٠. فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ج إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا صلے

আমার নিকট বিনীত।	وَكَانُواْ لَنَا خَـٰشِعِينَ

যাকারিয়া (আঃ) এবং ইয়াহইয়া (আঃ)

আল্লাহ স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার (আঃ) খবর দিচ্ছেন যে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ঃ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا আমাকে একটি সন্তান দান করুন, যে আমার পরে নাবী হবে। সূরা মারইয়াম ও সূরা আলে-ইমরানে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই দু'আ নির্জনে করেছিলেন।

'আমাকে একা ছেড়ে দিবেননা' এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে ঃ আমাকে সন্তানহীন করবেননা। দু'আ চাওয়ার জন্য তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁর যে স্ত্রী বার্ধ্যক্যে উপনীতা হয়েছিলেন তাকে তিনি সন্তান ধারণের যোগ্য করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, তিনি বন্ধ্যা ছিলেন, অতঃপর তিনি সন্তান প্রসব করেন। (তাবারী ১৮/৫২০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, *'খাশিয়ীন'* (خَاشِعِينَ) শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তা বিশ্বস্ততার সাথে মেনে নেয়া। (তাবারী ১৬/২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উহা যে সত্য তা বিশ্বাস করা। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ ভয়ের সাথে। আবূ সীনান (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল *'খুশু'* বা ভয় যা হৃদয়ের গভীরে থাকে, যা কখনও হৃদয় থেকে মুছে যায়না। মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, *'খাশিয়ীন'* অর্থ হচ্ছে যে বিনয়ী। হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন ঃ *'খাশিয়ীন'* হল তারা যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়। (আল কাশশাফ ৩/১৩৩, বাগাবী ৩/২৬৭, ইব্ন আবী শাইবাহ ১৩/৫৮০)

৯১। আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, এবং তাকে	٩١. وَٱلَّتِىٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا

Contents

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ	ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

ঈসা (আঃ) এবং মারইয়াম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা/বান্দী

এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা মারইয়াম (আঃ) ও ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কুরআনুল কারীমে প্রায়ই যাকারিয়া (আঃ) ও ইয়াহইয়ার (আঃ) ঘটনার সাথে সাথে মারইয়াম (আঃ) ও ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তাঁদের মধ্যে পুরাপুরি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। যাকারিয়া (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁদেরকে সন্তান দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ নিজের এই ক্ষমতা প্রদর্শনের পর স্বামী ছাড়াই শুধু স্ত্রীলোককে সন্তান দান করে তাঁর আর এক ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সূরা আলে-ইমরান ও সূরা মারইয়ামেও এই শ্রেণীবিন্যাসই রয়েছে।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ‘যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল’ এই উক্তি দ্বারা মারইয়ামকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ সূরা তাহরীমে বলেন ঃ

وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا

আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ১২) আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ আমি তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন, যাতে বিশ্ববাসী আল্লাহ তা‘আলার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা, সৃষ্টি কৌশলের ব্যাপক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তাঁর ব্যাপারটি এই যে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন, বলেন ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়। ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর কুদরাতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এরই প্রতিফলন দেখতে পাই আর এক আয়াতে ঃ

وَلِنَجۡعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ

আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২১)

৯২। এই যে তোমাদের জাতি, এটাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রাব্ব, অতএব আমার ইবাদাত কর।	٩٢. إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ
৯৩। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে; প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তিত হবে আমার নিকট।	٩٣. وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ ۖ كُلٌّ إِلَيۡنَا رَٰجِعُونَ
৯৪। সুতরাং যদি কেহ মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তাহলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবেনা এবং আমিতো তা লিখে রাখি।	٩٤. فَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَا كُفۡرَانَ لِسَعۡيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَـٰتِبُونَ

বিশ্বের সমস্ত মানুষই এক উম্মাত

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, اَنَّ هَذِه اُمَّتُكُمْ اُمَّةًوَّاحِدَةً এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের দীন হচ্ছে একই দীন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে যা হতে বিরত থাকতে হবে এবং যা করতে হবে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের সবার পথ একই পথ।

অবশ্যই এটাই তোমাদের জন্য শারীয়াতী বিধান, যা আমি তোমাদের কাছে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছি। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ আমিই তোমাদের সকলের রাব্ব, তোমাদের মালিক। অতএব অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু আমারই ইবাদাত কর। অন্যত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। এবং তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রাব্ব; অতএব আমাকে ভয় কর। (২৩ ঃ ৫১-৫২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের সবারই একই দীন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) তা হল এক শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮)

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ অতঃপর লোকেরা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। কেহ কেহ তাদের নাবীগণের (আঃ) উপর ঈমান এনেছে এবং কেহ কেহ ঈমান আনেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ কিয়ামাতের দিন সকলকেই আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল লোকদেরকে দেয়া হবে ভাল প্রতিদান, মন্দ লোকদেরকে দেয়া হবে মন্দ প্রতিদান। সুতরাং কেহ যদি মু’মিন হয়ে সৎ কাজ করে তাহলে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবেনা এবং আল্লাহ তা‘আলা তা লিখে রাখেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩০)

আল্লাহ তা'আলা অণু পরিমাণ যুল্‌ম করাও সমীচীন মনে করেননা।

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ তিনি স্বীয় বান্দাদের সমস্ত আমল লিখে রাখেন। একটিও ছুটে যায়না।

৯৫। যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত -	٩٥. وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
৯৬। যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মা'জুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।	٩٦. حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ
৯৭। অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, বরং আমরা ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	٩٧. وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ *যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত।* ইব্‌ন আব্বাস

(রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে সমস্ত জনপদকে ধ্বংস করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, কিয়ামাত পর্যন্ত তারা আর সেখানে ফিরে আসবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ছাড়াও আবূ জাফর আল বাকীর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (বাগাবী ৩/২৬৮, তাবারী ১৮/৫২৫, আর রাযী ২২/১৯১)

ইয়াজুজ ও মা'জুজদের বর্ণনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মা'জুজ আদমেরই (আঃ) বংশোদ্ভূদ। এমনকি তারা নুহের (আঃ) পুত্র ইয়াফাসের সন্তান যে ছিল তুর্কের পিতা। এদেরকে যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের বাইরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি প্রাচীরটি নির্মাণ করে বলেছিলেন ঃ

هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ

এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ন-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব একের পর এক তরঙ্গের আকারে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৯৮-৯৯) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার সময় ইয়াজুজ মা'জুজ সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক উঁচু জায়গাকে আরাবী ভাষায় 'حَدَب' বলা হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), শাউরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৮/৫৩২) বর্ণিত আছে যে, তাদের বের হওয়ার সময় তাদের এই অবস্থাই হবে। এই খবরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শ্রোতাদের সামনে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে রয়েছেন।

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪) আর বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্য খবরদাতা আর কে

হতে পারে? তিনিতো দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যা হয়ে গেছে ও যা হবে তা তিনি সম্যক অবগত। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবী ইয়াযিদ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ছেলেদেরকে লাফাতে, খেলতে, দৌড়াতে এবং একে অপরের উপর চড়াও হতে দেখে বলেন ঃ এভাবেই ইয়াজুজ মা'জুজ আসবে। (তাবারী ১৮/৫২৮) বহু হাদীসে তাদের বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ইয়াজুজ-মা'জুজকে যখন খুলে দেয়া হবে এবং তারা লোকদের কাছে পৌঁছবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে। তখন তারা জনগণের মধ্যে ছেয়ে যাবে এবং মুসলিমরা তাদের শহর ও দুর্গের মধ্যে ঢুঁকে পড়বে। আর তারা তাদের গৃহ-পালিত পশুকে ওর মধ্যে নিয়ে যাবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠের পানি পান করতে থাকবে। ইয়াজুজ মা'জুজ যে নদীর পাশ দিয়ে যাবে, ওর সমস্ত পানি তারা পান করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ধূলা উড়তে থাকবে। তাদের অন্য দল যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ সম্ভবতঃ কোন যুগে এখানে পানি ছিল। যখন তারা দেখবে যে, এখন ভূ-পৃষ্ঠে আর কেহই অবশিষ্ট নেই। আর বাস্তবিকই যে সব মুসলিম নিজেদের শহরে ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা ছাড়া যমীনের উপর আর কেহই বাকী থাকবেনা। তখন তারা বলবে ঃ পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আমরা শেষ করে ফেলেছি, সুতরাং এখন আকাশবাসীদের খবর নেয়া যাক। অতঃপর তাদের একজন দুষ্ট ব্যক্তি তার বর্শাটি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে। তখন মহান আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্ত মাখানো অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। এটাও হবে একটা পরীক্ষা। এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটতে থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরণের পোকা সৃষ্টি করবেন যা দেখতে অনেকটা ঐ পোকার মত যা সাধারণতঃ খেজুরের বীচি অথবা বকরীর নাসারন্ধ্রে জন্মে। ঐ পোকার আক্রমনে তারা সবাই একই সাথে মৃত্যুবরণ করবে। তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবেনা। তাদের সমস্ত শোরগোলের সমাপ্তি ঘটবে। মুসলিমরা বলবে ঃ এমন কেহ আছে কি, যে আমাদের মুসলিমদের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাইরে গিয়ে শত্রুদের অবস্থা দেখে আসতে পারে? তখন এক ব্যক্তি এ জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং নিজেকে নিহত হতে হবে মনে করেই আল্লাহর পথে মুসলিমদের

সাহায্যের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে। তখন সে দেখতে পাবে যে, শত্রুদের মৃতদেহের স্তুপ পড়ে রয়েছে। সবাই ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে। তখন উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলবে ঃ হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং খুশি হও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন, তাদের মৃতদেহের স্তুপ পড়ে রয়েছে। তার এ কথা শুনে মুসলিমরা বেরিয়ে আসবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকেও সাথে আনবে। তাদের পশুগুলির খাদ্য হিসাবে মৃতদেহগুলির মাংস ছাড়া আর কিছু থাকবেনা। ওগুলি খেয়ে তারা খুব মোটা তাজা হবে। (আহমাদ ৩/৭৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৬৩)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ নাওয়াস ইব্ন সামআন আল কিলাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং কখনও তিনি তার ব্যাপারে এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যেন তা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আবার তিনি এমন ভয়ংকর কথাও শোনাচ্ছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল যেন সে খেজুর গাছের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। আর মনে হয় যেন সে বের হতে চাচ্ছে। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে দাজ্জালের চেয়ে অন্য কিছুর বেশি ভয় করি। আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় তাহলে তোমাদের মাঝে আমি তার প্রতিবন্ধক হয়ে যাব। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবনা এমন অবস্থায় যদি সে বের হয় তাহলে আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করছি। সে হবে কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট এবং উপরের দিকে উত্থিত চক্ষুবিশিষ্ট খাটো যুবক। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান হতে বের হবে। ডান দিকে ও বাম দিকে সে ঘুরতে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অটল ও স্থির থেক। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে কত সময় অবস্থান করবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ চল্লিশ দিন। একটি দিন এক বছরের সমান, একটি দিন এক মাসের সমান, একটি দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিন হবে সাধারণ দিনের মত।

আমরা আবার প্রশ্ন করলাম ঃ যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে এক দিন ও এক রাতের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেই কি যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ না, বরং অনুমান করে তোমাদেরকে সময় মত সালাত আদায় করতে হবে। আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঃ তার চলন গতি কেমন হবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ বায়ু যেমন মেঘকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যায়

তেমনই সে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এক গোত্রের কাছে যাবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার কথা মেনে নিবে। সে আকাশকে নির্দেশ দিবে, ফলে সে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে। যমীন তাদের জন্য ফসল উৎপাদন করবে। তাদের পশুগুলি পেটপূর্ণ অবস্থায় মোটা তাজা হয়ে ফিরে আসবে এবং তাদের বাটে দুধ পূর্ণ থাকবে। অতঃপর সে অন্য গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা অস্বীকার করবে। সেখান থেকে সে চলে আসবে। তখন তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ তার পিছন পিছন চলে আসবে এবং তারা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে। সে অনাবাদী জঙ্গলে যাবে এবং যমীনকে বলবে ঃ তোমার গুপ্তধন উঠিয়ে দাও। যমীন তখন তা উপরে উঠিয়ে ফেলবে। তখন সমস্ত ধন ভান্ডার তার পিছনে এমনভাবে চলে যাবে যেভাবে মৌমাছি তাদের নেতাদের পিছনে চলে থাকে। সে এও দেখাবে যে, একজন লোককে তরবারী দ্বারা দু' টুকরা করে ফেলবে এবং ঐ টুকরা দু'টিকে এদিক ওদিক বহু দূরে নিক্ষেপ করবে। তারপর তার নাম ধরে ডাক দিবে এবং তৎক্ষণাৎ সে জীবিত হয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার কাছে চলে আসবে। এমতাবস্থায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ মাসীহকে (আঃ) অবতীর্ণ করাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের পাশে অবতরণ করবেন। তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় মালাইকার ডানার উপর রাখবেন। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং পূর্ব দরজা 'লুদ' এর কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। তারপর ঈসার (আঃ) কাছে আল্লাহর অহী আসবে ঃ আমি আমার এমন বান্দাদেরকে পাঠাচ্ছি যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তোমার নেই, সুতরাং তুমি আমার বান্দাদেরকে 'তুরের' কাছে একত্রিত কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মা'জুজকে পাঠাবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান হতে ছুটে আসবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৬)

তাদের কাজে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। তখন তিনি গুটি বসন্তের রোগ পাঠাবেন যা তাদের ঘাড়ে আক্রমণ করবে। তখন এক ভোরে তাদের সবার এক সাথে মৃত্যু হবে, মনে হবে যেন একটি দেহ। অতঃপর ঈসা (আঃ) তাঁর মু'মিন সঙ্গীগণসহ এসে দেখবেন যে, সমস্ত যমীন তাদের মৃতদেহের স্তুপ হয়ে গেছে। যমীনের কোন জায়গাই খালি থাকবেনা। তাদের দুর্গন্ধে থাকা যাবেনা। ঈসা (আঃ) তখন আবার দু'আ করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা উটের গর্দানের ন্যায় পাখি পাঠিয়ে দিবেন যারা ঐ মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে সেখানে ফেলে দিবে যেখানে আল্লাহ তা'আলা চাইবেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ 'আতা ইব্ন ইয়াযীদ আস সাকসাকী (রহঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি কা'ব (রহঃ) হতে, তিনি অন্য এক জনের কাছ থেকে শুনেছেন ঃ তারা ঐ মৃতদেহগুলি 'আল মাহবাল' নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, আমি তখন বললাম ঃ হে আবূ ইয়াযীদ! 'আল মাহবাল' কোথায় অবস্থিত? তিনি বললেন ঃ ইহা পূর্বে অবস্থিত (যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়)। এরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনবরত যমীনে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। তার ছোয়া থেকে কোন ঘর-বাড়ি কিংবা পশুর লোম পর্যন্ত বাদ যাবেনা। ফলে যমীন ধুয়ে মুছে আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে ঃ তুমি তোমার ফল উৎপন্ন কর এবং তোমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও আর্শিবাদ পুনর্বহাল হল। ঐ সময় একটি দল একটি ডালিম খেয়েই পরিতৃপ্ত হবে এবং ওর বাকলের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে। সব কিছুতেই বারাকাত নাযিল হবে। একটি উষ্ট্রীর দুধ একটি দলের লোকদের জন্য, একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্য এবং একটি বকরীর দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তারপর এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হবে যা মুসলিমদের বগলের নীচ দিয়ে বয়ে যাবে এবং তাদের রূহ কবয হয়ে যাবে। তখন যমীনে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যারা গাধার মত যত্রতত্র যৌনাচারে লিপ্ত হবে। তাদের উপরই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। (আহমাদ ৫/১৮১, মুসলিম ৪/২২৫০, আবূ দাউদ ৪/৪৯৬, তিরমিযী ৬/৪৯৯, নাসাঈ ৬/২৩৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৫৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ হারমালাহ (রাঃ) তাঁর খালা হতে বর্ণনা করেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তাঁর আঙ্গুলে বৃশ্চিকে দংশন করেছিল বলে তিনি ঐ আঙ্গুলে পট্টি বেঁধেছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ তোমরা বলছ যে, এখন দুশমন নেই। কিন্তু তোমরা দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মা'জুজকে পাঠাবেন। তারা হবে চওড়া চেহারা, লালচে চুল ও ছোট চোখ বিশিষ্ট। তারা প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে নেমে আসবে। তাদের চেহারা হবে প্রশস্ত ঢালের মত। (আহমাদ ৫/২৭১)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (রহঃ) হতে, তিনি খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন্ হারমালাহ আল মুদলাযী (রহঃ) হতে, তিনি তার ফুফু হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৬৮)

একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) *‘বাইত আল আতীকে’* (কাবা ঘরের) তাওয়াফ করবেন। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি অবশ্যই এই ঘরে আগমন করবেন এবং হাজ্জ ও উমরাহ পালন করবেন। তা হবে ইয়াজুজ মা’জুজদের আবির্ভাবের পর। (আহমাদ ৩/২৭, বুখারী ১৫৯৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ *অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন।* অর্থাৎ যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে। তার প্রারম্ভে ভূমিকম্প এবং অন্যান্য বিভীষিকাময় আলামত প্রকাশ পাবে, মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হবে। যখন কিয়ামাতের আলামত প্রকাশ পাবে তখন কাফিরেরা বলবে ঃ এটি একটি কঠিন দিনই বটে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا *অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।* অর্থাৎ ভয়ে ও ত্রাসে তাদের চক্ষুগুলি স্থির হয়ে যাবে এবং অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে তারা বলবে ঃ

يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন। আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছি। সত্যি, আমরা সীমা লংঘনকারীই ছিলাম। এভাবে তারা নিজেদের পাপের কথা অকপটে স্বীকার করবে এবং লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা।

৯৮। তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।	٩٨. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ
৯৯। যদি তারা উপাস্য হত তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতনা; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে।	٩٩. لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ

১০০। সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবেনা।	١٠٠. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ
১০১। যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে।	١٠١. إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
১০২। তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেনা এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে।	١٠٢. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ
১০৩। মহা-ভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা এবং মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে ঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।	١٠٣. لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

মূর্তি পূজক এবং তাদের দেবতারা হবে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী

আল্লাহ তা'আলা মাক্কাবাসী কুরাইশ মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ তোমরা ও তোমাদের উপাস্য মূর্তিগুলি জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقُوْدُ هَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

ওর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৬) *'হাসাবু জাহান্নামা'* এর অর্থ হচ্ছে জাহান্নামের দাহ্য পদার্থ। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ এর জ্বালানী। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামের জ্বালানী বলার অর্থ এই যে, ওর ভিতর নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৮/৫৩৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। তারা যদি মা'বূদ হত তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতনা।

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

সেখানে তাদের জন্য থাকবে আর্তনাদ ও চীৎকার। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১০৬)

وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ সেখানে তারা (এই আর্তনাদ ও চীৎকার ছাড়া) কিছুই শুনতে পাবেনা।

উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তদের বর্ণনা

জাহান্নামের বাসিন্দাদের এবং তাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন সৎ লোক ও তাদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ যাদের জন্য আমার নিকট পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে ঐ জাহান্নাম হতে দূরে

রাখা হবে। তাদের সৎ আমলের কারণে সৌভাগ্য তাদের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল। حُسْنَى দ্বারা করুণা ও সৌভাগ্য বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

সৎ কর্মশীলদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০) তাদের দুনিয়ার আমল ভাল, তাই তারা আখিরাতে পুরস্কার ও উত্তম বিনিময় লাভ করবে, শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে এবং আল্লাহর করুণা প্রাপ্ত হবে।

أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا তাদের জাহান্নাম হতে এত দূরে রাখা হবে যে, তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেনা এবং জাহান্নামীদেরকে জ্বলতে/পুড়তেও দেখতে পাবেনা। জান্নাতীরা জাহান্নামীদের চিৎকারের শব্দও শুনতে পাবেনা। তাদেরকে কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। শুধু এটাই নয়, বরং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। বলা হয়েছে ঃ

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ *এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে।* অর্থাৎ তারা যে আযাবের ভয় করত তা থেকে তারা রক্ষা পাবে এবং ওর পরিবর্তে যা ভালবাসত এবং আল্লাহর কাছে আশা করত তা পেয়ে যাবে। বলা হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য এই যে, যাদের ইবাদাত করা হত, অথচ তারা তাদের ইবাদাত করার জন্য মানুষকে কখনও আহ্বান করেননি, তারা যে শাস্তির যোগ্য নন তা জানিয়ে দেয়া। যেমন উযাইর (আঃ) এবং মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)। হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মাদ আল আওয়ার (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে এবং উসমান ইব্ন ‘আতা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ *তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা*

যাদের ইবাদাত কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। এ আয়াতটি পাঠ করার পর এর ব্যতিক্রম হিসাবে إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ *যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে*। এ আয়াতটি পাঠ করেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এখানে মালাইকা, ঈসা (আঃ) এবং অন্যদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদাত করা হয়। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) এ কথা তার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার সাথে মাসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় নাযর ইব্‌ন হারিছ সেখানে আগমন করে। ঐ সময় মাসজিদে বহু কুরাইশও উপস্থিত ছিল। নাযর ইব্‌ন হারিছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলে যাচ্ছিল যতক্ষণ না তিনি তার সাথে তর্কে জিতে যান। অতঃপর সে নিরুত্তর হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ হতে لاَ يَسْمَعُوْنَ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। এরপর তিনি ঐ মাজলিস হতে উঠে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরী আস সাহমার কাছে গিয়ে বসেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরীকে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! নাযর ইব্‌ন হারিস আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের সাথে একমত হতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্পর্কে এ কথা বলে উঠে গেছেন যে, আমরা এবং আমাদের এই উপাস্য দেবতারা সবাই নাকি জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হব।' তাদের এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরী বলে ঃ আমি থাকলে তাঁকে উত্তর দিতাম যে, আমরা মালাইকার পূজা করি, ইয়াহুদীরা উযাইরের (আঃ) পূজা করে এবং খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) পূজা করে। তাহলে এরাও সবাই কি জাহান্নামে যাবে? ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরাসহ যারা ওখানে বসা ছিল তাদের সবার এই উত্তর খুব পছন্দ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এটা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ যে নিজের ইবাদাত করিয়েছে সে'ই ইবাদাতকারীদের সাথে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু এই বুযুর্গ ব্যক্তিরা নিজেদের ইবাদাত করাননি। আসলেতো এই লোকগুলি তাঁদের নয়, বরং শাইতানদের পূজা করছে। শাইতানই

তাদেরকে তাদের ইবাদাতের পন্থা বাতলে দিয়েছে। তাঁর জবাবের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ

যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেনা এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। এ আয়াতটি ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ) এবং তৎকালীন ধর্ম জাযক ও উপাসনালয়ের পাদ্রীদের ব্যাপারে নাযিল হয়। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদ ও ইবাদাতে মশগুল রাখতেন। কিন্তু তাদের পরবর্তীরা বিপদগামী হয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়ে আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে মাওলা নির্ধারণ করে নেয়। যারা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদাত করত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ

তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেনা; তারাতো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত; তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ আমিই মা'বূদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৬-২৯) আল্লাহর সাথে সাথে যারা ঈসারও (আঃ) ইবাদাত করত যেমন ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা এবং আবদুল্লাহ ইব্ন

যাব‘আরী, যাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিতর্ক হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে নাযিল হয় ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ. وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয় এবং বলে ঃ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়। সেতো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৫৭-৬১) অর্থাৎ তাদের দ্বারা যে মু‘জিযা প্রকাশ পেয়েছিল যেমন মৃতকে জীবিত করা, অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করা ইত্যাদি কিয়ামাত দিবসের আগমনের কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (৪৩ ঃ ৬৩) (ইব্ন হিশাম ১/৩৮৪)

ইব্ন যাব‘আরী বড়ই ভুল করেছিল। কেননা এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মাক্কাবাসী কাফিরদেরকে এবং উক্তি করা হয়েছে তাদের মূর্তি ও পাথরগুলি সম্পর্কে, যেগুলির তারা (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) ইবাদাত করত। এ উক্তি ঈসা (আঃ) প্রভৃতি পবিত্র ও একাত্মবাদী লোকদের সম্পর্কে নয়। তাঁরাতো গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হতে মানুষকে বিরত রাখতেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবেনা। অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়, শিঙ্গার ফুৎকারের আতংক, জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশের সময়ের ভীতি বিহ্বলতা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে মৃত্যুকে যবাহ করে দেয়ার আতংক ইত্যাদি কিছুই তাদের থাকবেনা। তারা চিন্তা ও দুঃখ হতে বহু দূরে থাকবে। তারা হবে পুরাপুরিভাবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত। অসন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবেনা। মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বলবে ঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

১০৪। সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর। যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই।	١٠٤. يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

কিয়ামাত দিবসে আকাশসমূহ গুটিয়ে নেয়া হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এটা কিয়ামাতের দিন হবে। তিনি বলেন ঃ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ আমি আকাশকে গুটিয়ে নিব যেমন করে বই গুটিয়ে নেয়া হয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৭)

নাফি (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী আল্লাহ তা'আলার ডান হাতে থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪)

سِجِلِّ দ্বারা উদ্দেশ্য কিতাব। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে سِجِل দ্বারা ঐ মালাককে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে, যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তিনি তার কিতাব (আমলনামা) অন্যান্য কিতাবগুলির সাথে গুটিয়ে নিয়ে কিয়ামাতের দিনের জন্য সিজ্জিলে রেখে দেন। কিন্তু যা সঠিক তা হল ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, *'সিজ্জিল'* হল আমলনামার দলীল দস্তাবেজ। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে এ কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) একই কথা বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৪৩) ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ এই যে, আরাবী ভাষায় *'সিজ্জিল'* এর অর্থে এটাকেই বেশির ভাগ মানুষ জ্ঞাত। এর উপর ভিত্তি করে আমরা যে অর্থ করতে পারি তা হল ঃ পৃথিবী যখন কাগজ/চামড়ার ফালির মত গুটিয়ে নেয়া হবে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ

যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১০৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَمَا بَدَأۡنَا أَوَّلَ خَلۡقٍ نُّعِيدُهُۥ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রথম সৃষ্টি করতে আমি যেমন সক্ষম ছিলাম তেমনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আমি আরও বেশি সক্ষম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আর প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি এটা পালন করবই।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এক উপদেশ মূলক ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন ঃ তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে নগ্ন পায়ে ও বস্ত্রহীন দেহে এবং খৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য তেমনিভাবে আমি পালন করবই। (আহমাদ ১/২৩৫, ফাতহুল বারী ৮/২৯২, মুসলিম ৪/২১৯৪)

১০৫। আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।	١٠٥. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ
১০৬। এতে রয়েছে বাণী, সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইবাদাত করে।	١٠٦. إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ
১০৭। আমিতো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রাহমাত রূপেই প্রেরণ করেছি।	١٠٧. وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

সৎ আমলকারীরাই পৃথিবীতে রাজ্য শাসনের উপযুক্ত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর সৎ বান্দাদেরকে যেমন আখিরাতে ভাগ্যবান করেন তেমনি দুনিয়ায়ও তাদেরকে রাজ্য ও ধন-সম্পদ দান করেন। এটা আল্লাহর নিশ্চিত ওয়াদা এবং সত্য ফাইসালা। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করে থাকেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভতো আল্লাহভীরুদের জন্য। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৮) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করব এবং যেদিন সাক্ষীরা দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৫) আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এটা শারইয়্যা ও কাদরিয়্যাহ কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এটা অবশ্য অবশ্যই হবে। তাই তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি।

আল আমাশ (রহঃ) বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ যাবূর দ্বারা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৮/৫৪৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 'যাবূর' দ্বারা কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), শা'বি (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, যাবূর হল ঐ কিতাবের নাম যা দাঊদের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যিক্র দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাওরাত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ *'আয যুবুর'* হল ঐ গ্রন্থ যা *'আয যিক্র'* এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আর *'আয যিক্র'* হল উম্মুল কুরআন, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। (তাবারী ১৮/৫৪৭) যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) অভিমত এই যে, ইহাই প্রথম গ্রন্থ (যা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে) শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা লাউহে মাহফূজে রক্ষিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (*আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে*) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে জান্নাতই হবে তাদের বাসস্থান। (তাবারী ১৮/৫৪৯) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ), শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং

শাউরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৪৯, ৫৫০) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ (*এতে রয়েছে বাণী, সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইবাদাত করে*) অর্থাৎ আমি আমার বান্দা মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছি তা অতি সহজ এবং পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে রয়েছে তোমাদের হিদায়াতের জন্য পূর্ণ বিবরণ। অতএব যারা শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং শাইতান অথবা তার অনুসারীদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে বিরত থেকে যারা আল্লাহর ইবাদাত করতে চায় তাদের দিক নির্দেশনার জন্য এই কুরআনই যথেষ্ট। তারা কিভাবে ইবাদাত করবে অথবা আল্লাহ তাদের কোন্ আচরণে সন্তুষ্ট তা এই গ্রন্থ পাঠ করে জেনে নিতে পারবে।

রাসূল (সাঃ) ছিলেন পৃথিবীর জন্য রাহমাত স্বরূপ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ হে নাবী! আমি তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি শুধু রাহমাত বা করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। সুতরাং যারা এই রাহমাতের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তারা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম। পক্ষান্তরে যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা উভয় জগতে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে - জাহান্নাম, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল! (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯) কুরআনুল কারীমের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

(হে নাবী!) তুমি বলে দাও ঃ মু'মিনদের জন্য এটি (কুরআন) পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং

কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে! (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আবী উমার (রহঃ) আমাদেরকে বলেন ঃ মারওয়ান ফাজারী (রহঃ) ইয়াযিদ ইব্ন কিসান (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আবী হাযিম (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মুশরিকদের জন্য বদ দু'আ করুন! তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি লা'নতকারী রূপে প্রেরিত হইনি, বরং রাহমাত রূপে প্রেরিত হয়েছি। (মুসলিম ৪/২০০৬)

বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্ন আবী কুররাহ আল কিনদী (রহঃ) বলেন ঃ হুযাইফা (রাঃ) মাদায়েনে অবস্থান করছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু আলোচনা করছিলেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। একদা হুযাইফা (রাঃ) সালমান ফারসীর (রাঃ) নিকট আগমন করেন। তখন সালমান (রাঃ) বলেন ঃ হে হুযাইফা (রাঃ)! একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলেছিলেন ঃ ক্রোধের সময় যদি আমি কেহকেও ভাল-মন্দ কিছু বলি অথবা লা'নত করি তাহলে জেনে রেখ যে, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমাদের মত আমারও রাগ হয়। তবে হ্যাঁ, যেহেতু আল্লাহ আমাকে সারা বিশ্বের জন্য রাহমাত স্বরূপ পাঠিয়েছেন সেহেতু আমার প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ যেন কিয়ামাত দিবসে আমার এই শব্দগুলিকেও মানুষের জন্য করুণার কারণ বানিয়ে দেন। (আহমাদ ৫/৩৩৭, আবূ দাঊদ ৫/৪৫, মুসলিম ২৬০১)

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কাফিরদের জন্য কি করে তিনি রাহমাত হতে পারেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ এই আয়াতেরই তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনদের জন্যতো তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রাহমাত স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু যারা মু'মিন নয় তাদের জন্য তিনি শুধু দুনিয়ায়ই রাহমাত স্বরূপ ছিলেন। তারা তাঁরই রাহমাতের বদৌলতে ভূমিকম্প হওয়া থেকে, আকাশ হতে পাথর বর্ষণ হওয়া হতে রক্ষা পেয়ে যায় যা পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মাতের উপর শাস্তি স্বরূপ এসেছিল। (তাবারী ১৮/৫৫২)

১০৮। বল ঃ আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা‘বূদ একই মা‘বূদ; সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পনকারী।

١٠٨. قُلۡ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ

১০৯। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বল ঃ আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আমি জানিনা, তা আসন্ন, না দূরস্থিত।

١٠٩. فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ سَوَآءٖۖ وَإِنۡ أَدۡرِيٓ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٞ مَّا تُوعَدُونَ

১১০। তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

١١٠. إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡتُمُونَ

১১১। আমি জানিনা, হয়ত এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবন উপভোগ কিছু কালের জন্য।

١١١. وَإِنۡ أَدۡرِي لَعَلَّهُۥ فِتۡنَةٞ لَّكُمۡ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ

১১২। রাসূল বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিন, আমাদের রাব্বতো দয়াময়, তোমরা যা বলেছ সেই বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।

١١٢. قَٰلَ رَبِّ ٱحۡكُم بِٱلۡحَقِّۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সকলকে দা‘ওয়াত দেয়াই হল অহী নাযিলের একমাত্র উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ আমার কাছে এই অহী করা হচ্ছে যে, সত্য ও প্রকৃত মা‘বূদ শুধু আল্লাহ তা‘আলা। তোমরা সবাই এটা মেনে নাও।

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء যদি তোমরা আমার কথা না মেনে চল তাহলে আমি ও তোমরা পৃথক। তোমরা আমার শত্রু এবং আমিও তোমাদের শত্রু। তোমাদের ও আমার সাথে শত্রুতা শুরু হল। আমার জন্য তোমাদের কোন দায় নেই এবং তোমাদের ব্যাপারেও আমি দায়মুক্ত। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُمْ بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ

তুমি যদি কোন কাওমের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গের আশংকা কর তাহলে তৎক্ষণাত তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা এখানেও বলেন ঃ

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কেহ জানেনা কবে কিয়ামাত সংঘটিত হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে, তা এখনই হোক অথবা বিলম্বেই হোক।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন রাখ আল্লাহ তা সবই জানেন। বান্দাদের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় সংবাদ তাঁর নিকট প্রকাশমান। ছোট, বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সবই তাঁর জানা।

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ খুব সম্ভব ওয়াদা পূরণে বিলম্ব করার মধ্যেও তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা রয়েছে এবং কিছু কালের জন্য তোমরা জীবনোপভোগ করবে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এটা সম্ভবতঃ এ কারণে বিলম্বিত করা হয় যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় এবং আনন্দ উল্লাস করার যে সময় বেধে দেয়া হয়েছে তা অতিক্রম করে। (তাবারী ১৮/৫৫৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আউনও (রহঃ) এরূপ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ (*রাসূল বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিন*) অর্থাৎ আমাদের এবং তাদের সাথে ন্যায় বিচার করুন, যারা সত্য বিমুখ হয়ে শাইতানের পথ অনুসরণ করছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন এবং অন্যান্যদেরকেও পাঠ করতে বলতেন। রাসূলদেরকে যে দু‘আ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা হল ঃ

رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَـٰتِحِينَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কাওমের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করুন এবং একমাত্র আপনিই উত্তম ফাইসালাকারী। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৮৯) (কুরতুবী ১১/৩৫১)

মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে গিয়ে যে দু‘আ করতেন তা হল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিন। আমরা আমাদের দয়াময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা যা কিছু মিথ্যা আরোপ করছ সেই বিষয়ে আমাদের একমাত্র সহায়স্থল তিনিই, তিনিই আমাদের সাহায্যকারী।

সূরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২২ হাজ্জ, মাদানী
٢٢ – سورة الحج، مَدَنِيَّةٌ

৭৮ আয়াত, ১০ রুকু (اَيَاتتها : ٧٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١٠)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার।	١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ
২। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।	٢. يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّآ أَرۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ

সেই সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে সংযমশীল ও ধর্মভীরু হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আগমনকারী ভয়াবহ ব্যাপার হতে সতর্ক করছেন। বিশেষ করে তিনি তাদেরকে সতর্ক করছেন কিয়ামাতের দিনের প্রকম্পন হতে। এটা ঐ প্রকম্পন যা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ১-২) মহিমময় আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ

পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৪-১৫) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا. وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا

যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পবর্তমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৪-৫) বলা হয়েছে যে, এই প্রকম্পন হবে দুনিয়ার শেষ অবস্থায় ও কিয়ামাতের প্রাথমিক অবস্থায়। তাফসীর ইব্ন জারীরে আলকামা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই প্রকম্পন হবে কিয়ামাতের পূর্বে। (তাবারী ১৮/৫৫৭) অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই। অন্যান্যরা বলেন যে, এর পূর্বে ভূমিকম্প, মানুষের মাঝে ত্রাস এবং বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হবে। কাবর থেকে সবাইকে উত্থিত করা হবে। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটিকে সমর্থন জানিয়েছেন। এর দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে ইমাম আহমাদ বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

প্রথম হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাহাবীগণের কেহ কেহ পিছনে পরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি উচ্চ স্বরে নিম্নের আয়াত দু’টি পাঠ করেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক

গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন। সাহাবীগণ এ শব্দ শোনা মাত্রই সবাই তাদের সওয়ারীগুলি নিয়ে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হন। তাদের ধারণা ছিল যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে কিছু বলবেন। তারা তাঁর কাছে আসার পর তিনি বললেন ঃ এটা কোন্ দিন হবে তা তোমরা জান কি? এটা হবে ঐ দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) বলবেন ঃ হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে বের করব? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য। এটা শোনা মাত্রই সাহাবীগণের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তাদের মুখমন্ডল থেকে হাসি উধাও হয়ে যায় এবং তারা কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে তাদেরকে বললেন ঃ দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা, বরং আনন্দিত হও এবং আমল করতে থাক। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের সাথে দু'টি মাখলূক রয়েছে যাদের সংখ্যা তোমাদের তুলনায় অনেক । তারা হচ্ছে ইয়াজুজ মা'জুজ। এ ছাড়া বানী আদম এবং ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে মারা গেছে (জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে)। এ কথা শুনে সাহাবীগণের ভীতি বিহ্বলতা কমে আসে এবং তাদেরকে খুশি মনে হল। তখন তিনি আবার বললেন ঃ আমল করতে থাক এবং সুসংবাদ শোন। যাঁর অধিকারে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা অন্যান্য লোকদের তুলনায় তেমন যেমন উটের পাঁজরে অথবা পশুর সম্মুখের পায়ের দাগ। (আহমাদ ৪/৪৩৫, তিরমিযী ৯/১২, নাসাঈ ৬/৪১০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ অন্য এক বর্ণনায় ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ নিম্নের আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক

গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

তিনি বলেন ঃ এটা কোন দিন হবে তা তোমরা জান কি? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হবে ঐ দিন যেদিন আল্লাহ তা‘আলা আদমকে (আঃ) বলবেন ঃ হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে জাহান্নামের জন্য বের করব? আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য।

এটা শোনা মাত্রই সাহাবীগণের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তাঁরা ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কাছাকাছি হও এবং সরল-সঠিক পথে থাক। (ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা জেনে রেখ যে,) প্রত্যেক নাবুওয়াতের পূর্বেই অজ্ঞতার যুগ থেকেছে। ঐ যুগের লোকদের দ্বারাই (জাহান্নামীদের) এই সংখ্যা পূরণ হবে। যদি তাদের দ্বারা পূরণ না হয় তাহলে মুনাফিকরা এই সংখ্যা পূরণ করবে। তোমাদের সাথে অন্য জাতির তুলনা হল যেমন কোন পশুর সম্মুখের পায়ে কোন একটি চিহ্ন অথবা উটের পাঁজরে একটি তিলক চিহ্ন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরাই। এ কথা শুনে সাহাবীগণ ‘আল্লাহু আকবার’ বলেন। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক তৃতীয়াংশ। এবারও সাহাবীগণ তাকবীর ধ্বনি করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বলেন ঃ আমি আশা রাখি যে, তোমরাই হবে জান্নাতীদের অর্ধেক। তখন তারা আবার তাকবীর ধ্বনি দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছিলেন কি না তা আমার স্মরণ নেই। (তিরমিযী ৯/৯, আহমাদ ৪/৪৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ হে আদম! তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার দরবারে হাযির আছি। অতঃপর উচ্চ স্বরে ঘোষণা করা হবে ঃ আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার সন্ত

ানদের মধ্যে যারা জাহান্নামী তাদেরকে বের কর। তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঃ হে আমার রাব্ব! কত জনের মধ্য হতে কত জনকে বের করব? তিনি উত্তরে বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে। এ সময় গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে, আর শিশুরা হয়ে যাবে বৃদ্ধ। মানুষকে সেই দিন মাতাল সদৃশ দেখা যাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয়ের কারণেই তাদের এ অবস্থা হবে। এ কথা শুনে সাহাবীগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন ঃ ইয়াজুজ মা’জুজের মধ্য হতে নয়শত নিরানব্বই জন (জাহান্নামী) এবং তোমাদের মধ্য হতে একজন (জান্নাতী)। তোমরা লোকদের মধ্যে এমনই যেমন সাদা রংয়ের গরুর একটি কালো লোম ওর পার্শ্বদেশে থাকে অথবা কালো রংয়ের গরুর একটি সাদা লোম ওর পার্শ্বদেশে থাকে। আমি আশা করি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর তোমরাই হবে এক চতুর্থাংশ। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা তখন তাকবীর ধ্বনি *‘আল্লাহু আকবার’* বললাম। আবার তিনি বলেন ঃ তোমরাই হবে জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ। এবারেও আমরা আল্লাহু আকবার বললাম। এরপর তিনি বললেন ঃ জান্নাতীদের অর্ধাংশ হবে তোমরাই। আমরা এবারেও তাকবীর ধ্বনি দিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৫, মুসলিম ১/২০১, নাসাঈ ৬/৪০৯) কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ এবং ওর ভয়াবহতা সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে যেগুলির জন্য অন্য স্থান রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ নিশ্চয়ই কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। ভীতি বিহ্বলতার সময় অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠাকে زَلْزَلَة বলা হয়। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا

তখন মু’মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ যে দিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে। ঐ দিনের কাঠিন্যের কারণে স্তন্যদাত্রী মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে।

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى মানুষ হয়ে যাবে মাতাল সদৃশ। তাদেরকে নেশাগ্রস্ত বলে মনে হবে, আসলে তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং শাস্তির কঠোরতার ভয় তাদেরকে অজ্ঞান করে রাখবে।

৩। মানুষের কতক অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করছে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের।	٣. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَـٰنٍ مَّرِيدٍ
৪। তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেহ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে।	٤. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতানের অনুসারীদেরকে ধিক্কার দেয়া হয়েছে

যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে আর মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা এটা করতে সক্ষম নন, তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে, নাবীগণের (আঃ) আনুগত্য পরিত্যাগ করে হঠকারী এবং উদ্ধত মানব ও দানবের আনুগত্য করে, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই নিন্দা করছেন। তিনি বলেন ঃ যত বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট লোক রয়েছে তারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাতিল ও মিথ্যার আনুগত্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে ছেড়ে দেয় এবং পথভ্রষ্ট লোকদের আনুগত্য করে ও তাঁদের মনগড়া মতবাদের উপর আমল করে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে। তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান নেই। وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ তারা

অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের। فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ তারা এদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং এদেরকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত আগুন ও শাস্তির দিকে। আগুনের রয়েছে তীব্র তাপ যার দহন জ্বালা সহ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব হবেনা এবং তা হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আবূ মালিক (রহঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি নায্‌র ইব্‌ন হারিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। (দুররুল মানসুর ৬/৮) ইব্‌ন যুরাইজও (রহঃ) অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৬৬)

٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى

৫। হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তাহলে (জেনে রেখ) - আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, এরপর জমাট বাধা রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড হতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও; তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা।

ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ	তুমি ভূমিকে দেখ শুস্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।
٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	৬। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।
٧. وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ	৭। আর কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন।

মানুষ ও গাছপালার সৃষ্টিতে রয়েছে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারার প্রমাণ

যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের সামনে আল্লাহ তা‘আলা দলীল পেশ করছেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ তোমরা তোমাদের পুনর্জীবনকে অস্বীকার করলে আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রথমবারের সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের মূল সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখতো! আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছি মাটি দ্বারা, তোমরা হলে তারই বংশধর।

ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

অতঃপর শুক্র হতে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩৭)

গর্ভাশয়ে সন্তান সৃষ্টির বর্ণনা

চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঐ শুক্র নিজের আকারেই মায়েদের গর্ভে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্তপিন্ড হয়। আরও চল্লিশ দিন পর ওটা একটা মাংস খন্ডের রূপ ধারণ করে। তখনও ওকে কোন আকার বা রূপ দেয়া হয়না। অতঃপর মহান আল্লাহ ওকে রূপ দান করেন। তাতে তিনি মাথা, হাত, বুক, পেট, উরু, পা এবং সমস্ত অঙ্গ গঠন করেন। কখনও কখনও এর পূর্বেই বাচ্চা ঝরে পড়ে, আবার কখনও এর পরেও বাচ্চা ঝরে পড়ে। হে মানুষ! এটাতো তোমাদের পর্যবেক্ষণ করার বিষয়।

لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى কখনও আবার ঐ বাচ্চা পেটের মধ্যে স্থিতিশীল হয়। যখন ঐ পিন্ডের বয়স চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা একজন মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি ওতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সুশ্রী, কুশ্রী, ছেলে কিংবা মেয়ে বানিয়ে দেন। আর রিয্ক, কত বছর জীবিত থাকবে, ভাল ও মন্দ তখনই লিখে দেন।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের সৃষ্টি (সূত্র) চল্লিশ রাত (দিন) পর্যন্ত তোমাদের মায়ের পেটে জমা হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তপিন্ডের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিন্ডের আকারে অবস্থান করে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু একজন মালাককে চারটি জিনিস লিখে দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তা হল রিয্ক, আমল, হায়াত এবং সৌভাগ্যবান অথবা হতভাগা হওয়া। তারপর তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৬/৪১৮, মুসলিম ৪/২০৩৬)

শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সে রূপান্তর

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا এরপর ওটা শিশু রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ সময় না থাকে তার কোন জ্ঞান এবং না থাকে কোন বোধশক্তি। সে অত্যন্ত দুর্বল থাকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন শক্তি থাকেনা। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে বড় করতে থাকেন এবং মাতা-পিতার অন্তরে তার প্রতি দয়া ও মমতা

ঢেলে দেন। তারা রাত-দিন সব সময় তারই চিন্তায় মগ্ন থাকে। বহু কষ্ট সহ্য করে তারা তাকে লালন পালন করে।

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ অতঃপর সে যৌবনে পদার্পন করে এবং সুন্দর রূপ ধারণ করে। وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ কেহ কেহ যৌবন অবস্থায়ই মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেয়, আবার কেহ কেহ অতি বার্ধক্যে পৌঁছে। তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পায় এবং শিশুর মত দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্বের সমস্ত জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪)

মৃতকে জীবিত করার আর একটি উদাহরণ

মৃতকে জীবিত করার উপরোক্ত দলীল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা আরও একটি দলীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً তোমরা ভূমি দেখে থাক শুস্ক, অতঃপর ওতে আমি বারি বর্ষণ করি। ফলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকারের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। যেখানে কিছুই ছিলনা সেখানে সবকিছুই হয়ে যায়। মৃত ভূমি সঞ্জীবনী প্রশস্ত শ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করে। নানা প্রকার টক-মিষ্টি, সুস্বাদু ও সৌন্দর্যপূর্ণ ফলে গাছ ভর্তি হয়ে গেছে। ছোট ছোট সুন্দর গাছগুলি বসন্ত কালে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চোখ জুড়িয়ে দেয়। এটাই ঐ মৃত যমীন যেখান থেকে কাল পর্যন্ত ধূলা উড়ছিল, আর আজ ওটা হয়ে গেল মনের আনন্দ ও চোখের জ্যোতি। আজ ওটা স্বীয় জীবন-যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করছে।

وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ছোট ছোট ফুলের সুঘ্রানে মন মস্তিস্ক সতেজ হয়ে উঠছে। দূর হতে প্রবাহিত সুগন্ধি মৃদু-মন্দ বায়ু মন মাতিয়ে তুলছে। সুতরাং কতইনা মহান ঐ আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ এটা বাস্তব কথা যে, নিজের ইচ্ছামত সৃষ্টিকারী একমাত্র তিনিই। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনিই। প্রকৃত শাসনকর্তা ও বিচারক তিনিই বটে।

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى তিনিই মৃতকে পুনরায় জীবনদানকারী। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে মৃত ও শুস্ক যমীনকে পুনরায় শ্যামল সবুজ করে তোলা। এটা মানুষের চোখের সামনে ঘটছে।

إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ

যিনি জীবন দেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৯)

إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২) এটা অসম্ভব যে, তিনি এ কথা বলার সাথে সাথেই ওটা হয়ে যাবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে তিনি নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন। তিনি অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। এ কাজে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلۡأَخۡضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنۡهُ تُوقِدُونَ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ

হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৮-৮০) এ ব্যাপারে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৮। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।	٨. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ
৯। সে বিতন্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য; তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা। ইহলোকে এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তাকে আস্বাদন করাব দহন যন্ত্রণা।	٩. ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
১০। (সেদিন তাকে বলা হবে) এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। কারণ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেননা।	١٠. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

বিদ‘আতীরা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়

উপরোক্ত আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা বিদ‘আতী আমলকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলার অনুসরণকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি তাদের অনুসৃত পীর মুরশিদদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা কিছু না জেনে বিনা দলীলে শুধু নিজেদের মত ও ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহর ব্যাপারে বাক-বিতন্ডা করে। সত্য হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বভরে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

ثَانِيَ عِطْفِه শব্দের অর্থ করেছেন ঃ সত্যের দিকে আহ্বান করার পরেও যারা গর্বভরে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যায়। (তাবারী ১৮/৫৭৩)

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, **ثَانِيَ عِطْفِه** এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাকে যখন সত্যের পথে আহ্বান করা হয় তখন সে ঘাড় বাকিয়ে হেলে দুলে অত্যন্ত গর্বভরে ও দেমাকের সাথে অন্য দিকে চলে যায়। তাদের ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَفِي مُوسَىٰٓ إِذۡ أَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ بِسُلۡطَٰنٍ مُّبِينٍ. فَتَوَلَّىٰ بِرُكۡنِهِۦ

এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে প্রমাণসহ ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তখন সে ক্ষমতা দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল। সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৩৮-৩৯) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬১) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৫) লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন ঃ

وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করনা। (সূরা লুকামন, ৩১ ঃ ১৮) অর্থাৎ নিজেকে বড় মনে করে তাদেরকে দেখে অবজ্ঞা করনা। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا

যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৭)

لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّه (*লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য*) সম্ভবতঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য এও হতে পারে ঃ আমি তাকে এরূপ দুশ্চরিত্র এ জন্যই করেছি যে, সে যেন পথভ্রষ্টদের সরদার হয়ে যায়।

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ তার জন্য দুনিয়ায়ও লাঞ্ছনা ও অপমান রয়েছে, যা তার অহংকারের প্রতিফল। এখানে সে অহংকার করে বড় হতে চাচ্ছিল। আমি তাকে আরও ছোট করে দিব। এখানেও সে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে। আর আখিরাতেও জাহান্নাম তাকে গ্রাস করবে। তাকে ধমকের সুরে বলা হবে ঃ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَمٍ لِّلْعَبِيدِ এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। আল্লাহর সত্তা যুল্ম হতে পবিত্র। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

(বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৭-৫০)

১১। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে	١١. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ

যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়ায় ও আখিরাতে; এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি।	ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ
১২। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা, এটাই চরম বিভ্রান্তি !	١٢. يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ
১৩। সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট এই সহচর!	١٣. يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ

সুবিধাবাদীদের আল্লাহর ইবাদাত করা

মুজাহিদ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে حرف এর অর্থ হল সন্দেহ। (তাবারী ১৮/৫৭৬) অন্যরা বলেন যে, حرف এর অর্থ হল প্রান্ত। তারা যেন দীনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। উপকার হলে তারা খুশিতে ফুলে ওঠে এবং ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর ক্ষতি হলে ওটা পরিত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কেহ কেহ হিজরাত করে মাদীনায় গমন করত। সেখানে গিয়ে

যদি তার স্ত্রী ছেলে সন্তান প্রসব করত এবং জীব-জন্তু যেমন পোষা প্রাণী, ঘোড়া ইত্যাদি ও ধন সম্পদে বারাকাত হত তাহলে তখন বলত ঃ এটি খুবই ভাল দীন। আর এরূপ না হলে তারা বলত ঃ এই দীনতো খুবই খারাপ। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৬)

আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ ধরনের লোকও ছিল যারা মাদীনায় আসত, অতঃপর সেখানে কোন বালা মুসীবাত এলে, মাদীনার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হলে, ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে এবং সাদাকাহর মাল না পেলে শাইতানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে যেত এবং পরিস্কারভাবে বলে ফেলত ঃ এই দীনেতো শুধু কাঠিন্য ও দুর্ভোগই রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে তখন বলত ঃ এ দীন-ধর্ম পালন শুরু করার পর আমি উত্তম জিনিসই প্রত্যক্ষ করছি। (তাবারী ১৮/৫৭৫)

انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ (*সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়*) মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সে তখন হয়ে যায় ধর্মত্যাগী কাফির। (তাবারী ১৮/৫৭৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ এর ফলে সে দুনিয়া থেকে কোনই লাভবান হতে পারেনা। আর আখিরাতেও আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও কুফরীর কারণে হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। সে হবে অপমানিত ও অপদস্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইহাই হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষতি। কারণ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব দেব-দেবী ও মূর্তির ইবাদাত করছে যারা তার ডাকে সাড়া দেয়না, কোন সাহায্য করতে কিংবা আহার যোগাতেও পারেনা। তারা না পারে উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে।

يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ সে এমন কেহকে ডাকে যার দ্বারা সে উপকারের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হয় বেশি। لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (*কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট এই সহচর!*) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল মূর্তি। (তাবারী ১৮/৫৭৯) তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কেহকে তাদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে যারা না পারে কোন সাহায্য করতে আর না পারে সহযোগিতা করতে।

يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِه তারা এমন যে, তাদের প্রতি আশা-ভরসা করে মূর্তি পূজকরা তাদের মূল্যবান সময় ইবাদাতে ব্যয় না করে শুধু সময়ের অপচয় করেছে।

১৪। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা'ই করেন।	١٤. إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

সৎ আমলকারীদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

মন্দ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ভাল লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ যাদের অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি রয়েছে এবং যাদের আমলে সুন্নাত প্রকাশ পায়, যারা সৎকাজের দিকে অগ্রসর হয় ও মন্দ কাজ হতে দূরে থাকে তারা সুউচ্চ জান্নাতের প্রাসাদ লাভ করবে এবং উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে। কেননা তারা সুপথ প্রাপ্ত। তাদের ছাড়া অন্যরা হল বিপদগামী।

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই হয়। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার কেহই নেই।

১৫। যে মনে করে, আল্লাহ কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেননা সে আকাশের দিকে রজ্জু প্রলম্বিত করুক এবং এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তাঁর আক্রোশের হেতু দূর করে কি না!	١٥. مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ

كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ	
١٦. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ	১৬। এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে ওটা অবতীর্ণ করেছি; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই তাঁর রাসূলের জন্য

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে এটা ধারণা করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায়ও সাহায্য করবেননা এবং আখিরাতেও না, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তার এটা শুধু ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাহায্য করতেই থাকবেন, যদিও সে এ কারণে রাগে-দুঃখে মৃত্যু বরণ করে। বরং তারতো উচিত, সে যেন তার ঘরের ছাদে রশি বেঁধে নিজের গলায় ফাঁস লাগায় এবং এভাবে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। (তাবারী ১৮/৫৮১) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আবূ আল যাওজা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৫৮০-৫৮৩) আয়াতের মূল কথা হল ঃ যারা মনে করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তাঁর প্রতি নাযিলকৃত দীনকে এবং পবিত্র কিতাবকে সর্বদিক দিয়ে সহায়তা করবেননা, তাদের উচিত তাদের আশা ভঙ্গের কারণে নিজেদেরকে হত্যা করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর রাসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ তারা রজ্জু বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিক, পরে রজ্জু বিচ্ছিন্ন করুক, অতঃপর দেখুক, তাদের প্রচেষ্টা তাদের আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা! মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَات بَيِّنَات এই কুরআনকে আমি অবতীর্ণ করেছি যার আয়াতগুলি শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট। তাঁর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর এটা প্রমাণপত্র।

وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ পথ প্রদর্শন করা আল্লাহ তা'আলারই হাতে। তিনি যাকে চান তাকে বিপদগামী করেন এবং যাকে চান তাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। ইহা করার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এবং যখন খুশি তখন করতেও সক্ষম।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) তিনি সবারই বিচারপতি। তিনি ন্যায় বিচারক, প্রবল প্রতাপান্বিত, বড়ই নিপুণ, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সর্বজ্ঞাতা। তাঁর কাজের উপর কেহ কোন অধিকার রাখেনা। তিনি যা চান তা'ই করেন, সবারই তিনি হিসাব গ্রহণকারী।

١٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

১৭। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিনে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী।

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে ফির্কাবাজী বাতিলপন্থীদের বিচারের সম্মুখীন করবেন

এরপর আল্লাহ তা'আলা ধর্মবিশ্বাসী মু'মিন এবং অন্যান্য বাতিল পন্থী যেমন ইয়াহুদী, সাবিয়ীন ইত্যাদি লোকদের বর্ণনা করছেন। তাদের ব্যাপারে আমরা সূরা বাকারায় (২ ঃ ৬২) আলোচনা করেছি এবং উল্লেখ করেছি যে, তারা ঐ সব লোক যারা দীনের ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে আরও আছে খৃষ্টান, মা'জুসীসহ আরও অনেকে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অথবা তাঁকেসহ অন্যান্যদের ইবাদাত করে।

صَابِءِيْنَ এর বর্ণনা, মতভেদসমূহ সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ এখানে মহান আল্লাহ বলছেন ঃ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ফাইসালা কিয়ামাতের দিন পরিস্কার হয়ে যাবে। তিনি ঈমানদারদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সবারই কথা ও কাজ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশমান।

١٨. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ

১৮। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে - সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেহই নেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। [সাজদাহ]

ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ ۩	

সব সৃষ্টিই আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ইবাদাতের হকদার একমাত্র তিনিই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কাছে সমস্ত কিছুই মাথা নত করে, তা খুশিতে হোক অথবা বাধ্য হয়েই হোক- প্রত্যেক জিনিসের সাজদাহ ওর স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰلُهُۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمۡ دَٰخِرُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয়? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ *তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে।* অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে এবং নভোমন্ডলে মানুষ, জিন এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবসহ মালাইকাও আল্লাহকে সাজদাহ করে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪)

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ তাদের সাথে সাথে আকাশের সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাসমূহও আল্লাহকে সাজদাহ করছে।

সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, কতক লোক এগুলির উপাসনা করে। অথচ ঐগুলি নিজেরাই আল্লাহর সামনে সাজদাহবনত হয়। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ

তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৭)

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই সূর্য কোথায় যায় তা জান কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তিনি তখন বলেন ঃ ওটা আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহকে সাজদাহ করে। আবার ওটা তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। সত্তরই এমন সময় আসবে যে, ওকে বলা হবে ঃ তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেখানেই ফিরে যাও। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪২, মুসলিম ১/১৩৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ একটি লোক নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে নিজের এক স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পিছনে সালাত আদায় করছি। আমি যখন সাজদাহয় গেলাম তখন দেখি যে, গাছটিও সাজদাহয় গেল এবং আমি শুনতে পেলাম যে, গাছটি সাজদাহয় গিয়ে নিম্ন লিখিত দু'আ পাঠ করছে ঃ

اَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَّضَعْ عَنِّى بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

হে আল্লাহ! এই সাজদাহর কারণে আমার জন্য আপনি আপনার নিকট প্রতিদান ও সাওয়াব লিপিবদ্ধ করুন! আর আমার পাপ ক্ষমা করে দিন এবং এটিকে আমার জন্য আখিরাতের সঞ্চিত ধন হিসাবে রেখে দিন! আর এটিকে কবূল করুন যেমন কবূল করেছিলেন আপনার বান্দা দাউদের সাজদাহকে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সাজদাহর আয়াত পাঠ করেন, অতঃপর সাজদাহ করেন এবং সাজদাহয় ঐ লোকটি গাছের সাজদাহ করার সময় যে দু'আটির কথা উল্লেখ করেছিলেন তা তিনি পাঠ করেন। (তিরমিযী ৩/১৮১, ইব্ন মাজাহ ১/৩৩৪, ইব্ন হিব্বান ৪/১৯১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ (*জীব-জন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে*) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পশুর পিঠকে তোমরা কথা বলার স্থান বানিওনা। কেননা বহু সওয়ারী পশু রয়েছে যারা সওয়ার অপেক্ষাও ভাল হয় এবং বেশি যিক্রকারী হয়ে থাকে। (আহমাদ ৩/৪৪১) মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহকে সাজদাহ করে।

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ আবার তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। তারা অহংকার করে ও উদ্ধত হয়। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেহই নেই। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই করেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তান যখন সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদাহ করে তখন শাইতান সরে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে ঃ হায় আফসোস! ইব্ন আদমকে সাজদাহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সে সাজদাহ করেছে, ফলে সে জান্নাতী হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমাকে সাজদাহ করতে বলার পর আমি অস্বীকার করেছি, ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে গেছি। (মুসলিম ১/৮৭)

খালিদ ইব্ন মা'দান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা হাজ্জকে অন্যান্য সূরাসমূহের উপর এই ফাযীলাত দেয়া হয়েছে যে, তাতে দু'টি সাজদাহ রয়েছে। (আল মারাসিল ৭৮, আহমাদ ১৭৪১৩)

হাফিয আবূ বাকর আল ইসমাঈলী (রহঃ) আবুল জাহাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) হুদায়বিয়ায় অবস্থান করার সময় এই সূরাটি পাঠ করেন এবং দু'টি সাজদাহ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই সূরাটিকে দু'টি সাজদাহর ফাযীলাত দেয়া হয়েছে। (বাইহাকী ২/৩১৭)

১৯। এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি -	١٩. هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ

২০। যদ্দারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে।	٢٠. يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ
২১। আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর।	٢١. وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ
২২। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার।	٢٢. كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

২২ ঃ ১৯ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

বর্ণিত আছে যে, আবূ যার (রাঃ) শপথ করে বলতেন ঃ

هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ...

এই আয়াতটি হামযা (রাঃ) ও তাঁর দু'জন কাফির প্রতিদ্বন্দ্বী যারা বদরের যুদ্ধে তাঁর সাথে দ্বৈত যুদ্ধে নেমেছিল এবং উৎবা ও তার দুই সঙ্গীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৭, মুসলিম ৪/২৩২৩)

কায়িস ইব্ন ইবাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আলী ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি কিয়ামাতের দিন সর্ব প্রথম আমার যুক্তি পেশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সামনে হাঁটুর ভরে পড়ে যাব।' কায়িস (রহঃ) বলেন যে, তার ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কায়িস (রহঃ) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন এই লোকগুলি একে অপরে দ্বৈত যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হয়েছিল। মুসলিমদের পক্ষ হতে ছিলেন আলী (রাঃ), হামযা (রাঃ) ও উবাইদাহ (রাঃ)। তাদের মুকাবিলায় কাফিরদের পক্ষ হতে এসেছিল যথাক্রমে শাইবা ইব্ন রাবিয়াহ, উতবা ইব্ন রাবিয়াহ এবং ওয়ালিদ ইব্ন উতবা। (ফাতহুল বারী ৮/২৯৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে মু'মিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে যারা কিয়ামাত

সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, ইহা হল মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পুনর্জীবিত করার ব্যাপারে বিতর্ক। অন্য এক বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে বর্ণিত দুই প্রতিপক্ষ হল মু'মিন ও কাফির।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, তাদের এ বিতর্কের বিষয় হল (বদরের যুদ্ধসহ) সকল বিষয়ে। কারণ মু'মিনরা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের সত্যতার পক্ষে বিতর্ক করে, অন্যদিকে কাফিরেরা দীনের আলোকে নিভিয়ে ফেলতে এবং সত্যকে পরাস্ত করে তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এটি অতি উত্তম ব্যাখ্যাও বটে।

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তির বর্ণনা

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ এর পরেই রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ ওটা হবে তামার তৈরী। কারণ ওতে তাপ দিলে অতি তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। (তাবারী ১৮/৫৯০)

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

আর তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে সর্বোচ্চ প্রচন্ড তাপের ফুটন্ত পানি। এর ফলে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত হয়ে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের নাড়ি-ভুড়ি ইত্যাদি পেট থেকে বেরিয়ে পায়ের উপর পড়ে যাবে। তারপর যেমন ছিল তেমনই অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। আবার একই রূপ করা হবে। (তাবারী ১৮/৫৯১, তিরমিযী ৭/৩০১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন সারিয়ী (রহঃ) হতে বলেন যে, মালাক গরম পানির ঐ বালতিকে ওর কড়া দু'টি ধরে আনবেন এবং জাহান্নামীদের মুখে ঢেলে দিতে চাবেন। তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিবে। মালাক তখন তার মাথার উপর লোহার হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করবেন। ফলে তার মাথা ফেটে যাবে এবং মগজ বেরিয়ে যাবে। তার মগজ প্রতিস্থাপন

করা হবে এবং সেখান দিয়ে মালাক/ফেরেশতা ঐ ফুটন্ত পানি ঢেলে দিবেন এবং ওটা সরাসরি তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে। (দুররুল মানসুর ৬/২১)

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ *আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ঐ হাতুড়ির আঘাত লাগা মাত্রই জাহান্নামীদের দেহের এক একটি অঙ্গ খসে পড়বে এবং সে হায়! হায়! বলে চীৎকার করবে। (তাবারী ১৮/৫৯৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا যখন তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাবে তখনই তাকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আল আমাশ (রহঃ) আবূ জিবিয়ান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, সালমান (রহঃ) বলেন যে, জাহান্নামের আগুন হবে অত্যন্ত কালো ও ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ওর শিখাও উজ্জ্বল নয় এবং ওর অঙ্গারও আলোকোজ্জ্বল হবেনা। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।

তাদেরকে বলা হবে ঃ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ এখন স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

তাদেরকে বলা হবে ঃ যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২০)

২৩. إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ	**২৩। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।**

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ	
٢٤. وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ	২৪। তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসা ভাজন (আল্লাহর) পথে।

সৎ আমলকারীদের আমলের প্রতিদান

উপরে জাহান্নামী, তাদের শাস্তি, তাদের পায়ের শৃংখল, হাতের কড়া, তাদের আগুনে জ্বলে/পুড়ে যাওয়া এবং তাদের জন্য আগুনের পোশাক হওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা এখন জান্নাতের নি‘আমাতরাজি এবং ওর অধিবাসীদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। আমরা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার প্রাসাদ ও বাগিচার চর্তুদিকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত রয়েছে। তারা যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই ওগুলিকে ঘুরাতে ফিরাতে পারবে।

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মনি মুক্তা দ্বারা। অর্থাৎ তাদের হাতে/বাহুতে অলংকার পরানো হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু’মিনের অংলকার ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত তার উযূর পানি পৌঁছে। (ফাতহুল বারী ১০/৩৯৮, মুসলিম ১/২১৯)

উপরে জাহান্নামীর পোশাকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এবার জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا

তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্যই এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃতি প্রাপ্ত। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২১-২২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রেশম কিংবা স্বর্ণ খচিত পোশাক পরিধান করনা। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ওগুলি পরিধান করবে সে পরকালে এর থেকে বঞ্চিত হবে। (মুসলিম ৩/১৬৪২, ১৬৩৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঐ দিন (পরকালে) রেশমী পোশাক থেকে বঞ্চিত থাকবে সে জান্নাতে যাবেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ *এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।* (নাসাঈ ৫/৪৬৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী হবে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ

মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (তারা বলবে) তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি (সালাম)! কতই না ভাল এই পরিণাম! (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪) অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬)

সুতরাং তাদেরকে এমন জায়গা দেয়া হবে যেখানে শুধু মনোমুগ্ধকর শব্দ ও সালাম আর সালামই তারা শুনতে পাবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰمًا

তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৫) অপরপক্ষে জাহান্নামীদেরকে সদা ধমক ও শাসন গর্জন করা হবে এবং বলা হবে ঃ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ আস্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে। তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মুখ দিয়ে বের হবে আল্লাহর প্রশংসা।

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ বিনা ইচ্ছায় ও বিনা কষ্টে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস আসে ও যায়, অনুরূপভাবে জান্নাতীদের প্রতি তাসবীহ ও প্রশংসার ইলহাম হবে। (মুসলিম ৪/২১৮০, ২১৮১)

কোন কোন তাফসীরকারের উক্তি এই যে, طَيِّب كَلَام দ্বারা কুরআনুল কারীমকে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হয়েছে এবং হাদীসের অন্যান্য যিক্রকেও বুঝানো হয়েছে। আর صِرَاط حَمِيْد দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসলামী পথ। এই তাফসীরও প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয়।

২৫। যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে ও মাসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য	٢٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى

جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ	**সমান, আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমালংঘন করে, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি।**

যারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয় তাদেরকে হুশিয়ারী

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের এ কাজ খন্ডন করছেন যে, তারা মুসলিমদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত রাখত এবং তাদেরকে হাজ্জের আহকাম পালন করা হতে বিরত রাখত। এ সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী/তদারককারী ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত।

অথচ তাঁর ওয়ালীতো তারাই যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৪) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী আয়াত। যেমন মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ *যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে ও মাসজিদুল হারাম হতে।* অর্থাৎ তারা নিজেরা শুধু ঈমান না এনেই ক্ষান্ত হয়না, বরং যারা ইবাদাতের উদ্দেশে মাসজিদুল হারামে যেতে চায় তাদেরকেও বাধা দেয়। অথচ মাসজিদুল

হারামে যাওয়া এবং ওখানে সালাত আদায় করা/ইবাদাত করার অধিকারতো কাফিরদের পরিবর্তে তাদেরই রয়েছে। কারণ মাসজিদ হল আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই তৈরী। এ বর্ণনার সাথে অন্য এক আয়াতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৮)

মাক্কায় বাড়ি ভাড়া দেয়া প্রসঙ্গ

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ *যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান*। মাসজিদুল হারামকে আল্লাহ তা'আলা সবার জন্য সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এতে স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মাক্কাবাসীরাও মাসজিদুল হারামে যেতে পারে এবং বাইরের লোকেরাও পারে। সেখানকার ঘরবাড়ীতে সেখানের বাসিন্দা ও বাইরের লোক সবারই সমান অধিকার রাখে।

سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ *স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সবার জন্য সমান অধিকার এই যে, যে কোন দেশের যে কোন লোক মাক্কা নগরীর যে কোন স্থানে গমন এবং বসবাস করার অধিকার রাখে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন যে, মাক্কার এবং এর বাইরের সবার জন্যই অধিকার রয়েছে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার ও অবস্থান করার। (তাবারী ১৮/৫৯৬) মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন সাবিত (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) হতে, তিনি কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ওখানের এবং বাইরের সকলের জন্য একই সমান অধিকার রয়েছে।

এই মাসআলায় ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) সাথে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ও ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (রহঃ) এর মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন যে, মাক্কার ঘর-বাড়ীগুলিকে মালিকানাধীন আনা যেতে পারে, ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে এবং ভাড়াও দেয়া যেতে পারে। দলীল হিসাবে তিনি ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেছেন। তা এই

যে, উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আগামীকাল আপনি আপনার মাক্কার বাড়ীতে গিয়ে অবস্থান করবেন কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আকীল আমার জন্য কি কোন বাড়ী রেখে দিয়েছে? অতঃপর তিনি বলেন ঃ কাফিরেরা মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয়না এবং মুসলিমও কাফিরের ওয়ারিস হয়না। (বুখারী ৬৭৬৪, মুসলিম ১৬১৪)

ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) আরও দলীল হল এই যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার (রাঃ) মাক্কার বাড়ীটি চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে ওটাকে জেলখানা বানিয়েছিলেন। তাউস (রহঃ) এবং আমর ইব্ন দীনার (রহঃ) প্রমুখও এই মাসআলায় ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) সাথে একমত হয়েছেন।

ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (রহঃ) ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন ঃ মাক্কার ঘরবাড়ী ওয়ারিসদের মধ্যেও বন্টন করা যাবেনা এবং ভাড়া দেয়াও চলবেনা। সালাফগণের একটি দলও এদিকেই মতামত দিয়েছেন। মুজাহিদ (রহঃ) ও ‘আতা (রহঃ) এ কথাই বলেন। তাদের দলীল হল নিম্নের হাদীসটি ঃ

উসমান ইব্ন আবি সুলাইমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলকামাহ ইব্ন নাযলাহ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন, (তাদের যামানায়) মাক্কার ঘরবাড়ীকে আযাদ ও মালিকবিহীন হিসাবে গন্য করা হত। তাদের কেহই মাক্কায় তাদের সম্পত্তি দাবী করেননি। একমাত্র তারা শুধু তাদের পশুকে ওখানের ঘাস খেতে দিতেন। এ ছাড়া তাদের মধ্যে যিনি যখন ওখানে থাকা প্রয়োজন মনে করতেন তখন কোন গৃহে থাকতেন। প্রয়োজন শেষে ওখান থেকে যখন তাঁরা চলে যেতেন তখন ঐ গৃহে অন্য কেহ বসবাস করতেন। (ইব্ন মাজাহ ৩১০৭)

আবদুর রায্যাক (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বলেন ঃ মাক্কার ঘরবাড়ী বিক্রি করাও জায়িয নয় এবং ভাড়া নেয়াও বৈধ নয়। তিনি আরও বলেন যে, ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেছেন ঃ ‘আতাও (রহঃ) হারাম এলাকার বাড়ির ভাড়া নিতে নিষেধ করেছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মাক্কার ঘরে দরজা রাখতে নিষেধ করতেন। কেননা আঙ্গিনা বা চত্বরে হাজীরা অবস্থান করতেন। সর্বপ্রথম ঘরের দরজা নির্মাণ করেন সুহাইল ইব্ন আমর (রাঃ)। উমার (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাকে তার কাছে হাযির হতে নির্দেশ দেন। তিনি এসে বলেন ঃ হে আমিরুল মু’মিনীন! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি একজন

ব্যবসায়ী। আমি প্রয়োজন বশতঃ এই দরজা বানিয়েছি যাতে আমার সওয়ারী পশু আমার আয়ত্বের মধ্যে থাকে। তখন উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ তাহলে ঠিক আছে, তোমাকে অনুমতি দেয়া হল।

অন্য রিওয়ায়াতে আবদুর রাযযাক (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ উমার ফারূকের (রাঃ) নির্দেশ নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত আছে ঃ হে মাক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের ঘরগুলিতে দরজা করনা, যাতে বাইরের লোক যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান নিতে পারে। (দুররুল মানসুর ৪/৬৩৩)

তিনি আরও বলেন, মা'মার (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, 'আতা (রহঃ) বলেন ঃ এতে শহুরে লোক ও বিদেশী লোক সমান। তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করতে পারে।

দারাকুতনী (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ যারা মাক্কার ঘর-বাড়ীর ভাড়া আদায় করে তারা আগুন ভক্ষণ করে। (দারাকুতনী ২/৩০০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এই দুইয়ের মাঝামাঝি পথ পছন্দ করেছেন। তার ছেলে সালিহ (রহঃ) তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ মাক্কার বাড়ী-ঘরের অধিকার ও উত্তরাধিকারকে জায়িয বলেছেন বটে, কিন্তু ভাড়া নেয়াকে অবৈধ বলেছেন। এ সব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হারাম এলাকায় অন্যায়কারীর প্রতি হুশিয়ারী

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি।* الْحَادِ শব্দের ভাবার্থ হল কাবীরা ও লজ্জাজনক পাপ। এখানে ظُلْم এর অর্থ হল ইচ্ছাপূর্বক। وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি।* بِظُلْمٍ এর অর্থ করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার অন্যায়/অপরাধ করা, ভুল বশতঃ নয়। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইহা হল ঐ ব্যক্তি যে জেনে শুনে অপরাধ করে। (তাবারী ১৮/৬০১) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ظُلْم

অর্থ হল শির্‌ক। (তাবারী ১৮/৬০০) আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটাও ভাবার্থ করেছেন যে, হারাম এলাকার মধ্যে আল্লাহর হারামকৃত কাজকে হালাল মনে করা। যেমন কোন দুষ্কর্ম করা, কেহকে হত্যা করা এবং যে যুল্‌ম করেনি তার উপর যুল্‌ম করা, যে যুদ্ধ করেনি তাকে হত্যা করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ যে করে সেই লোক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যোগ্য। (তাবারী ১৮/৬০০) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সেখানে যে কোন দুষ্কর্ম করাই হল যুল্‌ম।

মুজাহিদ (রহঃ) بِظُلْمٍ এর অর্থ করেছেন, যে কোন ধরণের খারাপ/অন্যায় কাজ করা। এ জন্য সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তের একটি হল এই যে, হারাম এলাকায় যদি কেহ কোন খারাপ কাজ করে অথবা করার ইচ্ছা করেছিল বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ (*আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কার্যের সীমা লংঘন করে*) এর অর্থ করেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি হারাম এলাকায় খারাপ কাজ (*إِلْحَاد, ইলহাদ*) করার ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। (তাবারী ১৮/৬০১, আহমাদ ১/৪২৮) আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি ঃ সহীহ বুখারীর শর্তে এর বর্ণনাধারা সহীহ এবং হাদীসটি *'মারফূ'* হওয়ার চেয়ে *'মাওকূফ'* হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ বাড়ীর ভৃত্যকে গাল-মন্দ করা কিংবা এর চেয়ে বেশি কিছু করাও إِلْحَاد এর অন্তর্ভুক্ত। হাবীব ইব্‌ন আবি সাবিত (রাঃ) বলেন যে, উচ্চ মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশে শস্যকে মাক্কায় গুদামজাত করাও ইলহাদের মধ্যে গণ্য। মুসনাদ ইব্‌ন আবি হাতিমেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি দ্বারা এটাই বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একজন মুহাজির ও একজন আনসারের সাথে পাঠিয়েছিলেন। একবার তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নসবনামার (বংশ তালিকার) উপর গর্ব করতে শুরু করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস (রহঃ) তখন ক্রোধান্বিত হয়ে আনসারীকে হত্যা করে, অতঃপর সে মাক্কায় পালিয়ে যায় এবং মুরতাদ হয়ে যায়।

তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। তাহলে ভাবার্থ হবে, যে সীমা লংঘন করে (ইসলাম ত্যাগ করে) মাক্কায় আশ্রয় নিবে (তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি)।

এ আছারসমূহ দ্বারা যদিও এটা বুঝা যাচ্ছে যে, এ সব কাজ ইলহাদ বা সীমা লংঘনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা এ সমস্ত হতে অধিকতর সাধারণ। বরং এতে সতর্কতা রয়েছে এর চেয়ে বড় বিষয়ের উপর। এ জন্যই যখন হাতীওয়ালারা বাইতুল্লাহ ধ্বংস করার ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়ে দেন, যেগুলি তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে এবং এটাকে অন্যদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম বানিয়ে দেন।

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, ১০৫ ঃ ৪-৫) এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর এই ঘর একদল সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হবে। যখন তারা খোলা চত্বরে এসে একত্রিত হবে তখন তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে যমীন গ্রাস করবে। (ফাতহুল বারী ৪/৩৯৭)

২৬। আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান। তখন বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দন্ডায়মান থাকে, রুকু করে ও সাজদাহ করে।	٢٦. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ
২৭। এবং মানুষের কাছে হাজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্ব প্রকার	٢٧. وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ

ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে	ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

কা'বাগৃহ নির্মাণ এবং হাজ্জের জন্য আহ্বান

এখানে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যে ঘরটির ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাওহীদের উপর স্থাপন করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে সংশ্লিষ্ট না করা। ওর মধ্যে তারা শির্‌ক চালু করেছে। ঐ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী হলেন ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ)। সর্ব প্রথম তিনিই ওটি নির্মাণ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ইবরাহীমকে (আঃ) ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বস্ত এবং একাগ্রতার জন্য পরিচালিত করেন এবং মাক্কায় একটি মাসজিদ (কা'বা) তৈরী করার অনুমতি দেন। এ আয়াত থেকে অধিকাংশ আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বাঘরের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করেন এবং তাঁর পূর্বে অন্য কেহ এটি নির্মাণ করেননি।

আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ মাসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়? উত্তরে তিনি বলেন ঃ মাসজিদুল হারাম। আবার তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দেন ঃ 'বাইতুল মুকাদ্দাস'। তিনি বলেন ঃ এই দু'টি মাসজিদের মাঝে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি উত্তর দেন ঃ চল্লিশ বছরের ব্যবধান রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ. فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা

সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি কেহ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬-৯৭) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকু ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রেখ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَن لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود

একে শুধুমাত্র আমার নামে নির্মাণ কর, ওকে পবিত্র রাখ শির্‌ক ইত্যাদি হতে এবং ওকে বিশিষ্ট কর ঐ লোকদের জন্য যারা একাত্মবাদী। 'তাওয়াফ' এমন একটি ইবাদাত যা সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠের উপর একমাত্র বাইতুল্লাহ ছাড়া আর কোথাও করা জায়িয নয়।

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাওয়াফের সাথে সালাতকে মিলিয়ে দেন এবং কিয়াম, রুকু ও সাজদাহর উল্লেখ করেন। কেননা তাওয়াফ যেমন ওর সাথে সংশ্লিষ্ট, অনুরূপভাবে সালাতের কিবলাও এটিই। তবে যখন মানুষ কিবলা কোন্ দিকে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেনা অথবা জিহাদে ব্যস্ত থাকবে অথবা সফরে নফল সালাত আদায় করতে থাকে, তখন অবশ্যই কিবলার দিকে মুখ না করা অবস্থায়ও কিবলাহর দিক অনুমান করে সালাত আদায় করলে সালাত আদায় করা হয়ে যাবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানে। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয় ঃ

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ মানুষের নিকট তুমি হাজ্জের ঘোষণা দাও, সমস্ত মানুষকে হাজ্জের জন্য আহ্বান কর। বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! তাদের সকলের কাছে কিভাবে দা'ওয়াত পৌঁছাব, যেহেতু সকলের কাছে আমার গলার আওয়ায পৌঁছবেনা? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন ঃ তোমার দায়িত্ব শুধু ডাক দেয়া, আওয়ায পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ডাক দেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের রাব্ব তাঁর একটি ঘর

বানিয়েছেন, সুতরাং তোমরা এই ঘরে হাজ্জ করার জন্য এসো। বলা হয় যে, তখন পাহাড় ঝুঁকে পড়ে যাতে তাঁর শব্দ সারা দুনিয়ায় গুঞ্জরিত হয়। এমনকি যে তার পিতার পিঠে ও মায়ের পেটে ছিল তার কানেও তাঁর শব্দ পৌঁছে যায়। প্রত্যেক গ্রাম, শহর ও দেশে কিয়ামাত পর্যন্ত যাদের ভাগ্যে হাজ্জ লিখিত, সবাই সমস্বরে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে উঠে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকের থেকে এটা বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৮/৬০৫-৬০৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) থেকেও এটি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ** তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেটে ও সর্ব প্রকারের ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে। তারা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। এর দ্বারা কোন মনীষী দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যার শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তার জন্য পায়ে হেটে হাজ্জ করা সওয়ারীর উপর চড়ে হাজ্জ করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা কুরআনুল কারীমে প্রথমে পদব্রজীদের উল্লেখ রয়েছে, তারপর সওয়ারীর কথা বলা হয়েছে। অতএব পদব্রজের দিকে আকর্ষণ বেশি হওয়া এবং তাদের সাহসিকতার মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

ওয়াকী (রহঃ) আবূ উমাইশ (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হালহালাহ (রহঃ) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমার এ আকাংখা থেকে গেল যে, যদি আমি পায়ে হেটে হাজ্জ করতে পারতাম! কেননা আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **يَأْتُوكَ رِجَالًا** (*তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে*) কিন্তু অধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, সওয়ারীর উপর হাজ্জ করাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পায়ে হেটে হাজ্জ করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ** তারা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), শাউরী (রহঃ) এবং আরও

অনেকে عَمِيقٍ এর অর্থ করেছেন দূরত্ব। (তাবারী ১৮/৬০৮) আল্লাহর খলীলের (আঃ) প্রার্থনাও এটাই ছিল। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেন ঃ

فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِىٓ إِلَيۡهِمۡ

সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৭) সত্যিই আজ দেখা যায় যে, দুনিয়ায় এমন কোন মুসলিম নেই যার অন্তর কা'বা গৃহের যিয়ারাতের জন্য আকৃষ্ট হয়না এবং তাওয়াফের আকাংখা জাগেনা। তারা আসছেন পৃথিবীর বিভিন্ন শহর, বন্দর, নগর ও গ্রাম থেকে।

২৮। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ পশু হতে যা রিয্ক হিসাবে দান করেছেন ওর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা ওটা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।	٢٨. لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ
২৯। অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।	٢٩. ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ

হাজ্জের প্রতিদান রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ওটা হল দুনিয়ার ও

আখিরাতের কল্যাণ। আখিরাতের কল্যাণ হল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়ার কল্যাণ হল দৈহিক উপকার, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

তোমরা স্বীয় রবের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৮)

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসাবে দান করেছেন ওর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। শুবাহ (রহঃ) এবং হুশাইম (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ নির্দিষ্ট ১০ দিন হল যিলহাজ্জ মাসের ১০ দিন। (ফাতহুল বারী ২/৫৩১, মুসলিম ৪/২০৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি বর্ণনাধারার ছেদসহ লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে মনে হচ্ছে যে, এতে সত্যতা নিরূপনের ব্যাপারে তার নিজের অনুমোদন প্রাধান্য পেয়েছে।

আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও প্রায় একই ধরণের বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৮/৬১০, আর রাযী ২৩/২৬)

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট অন্য কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষা উত্তম নয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ জিহাদও নয় কি? তিনি জবাবে বলেন ঃ না, জিহাদও নয়; তবে ঐ মুজাহিদের আমল এর ব্যতিক্রম যে তার জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার উদ্দেশে বেরিয়েছে এবং সে কিংবা তার আসবাব কোন কিছুই ফিরে আসেনা। (ফাতহুল বারী ২/৫৩০)

একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলার নিকট অন্য কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষা বড় ও প্রিয় নয়। সুতরাং তোমরা এই দশদিন খুব বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর এবং তাহমীদ (*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার* এবং *আলহামদুলিল্লাহ*) পাঠ করবে। (আহমাদ ২/৭৫)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন উমার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এই ১০ দিন মাঝে মাঝে বাজারে অথবা জনসমাবেশে গমন করতেন এবং তাকবীর বলতেন। তাদের তাকবীর বলা শুনে লোকেরাও তাদের সাথে তাকবীর পাঠ করতেন। (ঈদায়ীন অনুচ্ছেদ)

এই ১০ দিনের মধ্যে আরাফার দিনও অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিন সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি যে, এর ফলে আল্লাহ সুবহানাহু পিছনের এক বছর এবং সামনের এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম ২/৮১৯) এই ১০ দিনের মধ্যে কুরবানীর দিনও অন্তর্ভুক্ত যা হাজ্জের অংশ হিসাবে একটি মহান দিন। হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর কাছে এই দিনটি হল পবিত্র দিন। (আহমাদ ৪/৩৫০)

عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ *তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যা রিয্‌ক হিসাবে দান করেছেন ওর উপর*। এখানে কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে। যবাহ করার পশু হল উট, গরু এবং মেষ কিংবা ছাগল, যে বিষয়ে সূরা আন'আমে (৬ ঃ ১৪৩) বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ তোমরা নিজেরা ওটা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদেরকে আহার করাও। হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পশু কুরবানী করতেন তার প্রতিটি থেকে কিছু অংশ রান্না করার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি ঐ গোশত আহার করতেন ও ঝোল পান করেন। (আহমাদ ১/৩১৪)

হুশাইম (রহঃ) হুসাইন (রহঃ) থেকে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَكُلُوا مِنْهَا এ আয়াতাংশটি নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟

আর তোমরা যখন ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। (সূরা জুমু'আহ, ৬২ ঃ ১০) (তাবারী ১৮/৬১১) ইব্ন জারীরও (রহঃ) তার তাফসীরে একে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, الْبَائِسَ الْفَقِيرَ দ্বারা ঐ দুঃস্থ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার অভাব প্রকটভাবে লোকদের কাছে প্রকাশ পায় যে, তার খুবই সাহায্যের প্রয়োজন এবং অপর দল হল তারা যারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত্ত থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল, যে ভিক্ষার হাত লম্বা করেনা। (তাবারী ১৮/৬১২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ওটা হল ইহরাম খুলে ফেলা, মাথা মুন্ডন করা, কাপড় পরিধান করা, নখ কাটা ইত্যাদি। (তাবারী ১৮/৬১৩) 'আতা (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজীও (রহঃ) অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। (তাবারী ১৮/৬১০) এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল তারা কুরবানীর জন্য যে উট নাযর মেনেছে তা যেন পূরণ করে। (তাবারী ১৮/৬১৪)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ তারা যেন তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এই তাওয়াফ হল কুরবানীর দিনের ওয়াজিব তাওয়াফ। (দুররুল মানসুর ৪/৬৪৩) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হামজাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি সূরা হাজ্জ এর وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ এবং *তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের* - এ আয়াতটি পাঠ করেছ? (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৯০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হাজ্জের শেষ কাজ হল বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই করেছেন। তিনি যখন ১০ যিলহাজ্জ মিনার দিকে ফিরে আসেন তখন সর্বপ্রথম বড় শাইতানকে সাতটি পাথর মারেন। তারপর কুরবানী করেন। এরপর মাথা মুন্ডন করেন, তারপর ফিরে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাদের শেষ কাজ হল বাইতুল্লাহর তাওয়াফ। তবে হ্যাঁ, ঋতুবতী নারীদের জন্য হালকা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/৬৮৪, মুসলিম ২/৯৬৩)

اَلْبَيْتَ الْعَتِيْقِ (প্রাচীন ঘর) শব্দ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, বাইতুল্লাহ প্রদক্ষিণকারীদেরকে তাদের প্রদক্ষিণের মধ্যে হাতীমকেও নিয়ে নিতে হবে। কেননা ওটাও বাইতুল্লাহর মূল অংশ, যা ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির অন্ত র্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কুরাইশরা ঐ ঘর নতুনভাবে নির্মাণ করার সময় অর্থের স্বল্পতার কারণে হাতীমকে বাইরে রেখে দেয়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতীমের পিছন থেকে (কা‘বার অংশ হিসাবে) তাওয়াফ করেন এবং এবং তিনি বলেন যে, হাতীম বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। তিনি শামী রূকনদ্বয়ে হাত লাগাননি এবং চুমুও দেননি। পরবর্তীতেও ও দু’টি কা‘বাঘরের ভিতরে রেখে ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি অনুযায়ী তৈরী করা হয়নি।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ এ আয়াত সম্পর্কে হাসান বাসরী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এটিই প্রথম গৃহ যা মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। (কুরতুবী ১২/৫২) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৬১৫) খুশাইম (রহঃ) বলেন ঃ কা‘বাঘরকে বাইতুল আতীক বলার কারণ এই যে, এই ঘর কখনও কোন দুর্বৃত্তবাহিনী দ্বারা দখল হয়নি।

৩০। এটাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার রবের নিকট তা উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুস্পদ পশু, ঐগুলি ব্যতীত যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে	٣٠. ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ

وَٱجۡتَنِبُوا۟ قَوۡلَ ٱلزُّورِ	থাক মিথ্যা কথা বলা হতে,
٣١. حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ	৩১। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে। আর যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল।

পাপ থেকে মুক্ত থাকার পুরস্কার

উপরে হাজ্জের আহকাম এবং ওর পুরস্কারের কথা বর্ণনা করার পর এবার মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করবে অর্থাৎ পাপ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকবে তার জন্য আল্লাহর নিকট বড় প্রতিদান রয়েছে। ভাল কাজ করলে যেমন পুরস্কার আছে তেমনই মন্দ কাজ হতে বিরত থাকলেও সাওয়াব রয়েছে।

গবাদি পশু খাদ্য হিসাবে হালাল

وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুগুলি হালাল, তবে যেগুলি হারাম সেগুলি তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। মুশরিকরা *'বাহীরাহ' 'সাইবাহ' 'ওয়াসীলাহ'* এবং *'হাম'* নাম দিয়ে যেগুলিকে ছেড়ে থাকে ওগুলি নামকরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করার কথা বলেননি। যেগুলি হারাম করার ছিল সেগুলি তিনি বর্ণনা করেছেন যেমন মৃত পশু, যবাহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলা টিপে মেরে ফেলা পশু ইত্যাদি। এ ছাড়া কাতাদাহ

(রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ কঠিন আঘাতের ফলে মৃত প্রাণী, মাথায় কোন ভারী বস্তু পতনের ফলে কিংবা শিংয়ের আঘাতে মৃত প্রাণী, বন্য পশুর (আংশিক) খাওয়া কোন হালাল প্রাণী যা জীবিত থাকা অবস্থায় যবাহ করা সম্ভ হয়নি কিংবা যা *'নুসুব'* (জাহিলিয়াত যামানায় কাবায় রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি) এর নামে যবাহ করা প্রাণী। (তাবারী ১৮/৬১৮)

শির্ক ও মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকার আদেশ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। مِنْ এখানে *বায়ানে জিন্স* এর জন্য এসেছে। এই আয়াতে শির্কের সাথে মিথ্যা কথনকে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৩) মিথ্যা সাক্ষ্যও এরই অন্তর্ভুক্ত।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা বলবনা? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বলুন)। তিনি বলেন ঃ (তা হল) আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। ঐ সময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এ কথা বলার পর তিনি সোজা হয়ে বসেন। তারপর বলেন ঃ আরও জেনে রেখ, (সব চেয়ে বড় পাপ হল) মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি এ কথা

বারবার বলতেই থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন ঃ যদি তিনি চুপ করতেন। (ফাতহুল বারী ১০/৪১৯, মুসলিম ১/৯১)

খুরাইম ইব্‌ন ফাতিক আল আসাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ (পাপ হিসাবে) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মহামহিমান্বিত আল্লাহর সাথে শির্‌ক করার সমান অপরাধ। তারপর তিনি فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ *সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা বলা হতে, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে।* উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেন। (আহমাদ ৪/৩২১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধর, বাতিল হতে দূরে থাক, সত্যের দিকে ধাবিত হও এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। এরপর মহান আল্লাহ মুশরিকদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء যে কেহ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল। আল বারা (রহঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ মালাইকা যখন কাফিরের রূহ নিয়ে আকাশে উঠে যান তখন আকাশের দরজা খোলা হয়না। ফলে তার ঐ রূহ সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয়। (আহমাদ ৪/২৮৭) অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। এই হাদীসটির পূর্ণ বর্ণনা সূরা ইবরাহীমের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে। সূরা আন'আমে মুশরিকদের আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ

তুমি বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করব, যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে

পারবেনা? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টা পথে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হব যাকে শাইতান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সহচরেরা তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে - তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। তুমি বল ঃ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭১)

৩২। এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।	٣٢. ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ
৩৩। এ সবগুলিতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। অতঃপর ওগুলির কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।	٣٣. لَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

আল্লাহর বিধানকে সম্মান করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب (*এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ*) এতে রয়েছে ঃ যখন আল্লাহর আদেশ পালনের সময় উপস্থিত হয় তখন যেন অতি উত্তমভাবে তা পালন করা হয়। যেমন আল হাকাম (রহঃ) মিকসাম (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ হল ঃ (কুরবানীর পশু) যেন হয় মোটা-তাজা ত্রুটিবিহীন ও নিরোগ। (তাবারী ১৮/৬২১) আবূ উমামাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমরা মাদীনাবাসীরা কুরবানীর পশুকে লালন-পালন করে মোটা-তাজা করতাম এবং অন্যান্য মুসলিমরাও তা করতেন। (ফাতহুল বারী ১০/১১) আবূ রাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটা-তাজা ও শিংওয়ালা দু’টি খাসী যবাহ করতেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৩১, ইব্ন মাজাহ ২/১০৪৩)

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যেন কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় চোখ ও কান

ভাল করে দেখে নিই এবং সামনের দিক থেকে কান কাটা বিশিষ্ট, লম্বাভাবে ফাটা কান বিশিষ্ট ও ছিদ্রযুক্ত কান বিশিষ্ট পশু যেন কুরবানী না করি। (আহমাদ ১/১০৮, আবূ দাঊদ ৩/২৩৭, তিরমিযী ৫/৮২, নাসাঈ ৭/২১৭, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চার ধরণের পশু কুরবানী করা যাবেনা। এক চোখ কানা পশু, রুগ্ন ও অসুস্থ পশু, খোঁড়া পশু এবং হাড় ভেঙ্গে গেছে এমন পশু, যা তোমরা পছন্দ করবেনা। (আহমাদ ৪/২৮৪, আবূ দাঊদ ২৮০২, তিরমিযী ১৪৯৭, নাসাঈ ৭/২১৫, ইব্ন মাজাহ ৩১৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

কুরবানীর পশুতে রয়েছে নানাবিধ উপকার

মহান আল্লাহ বলেন ঃ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ এ সমস্ত আন'আমে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে। যেমন এগুলির পশমে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে। তোমরা এগুলির উপর সওয়ার হয়ে থাক। এগুলির চামড়া তোমরা কাজে লাগিয়ে থাক। إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى মিকসাম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন ঃ এটা একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত এই পশুগুলিকে তোমরা আল্লাহর নামে যবাহ না কর।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে তার কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে তাকে বলেন ঃ এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি তখন বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি একে কুরবানী করার নিয়াত করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার ঐ কথাই বলেন। (ফাতহুল বারী ৫/৪৫০, মুসলিম ২/৯৬০)

যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রয়োজন হলে তোমরা উত্তম পন্থায় (কুরবানীর পশুর উপর) সওয়ার হয়ে যাও। (মুসলিম ২/৯৬১)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ অতঃপর এগুলি কুরবানীর জন্য প্রাচীন গৃহের নিকট নিয়ে আসা হয়। যেমন এক আয়াতে আছে ঃ

هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ

নেয়ায্ স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৫) এবং অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ

এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫)

৩৪। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুস্পদ পশু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পন কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতজনকে,	٣٤. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ
৩৫। যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে	٣٥. ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ

ব্যয় করে।	وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ

প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী করার নিয়ম চালু ছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সমস্ত উম্মাতের মধ্যে আমি কুরবানীর নিয়ম চালু করেছিলাম। وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا তাদের জন্য ঈদের একটা দিন নির্ধারিত ছিল। তারা আল্লাহর নামে পশু যবাহ করত। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ সবাই মাক্কায় নিজেদের কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা মাক্কা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও হাজ্জের পর কুরবানী করার কোন স্থান নির্ধারণ করেননি। (দুররুল মানসুর ৬/৪৮)

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যেসব চতুস্পদ পশু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মোটা-তাজা এবং বড় বড় শিং বিশিষ্ট দু'টি ভেড়া নিয়ে আসা হয়। তিনি ওগুলিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওগুলির ঘাড়ে পা রেখে *বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার* বলে যবাহ করেন। (ফাতহুল বারী ১০/২৫, মুসলিম ৩/১৫৫৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا তোমাদের সবারই মা'বূদ একই মা'বূদ। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পন কর। শারীয়াতের কোন কোন হুকুমের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও আল্লাহর একাত্মবাদের ব্যাপারে কোন রাসূলের মধ্যে এবং কোন উম্মাতের মধ্যে কোনই মতানৈক্য নেই।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫)

فَلَهُ أَسْلِمُوا সুতরাং তোমরা সবাই তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর হুকুম মেনে চল এবং দৃঢ়ভাবে তাঁর আনুগত্য করতে থাক। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে। যারা মানুষের উপর অত্যাচার করেনা, অত্যাচারিত অবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক নয় এবং সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও। তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এর পরের আয়াতে এর আরও বিবরণ পাওয়া যায়। মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়, সুতরাং তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর তারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। তারা আল্লাহর বাধ্যতামূলক কাজগুলির ব্যাপারে পাবন্দী এবং তাঁর হক আদায়ের ব্যাপারে পূর্ণ তৎপর। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। তারা আত্মীয় স্বজনকে, অভাবী ও দরিদ্রদেরকে এবং আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মধ্যে যারাই অভাবগ্রস্ত তাদেরকে আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ হতে দান করে। আর তারা সবার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারা মুনাফিকদের মত নয় যে, একটা করবে এবং একটা ছেড়ে দিবে। সূরা বারাআতেও (সূরা তাওবাহ) তাদের গুণাগুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সেখানে আমরা এর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণনা করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

৩৬। এবং উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলির অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে; সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় ওগুলির উপর তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন	٣٦. وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَـٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	**তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।**

পশু কুরবানী করতে বলা হয়েছে

এটাও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলিকে তাঁর নামে কুরবানী করার ও কুরবানীর পশুগুলিকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ওগুলিকে তিনি তাঁর নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ *এবং উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলির অন্যতম।* সুতরাং যে উট ও গরু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় ওটা *'বুদ্‌ন'* (بُدْنٌ) এর অন্তর্ভুক্ত। ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, এ আয়াতে বর্ণিত পশু সম্পর্কে 'আতা (রহঃ) বলেন যে, তা হল উট এবং গরু। (তাবারী ১৮/৬৩০) ইব্‌ন উমার (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) এবং হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। (মুসলিম ২/৮৮২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, *'বুদ্‌ন'* হচ্ছে উট।

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সাত ব্যক্তি উটের ও গরুর কুরবানীতে শরীক হই। (মুসলিম ২/৮৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ এই পশুগুলিতে তোমাদের জন্য (পারলৌকিক) মঙ্গল রয়েছে। এই কুরবানীতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। প্রয়োজন বোধে তোমরা ওর দুধ পান করতে পার এবং ওর উপর সওয়ার হতে পার। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ওগুলিকে কুরবাণী করার সময় আল্লাহর নাম নাও।

আল মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানতাব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল আযহার সালাত আদায় করি। সালাত শেষ হওয়ার পর তাঁর সামনে ভেড়া হাযির করা হয়। অতঃপর তিনি ওটাকে بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي *হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ হতে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কুরবানী দিতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে*- বলে যবাহ করেন। (আহমাদ ৩/৩৫৬, আবূ দাঊদ ৩/২৩০, তিরমিযী ৫/১১৩)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ আবী হাবিব (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঈদুল আযহার দিন দু'টি ভেড়া আনা হয়। তিনি ঐ দু'টিকে কিবলামুখী করে পাঠ করেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ * اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّأُمَّتِهِ

আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭৯) *আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।* (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬২-১৬৩) হে আল্লাহ! এটা (পশু) আপনার পক্ষ হতে এবং আপনার জন্য মুহাম্মাদের পক্ষ হতে এবং তাঁরই উম্মাতের পক্ষ হতে (কুরবানী)। অতঃপর তিনি بِسْمِ اللّٰه وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলে যবাহ করেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৩০, ২৩১)

আবূ রাফে (রাঃ) হতে আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর সময় মোটা-তাজা বড় বড় শিং বিশিষ্ট দু’টি ভেড়া কুরবানী দিতেন। যখন তিনি ঈদের সালাতের পর খুৎবা শেষ করতেন তখন একটা ভেড়া তাঁর সামনে আনা হত। ওটাকে তিনি ওখানেই নিজের হাতে যবাহ করতেন এবং বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعِهَا : مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لِي بِالبَلاَغِ

(হে আল্লাহ! এটা আমার উম্মাতের পক্ষ হতে, যে তাওহীদ ও সুন্নাতের সাক্ষ্য দেয়)। তারপর অপর ভেড়াটি আনা হত। ওটা যবাহ করে তিনি বলতেন ঃ

هَذَا عَنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد

(এটা মুহাম্মাদ এবং তার আল ও আহলের পক্ষ হতে) অতঃপর ঐ ভেড়া দু’টির গোশত তিনি মিসকীনদেরকে খাওয়াতেন এবং পরিবারবর্গকে নিয়ে নিজেও খেতেন। (আহমাদ ৬/৮, ইব্ন মাজাহ ২/১০৪৩, ১০৪৪)

আল আমাশ (রহঃ) আবূ যাবিইয়ান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) صَوَآفَّ শব্দের অর্থ করেছেন উটকে তিন পায়ের উপর খাড়া করে ওর সামনের পা বেঁধে بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ (আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই। হে আল্লাহ! ইহা আমার তরফ থেকে তোমরা কাছে) পাঠ করে যবাহ কর।

ইব্ন উমার (রাঃ) একটি লোককে দেখেন যে, সে নিজের উটকে যবাহ করার জন্য বসিয়েছে। তিনি তাকে বলেন ঃ ওকে দাঁড় করিয়ে দাও এবং পা বেঁধে নাহর কর। এটাই হল আবুল কাসিমের সুন্নাত। (বুখারী ১৭১৩)

যাবির (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) উটের তিন পা খাড়া রাখতেন এবং এক পা বেঁধে ফেলতেন, অতঃপর এভাবেই নাহর করতেন।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায়।* ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বলেন ঃ এর অর্থ হল যখন কুরবানীর পশু (উট) যবাহ করার পর মাটিতে পড়ে যাবে। (তাবারী ১৮/৬৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন তারা (পশু) মারা যাবে। (তাবারী ১৮/৬৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদের (রহঃ) মন্তব্য থেকে এটাই প্রকাশ পায়। কারণ কুরবানীর পশুর দেহ যতক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করে এবং প্রাণের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলোপ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওর দেহ থেকে গোশত কেটে রান্না করে খাওয়া নিষেধ। একটি মারফূ হাদীস থেকে জানা যায় ঃ তোমরা তাড়াহুড়া করনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিশ্চিত হচ্ছ যে, কুরবানীর পশু মারা গেছে। (বাইহাকী ৯/২৭৮)

শাউরী (রহঃ) তার 'জামি' গ্রন্থে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনিও এটা সমর্থন করেছেন যা শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রাঃ) কর্তৃক সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুশলতা ফার্য করে দিয়েছেন। যখন হত্যা করবে উত্তমভাবে হত্যা করবে, যখন কুরবানী করবে তখন উত্তমভাবে কুরবানী করবে, পশু যবাহ করার সময় তোমাদের অস্ত্রকে ধারালো করে নাও যাতে যবাহ করার সময় পশু কম কষ্ট পায়। (মুসলিম ৩/১৫৪৮)

আবূ ওয়াকীদ আল লাইসী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে পশু এখনও জীবিত সেই পশু থেকে যদি গোশত কেটে নেয়া হয় তাহলে তা *'মাইতাহ'* (مَيْتَةٌ) অর্থাৎ মৃত প্রাণীর গোশত। (আহমাদ ৫/৫১৮, আবূ দাউদ ৩/২৭৭, তিরমিযী ৫/৫৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ *তা হতে তোমরা (নিজেরা) আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে*। এটি আল্লাহর আদেশ যে, তোমরা নিজেরা খাবে এবং অন্যদেরকে খেতে দিবে।

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ *'কানি'* (قَانِع) হল ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই খুশি থাকে এবং অন্যের কাছে যাঞ্চা না করে নিজের ঘরেই অবস্থান করে। আর *'মুতার'* (مُعْتَر) হল সে যে লোকদের কাছে গিয়ে কোন কিছু চায়না বটে, তবে তার মোসাহেবি ভাব দেখে গোশতের কিছু অংশ প্রদান করা হয়। (তাবারী ১৮/৬৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ *'কানি'* (قَانِع) হল ঐ ব্যক্তি যে কারও কাছে কিছু চাওয়া পছন্দ করেনা এবং *'মুতার'* (مُعْتَر) হল ঐ ব্যক্তি যে মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। (তাবারী ১৮/৬৩৭) কাতাদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকেও অন্য এক বর্ণনায় এরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় যা আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই আয়াত থেকে কেহ কেহ এই প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন যে, কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা উচিত। এক ভাগ নিজে খাওয়ার জন্য, এক ভাগ বন্ধু বান্ধবদের দেয়ার জন্য এবং এক ভাগ সাদাকাহ করার জন্য। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ *তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে*। কিন্তু সহীহ হাদীস থেকে যা জানা যাচ্ছে তাতে এই আয়াতের আর কার্যকারিতা থাকেনা।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম যে, এ গোশত যেন তিন দিনের বেশি জমা রাখা না হয়। কিন্তু এখন তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হল যেভাবে ইচ্ছা ও যতদিনের জন্য ইচ্ছা জমা রাখতে পার। (নাসাঈ ৭/২৩৪) অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা খাও, জমা করে রাখ এবং সাদাকাহ কর। (নাসাঈ ৭/১৭০) অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যদেরকে খাওয়াও এবং আল্লাহর পথে দান কর। (ফাতহুল বারী ১১/২৯)

কুরবানীর পশুর চামড়ার ব্যাপারে মুসনাদ আহমাদে কাতাদাহ ইব্ন নূমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ তোমরা খাও, আল্লাহর পথে দান কর এবং ঐ চামড়া হতে উপকার নাও, কিন্তু বিক্রি করনা। (আহমাদ ৪/১৫)

মাসআলাহ ঃ বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদুল আযহার দিন আমাদের উচিত সর্বপ্রথম ঈদের সালাত আদায় করা। তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে সুন্নাত আদায় করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বেই কুরবানী করল সে যেন নিজের পরিবারের লোকদের জন্য শুধু গোশত সংগ্রহ করল, যার কুরবানীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। (ফাতহুল বারী ২/৫২৬, মুসলিম ৩/১৫৫৩)

এ জন্যই ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদের (রহঃ) একটি জামা'আতের মত এই যে, কুরবানীর প্রথম সময় হল যখন সূর্য উদিত হয় এবং এতটুকু সময় অতিবাহিত হয় যে, সালাত আদায় করা হয় এবং দু'টি খুৎবা দেয়া হয়। ইমাম আহমাদের (রহঃ) মতে ঃ আরও একটু সময় যেন কেটে যায় যে, ইমাম সাহেব কুরবানী করে ফেলেন। কেননা সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ তোমরা কুরবানী করনা যে পর্যন্ত না ইমাম কুরবানী করে। (মুসলিম ৫০৮৩)

কুরবানীর দিন হল ঈদের দিন এবং ওর পরবর্তী তিন দিন যাকে *আইয়্যামুত তাশরীক* বলা হয়। কেননা যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আইয়ামে তাশরীকের সব দিনই হল কুরবানীর দিন। (আহমাদ ৪/৮২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ এভাবেই আমি পশুগুলিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। তোমরা যখন ইচ্ছা ওগুলির উপর সওয়ার হয়ে থাক, যখন ইচ্ছা দুধ দোহন কর এবং যখন ইচ্ছা যবাহ করে গোশত খেয়ে থাক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ. وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য ওগুলিতে রয়েছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭৩)

এখানে এই বর্ণনাই রয়েছে যে, كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যাতে তোমরা তাঁর নি‘আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ না হও।

৩৭। আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎ কর্মশীলদেরকে।	٣٧. لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য হল
আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দার আনুগত্য এবং তাকওয়া

ইরশাদ হচ্ছে কুরবানী করার বিধান তাঁর বান্দাদের জন্য এ কারণে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে কুরবানী করার সময় তারা বেশি বেশি আল্লাহর নাম স্মরণ করে, যে আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা । কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা। এতে তাঁর কোন উপকারও নেই। তিনিতো সারা মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত। বান্দাদের হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। অজ্ঞতার যুগে এটাও একটা বড় বোকামী ছিল যে, তারা কুরবানীর

গোশতের কিছু অংশ তাদের মূর্তিগুলির সামনে রেখে দিত এবং ওগুলির উপর রক্ত ছিটিয়ে দিত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا *আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত।* ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) যুরাইজ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ জাহিলিয়াত যামানার লোকেরা তাদের উৎসর্গকৃত পশুর গোশত নিজেরা খাবার জন্য রেখে দিত এবং ওর রক্ত ঘরে ছিটিয়ে দিত। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন ঃ তাদের চেয়ে আমাদেরই এরূপ করার অধিকার বেশি। তখন আল্লাহ সুবহানাহু এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ *আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।*

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৈহিক গঠন কিংবা রূপ-লাবন্য দেখেননা এবং তোমাদের দিকেও তাকাননা, বরং তাঁর দৃষ্টি থাকে তোমাদের অন্তরের উপর এবং তোমাদের আমলের উপর। (মুসলিম ৪/১৯৮৭) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ দান খাইরাত যাঞ্চাকারীর হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে চলে যায়। কুরবানীর পশুর রক্তের ফোঁটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। (আল হিলইয়াহ ৪/৮১, বুখারী ১৪১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ এই চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ যে সমস্ত সৎ প্রকৃতির লোক আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যে থাকে, শারীয়াত মুতাবেক আমল করে এবং রাসূলদেরকে সত্যবাদী রূপে বিশ্বাস করে তারাই হল প্রশংসা পাওয়ার ও (জান্নাতের) সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য।

একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে পরপর দশটি বছর কুরবানী করেছেন। (তিরমিযী ৫/৯৬) আবূ আইউব (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবিতাবস্থায় পূরা বাড়ীর পক্ষ হতে একটি বকরী আল্লাহর পথে কুরবানী করতেন। তা হতে তারা নিজেরা

খেতেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াতেন। লোকেরা এখন এ ব্যাপারে যে সমস্ত গর্বের পন্থা অবলম্বন করছে তাতো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। (তিরমিযী ৫/৯০, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রহঃ) নিজের এবং নিজের পরিবারবর্গের পক্ষ হতে একটি বকরী কুরবানী করতেন। (ফাতহুল বারী ১৩/২১৩)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (কুরবানী হিসাবে) তোমরা *মুসিন্না* ছাড়া যবাহ করনা। (যে বকরী বা ভেড়ার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে অথবা দাঁত গজিয়েছে তাকে মুসিন্না বলে) তোমাদের পক্ষে যদি মুসিন্না কুরবাণী করা কষ্টকর হয় তাহলে *‘জাযাআহ’* (جَذَعَةً) বা ছয় মাসের মেষের বাচ্চা কুরবানী করতে পার। (মুসলিম ৩/১৫৫৫)

৩৮। আল্লাহ রক্ষা করেন মু'মিনদেরকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেননা।	٣٨. إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর নিরাপত্তা দানের সুসংবাদ

এখানে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যে বান্দা তাঁর উপর নির্ভরশীল হয় এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করেন। দুষ্টদের দুষ্টামি ও দুশমনদের অনিষ্টতা হতে তাকে রক্ষা করেন। তার উপর তিনি নিজের সাহায্য অবতীর্ণ করেন। তাকে সব সময় তিনি নিজের হিফাযাতে রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৩)

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ লোকেরা মহান আল্লাহর রাহমাত হতে বঞ্চিত। যারা নিজেদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেনা এবং আল্লাহর নি'আমাতরাজীকে অস্বীকার করে তারা তাঁর দয়া, অনুকম্পা এবং ভালবাসা হতে বহু দূরে রয়েছে।

৩৯। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।	٣٩. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
৪০। তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান, সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থল, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ	٤٠. ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ

إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ	**শক্তিমান, পরাক্রমশালী।**

জিহাদ করতে বলার প্রথম আয়াত

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে মাক্কা থেকে বিতারিত করার পর। (তাবারী ১৮/৬৪৩) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, জিহাদের ব্যাপারে এটিই প্রথম আয়াত আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা হতে মাদীনায় হিজরাত করেন তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই কাফিরেরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জন্মভূমি হতে বের করে দিল! নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। নিঃসন্দেহে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম*। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ এবার আমি জেনে গেলাম যে, এদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ধর্মযুদ্ধে অংশ নেয়ার ব্যাপারে এটিই প্রথম আয়াত। (আহমাদ ১/২১৬, তিরমিযী ৯/১৫, নাসাঈ ৬/৪১১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। ইচ্ছা করলে বিনা যুদ্ধেই তিনি তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করতে চান। যেমন মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

Contents

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে অপরদের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪-৬)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা

প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৪-১৫) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) এ ব্যাপারে আরও বহু আয়াত রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আর এটাই হয়েছিল। (তাবারী ১৮/৬৪৩)

জিহাদ যে সময় শারীয়াত সম্মত হয় ঐ সময়টাও ছিল ওর জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযোগী ও সঠিক। যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় ছিলেন ততদিন মুসলিমরা ছিলেন খুবই দুর্বল। সংখ্যায়ও ছিলেন তারা খুবই কম। মুশরিকদের দশজনের স্থলে মুসলিমরা মাত্র একজন।

শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের উৎপীড়ন চরম সীমায় পৌঁছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। এমনকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের উপরও বিপদের পাহাড় চেপে বসে এবং তাদের ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ছেড়ে যে যেখানে পারলেন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ চলে যান আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়ায়) এবং কেহ গেলেন মাদীনায়। এমন কি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মাদীনা চলে গেলেন। মাদীনাবাসী মুহাম্মাদী পতাকা তলে সমবেত হন। ফলে ওটা একটা সেনাবাহিনীর রূপ নিল। মুসলিমদেরকে

এক ঝান্ডার নীচে দেখা যেতে লাগল। তাদের পা রাখার জায়গা হয়ে গেল। তখন ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার হুকুম নাযিল হল। শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশে এটাই হল নাযিলকৃত প্রথম আয়াত।

এতে বলা হয় যে, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ এই মুসলিমরা অত্যাচারিত। তাদের ঘর-বাড়ী তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, অন্যায়ভাবে তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, মাক্কা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় তারা মাদীনা পৌঁছেন। তাদের কোনই অপরাধ ছিলনা, একমাত্র অপরাধ এই যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করেছে, তাঁকে শারীকবিহীন বলে স্বীকার করেছে। তারা তাদের রাব্ব হিসাবে একমাত্র আল্লাহকেই মেনেছে। আসলে মুশরিকদের কাছে এটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ

তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১)

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেত, খৃষ্টান-সংসারবিরাগীদের উপাসনার স্থান অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি হত। শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ খৃষ্টান পাদরীদের ছোট ছোট উপাসনালয়কে صَوَامِعُ বলা হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সাবিয়ী মাযহাবের লোকদের উপাসনালয়কে

صَوَامِعُ বলা হয়। অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, অগ্নি উপাসকদের উপাসনালয়কে صَوَامِعُ বলে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, صَوَامِعُ হল ঐ ঘর যা পথের পাশে থাকে।

আবুল আলিয়া (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্ন সাখর (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), খুসাইব (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ بِيَعٌ হল صَوَامِعُ অপেক্ষা বড় ঘর, এতে বেশি সংখ্যক লোককে জায়গা দেয়া সম্ভব। এটাও খৃষ্টান পাদরীদের উপাসনার ঘর। মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এটা হল ইয়াহুদীদের উপাসনালয় যাকে صَلَوَاتٌ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ صَلَوَاتٌ হল খৃষ্টান পাদ্রীদের গির্জা। (তাবারী ১৮/৬৪৯) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল ইয়াহুদীদের উপাসনালয়। আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সাবিয়ীদের উপাসনালয়। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ صَلَوَاتٌ হল ঐ ইবাদাতের স্থান যা রাস্তার পাশে তৈরী করা হয়, যাতে আহলে কিতাবীরা উপাসনা করে এবং মুসলিমরাও সালাত আদায় করে। আর مَسَاجِدُ হল শুধুই মুসলিমদের জন্য সালাত আদায় করার স্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا *এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম।* فِيْهَا এর هَا সর্বনামটি مَسَاجِدُ এর দিকে ফিরেছে। কেননা এটাই এর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐসব উল্লিখিত জায়গাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংসারত্যাগীদের উপাসনালয় صَوَامِعُ, খৃষ্টানদের بِيَعٌ ইয়াহুদীদের صَلَوَاتٌ এবং মুসলিমদের مَسَاجِدُ যেগুলিতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। কোন কোন আলেমের উক্তি এই

যে, এখানে কম হতে ক্রমান্বয়ে বেশীর দিকে যাওয়া হয়েছে। কারণ দুনিয়ায় মাসজিদের সংখ্যা বেশি এবং এতে ইবাদাতকারীদের সংখ্যা অধিকতর। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা তাঁকে সাহায্য করে। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَأَضَلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৭-৮)

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ এরপর আল্লাহ তা'আলা নিজের দু'টি বিশেষণের বর্ণনা দিচ্ছেন। ওর একটি হল তাঁর শক্তিশালী হওয়া এ কারণে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তা যথাযথ ও পরিমিতভাবে করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় বিশেষণ এই যে, তিনি হলেন মহামর্যাদাবান ও মহাপরাক্রমশালী। কেননা সমস্ত কিছুই তাঁর অধীন, সবই তাঁর সামনে হেয় ও তুচ্ছ, সবাই তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তিনি সব কিছু হতে অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। যাকে তিনি সাহায্য করেন সে জয়যুক্ত হয়, আর যার উপর থেকে তিনি সাহায্যের হাত তুলে নেন সে হয় পরাজিত। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ. إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১-১৭৩) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১)

৪১। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।	٤١. ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ

ক্ষমতা লাভের পর মুসলিমের কর্তব্য

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাঃ) বলেন ঃ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ এই আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল শুধু এ কারণে যে, আমাদের মা'বূদ হচ্ছেন আল্লাহ। অতঃপর মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাম্রাজ্য ও রাজত্ব দান করেন। আমরা সালাত কায়েম করি, যাকাত প্রদান করি, মানুষকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করি ও বিরত রাখি এবং আল্লাহর উপরই আমরা সমস্ত কিছু ন্যস্ত করি। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৪৯৬, ২৪৯৭) সুতরাং এই আয়াত আমার এবং আমার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে।

আস সাবাহ ইব্ন সুওয়াদাহ আল কিনদী (রহঃ) বলেন, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) স্বীয় খুতবায় الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ এই আয়াতটি

তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন ঃ এই আয়াতে শুধুমাত্র শাসকদের বর্ণনা নেই, বরং এতে শাসক ও শাসিতের উভয়েরই বর্ণনা রয়েছে। শাসকদের উপর দায়িত্ব এই যে, তিনি সব সময়েই আল্লাহর হক তোমাদের নিকট থেকে আদায় করবেন। তাঁর হকের ব্যাপারে তোমরা অবহেলা করলে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। আর একের হক অপরের নিকট হতে আদায় করে দিবেন এবং সাধ্য মত তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। তোমাদের উপর তাঁর হক এই যে, কোন প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সব সময় প্রকাশ্যে ও গোপনে সন্তুষ্ট চিত্তে তোমরা তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করবে।

আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতেরই অনুরূপ ভাব নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই ইখতিয়ারে। আল্লাহভীরু লোকদের পরিণাম ভাল হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

শুভ *পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।* (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৩) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাদের প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে।

৪২। এবং লোকেরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের পূর্বেতো অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম, 'আদ ও ছামূদ -	٤٢. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

وَعَادٌ وَثَمُودُ	
٤٣. وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ	৪৩। এবং ইবরাহীম ও লূতের কাওম।
٤٤. وَأَصْحَـٰبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَـٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ	৪৪। এবং মাদইয়ানবাসী তাদের নাবীগণকে অস্বীকার করেছিল; এবং অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও; আমি কাফিরদের অবকাশ দিয়েছিলাম এবং পরে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি!
٤٥. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ	৪৫। আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম। এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।
٤٦. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا	৪৬। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং

Contents

تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ	**অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।**

কাফিরদের পরিণতির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ হে নাবী! তোমার কাওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করছে এটা কোন নতুন কথা নয়। নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে মূসা (আঃ) পর্যন্ত কাফিরেরা সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করেছে। দলীল প্রমাণাদি তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল, সত্য উদঘাটিত হয়েছিল, তথাপি তারা কিছুই স্বীকার করেনি।

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ আমি ঐ সব কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম যে, চিন্তা-ভাবনা করে হয়ত তারা নিজেদের পরিণামকে ভাল করে নিবে। কিন্তু তারা নিমকহারামী থেকে ফিরে এলনা।

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি। আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল!

আবূ মূসা (রহঃ) হতে সহীহায়িনে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করেন তখন রক্ষা করার আর কেহ থাকেনা। যেমন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخۡذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلۡقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخۡذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

'এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যেগুলির বাসিন্দা ছিল অত্যাচারী। এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। ঐগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ আজ বিলীন হয়ে গেছে। পানির কূপগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। যেগুলি কাল ছিল বাসযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য আজ ঐ সবগুলিই হয়ে গেছে বাসের অযোগ্য ও অকেজো! আযাব থেকে রক্ষা পাবার সকল চেষ্টা তাদবীর করার পরও তাদেরকে শাস্তি থেকে কেহ রক্ষা করতে পারেনি। তাদের সবকিছু আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮) মহামহিম আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তারা কি কখনও এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করেনি?

ইমাম ইব্ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) *'কিতাবুত তাফাককুর ওয়াল ইতিবার'* নামক গ্রন্থে একটি রিওয়ায়াতে এনেছেন যে, এরূপ করলেতো তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত!

ইব্ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন বিজ্ঞ লোক বলেছেন ঃ ওয়াজ নাসীহাতের মাধ্যমে তোমরা অন্তরকে জীবিত কর, চিন্তা ফিক্‌রের মাধ্যমে ওকে জ্যোর্তিময় করে দাও, সংসারের প্রতি উদাসীনতা দ্বারা ওকে থামিয়ে দাও, ঈমানের দ্বারা ওকে দৃঢ় কর, মৃত্যুর কথা ওকে স্মরণ করাও, ধ্বংসের বিশ্বাস দ্বারা ওকে ধৈর্যশীল কর, পৃথিবী কিভাবে পরিবর্তীত হয়ে যাচ্ছে তা ওকে দেখিয়ে দাও। দুনিয়ার বিপদাপদগুলি ওর সামনে তুলে ধর, ওর চক্ষুগুলি খুলে দাও, যুগের সংকীর্ণতা দেখিয়ে ওকে ভীত সন্ত্রস্ত কর, অতীতের ঘটনাবলী দ্বারা ওকে শিক্ষা গ্রহণ করাও, পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী শুনিয়ে ওকে সতর্ক করে দাও এবং ভ্রমণের মাধ্যমে তাদের পরিণামের কথা চিন্তা করতে ওকে অভ্যস্ত কর যে, ঐ পাপীদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কি ব্যবহার করেছেন এবং যারা অস্বীকার করেছিল কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। এখানেও আল্লাহ তা'আলা ঐ কথাই বলেন ঃ

فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী তোমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে এবং অন্তরকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে তাদের ধ্বংসলীলার সত্য কাহিনী শুনে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করুক।

فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ বস্তুতঃ তোমাদের চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। তোমাদের হৃদয় অন্ধ হওয়ার কারণেই তোমরা পূর্বের ঘটনাবলী হতে শিক্ষা গ্রহণ করছনা। ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি তোমরা হারিয়ে ফেলেছ।

৪৭। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা। তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান।	٤٧. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
৪৮। এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী। অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।	٤٨. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ

কাফিরেরা শাস্তি কামনা করল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে বলছেন ঃ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ এই বিপদগামী কাফিরেরা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং কিয়ামাতের দিনকে মিথ্যা প্রতিপাদন করছে এবং তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে। তারা বলছে যে, তাদের উপর শাস্তি আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذۡ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ فَأَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئۡتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) তারাতো স্বয়ং আল্লাহকে বলত ঃ

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبۡلَ يَوۡمِ ٱلۡحِسَابِ

তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ মনে রেখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিয়ামাত ও শাস্তি অবশ্যই আসবে। আল্লাহর বন্ধুদের মর্যাদা লাভ এবং তাঁর শত্রুদের লাঞ্ছনা ও অপমান অবশ্যম্ভাবী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ আল্লাহর নিকট এক একটি দিন তোমাদের হাজার দিনের সমান। তিনি যে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন এটা তাঁর সহনশীলতা। কেননা তিনি জানেন, যে কোন সময় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম। অতএব তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি? তাদের রশি যতই ঢিল দেয়া হোক না কেন, যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করবেন তখন তাদের শ্বাস গ্রহণেরও সময় থাকবেনা। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ বহু জনপদবাসী অত্যাচার করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। আমি ওটা দেখেও দেখিনা। যখন তারা তাতে সম্পূর্ণ রূপে নিমগ্ন হয়ে গেল তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলি। তারা সবাই আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। এ ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুসলিমরা ধনী মুসলিমদের

অর্ধ দিন পূর্বে (অর্থাৎ পাঁচ শ' বছর পূর্বে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ৭/২১, নাসাঈ ৬/৪১২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার উম্মাতকে অর্ধ দিন পিছিয়ে রাখবেন। সা'দকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ অর্ধ দিনের পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বলেন ঃ পাঁচ শত বছর। (আবূ দাঊদ ৪/৫১৭)

৪৯। বল ঃ হে মানুষ! আমিতো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।	٤٩. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৫০। সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।	٥٠. فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
৫১। আর যারা আমার আয়াত ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।	٥١. وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

মু'মিনদের উত্তম আমলের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান

কাফিরেরা যখন তাড়াতাড়ি শাস্তি চাইল তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ হে লোকসকল! আমিতো আল্লাহ তা'আলার একজন প্রেরিত বান্দা। আমি তোমাদেরকে ঐ শাস্তি হতে সতর্ক করতে এসেছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে। তোমাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার নয়। শাস্তি আল্লাহ তা'আলার অধিকারে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি এখনই তা নাযিল করবেন, আর ইচ্ছা করলে বিলম্ব করবেন। কার ভাগ্যে

হিদায়াত রয়েছে এবং কে আল্লাহর রাহমাত হতে বঞ্চিত তা আমার জানা নেই। হুকুমাত তাঁরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই করতে পারেন।

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

তাঁর আদেশ রদ করার কেহ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪১)

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات আমার অধিকার শুধু এটুকুই যে, আমি একজন সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শক। যাদের অন্তরে ইয়াকীন ও ঈমান রয়েছে এবং তাদের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা হওয়ার যোগ্য। তাদের কাছে সৎ কাজগুলিও প্রশংসা লাভের যোগ্যতা রাখে।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর কালামে পাবে رِزْقٌ كَرِيْمٌ তখন এর অর্থ হবে জান্নাত।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ যারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে বিরত রাখে তারা জাহান্নামী। তারা হবে কঠিন শাস্তির অংশ ও প্রজ্জ্বলিত আগুনের জ্বালানী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ওটা হতে রক্ষা করুন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮)

৫২। আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করেছি তাদের কেহ যখনই কিছুর আকাংখা করেছে	٥٢. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ

Arabic	বাংলা
أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	তখনই শাইতান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াত-সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
٥٣. لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ	৫৩। এটা এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ। অত্যাচারীরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।
٥٤. وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	৫৪। এবং এ জন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, ইহা (কুরআন) তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন।

রাসূলের (সাঃ) কিরা'আতে শাইতানের নিক্ষেপণ এবং আল্লাহ তা মিটিয়ে দেন

এখানে তাফসীরকারদের অনেকেই *'গারানীকের কাহিনী'* বর্ণনা করেছেন এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনার কারণে আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী সাহাবীগণ মনে করেছিলেন যে, মাক্কার মুশরিকরা মুসলিম হয়ে গেছে, তাই তাঁরা মাক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এই রিওয়ায়াতটির প্রত্যেকটি সনদই মুরসাল। কোন বিশুদ্ধ সনদে এটা বর্ণিত হয়নি। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

فِي أُمْنِيَّتِه এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তিলাওয়াত করছিলেন তখন অভিশপ্ত শাইতান তার মধ্যে (কিছু অসত্য) নিক্ষেপ করেছিল যা আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথেই বাদ দিয়ে সংশোধন করে দেন। ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِه (*অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন*) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন তিনি পাঠ করছিলেন শাইতান তখন ওর ভিতর কিছু নিক্ষেপ করেছিল। (তাবারী ১৮/৬৬৭)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল বা নাবী পাঠিয়েছি তাদের কেহ যখনই কিছু আকাংখা করেছে, তখনই শাইতান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা তাঁর পূর্ববর্তী নাবী রাসূলদের সময়েও এরূপ ঘটনাই ঘটেছিল।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, تَمَنَّ এর অর্থ হল قَالَ (যখন তিনি বলেন)। (তাবারী ১৮/৬৬৭) اُمْنِيَّتِه এর অর্থ قِرَاءَتُهُ (তার পঠনে)। اِلاَّ اَمَانِيّ এর ভাবার্থ হল তিনি পড়েন, কিন্তু লিখেননা। অধিকাংশ তাফসীরকারক تَمَنّى এর অর্থ تَلاَ করেছেন। অর্থাৎ যখন তিনি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেন তখন শাইতান ঐ তিলাওয়াতের মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত করে। (বাগাবী ৩/২৯৩)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ إِذَا تَمَنَّى এ আয়াতাংশে تَمَنَّى শব্দটিকে পাঠ করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এই উক্তিটি খুবই নিকটের ব্যাখ্যা বিশিষ্ট। (তাবারী ১৮/৬৬৮)

فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ *তাদের কেহ যখনই কিছু আকাংখা করেছে তখনই শাইতান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে।* نَسَخَ এর আভিধানিক অর্থ হল ازاله–رفع অর্থাৎ সরিয়ে ফেলা ও উঠিয়ে দেয়া। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ সরিয়ে ফেলেন যা শাইতান প্রক্ষিপ্ত করে। (তাবারী ১৮/৬৬৮)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, কোন গোপনীয় কথা তাঁর কাছে অজানা থাকেনা। তিনি সবই জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর সব কাজই নিপুণতাপূর্ণ। لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ এটা এ জন্য যে, যাদের অন্তরে সন্দেহ, শির্‌ক, কুফর এবং নিফাক রয়েছে তাদের জন্য যেন এটা ফিতনা বা পরীক্ষার বিষয় হয়ে যায়।

সুতরাং لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এবং وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ 'আর যারা পাষাণ হৃদয়' এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে মূর্তি পূজক মুশরিকদেরকে। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ যালিমরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে। তারা হক থেকে বহু দূরে সরে গেছে, সরল সঠিক পথ তারা হারিয়ে ফেলেছে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ من رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا به আর এটা এ জন্যও যে, যাদেরকে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা মহান আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়।

যাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাতে রয়েছে সত্য বাণী, আরও রয়েছে প্রজ্ঞা এবং যা সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনিই দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি একে হিফাযাত করবেন এবং কোন অসত্য একে কলূষিত করতে সক্ষম হবেনা। নিশ্চয়ই ইহা হচ্ছে মহাজ্ঞানী আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত পবিত্র গ্রন্থ।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৪১ ঃ ৪২)

فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ এটি আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তাদের অন্তরে যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হয় এবং তারা যেন বিনম্র হয়ে আল্লাহর কালামকে গ্রহণ করে নেয়।

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন। দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে হিদায়াত দান করেন, সরল সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং আখিরাতে তিনি তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে তারা অফুরন্ত নি'আমাতের অধিকারী হবে।

৫৫। যারা কুফরী করেছে তারা ওতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবেনা, যতক্ষণ না তাদের নিকট কিয়ামাত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, অথবা এসে পড়বে ঐ দিনের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই।	٥٥. وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

৫৬। সেদিন আল্লাহরই আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে।	٥٦. ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৫৭। আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	٥٧. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ

কাফিরেরা সব সময়েই সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকবে

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর অহী অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের ব্যাপারে তাদের যে সন্দেহ রয়েছে তা তাদের অন্তর থেকে কখনও দূর হবেনা। ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ বক্তব্য পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১৮/৬৭০)

কিয়ামাত এবং ওর শাস্তি তাদের উপর আকস্মিকভাবে চলে আসবে। তারা কিছু টেরই পাবেনা। মহান আল্লাহর তরফ থেকে যে কাওমের উপরই আল্লাহর শাস্তি এসেছে তা এই অবস্থায়ই এসেছে যে, তারা গর্বে গর্বিত হয়েছে, বিলাস বহুল জীবন যাপন করতে রয়েছে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে নির্ভয় ও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর শাস্তি হতে উদাসীন শুধু তারাই থাকে যারা পুরাপুরিভাবে পাপাচার এবং প্রকাশ্যভাবে অপরাধী। আর অপরাধী ছাড়া আল্লাহ অন্য কেহকে শাস্তি প্রদান করেননা।

أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ *অথবা এসে পড়বে ঐ দিনের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ *'ইয়াওমিন আকীম'* দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, *'ইয়াওমিন আকীম'* দ্বারা কিয়ামাতের দিন উদ্দেশ্য, যার পরে আর কোন রাত নেই। (বাগাবী ৩/২৯৫) এটাই সঠিক উক্তি, যদিও বদরের দিনটাও মুশরিকদের জন্য শাস্তির দিনই ছিল। যাহ্হাক (রহঃ) এবং হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (বাগাবী ৩/২৯৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ সেই দিন হবে আল্লাহরই আধিপত্য। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে ফাইসালা করে দিবেন। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৪) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬)

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস থাকবে এবং ঈমান মোতাবেক যাদের উত্তম আমল হবে, এবং যাদের মুখের কথার সাথে কাজের মিল থাকবে তারা হবে সুখময় জান্নাতের অধিকারী। ঐ নি'আমাত কখনও শেষ হবার নয়, কম হবার নয় এবং নষ্ট হবারও নয়।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অন্তর সত্যের অনুসরণ করায় অহংকার করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী এনেছেন তাতে বাধা দান করে তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। সত্য থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

৫৮। আর যারা হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ তিনিইতো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা।	٥٨. وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزۡقًا حَسَنًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ
৫৯। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।	٥٩. لَيُدۡخِلَنَّهُم مُّدۡخَلٗا يَرۡضَوۡنَهُۥۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٞ
৬০। এটাই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।	٦٠. ذَٰلِكَ وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيۡهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ

আল্লাহর উদ্দেশে হিজরাতকারীদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি নিজের দেশ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হিজরাত করে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দীনের সাহায্যার্থে সব কিছু ছেড়ে যায়, অতঃপর সে জিহাদের মাইদানে হাযির হয়ে শত্রুদের হাতে শহীদ হয় অথবা ভাগ্যের লিখন হিসাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছাড়াই বিছানায়ই মৃত্যু বরণ করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অপরিমেয় পুরস্কার ও সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

আর যে কেহ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। এবং যে কেহ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করে, অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত রয়েছে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০০)

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا তার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। সে জান্নাতে জীবিকা লাভ করবে, যার ফলে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আল্লাহতো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা। তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে খুবই আনন্দিত হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ

যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়, তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় উদ্যান। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৮৮-৮৯) আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথের মুজাহিদদেরকে এবং তাঁর নি'আমাতের অধিকারীদেরকে ভালরূপেই জানেন। তিনি বড়ই সহনশীল। বান্দাদের পাপসমূহ তিনি ক্ষমা করেন। আর তাদের হিজরাতকে তিনি কবূল করেন। তাঁর উপর

ভরসাকারীদেরকে তিনি উত্তম রূপে অবগত আছেন। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তারা মুহাজির হোক আর না'ই হোক, তারা তাদের রবের কাছ থেকে রিয্ক পেয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ *তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।* যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًاۢ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রাব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৯) এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর পথের শহীদদের প্রতিদান ও পুরস্কার তাঁর যিম্মায় স্থির হয়ে রয়েছে। এটা এই আয়াতের দ্বারা এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, শুরাহবীল ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন ঃ রোমের একটি দুর্গ অবরোধ করার কাজে আমাদের বহু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে সালমান ফারসী (রাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রস্তুতির কাজে মারা যায় তার প্রতিদান ও রিয্ক বরাবরই আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর চালু থাকে এবং বিচার থেকে তাকে রক্ষা করেন। তুমি ইচ্ছা হলে নিম্নের আয়াতগুলি তিলাওয়াত করতে পার। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৫০৩)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

আর যারা হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ

তিনিইতো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্‌কদাতা। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।

অন্যত্র তিনি বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন যাহদাম আল খাওলানী (রহঃ) ফাদালাহ ইব্‌ন উবাইদের (রহঃ) সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে দু'টি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ মৃত দুই ব্যক্তির একজন ছিলেন শহীদ এবং অপরজন ছিলেন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণকারী। ফাদালাহ ইব্‌ন উবাইদ (রহঃ) ঐ ব্যক্তির কাবরের কাছে গিয়ে বসে পড়েন যার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন ঃ আপনি কি শহীদ ব্যক্তিকে অবহেলা করছেন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণকারীকে প্রাধান্য দিচ্ছেন? এ কথা শুনে ফাদালাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমার কাছে এ দু' জনই সমান। এ দু' জনের যে কোন একজনের কাবর হতে উত্থিত হলেও আমার কোন পরোয়া নেই। তোমরা কি আল্লাহর কিতাবে পাঠ করনি? অতঃপর তিনি وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِىْ سَبِيْلِ اللَّهِ ... الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে যদি আল্লাহ তাঁর পছন্দনীয় জায়গায় স্থান দেন এবং উত্তম খাদ্য প্রদান করেন তাহলে এদের দু' জনের কোন্ কাবর থেকে উত্থিত হওয়ার ভাগ্য আমার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্বেষন করার কি'ইবা দরকার? (তাবারী ৯/১৮২) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে,

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ .

এই আয়াতটি সাহাবীগণের ঐ ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের সাথে মুশরিকদের এক সেনাবাহিনী মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলিতেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলিম বাহিনী ঐ মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলিতে যুদ্ধ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন । কিন্তু মুশরিক বাহিনী তা অগ্রাহ্য করে এবং যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ঐ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সাহায্য করেন এবং মুশরিকদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

٦١. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ	৬১। ওটা এ জন্য যে, আল্লাহ রাতকে প্রবিষ্ট করেন দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করেন রাতের মধ্যে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।
٦٢. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ	৬২। এ জন্যও যে, আল্লাহ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটাতো অসত্য এবং আল্লাহতো সমুচ্চ, মহান।

দুনিয়ার সৃষ্টিকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই ব্যবস্থাপক। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি যা চান তা'ই নির্দেশ করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ. تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ

তুমি বল ঃ হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে রয়েছে কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। আপনি রাতকে দিনে পরিবর্তিত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, এবং জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করেন ও মৃতকে জীবিত হতে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৬-২৭) দিনকে রাত এবং রাতকে দিনে রূপান্তরিত হওয়ার অর্থ হল দিনের শেষে রাতের আবির্ভাব এবং রাতের শেষে দিনের প্রভাব বা আবির্ভাব। কখনও দিন বড় ও রাত ছোট হয়, আবার কখনও রাত বড় হয় ও দিন ছোট হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে হয়ে থাকে।

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ আল্লাহ তা'আলা বান্দার সমস্ত কথা শোনেন। কোন অবস্থাই তাঁর কাছে গুপ্ত থাকেনা, তাঁর উপর কোন শাসনকর্তা নেই। তাঁর সামনে কারও মুখ খোলার শক্তি নেই। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন তা উল্টে দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার কারও নেই।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ তিনিই প্রকৃত মা'বূদ। ইবাদাতের যোগ্য তিনিই। তিনিইতো সমুচ্চ, মহান। তিনি যা চান তা'ই হয় এবং যা চাননা তা হওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও অক্ষম।

وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ তাঁকে ছাড়া মানুষ যাদের পূজা করে ওরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন। লাভ ও ক্ষতি কিছু করারই ক্ষমতা ওদের নেই। সবাই মহান আল্লাহর অধীনস্থ। সবাই তাঁর হুকুমের আজ্ঞাবহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি ছাড়া কোন রাব্বও নেই। তাঁর চেয়ে বড় কেহই নেই। কেহ তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারেনা।

وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ

তিনি সমুন্নত, মহান। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪)

ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৯) তিনি সমস্ত পবিত্রতা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যালিমরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু মন্তব্য করে তা

থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সমস্ত সৎ গুণের অধিকারী এবং অসৎ ও অনিষ্টতা হতে তিনি বহু দূরে রয়েছেন।

৬৩। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে ধরিত্রী? আল্লাহ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।	٦٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
৬৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহইতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ্।	٦٤. لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ
৬৫। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমূদয়কে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি	٦٥. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ

দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।	لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ
৬৬। এবং তিনিতো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিইতো তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। মানুষতো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।	٦٦. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحۡيَاكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ

আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা নিজের ব্যাপক ক্ষমতা ও বিরাট শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি শুষ্ক, অনাবাদী ও মৃত যমীনের উপর বাতাসের মাধ্যমে মেঘমালা সৃষ্টি করে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে, তা দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫)

فَتُصۡبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً এখানে ‘ف’ - ‘تَعْقِيْب’ (পিছনে পিছনে আসা) এর জন্য এসেছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةً

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ১৪)

শুক্রের রক্তপিন্ড হওয়া, রক্তের মাংস পিন্ড হওয়া ইত্যাদি যেখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখানেও ‘ف’ এসেছে। অথচ সহীহায়িনে বলা হয়েছে যে, এই দুই অবস্থার মধ্যে চল্লিশ দিনের ব্যবধান থাকে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৫০, মুসলিম

৪/২০৩৬) فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً বৃষ্টি বর্ষণের ফলে শুষ্ক ও মৃত মাটি সবুজ বর্ণ ধারণ করে। হিজায এলাকার লোকদের থেকে জানা যায় যে, হিজাযের কতক মাটি এমনও আছে যার উপর বৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই ওটা রক্তিম ও সবুজ শ্যামল বর্ণ ধারণ করে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ প্রতিটি দানা তাঁর গোচরে রয়েছে। যমীনের প্রান্তে এবং ভিতরে যা কিছু আছে সবই তাঁর জানা। যেমন বীজের উপর পানি পতিত হওয়া, তাতে অংকুর বের হওয়া। লুকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

يَـٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহকে সাজদাহ করা হতে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৫) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ সমস্ত বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই। তিনি সবকিছু হতে বেপরওয়া ও অভাবমুক্ত। সবাই তাঁর সামনে ফকীর, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সমস্ত মানুষ আল্লাহর গোলাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে? সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, বাগ-বাগিচা, ক্ষেত খামার তোমাদেরই উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৩)

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে তিনি তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। এই নৌযানগুলি তোমাদেরকে এদিকে হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এর মাধ্যমে তোমাদের মাল ও আসবাবপত্র এক স্থান হতে অন্য স্থানে পৌঁছে যায়। পানি কেটে, তরঙ্গ অতিক্রম করে আল্লাহর নির্দেশক্রমে বাতাসের সাথে নৌযানগুলি তোমাদের উপকারার্থে চলতে রয়েছে। এখানকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ওখানে এবং ওখানকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এখানে সদা পৌঁছতে রয়েছে। وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন। ওটা যমীনের উপর

পড়ে যাচ্ছেনা। তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আসমান যমীনের উপর পড়ে যাবে এবং যমীনের অধিবাসীরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। মানুষ পাপে নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এটা তাঁর পরম করুণার পরিচায়ক, যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬)

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ তিনিইতো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

বল ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। (৪৫ ঃ ২৬) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১) কালামের ভাবার্থ হল ঃ এ রূপ আল্লাহর সাথে তোমরা অন্যদেরকে শরীক করছ কেন? সৃষ্টিকর্তাতো একমাত্র তিনিই। আহারদাতাও তিনি ছাড়া অন্য কেহ নয়। সমস্ত আধিপত্য তাঁরই।

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ তোমরা কিছুই ছিলেনা। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করবেন, অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। মানুষ অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ বটে!

৬৭। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি ইবাদাত-পদ্ধতি যা তারা অনুসরণ করবে। সুতরাং তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। তুমি তাদেরকে তোমার রবের দিকে আহ্বান কর, তুমিতো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।	٦٧. لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ
৬৮। তারা যদি তোমার সাথে বিতন্ডা করে তাহলে বল ঃ তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত।	٦٨. وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
৬৯। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামাত দিনে সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার	٦٩. ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ

মীমাংসা করে দিবেন।	تَخْتَلِفُونَ

প্রতিটি জাতিরই রয়েছে ধর্মীয় উৎসবের দিন

আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য *‘মানসাক’* (مَنسَكًا) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক নাবীর অনুসারীদের জন্য *‘মানসাক’* রয়েছে। তিনি বলেন ঃ আরাবীর মূল শব্দ *‘মান্সিক’* (مَنْسِك) এর অর্থ হচ্ছে ঐ জায়গা যেখানে কোন লোক আসা-যাওয়া করে, তা ভাল কাজের জন্যও হতে পারে অথবা খারাপ কাজের জন্যও হতে পারে। এখানে হাজ্জের আহকামসমূহ পালন করার জন্য লোকেরা যে যাতায়াত করে তা বুঝানোর জন্য *‘মানাসিক’* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (তাবারী ১৮/৬৭৮, ৬৭৯)

বর্ণিত আছে যে, এখানে ভাবার্থ হল ঃ আমি প্রত্যেক নাবীর উম্মাতের জন্য শারীয়াত নির্ধারণ করেছি। ‘এ ব্যাপারে তারা যেন বিতর্কে লিপ্ত না হয়’ এর দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ‘প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আমি নির্ধারণ করেছি ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা’ এর অর্থ ধরে নেয়া হয়েছে যে, তা হল আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি যা তাদেরকে পালন করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে, ঐ দিকেই সে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তিত করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৮) এখানেও রয়েছে ঃ

هُمْ نَاسِكُوهُ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ইবাদাত পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে। তাহলে ضَمِيْر বা সর্বনামের পুনরাবৃত্তিও তাদের উপরই হবে। অর্থাৎ এগুলি তারা আল্লাহর নির্ধারণ ও ইচ্ছানুযায়ী পালন করে থাকে।

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ সুতরাং হে নাবী! তাদের বিতর্কের কারণে তুমি মন খারাপ করে সত্য হতে সরে পড়না, বরং তাদেরকে তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান করতে থাক। তুমিতো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ

তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কেহ যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিরত না রাখে। তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান করতে থাক। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৭)

وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ তারা যদি তোমার সাথে বিতন্ডা করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য, আমি যে আমল করছি তা হতে তোমরা দায়িত্বমুক্ত এবং তোমরা যে আমল করছ তা হতে আমিও দায়িত্বমুক্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) সুতরাং এখানেও তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ

তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৮) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার

মীমাংসা করে দিবেন। ঐ সময় সমস্ত মতভেদ মিটে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُ ۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ

সুতরাং তুমি ওর দিকে আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা। বল ঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৫)

৭০। তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ।	٧٠. أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার খবর দিচ্ছেন ঃ আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু তাঁর জ্ঞানের পরিবেষ্টনের মধ্যে রয়েছে। অণু পরিমাণ জিনিস কিংবা তার চেয়ে কম অথবা বেশিও এর বাইরে নেই। জগতের অস্তিত্বের পূর্বেই জগতের জ্ঞান তাঁর ছিল। এমন কি এটা তিনি লাউহে মাহফূজে লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে, যখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল, সৃষ্ট জীবের তাকদীর লিখিয়ে নিয়েছিলেন। (মুসলিম ৪/২০৪৪)

সাহাবীগণের একটি দল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর ওকে বলেন ঃ লিখ। কলম জিজ্ঞেস করে ঃ কি লিখব? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (আগামীতে) যা কিছু হবে সবই লিখে নাও। তখন কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হবার কলম তা সবই লিখে নেয়। (আবূ দাঊদ ৫/৭৬, তিরমিযী ৯/২৩২)

৭১। এবং তারা ইবাদাত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যে সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।	٧١. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ
৭২। এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তুমি বল ঃ তাহলে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা অন্য কিছুর সংবাদ দিব? ওটা আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!	٧٢. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

মূর্তি পূজকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করে এবং তারা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে

এখানে বিনা দলীল ও বিনা সনদে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজাকারীদের অজ্ঞতা এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। শাইতানী অন্ধ অনুকরণ এবং বাপ

দাদার দেখাদেখি ছাড়া কোন শারীয়াতসম্মত দলীল এবং কোন জ্ঞান সম্মত দলীল তাদের কাছে নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭) এখানেও তিনি বলেন ঃ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই যে আল্লাহর কোন শাস্তি থেকে তাদেরকে বাঁচাবে।

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ তাদের কাছে আল্লাহর পবিত্র কালামের আয়াতসমূহ, সহীহ দলীল প্রমাণাদি, প্রকাশ্য যুক্তিসমূহ পেশ করা হলে তাদের শরীরে আগুন ধরে যায়। তাদের সামনে আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলদের অনুসরণের কথা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হলে তাদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا যারা তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে তাদের প্রতি তারা মারমুখী হয়ে উঠে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا তাদেরকে বলে দাও ঃ যে দুঃখ তোমরা আল্লাহর দীনের প্রচারকদেরকে দিচ্ছ ওটাকে এক দিকে, আর অন্যদিকে ঐ দুঃখকে তুলনা করে দেখ যা নিঃসন্দেহে তোমাদের কুফরী ও সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে তোমাদের উপর আপতিত হবে, অতঃপর দেখ অতি নিকৃষ্ট কোন্টি? ঐ জাহান্নামের আগুন এবং সেখানকার বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি, নাকি যে কষ্ট তোমরা এই খাঁটি একাত্মবাদীদেরকে দিতে চাচ্ছ তা? অবশ্যই তাদের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমাদের নেই। জেনে রেখ যে,

Contents

তোমাদেরকে যে মন্দের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা জাহান্নামের আগুন। আর ওটা কতই না জঘন্য স্থান! ওটা কতই না ভয়াবহ! কতই না কষ্টদায়ক!

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬)

৭৩। হে লোকসকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা। পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল!	٧٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ
৭৪। তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।	٧٤. مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ

মূর্তির অক্ষমতা এবং তাদের পূজারীদের নির্বুদ্ধিতা

মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যে মূর্তি ও দেবতাগুলোর পূজা/উপাসনা করছে, মহান আল্লাহ এখানে ওগুলির দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং ওগুলোর পূজারী মুশরিকদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি মানুষকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ হে মানবমন্ডলী! এই অজ্ঞ ও নির্বোধেরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করছে, রবের সাথে এরা যে শির্ক করছে তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তা তোমরা খুব মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। এই উপাস্য দেবতাগুলো সবাই একত্রিত হয়ে যদি একটি ক্ষুদ্র মাছি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে তথাপি তা করার ক্ষমতা তাদের কখনই হবেনা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) মারফু রূপে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির মত কিছু সৃষ্টি করতে চায়? সত্যিই যদি কারও এ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে একটা পিপড়া কিংবা একটা মাছি অথবা একটা শস্যদানা সৃষ্টি করুক তো! (আহমাদ ২/৩৯১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে আছে যে আমার সৃষ্টি করার মত কিছু সৃষ্টি করতে চায়? তাহলে তারা একটা পিপড়া অথবা একটি যবের দানা সৃষ্টি করুক তো! (ফাতহুল বারী ১৩/৫৩৭, মুসলিম ৩/১৬৭১) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ এই বাতিল মা'বূদগুলোর আরও অক্ষমতা লক্ষ্য কর। তারা একটি মাছিরও মুকাবিলা করতে পারেনা। তাদেরকে প্রদত্ত কোন জিনিস যদি মাছি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা এতই শক্তিহীন যে, ঐ মাছির নিকট হতে ঐ জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারেনা! মাছির ন্যায় তুচ্ছ, নগন্য এবং অতি দুর্বল সৃষ্ট জীবের নিকট থেকেও যারা নিজেদের হক ফিরিয়ে নিতে পারেনা তাদের চেয়েও বেশি দুর্বল, শক্তিহীন ও অক্ষম আর কেহ হতে পারে কি?

ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ *পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল!* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে طَالِب দ্বারা মূর্তি এবং مَطْلُوْب দ্বারা মাছিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। আর বাহ্যিক শব্দ দ্বারাও এটাই প্রকাশমান। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা। তারা এটা উপলব্ধি করলে এত বড় শক্তিমান আল্লাহর সাথে এই নগণ্য ও তুচ্ছ মাখলূককে তারা শরীক করতনা, যাদের মাছি তাড়ানোরও শক্তি নেই, যেমন মুশরিকদের মূর্তিগুলো।

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ মহান আল্লাহ স্বীয় শক্তিতে অতুলনীয়। সমস্ত কিছু তিনি বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন। কারও কাছ থেকে তিনি সাহায্যও নেননি এবং কারও পরামর্শও গ্রহণ করেননি।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১২-১৩)

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

আল্লাহইতো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৮) সবকিছুই তাঁর সামনে নত। কেহই তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারেনা, কেহই তাঁর আদেশ লংঘন করতে পারেনা। এমন কেহ নেই যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতার মুকাবিলা করতে পারে। তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী।

৭৫। আল্লাহ মালাইকার মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।	٧٥. ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

৭৬। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	٧٦. يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ

মালাইকা এবং মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তা‘আলা বাণী বাহক নির্ধারণ করেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, নিজের নির্ধারিত তাকদীর জারি করা এবং নির্ধারিত শারীয়াত স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে মালাককে চান নির্দিষ্ট করে নেন। অনুরূপভাবে তিনি লোকদের মধ্য হতে যাকে চান নাবুওয়াতের পোশাক পরিয়ে দেন। إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ তিনি বান্দাদের সমস্ত কথা শোনেন। প্রতিটি বান্দা তার আমলসহ তাঁর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কে তা তিনি খুব ভালই জানেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৪)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ রাসূলদের সামনের ও পিছনের খবর আল্লাহ রাখেন। তাঁদের কাছে তিনি কি পৌঁছালেন এবং তাঁরা কি পৌঁছে দিলেন এ সব কিছু তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যেমন তিনি বলেন ঃ

عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدًا. لِّيَعۡلَمَ أَن قَدۡ أَبۡلَغُواْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمۡ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَأَحۡصَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَدَدًۢا.

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন, রাসূলগণ তাদের রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কি না জানার জন্য। রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ২৬-২৮)

সুতরাং মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলদের রক্ষক। যা তাঁদের বলা হয় তার তিনি হিফাযাতকারী। তিনি তাঁদের সাহায্যকারী। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭)

৭৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সাজদাহ কর এবং তোমাদের রবের ইবাদাত কর ও সৎ কাজ কর যাতে সফলকাম হতে পার। [সাজদাহ]	٧٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩
৭৮। এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের	٧٨. وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ	ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত; তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা স্বাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

আল্লাহর ইবাদাত এবং জিহাদ করার আদেশ

এই দ্বিতীয় সাজদাহটির ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম সাজদাহর জায়গায় আমরা ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছি যাতে উকবাহ ইব্ন আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা হাজ্জকে দু'টি সাজদাহর মাধ্যমে ফাযীলাত দান করা হয়েছে, যারা এ দু'টি সাজদাহ করেনা তারা যেন এই আয়াতটি পাঠ না করে। (হাকিম ১/২২১) আল্লাহ তা'আলা রুকূ, সাজদাহ, ইবাদাত ও সৎ কাজের হুকুম করার পর বলছেন ঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ তোমরা তোমাদের জান, মাল ও কথা দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং যেভাবে জিহাদ করা উচিত সেভাবেই কর। যেমন তিনি বলছেন ঃ

ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০২)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। অন্যান্য উম্মাতবর্গের উপর তিনি তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। পূর্ণ রাসূল এবং পূর্ণ শারীয়াত দানের মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তোমাদেরকে তিনি সহজ এবং উত্তম দীন প্রদান করেছেন। এমন আহকাম তোমাদের উপর রাখেননি যা পালন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন। এমন বোঝা তিনি তোমাদের উপর চাপিয়ে দেননি যা বহন করা তোমাদের সাধ্যের বাইরে।

'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল' এ দু'টি সাক্ষ্য দানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে সালাত। বাড়ীতে অবস্থান কালে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফার্‌য সালাত চার রাক'আতই আদায় করতে হয়। আর সফরে থাকাকালে চার রাক'আতের পরিবর্তে দু' রাক'আত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। ভয়ের সালাততো হাদীস অনুযায়ী মাত্র এক রাক'আত আদায় করার হুকুম আছে। তাও আবার পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীর উপর এবং কিবলামুখী হয়ে হোক কিংবা কিবলার দিকে মুখ না করে হোক। সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাক না কেন সালাত আদায় করা হয়ে যাবে। সফরের নাফ্‌ল সালাতেরও অনুরূপ হুকুম। রুগ্ন ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করতে পারে এবং বসে না পারলে শুইয়েও আদায় করতে পারে। অন্যান্য ফার্‌য ও ওয়াজিবগুলিকেও মহান আল্লাহ সহজসাধ্য করেছেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ আমি একনিষ্ঠ ও খুবই সহজ দীনসহ প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ, ৫/২৬৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয (রাঃ) এবং আবূ মূসাকে (রাঃ) ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ দিবে, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করবেনা এবং এমন কাজের হুকুম করবে যা পালন করা তাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হয়, কঠিন না হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৬৫৭) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু হাদীস রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের নিম্নরূপ তাফসীর করেছেন ঃ তোমাদের দীনে কোন সংকীর্ণতা কিংবা কঠোরতা নেই। (তাবারী ১৮/৬৮৯) বলা হয়েছে ঃ

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ *এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত।* ইব্ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় এর পূর্বের আয়াতাংশ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, এর পূর্বে তোমাদের পিতা ইবরাহীমকেও যে দীন প্রদান করা হয়েছিল সেই দীন ধর্মই তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে কোন কঠোরতা নেই। অতএব তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। (তাবারী ১৮/৬৯১) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নের আয়াতটিই উত্তম ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্বে ইবরাহীমের (আঃ) নামকরণ করেন মুসলিম। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে, তিনি 'আতা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ মুসলিম নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। (তাবারী ১৮/৬৯১) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৮/৬৯১, ৬৯২)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর পূর্বে দাউদের (আঃ) উপর নাযিলকৃত *'যাবূর'* এবং মূসার (আঃ) উপর নাযিলকৃত *'তাওরাত'* এ আল্লাহর বান্দাদের নামকরণ করা হয়েছিল *'মুসলিম'*। তারা দীনের অনুসারী ছিলেন। আর وَفِي هَذَا বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (কুরতুবী ১২/১০১) কারণ এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তিনি তোমাদের জন্য যে দীন ধর্মের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তাতে পূর্বের ধর্মের মতই কোন কঠোরতা নেই।

আর এটা সঠিকও বটে। কেননা ইতোপূর্বে এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তাদের দীন সহজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এই দীনের প্রতি আরও বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য বলা হচ্ছে ঃ এটা হল ঐ দীন যা ইবরাহীমকে (আঃ) প্রদান করা হয়েছিল।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ এরপর এই উম্মাতের জন্য এবং তাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের বর্ণনা আমার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিল। যুগ যুগ ধরে নাবীগণের (আঃ) আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের আলোচনা হতে থেকেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠকেরা তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং এই কুরআনের পূর্বে এবং এই কুরআনেও তোমাদের নাম মুসলিম। আর এই নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ।

হারিস আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এখনও অজ্ঞতার অনুসরণ করে (অর্থাৎ বাপ-দাদার এবং বংশের গর্ব করে: আর অন্যান্য মুসলিমদেরকে নগন্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করে) সে জাহান্নামে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি সে সিয়াম পালন করে ও সালাত আদায় করে (তবুও কি)? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, যদিও সে সিয়াম পালনকারী এবং সালাত আদায়কারী হয়। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের যে নাম রেখেছেন সেই নামেই একে অপরকে ডাক। তা হল মুসলিমীন, মু’মিনীন এবং ইবাদুল্লাহ। (নাসাঈ ১/৮৮৬৬) সূরা বাকারাহর يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ... الخ। এই আয়াতের তাফসীরে আমরা এই হাদীসটি পূর্ণ বর্ণনা করেছি। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ আমি তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম উম্মাত এ জন্যই বানিয়েছি এবং এ জন্যই আমি তোমাদের সুখ্যাতি অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হও। পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মাত উম্মাতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করবে। এই উম্মাত সমস্ত উম্মাতের উপর নেতৃত্বে লাভ করেছে। এ জন্য এই

উম্মাতের সাক্ষ্য অন্যান্য উম্মাতবর্গের উপর গৃহিত হবে। তাদের সাক্ষ্য হবে এটাই যে, পূর্ববর্তী উম্মাতবর্গের কাছে তাদের নাবীগণ (আঃ) আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর এই উম্মাতের উপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব তিনি পূর্ণভাবে পালন করেছেন। এ ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে এবং যত তাফসীর আছে সবই আমরা সূরা বাকারাহর وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ... الخ এ আয়াতের (২ ঃ ১৪৩) তাফসীরে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ এত বড় নি‘আমাতের অধিকারী যিনি তোমাদেরকে করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। এর পন্থা এই যে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর যা কিছু ফার্‌য করেছেন তা অতি আগ্রহের সাথে খুশি মনে তোমরা পালন কর। বিশেষ করে সালাত ও যাকাতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবে। আল্লাহ তা‘আলা যা কিছু ওয়াজিব করেছেন তা আন্ত রিক মুহাব্বাতের সাথে পালন কর। যা কিছু তিনি হারাম করেছেন তার কাছেও যেওনা। সুতরাং সালাত, যা নির্ভেজাল আল্লাহরই জন্য এবং যাকাত, যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত ছাড়াও তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতিও ইহসান করা হয়, ধনী লোকেরা বছরে একবার তাদের সম্পদের সামান্য একটি অংশ সন্তুষ্ট চিত্তে দরিদ্রদেরকে দান করে, এতে গরীবদের সাহায্য করা হয় এবং মনেও তৃপ্তি আসে। এতেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাকাতের সমস্ত নিয়ম কানূন সূরা তাওবাহর إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... الخ (৯ ঃ ৬০) এ আয়াতের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রেখ, তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। তিনিই তোমাদের রক্ষক। তিনিই তোমাদের সহায়ক। তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের উপর বিজয় দানকারী

তিনিই, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। তিনি যার অভিভাবক হন, তার আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই, সর্বোত্তম সাহায্যকারী তিনিই। দুনিয়ার সবাই যদি শত্রু হয়ে যায় তাতেও কিছু যায় আসেনা। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।

সূরা হাজ্জ এর তাফসীর এখানেই সমাপ্ত হল। মহান আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি রাহমাত বর্ষণ করুন। তাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তাদেরকে অনুসরণ করবেন তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকুন।

সপ্তদশ পারা ও সূরা হাজ্জ - এর তাফসীর সমাপ্ত।